চিকিৎসা-তত্ত্ব-কৌমুদী।

[illegible]চিকিৎসা, হ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা,
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, কবিরাজী
চিকিৎসা, এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি
প্রস্তুত প্রণালী,

এই পাঁচখানি পুস্তক একত্রে।

চিকিৎসাতত্ত্ব-মুষ্টিযোগ প্রণেতা
শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত।

কলিকাতা।

নং হরিমোহন বসুর প্রেস, নূতন কলিকাতা প্রেস
শ্রীপরমসুখ সাহা দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

১২৯৪

সূচীপত্র।

জ্বর-চিকিৎসা (১—২৫ পৃষ্ঠা)।

ম্যালেরিয়া জ্বর	১
রেমিটেণ্ট ফিবার ...	১৩
বিলিয়াস রেমিটেণ্ট ফিবার ...	১৪
টাইফয়েড ফিবার ...	১৮
যকৃৎ ও প্লীহা জ্বর ...	২০

এ্যালোপ্যাথিক-চিকিৎসা (২৬—২২৩ পৃষ্ঠা)।

ডায়রিয়া, (উদরাময়) ...	২৭
ক্রনিক ডায়রিয়া	২৯
পেরিটোনাইটিস্ ...	৩২
টিউবারকিউলার পেরিটোনাইটিস্ ...	৩৪
এণ্টারাইটিস্	৩৫
ডিসেণ্টারিয়া ...	৩৭
কলিক বেদনা	৪১
ইণ্টেষ্টাইনাল অবষ্ট্রাকশন	৪৩
কলেরা	৪৬
[illegible]	৫২
[illegible]	৫[illegible]

[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
ভাইরাস জনিত		[illegible]
[illegible]		[illegible]
মাছেদের খাবার	...	[illegible]
মাছেদের ভিটামিন		[illegible]
প্যারাসাইটিস	...	[illegible]
ব্যাকটেরিয়াল ডায়াসিস		[illegible]
ফাংগাস জনিত ডায়াসিস		[illegible]
জেনেটিক জনিত ডায়াসিস		[illegible]
[illegible] ক্যালকুলাই		[illegible]
মাছেদের উত্তেজনা	...	[illegible]
মাছেদের আশ্রয়	...	[illegible]
মাছেদের প্যারালিসিস		[illegible]
মাছেদের [illegible]	..	[illegible]

[illegible]	৯৭
[illegible]	৯৮
[illegible]	[illegible]
[illegible]	১০২
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	১১০
[illegible]	১১৩
[illegible]	১১৪
[illegible]	১১৪
[illegible]	১১৫
[illegible]	১১৬
[illegible]	১১৮
[illegible]	১১৯
[illegible]	১১৬
[illegible]	১২০
[illegible] বা [illegible]	১২৩
[illegible]	১২৫
[illegible]	১২৬
[illegible] বা [illegible]	১২৬
[illegible] বা [illegible]	১২৭

ক্যাঙ্ক্রেমেরিস নোমা	১২৭
আঙ্গুলিহেড়া	১২৮
দাঁতউঠার পীড়া	১২৯
দন্ত রোগ ...	১৩২
চক্ষু-রোগ	১৩৪
কর্ণরোগ	১৩৫
নাসারোগ	১৩৭
শিরঃপীড়া	১৩৯
ভার্টিগো ...	১৪০
মিনিঞ্জাইটিস্	১৪৫
মস্তিষ্কের প্রবল প্রদাহ	১৪৭
হাইড্রোকেফালস্	১৪৮
মস্তিষ্কের পীড়া ...	১৫১
এপোপ্লেক্সী	১৫২
কন্কস্‌শন অফ ব্রেণ ..	১৫৫
সানষ্ট্রোক	১৫[illegible]
কোরিয়া ...	১৫৭
হিষ্টিরিয়া	১৫৮
এপিলেপ্সী	১৬[illegible]
একলাম্পসি ...	১৬[illegible]
মনোবিকার বা উন্মাদ	১৬[illegible]
মেনিয়া ..	১৬[illegible]
বাত ও পক্ষাঘাতাদি ...	১৭[illegible]

স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস্	...	১৭৫
মাইলাইটিস্	..	১৭৬
স্পাইন্যাল কঞ্জেশ্চন		১৭৭
স্পাইন্যাল হেমারেজ	.	১৭৭
স্পাইন্যাল ইরিটেশান্	...	১৭৮
টিউমার		১৭৯
হাইড্রো রেকিয়া		১৮০
কম্পন্		১৮০
টেটেনস্	.	১৮১
প্যারালিসিস্		১৮৩
হেমিপ্লেজিয়া	..	১৮৪
প্যারাপ্লেজিয়া	...	১৮৭
ম্যালেরিয়া জ্বর জন্য পক্ষাঘাত	.	১৯১
ওয়েষ্টিংপল্‌সি বা ক্ষয়কর পক্ষাঘাত	.	১৯১
নিউরাইটিস্	...	১৯৩
নিউরোমা	.	১৯৪
নিউর‍্যালজিয়া		১৯৪
ফেসিয়্যাল স্প্যাজম	. .	১৯৫
কুষ্ঠ ও পাঁচড়া	.	১৯৬
স্কেবিস বা পাঁচড়া	. .	১৯৮
ক্রিয়াসোট অয়েণ্টমেণ্ট	.	১৯৯
এলোপেশিয়া বা টাক	.	১৯৯
টিনিয়া সার্সিনেটা বা দাদ	.	২০০

শ্বেত কুষ্ঠ	...	২০০
ড্রপসি বা শোথ		২০১
শ্লীপদ	..	২০৩
চিকেন পক্স	..	২০৪
মিজল্স বা হাম	...	২০৬
ডিপ্থিরিয়া	..	২০৮
স্ত্রীরোগ	...	২১১
ওভেরাইটিস্	.	২১১
শৈশবে শ্বেত প্রদর	...	২১২
মূত্রাশয়ে পাথরী	..	২১৩
একিউট ভ্যাজাইনাটিস্	..	১১৩
লিউকোরিয়া বা শ্বেত-প্রদর	...	২১৪
এমেনোরিয়া	...	২১৬
ডিস্মেনোরিয়া	.	২১৭
মেনোরেজিয়া	..	২২০
শিশুরোগ		২২১
হুপিং কফ	.	২২১
কন্‌ভল্‌সন্‌ বা তড়কা	.	২২২

হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসা।

(২২৪—২৬৬ পৃষ্ঠা।)

হোমিওপ্যাথিকের ইতিবৃত্ত	...	২২৪
জ্বর	...	২৩০

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার	...	২১৪
রেমিটেণ্ট ফিবার	.	২৩৫
সিনিয়স্ রেমিটেণ্ট ফিবার	..	২৩৬
টাইফস্ জ্বর	...	২৩৭
টাইফয়েড জ্বর	..	২৪০
স্কারলেট ফিবার	...	২৪৩
রিল্যাপ্সিং ফিবার	...	২৪৪
এণ্ড্ স্ব কাম্পজ্বর	...	২৪৫
কলেরা	...	২৪৬
ডায়ারিয়া	...	২৪৯
ডিসেণ্টারী	...	২৪৯
ক্রনিক ডায়ারিয়া	...	২৫১
ইন্‌ফ্ল্যামেশন অফ বাউয়েল্স		২৫২
কলিক পেন্	...	২৫৩
লেড্ কলিক	...	২৫৩
প্লীহা	..	২৫৪
যকৃত	..	২৫৪
হিমারেজ	...	২৫৫
বক্ষঃস্থলের পীড়া	...	২৫৭
ব্রঙ্কাইটিস্	...	২৫৭
নিউমোনিয়া	...	২৫৯
প্লুরিসি	...	২৬০
থাইসিস	...	২৬০

এপ্সমা	...	২৬২
একোনিয়া	...	২৬২
নাসারোগ চিকিৎসা	...	২৬৩
জিহ্বা ও মুখ রোগ	...	২৬৩
দন্তরোগ চিকিৎসা		২৬৩
চক্ষুরোগ চিকিৎসা	...	২৬৪
কর্ণরোগ চিকিৎসা	...	২৬৪
শিরঃপীড়া চিকিৎসা	...	২৬৪
বসন্ত-চিকিৎসা	...	২৬৫
স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা	...	২৬৫
ব্যাতব্যাধি-চিকিৎসা	...	২৬৫
বাত-চিকিৎসা	...	২৬৬
মূত্ররোগ-চিকিৎসা	...	২৬৬

কবিরাজী-চিকিৎসা (২৬৭—৪১৯ পৃষ্ঠা)।

নবজ্বর	...	২৬৭
সামান্য জ্বর	...	২৬৭
বাতজ্বর	...	২৬৮
পিত্তজ্বর	...	২৬৯
কফজ্বর	...	২৭০
বাতপিত্ত-জ্বর	...	২৭০
বাতশ্লেষ্ম-জ্বর	...	২৭১
পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর	...	২৭২

চতুর্থক বিষমজ্বর	২৭২
ত্রিদোষজ জ্বর	২৭৪
সন্নিপাত জ্বর	২৭৪
পুরাতন জ্বর	২৭৯
মুক্তানুবন্ধ বা বিষমজ্বর	২৮১
পালাজ্বর	২৮৩
দুইদিন অন্তর জ্বর	২৮৩
প্লীহা ও যকৃৎ	২৮৫
পাণ্ডু-রোগ	২৮৬
অতিসার ও গ্রহণী	২৯১
পিত্তাতিসার	২৯৩
শ্লেষ্মাতিসার	২৯৪
রক্তাতিসার	২৯৫
সান্নিপাতাতিসার	২৯৮
জ্বরাতিসার	২৯৯
আমাতিসার	৩০০
গ্রহণী	৩০১
গুদভ্রংশরোগ	৩০২
অজীর্ণ	৩০৩
ভীষ্মাগ্নি-রোগ	৩০৪
মন্দাগ্নি-রোগ	৩০৫
গুল্ম	৩০৭
বাতজ গুল্ম	৩১৭

পিত্তজ গুল্ম	...	২০৮
কফজ গুল্ম	.	৩০৯
রক্তজ গুল্ম	...	৩১০
সন্নিপাতিক গুল্ম		৩১১
গুল্ম রোগের সাধারণ চিকিৎসা	...	৩১১
অম্লপিত্ত	..	৩১২
বাতজ অম্লপিত্ত	.	৩১২
শ্লেষ্মজ অম্লপিত্ত	..	৩১৩
শূল	..	৩১৩
বায়ুজন্য শূল		৩১৪
পিত্তজ শূল	...	৩১৫
কফজ শূল	.	৩১৬
বাত পিত্তজ শূল	..	৩১৭
বাত শ্লেষ্মজ শূল	...	৩১৭
আমজ শূল		৩১৮
সন্নিপাতিক শূল	...	৩১৮
পরিণাম শূল	..	৩১৯
ক্রিমি	...	৩২০
অর্শ	...	৩২৩
বাতজ অর্শ	...	৩২৩
পিত্তজ অর্শ	..	৩২৪
কফজ অর্শ		৩২৫
সান্নিপাতিক অর্শ	...	৩২৫

শুক্রতারল্য	...	৩২৬
অরিষ্ট লক্ষণ	...	৩২৭
কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র	...	৩৩০
পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র	...	৩৩১
অশ্মরী	...	৩৩৪
প্রমেহ	...	৩৩৬
উদকমেহ	...	৩৩৬
ইক্ষুমেহ	...	৩৩৭
সান্দ্রমেহ	...	৩৩৭
সুরামেহ	...	৩৩৭
শুক্রমেহ	...	৩৩৭
বহুমূত্র	...	৩৩৮
মেদরোগ	...	৩৪০
ভগন্দর	...	৩৪২
উপদংশ	...	৩৪৩
উদররোগ	...	৩৪৫
বাতোদর	...	৩৪৫
কফোদর	...	৩৪৭
সন্নিপাতোদর	...	৩৪৭
যকৃৎ প্লীহোদর	...	৩৪৭
বদ্ধ গুদোদর	...	৩৪৮
জলোদর	...	৩৪৮
শোথ রোগ	...	৩৪৯

হৃৎপিণ্ড		৩৫০
হৃদ্রোগ ও স্বরভঙ্গ		৩৫৪
বাতজ হৃদ্রোগ		৩৫৪
পিত্তজ হৃদ্রোগ		৩৫৫
কফজ হৃদ্রোগ	...	৩৫৫
সন্নিপাতজ হৃদ্রোগ	...	৩৫৫
ক্রিমিজ হৃদ্রোগ		৩৫৫
স্বরভেদ		৩৫৭
কাস		৩৬০
বাতজ কাস	...	৩৬০
পিত্তজ কাস	...	৩৬২
কফজ কাস		৩৬৩
ক্ষয় রোগ		৩৬৪
বাতজ ক্ষয়	...	৩৬৪
পিত্তজ ক্ষয়	...	৩৬৪
কফজ ক্ষয়	...	৩৬৫
রাজযক্ষ্মা	...	৩৬৮
হিক্কা ও শ্বাস	...	৩৭০
মহাশ্বাস	...	৩৭২
ঊর্দ্ধশ্বাস	...	৩৭৩
ছিন্ন শ্বাস	...	৩৭৪
তমক শ্বাস	...	৩৭৪
ক্ষুদ্র শ্বাস		৩৭৫

বাত ব্যাধি	...	৩৭৭
অপস্মার মূর্চ্ছা	...	৩৮২
মূর্চ্ছা	...	৩৮৫
উন্মাদ	...	৩৮৭
বাতরক্ত		৩৯০
কুষ্ঠ	...	৩৯১
ওষ্ঠরোগ	...	৩৯৩
মুখরোগ	...	৩৯৪
দন্তরোগ	...	৩৯৫
চক্ষুরোগ	...	৩৯৬
কর্ণরোগ	...	৩৯৭
নাসারোগ	...	৩৯৯
শিরোরোগ ও ইন্দ্রলুপ্ত	...	৪০২
ব্রণরোগ	...	৪০৩
শ্লীপদ	...	৪০৪
অর্ব্বুদ	...	৪০৫
গলগণ্ড	...	৪০৫
আমবাত	...	৪০৬
গৃধ্রসী	...	৪০৮
বিস্ফোটক	...	৪০৯
অণ্ডকোষ বৃদ্ধি	...	৪০৯
গণ্ডমালা	...	৪০৯
স্ত্রীরোগ		৪১১

রথ্যাস্থ		৪১১
প্রদর		৪১৩
গর্ভাবস্থায় অষ্টবিধ উপসর্গ চিকিৎসা		৪১৫
তৃষ্ণারোগ		৪১৬
দাহ		৪১৮
ছর্দ্দি	..	৪১৮

প্যাটেণ্ট ঔষধ বা নানা দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী (৪২০—৪৬৮পৃষ্ঠা)।

বস্তি কর্ম্ম	..	৪২০
স্নেহবিধি	...	৪২০
ক্বাথ	...	৪২০
নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী	.	৪২১
দাদমা	...	৪২১
দাদের ঔষধ	...	৪২৩
ম্যালেরিয়া মিক্শ্চার		৪২৩
শোথ না-শক চূর্ণ	.	৪২৬
উপদংশীয় ক্ষত	..	৪২৭
শূল রোগের ঔষধ	...	৪২৭
বাতের তৈল	...	৪২৮
টাকের ঔষধ	...	৪২৯
এরণ্ড তৈলের কদর্য্য আস্বাদ ঢাকিবার ব্যবস্থা		৪২৯

মৃগী রোগ	...	৪২৯
হিষ্টিরিয়া	...	৪৩০
পিত্তজন্য কোষ্ঠকাঠিন্য	...	৪৩০
পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ	...	৪৩০
কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ	...	৪৩০
টাইফয়েড জ্বর	...	৪৩০
নিরক্তাবস্থা	...	৪৩১
ডিসেণ্ট্রী	...	৪৩১
রক্তামাশয়	...	৪৩১
গ্রীষ্মোদরাময়	...	৪৩২
আমাতিসার রোগ	...	৪৩২
উদর শূল ও আধ্মান	...	৪৩২
রক্তোৎকাশ ও যক্ষ্মা	...	৪৩২
বিবিধ রোগের মুষ্টিযোগ	...	৪৩৩
সুগন্ধি তৈল	...	৪৪০
হনি ওয়াটার	...	৪৪১
ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার	...	৪৪২
বৃক্ষের ফলে ফুলে মুকুলে পত্রে পোকা ধরিলে তাহার নিবারণোপায়	...	৪৪৩
কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্য পালিশ করিবার সহজ উপায়		৪৪৩
কেরোসিন প্রভৃতি আলোকের ধূম নিবারণোপায়		৪৪৪
পানীয় জল শোধন বিধি	...	৪৪৫
কাচ কাটিবার উপায়	...	৪৪৫

টাইট ছিপি খুলিবার উপায় ...	৪৪৫
লোহের মরিচা নিবারণোপায় ...	৪৪৬
পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্যে [illegible] করণ ...	৪৪৭
রৌপ্য দ্রব্যের দাগ উঠাইবার উপায়	৪৪৮
বিবিধ ব্যবস্থা ও গুপ্ত টোটকা ...	৪৪৯

সূচীপত্র সমাপ্ত

ভূমিকা।

সহজে সহজরোগ চিকিৎসা করণোপযোগী পুস্তক বিরল না হইলেও সর্ব্বমতের পকেট ও সরল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নাই, সেই জন্য এই গৃহ চিকিৎসা পুস্তক প্রচারিত হইল, মধ্যবিত্ত এবং গৃহস্থ ও শ্রমজীবিগণ ইহার দ্বারা উপকার পাইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব

প্রণেতা।

জ্বর-চিকিৎসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ম্যালেরিয়া জ্বর।

ম্যালেরিয়া যে কেবল আজি কালিই [illegible] দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের কেহ কখন [illegible] কথা শ্রবণ করেন নাই, বা আমাদিগের আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন না, এমন নহে। প্রাচীন চরকাদি সংহিতায় ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ আত্রেয়, স্বীয় শিষ্য অগ্নিবেশকে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে রাজা অথবা রাজপদস্থ কিম্বা গ্রামস্থ কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অধর্ম্মানুগামী হইয়া প্রজাপালন করেন, সে সময়ে দেশ কাল বায়ু, জল প্রভৃতির

বিকৃতি * এবং কোন নৈসর্গিক কারণে নাক্ষত্রপুঞ্জ নক্ষত্র গ্রহ, চন্দ্র সূর্য্য দিক্ সকলের তুষারাচ্ছন্নতা, ঋতু বৈপরীত্য, তজ্জন্য ওষধি প্রভৃতির রস, বীর্য্য প্রভৃতির হানি, জলের বিকৃতি জন্য তাহার গন্ধ, বর্ণ, রস কদর্য্য ও ক্লেদ বিশিষ্ট, তৎকর্ত্তৃক মৎস্য, কচ্ছপ এবং কুম্ভীর প্রভৃতি জন্তুগণ এবং পক্ষী সকল জলাশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তর গমন করে, জলাশয় শুষ্ক হইয়া যায়, জল অতৃপ্তিকর হয় এবং তাহার শৈত্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের হ্রাস পাইয়া থাকে। দেশের অবস্থা বিপর্য্যয় হেতু মৃত্তিকা হইতে কদর্য্য বাষ্পোদ্গম, অতিক্লেদ বিশিষ্ট সরীসৃপ, ব্যাল, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা মূষিক, পেচক, উলূক, শ্মশানবাসী শকুনী এবং শৃগালাদি দ্বারা উদ্বেজিত উপবন সমূহ, উলূপ প্রভৃতি তৃণ এবং নানা প্রকার লতা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। কখন যে

---

* এ স্থলে বুঝিতে হইবে, তাহাদিগের অবহেলাপ্রযুক্ত গ্রাম নগরাদি হইতে জলনির্গমের সুব্যবস্থার অভাবে ভূমির আর্দ্রতা, তৎকর্ত্তৃক দূষিত বাষ্পদ্বারা বায়ুর বিকৃতি, পানীয় জলের অযোগ্যতা [redacted] স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি।

সকল পক্ষী বা তৃণাদি দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ পক্ষী ও তৃণাদি দৃষ্ট হইতে থাকে শস্য সকল শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যায়, ধূমযুক্ত পবন প্রবাহিত হইতে থাকে, পশু পক্ষী সকল সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর রব করিতে থাকে, কুক্কুর শৃগালেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে, নানা প্রকার পক্ষী ও মৃগ ব্যথিত হইয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, জনপদবাসীরা কদাচার-সম্পন্ন হয়, জলাশয় সমস্ত শুষ্কিত ও উচ্ছলিত হইতে থাকে, সর্ব্বদা উল্কাপাত ঘোরতর শব্দে নিরন্তর ভূমিকম্প হয়, সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি রুক্ষ, তাম্র, অরুণ এবং শুভ্র মেঘমালায় আবৃত থাকে। ঋতু বিপর্য্যয় অর্থাৎ যে ঋতুর যে সকল লক্ষণ, তাহার বিপরীত অথবা ঋতুর লক্ষণের হীনতা বা আতিশয্য দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে জনপদ বিধ্বংসন আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে অর্থাৎ এতদুপলক্ষে এক প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হয় এবং তৎকর্ত্তৃক ভূমণ্ডলস্থ জনপদ বিশেষ এককালে মানবশূন্য হইয়া যায়। যে দেশে জলের ও বৃক্ষাদির অল্পতা ও যে দেশে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে এবং যে দেশ প্রচুর পরিমাণে আতপ-তাপ উপভোগ করে

তাহাকে আনূপ দেশ বলে; এই দেশে মানবগণের রোগাদিও অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। আর যে দেশে প্রচুর পরিমাণে জলাভূমি এবং যে দেশ বৃক্ষাদি দ্বারা পরিপূর্ণ বা পরিবেষ্টিত, যে খানে অল্প পরিমাণে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্যের উত্তাপ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না এবং মৃত্তিকার বর্ণ অতি কদর্য্য বহুদোষের আকর, তাহাকে সাধারণ দেশ কহে; সেই সকল দেশই পীড়া-বহুল বলিয়া গণনীয়।

আজি কালিকার পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদবিৎদিগেরও ম্যালেরিয়ায় এই মত তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যে, আর্দ্র ভূমির উপর প্রখর সূর্য্যোত্তাপ পতিত হইয়া এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন করে, উহাই ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রধান কারণ। এ জন্যই আমাদের বঙ্গদেশে বর্ষাকালে খাল বিল সকল জলপূর্ণ থাকে, শরদাগমে সূর্য্যকিরণ খরতর হয়, সেই সময়ে জলাশয়ের জল শুষ্ক হইতে থাকে, সেই সময়েই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ, এ পর্য্যন্ত তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই, উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা অনুমান মাত্র; তবে কথা অবশ্য স্বীকার

করিতে হইবে এবং এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দূষিত জল-বায়ু-কর্ত্তৃক ইহার আবির্ভাব হয়।

ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ১০।১২ ঘণ্টা কাহার বা ৫।৬ দিন মধ্যে জ্বররোগ উৎপাদন করে। ম্যালেরিয়া জ্বর দুই প্রকার, সবিরাম [redacted] অবিরাম। এই জ্বর প্রবলরূপে আক্রমণ করিলে, ২।১ দিনের মধ্যেই রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে রোগী দীর্ঘকাল কষ্ট পায় এবং প্লীহা, যকৃৎ, হৃদয়, ফুস্ফুস্, মস্তিষ্ক প্রভৃতি [redacted] আক্রান্ত ও বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এই জ্বরের আক্রমণ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথম জ্বরাগমের পর রোগী সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আর প্রকৃত বিরাম থাকে না, দিবারাত্রে জ্বর ভোগ হয়, তবে সেই জ্বরের প্রকোপ কিয়ৎকালের [redacted] হ্রাস পায়। সেই সময়ের উপসর্গগুলি যথা, শিরোবেদনা, পিপাসা, গাত্র-দাহ, মস্তকের ভার প্রভৃতি কমিয়া আইসে এবং রোগী কতকটা সুস্থবোধ করে; কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিকক্ষণ থাকে না, পুনরায় প্রবলবেগে জ্বর আইসে, উপসর্গ সমূহের আবির্ভাব হয় এবং উত্তরোত্তর যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে

থাকে। এই জন্য উপযুক্ত রূপে চিকিৎসিত না হইলে, কাস, প্রলাপ, সংজ্ঞাহীনতা উদরাময়াদি বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণ নষ্ট করে।

পালাজ্বর দুই দিন কি এক দিন অন্তর অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের শেষে রোগীকে আক্রমণ করে। এই জ্বর অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক এবং ইহার চিকিৎসাও সহজসাধ্য।

নাড়ীপরীক্ষা।—জ্বরকালে নাড়ীর পুষ্টি থাকে, অর্থাৎ মোটা হয়; আরও সহজে বুঝাইতে হইলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, শোণিতস্রোত নাড়ী পূর্ণ করিয়া বহিতে থাকে এবং বেগাধিক্য হয়, অর্থাৎ সহজ অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নাড়ীর গতি যে, প্রতি মিনিটে ৭০।৭৫ বার এবং শিশুদিগের ১০০ হইতে ১২৫ বার হয়, জ্বরকালে তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। এই অবস্থায় দেহের তাপাধিক্যও বেশী হয়, উহা পরীক্ষার জন্য থার্ম্মমিটার নামে যন্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ঘড়ী খুলিয়া থার্ম্মমেটার যন্ত্রে পারদ নামাইয়া রোগীর বগলে এরূপ ভাবে স্থাপন করিতে হইবে যে, উক্ত যন্ত্রের পারদ যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থানটিতে যেন বগলের তাপ

স্পর্শ করে। অন্ততঃ ৫ মিনিট কাল বগলে থার্ম্মোমিটার রাখিয়া বাহির করিয়া দেখিবে, পারদ বগলের তাপ পাইয়া কতদূর উঠিল। ৯৮½ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সুস্থ দেহের তাপ, ৯৯ ডিগ্রী হইতে জ্বরের অবস্থা বুঝিতে হইবে। ১০০ বা ১০১ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিলে সামান্য পীড়া, তাহার অধিক হইলে মৃত্যুভয় করা যাইতে পারে। দেহের তাপ ক্রমশঃ কম হইলেই মঙ্গল, একেবারে কম হইলেই অমঙ্গলের শঙ্কা করা যায়। নাড়ী যখন নরম মৃদু ও পরীক্ষকের অঙ্গুলীর নিম্নে অল্প অল্প আঘাত করে, তখনই সুস্থ বা স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। খুব সূক্ষ্ম বা অতি ধীরে বহিলে, তাহাকে দুর্ব্বল নাড়ী বলিতে হয়। নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১৩০ ব তদপেক্ষা বেশী হইলে বড় আশঙ্কাজনক। জ্বরের রোগীর নাড়ী যখনই খুব শীতল হয়, তাহার পরক্ষণেই জ্বরাক্রমণ সূচিত হয়। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে নাড়ী গরম রাখিতে পারিলে, আর জ্বর আসিতে পায় না, এ জন্য কুইনাইন সর্ব্বোৎকৃষ্ট

যে সময়ে রোগী জ্বর ভোগ করিতে থাকে, সে সময়ে এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, যদ্দ্বারা শরীরের ক্লেদাদি

নির্গত হইয়া বিনা অত্যাপাতে জ্বর মগ্ন হয়। কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, যেন মলকারক ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, বা বিরেচক ঔষধ এতাধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা না হয়, যদ্দ্বারা অধিক মাত্রায় বিরেচন, বমন, মূত্রস্রাব বা ঘর্ম্ম হইয়া রোগীকে এরূপ অবসন্ন করে, যাহাতে তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে। প্রবল জ্বর ভোগের সময়ে উগ্র বিরেচক ঔষধ কোন মতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে জ্বরকালে উদরাধ্মান থাকিলে সাবান, ক্যাষ্টর-অয়েল উদরে মর্দ্দন করতঃ তাহার উপর ফোমেণ্ট করিলে আশু প্রতীকার লাভ করা যায়; কিন্তু এরূপ অবস্থায় উগ্র বিরেচক প্রয়োগে রোগীর প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সামান্য পালা জ্বরের মধ্যাবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ করিলে আর জ্বর আসিতে পায় না, রোগী জ্বরমুক্ত হয়; কিন্তু অল্পবিরাম জ্বরে বা যে জ্বরে বহুবিধ উপসর্গ থাকে, তাহাতে কুইনাইন প্রয়োগ করিবার সময় অনেক বিবেচনা করিতে হয়, তাহা পশ্চাৎ বিস্তারিত রূপে লিখিত হইতেছে। বিরেচক ঔষধ দ্বারা পেট পরিষ্কৃত হইলে, তাহার পর যদি কুইনাইন প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কুইনাইনের

ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং তদ্দ্বারা বিশেষ ফললাভ করা যায়।

সাধারণতঃ শ্বাসযন্ত্রে, যকৃতে, অন্ত্র, মূত্রাশয়, মস্তিষ্ক ইত্যাদিতে প্রদাহ সত্ত্বে কুইনাইন প্রয়োগ নিষিদ্ধ; তবে যে স্থানে রোগীর জ্বরাধিক্য প্রযুক্ত আশু প্রাণনাশের আশঙ্কা করা যায়, সে স্থানে ক্রমশঃ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের অনুমোদিত। চিকিৎসা দ্বারা যখন যান্ত্রিক প্রদাহ নষ্ট বা হ্রাস হইয়া আইসে, তখন কুইনাইন প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ম্যালেরিয়া প্রতীকার।—ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের মতে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থান পরিত্যাগ করা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক; যে হেতু, সেই সকল স্থানের জল এবং বায়ু দূষিত হইয়া যায়। জল পরিষ্কার করিয়া লওয়া সহজ বটে, কিন্তু মনে করিলেই বায়ু পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায় না, উহা সময়-সাপেক্ষ। জলাভূমির জল নিকাশের ব্যবস্থা এবং তদ্দ্বারা ভূমির আর্দ্রতা নষ্ট করা এক দিন বা এক মাসের কার্য্য নহে; কোন কোন স্থলে বৎসরাধিক কালে সম্পাদন করাও সাধ্যায়ত্ত হয় না।

পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে যে জল সঞ্চিত হইয়া ভূমিকে আর্দ্র করে, সেই জল নিষ্কাশের সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক; তদ্বারা বায়ু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। জলাভূমির নিকটে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিলে তজ্জন্য দূষিত বায়ু গ্রামে প্রবেশ করিয়া পীড়াদায়ক হইতে পারে না।

নানা কারণে বাধ্য হইয়া যদি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থানে থাকিতে হয়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ২ হইতে ৫ গ্রেণ কুইনাইন এবং দুই হইতে ৪ ড্রাম ব্রাণ্ডি প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ব্যবহার করা বিধেয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিলে মধ্যে মধ্যে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য এ দেশীয় বৈদ্যগণ চিরাতার জল ব্যবহার করিতে যুক্তি দিয়া থাকেন।

বালুকা ও কয়লা দ্বারা উষ্ণ জল শোধন করিয়া পান করা কর্ত্তব্য, ম্যালেরিয়া যে দেশে থাকে, সে স্থলের জল দূষিত হয়, এজন্য উহা নিতান্ত আবশ্যক।

এরূপ স্থানে দ্বিতল গৃহে শয়ন করা বিধেয়।

আর্দ্র ভূমিতে কোন রূপে শয়ন করা উচিত নহে। গৃহের নিম্নতলে শয়ন করিতে হইলে খাট, তক্তাপোষ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয় এবং মশারি খাটাইয়া তাহার মধ্যে শয়ন করা উচিত। রাত্রিজাগরণ বা দিবানিদ্রা অকর্ত্তব্য নিত্য সামান্য রূপ ব্যায়াম নিতান্ত আবশ্যক এবং প্রাতঃকালে হস্তপদাদি ও গাত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া কিছু দূর ভ্রমণ করা যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ম্যালেরিয়া জ্বর-চিকিৎসা।

এই জ্বর তরুণাবস্থায় নানারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বে প্রায়ই কম্প, শিরোবেদনা, কাসাদি উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কম্প নিবারণ জন্য গরম জল পান করা কর্ত্তব্য। সামান্য জ্বরে, প্রথম-কালে ক্যাষ্টর অয়েল (এরণ্ড তৈল) অৰ্দ্ধ ছটাক হইতে তিন কাঁচ্চা পরিমাণে সেবনান্তে পাকস্থলী

পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য সময়ে এক জন প্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসক, চিকিৎসা দ্বারা জ্বর নিবারণ করিয়া রোগীকে পথ্য দিবার পূর্ব্বে মৃদু বিরেচক ক্যাষ্টর অয়েল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছিলেন।

জ্বর সময়ে স্নিগ্ধ পানীয় প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং গরম জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত এই অবস্থায় ঘর্ম্ম করাইবার জন্য লাইকর য্যামোনিয়া য্যাসিটেটিস ১।০ ড্রাঃ, নাইট্রিক ইথার ৩০ মিং, সাইট্রেট অফ পটাশ ৩০ গ্রে. জল ৩ আং, ১ আং মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। শিরঃপীড়া থাকিলে বিবিরণ ৪ ৫ গ্রেণ মাত্রায় ৩।৪ বার সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

মধ্যাবস্থায়-জ্বরের অবস্থা বিবেচনায় ১২—৩০ গ্রেঃ কুইনাইন এক ঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে। জ্বর ত্যাগ হইলেও উত্তমরূপ সবল না হওয়া পর্য্যন্ত ২—৫ গ্রেঃ মাত্রায় কুইনাইন মিক্সচার এবং এক্‌ষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্সিকম সহযোগে কুইনাইনের বটী সেবন করান কর্ত্তব্য।

পথ্য।—দুগ্ধ, সাগু, বিস্কুট প্রভৃতি লঘু পথ্য।

রেমিটেণ্ট ফিবার (স্বল্পবিরাম জ্বর)—এই জ্বরের বিরাম কাল অতি অল্প এইরূপ বিরাম সময়ে জ্বরের সমুদায় লক্ষণ একবারে তিরোহিত হয় না। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা, শ্রান্তিবোধ, অবসন্নতা, আলস্য ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় জ্বর আসিলে, কখনও কম্প, তৃষ্ণা, বমনেচ্ছা, বমন, উদরের ভার ত্বকের উষ্ণতা, জিহ্বার শুষ্কতা, পিপাসা, শ্বেতবর্ণের সরের ন্যায় এক প্রকার পদার্থে আবৃত জিহ্বা, মুখের আরক্ততা, চক্ষের সজলতা ও আরক্ততা, হস্ত পদাদি ও কটিদেশে বেদনা এবং অত্যন্ত শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণের সহিত প্রায়ই ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা কাল জ্বর প্রবল থাকে এবং বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইবার পর, পূর্ব্বকথিত স্বস্থবৎ অবস্থা উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যালোমেল ৩ গ্রেং, জ্যালাপ ৩ গ্রেং, কলসিন্থ ৩ গ্রেং, একত্রে বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে।

জ্বর সময়ে লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটিস্

১ ড্রাম। স্পিরিট ইথার নাইট্রিক ১৫ মিং, পটাস্ নাইট্রাস ১০ গ্রেঃ, কর্পূরের জল ১ আং মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

উপসর্গের প্রতীকার।—শিরঃপীড়া থাকিলে মস্তক মুণ্ডন করতঃ শীতল জল বা বরফ মিশ্রিত জল দিতে হইবে। যকৃতের উপর বেদনা থাকিলে—ইমলির পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই গরম জল দ্বারা যকৃতের উপর সেক দিবে। গাত্রদাহ থাকিলে—গরম জলে নেকড়া ভিজাইয়া অথবা শীতল জলের সহিত কিয়ৎ পরিমাণ য়্যাসেটিক এসিড মিশাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিবে। বমন ও বমনেচ্ছায় মুখে বরফ খণ্ড খাইতে ও পাকাশয়ের উপর মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টার (পলস্তা) লাগাইবে। কার্বনেট অব সোডা ১৫ গ্রেঃ, টার্টারিক এসিড ৫ গ্রেঃ ও ক্লোরোফরম ৩ মিং মিশাইয়া একবারে প্রয়োগ করিবে। ঘর্ম্ম করাইবার ও শৈত্য সম্পাদনার্থ কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া ২০ গ্রেঃ, জমীর রস ৬ ড্রাঃ, নাইট্রিক এসিড ২৩০ গ্রেঃ বা টার্টারিক এসিড ২৫০ গ্রেঃ খাওয়াইবে। দৌর্ব্বল্যে—মৎস্যের ঝোল, দুগ্ধ, পোর্ট, ডিম্ব প্রভৃতি

পুষ্টিকর পথ্য দিবে। এ অবস্থায় কুইনাইন ৫—১০ গ্রেণ, এমোনিয়া ৫—১৫ ফোঁটা, সিঙ্কোনা কল্ক ১০—১৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। স্পিরিট ইথার নাইট্রিক ৩ ড্রাং, ও লাইকর এ্যামোনিয়া এ্যাসিটেটিস ৩ ড্রাং, [illegible] ২ আং, ডিকক্‌শন সিঙ্কোনা ৫ আং, ছয় মাত্রায় সেবন করাইবে। জ্বর মধ্যে কোন উপসর্গ থাকিলে, উপযুক্ত মাত্রায় কুইনাইন সহ প্রয়োগ। এই রোগের সহিত উপসর্গ রূপে ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ ও নিমোনিয়া রোগ এবং ব্রঙ্কাইটিস (কাস) প্রায়ই হইতে দেখা যায়, তাহার চিকিৎসা যথাস্থানে লিখিত হইল

বিলিয়াস রেমিটেণ্ট ফিবার।—এই রোগ ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা প্রায়ই অতি কষ্টে আরাম হয়। পাকস্থলীর উত্তেজনা, তজ্জন্য বমনোদ্বেগ ও বমন, উদরের ঊর্দ্ধদেশে সামান্য বেদনা, জিহ্বার পার্শ্ব ও অগ্রভাগ লৌহিত্যাভ, কখন কখন শুষ্ক, ২।৪ দিবস পরে কাহারও কাহার চক্ষু, ত্বক ও মূত্রের হরিদ্রতা, গাত্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণ ইহাতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—পাকস্থলীর উত্তেজনা নিবারণ জন্য সর্ষপের পলস্তা দিবে। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার চিকিৎসায় বমন নিবারণ করিতে না পারা যায়, তবে পলস্তা ব্যবহার্য্য।

উদরের বেদনা প্রতীকারার্থে—স্পিরিট ইথার ক্লোরিক ৩ ড্রাং, লাইকর এ্যামোনিয়া এসিটেটিস্ ৬ ড্রাং ভাইনম্‌, ক্লবম ১।০ আং, ডিকক্সন সিঙ্কোনা ৫ আং। ছয় মাত্রা হইবে, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

টাইফস ফিবার।—এই পীড়া প্রায়ই সংক্রামক রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অধিক লোকের সময়েই ইহার প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ কম্প, তীব্র শিরোবেদনা, পৃষ্ঠ ও হস্ত পদাদিতে বেদনা, আলস্য, শ্রান্তিবোধ, শারীরিক ও মানসিক শ্রমে অনিচ্ছা, মুখ পাংশু বর্ণ, নাড়ীর দ্রুতগতি ও বলহীনতা, সঘন শ্বাস প্রশ্বাস, ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ৩।৪ দিবসের মধ্যে জ্বর উপস্থিত হয়। জ্বরকালে ত্বকের উষ্ণতা নাড়ীর বেগাধিক্য, তরল পিপাসা, শিরোবেদনা, চক্ষুর

অপপূর্ণতা, মনোবিকার ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চতুর্থ দিবসে রোগী এতাধিক দুর্ব্বল হয় যে, শয্যা হইতে উঠিতে অসমর্থ হয়। এই অবস্থায় ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা-ভঙ্গ, স্বপ্নদর্শন, প্রলাপকথন, কখন নিদ্রা, কখন জাগরণ, জিহ্বায় শুষ্কতা এবং উহা লেপযুক্ত অথবা ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ হয়। প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প ও রক্ত বর্ণ হয়। পঞ্চম হইতে সপ্তম দিবসে প্রায়ই গাত্রে লাল বোল্তা কামড়ান দাগের মত এক প্রকার দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর জ্বরাক্রান্তাবস্থায় রোগী সর্ব্বদা অস্থির থাকে, প্রলাপবাক্য ও উচ্চৈঃস্বরে অসম্বদ্ধ বাক্য বলে, শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়, নাড়ী নিতান্ত নিস্তেজ এবং প্রতি মিনিটে ৯০ হইতে ১২০ বার স্পন্দন করে, রোগী ক্রমে অচেতন হয়, মুখ ঈষৎ ব্যাদান করিয়া থাকে, লোক চিনিতে পারে না, হস্তপদের ঈষৎ কম্পন, যেন শূন্যস্থ কোন বস্তু ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে এবং শয্যার বস্ত্রাদি টানিতে থাকে।

এই পীড়া যত অল্প বয়সে হয়, ততই মঙ্গল। অধিক বয়সে হইলে প্রায়ই জীবননাশক হয়।

চিকিৎসা।—স্বাস্থ্যকর খাদ্য দিবে, পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন ও বায়ুসঞ্চালিত গৃহে রাখিবে এবং শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত করিবে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ফলোপকারী

পলভ রিয়াই ২ গ্রেং, লাইট ম্যাগ্নেসিয়া ৩ গ্রেং, পলভ জিঞ্জার ১ গ্রেং, একত্র মিশাইয়া ২০—৬০ গ্রেণ মাত্রায় একবার মাত্র প্রয়োগ করিবে, ইহার পরে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থেয়

হাইড্রোক্লোরিক এসিড ডিল ২ ড্রাং, মোলিমাডেঞ্জ-ষেটী ১ গ্রেং, ডিককশন হোর্ডিয়াই ১ পাইন্ট কিঞ্চিৎ মাত্রায় দিবসে ২৩ বার সেবন করিবে।

ঔষধযুক্ত জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তদ্দ্বারা গাত্রমার্জ্জনা করিয়া দিবে, এবং মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিবে।

পথ্য।—মাংসের তরল সরবৎ ক্কাথ, চা, কাফি ইত্যাদি।

যখন রোগীর জীবনীশক্তির হ্রাস ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, তখন নিম্নোক্ত পথ্য ব্যবস্থা। প্রথম বা কুক্কুট ডিম্ব ৩টা, জল ৪ আং, ব্রাণ্ডি ৪ আং প্রথমতঃ ডিম্ব ভাজিয়া তাহাতে জল মিশাইয়া পরে ব্রাণ্ডি দিবে। প্রলাপের আশঙ্কা থাকিলে ১ দিন ব্যবহারের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

অস্থিরতা বা অনিদ্রার প্রতীকারের জন্য জ্বরের মধ্যে অল্পমাত্রায় অহিফেন উপকারক

কিঞ্চিৎ সুস্থাবস্থায় নীচের লিখিত ঔষধে উপকার লাভ হয় যথা,—১ সল্‌ফিউরিক এসিড এরোমেটিক ৩০ বিং, সিরাপ অরেন্সিয়াই ২ আং, টীং সিঙ্কোনা ড্রাম, ইনফিউজন সিঙ্কোনা ৬ আং, ষষ্ঠাংশ মাত্রায় খালি পেটে দিবসে ২।৩ বার সেব্য

উপরোক্ত ঔষধ সেবনে জ্বরের শ্রম ও জ্বর মধ্যাবস্থায় আসিলেই নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা

সলফেট অফ কুইনাইন ১২ গ্রেঃ, লাইকর ষ্ট্রিক্‌নিয়া ৩০ বিন্দু, সল্‌ফিউরিক এসিড এরোমেটিক ৩০ বিং, ইন্‌ফিউজন কোয়াসিয়া ৮ আং, ষষ্ঠাংশ মাত্রায় দিবসে বার।

টাইফস ফিবারের স্থায় টাইফয়েড নামে এক প্রকার জ্বর আছে। উহাও সংক্রামক রূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এ দেশে উহার আবির্ভাব অতি বিরল; এজন্য উহার চিকিৎসাদি লিখিত হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যকৃৎ ও প্লীহানামক জ্বরের ঔষধ।

অগ্রে বিরাই, কাষ্টর অয়েল প্রভৃতি মৃদু বিরেচক ঔষধ সেবনের পর নিম্নের লিখিত ঔষধ সকল ব্যবস্থা করিবে

জ্বর প্লীহা প্রতীকার —কুইনাইন সল্‌ফ, ফেরি সল্‌ফ, সল্‌ভ রিয়াই, সল্‌ভ জিঞ্জার প্রত্যেকে ২ গ্রেণ, এক এক পুরিয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সেব্য।

কুইনি সল্‌ফ ৩ গ্রেঃ, ফেরি সল্‌ফ ২ গ্রেঃ, এসিড নাইট্রো মিউরেটিক ডিল ১০ বিন্দু, ইন্‌ফিউজন কোয়াসিয়া ১০ আঃ, এক আঃ মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার।

কুইনিন সলফ ১ গ্রেঃ, ফেরি সলফ ১ গ্রেঃ, ম্যাগ্নেসিয়া সলফ ১ ড্রাং, এ্যাসিড সলফিউরিক ডিল ৮ মিং, টীং জিঞ্জার ২ ড্রাং, জল ১ আং, এক মাত্রা দিবসে ৩।৪ বার

আঙ্গি হরিতকী ৬ ভাগ, কার্বনেট অফ পটাস ■ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, একত্র মিশাইবে, মাত্রা ২—১ আং।

কুইনিন আইওডাইড ৪ গ্রেঃ, ইনফিউজন-কুলম্বা ১ আং, এক এক মাত্রায় দিবসে দুই তিন বার সেবা।

যমোনের কোষ ৮ গণ্ডা, লবণ ২ তোলা, সরাব ১ সের, মুসব্বর ২ ছটাক একত্র মিশাইয়া ১৫ দিন রৌদ্রে রাখিবে। তাহার পর ছাঁকিয়া লইয়া প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক কাঁচ্চা ওজনে ২ বার খাইতে দিবে।

হিরাকস ৪ গ্রেঃ, মুসব্বর ৮ গ্রেঃ, কুইনাইন ২৫ গ্রেঃ, একত্র জলে পেষণ করিয়া ২৫টি বটী প্রস্তুত করিবে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটী সেবন বিধি।

আঙ্গি হরীতকী চূর্ণ ২০ রতি, কাল লবণ ১০ রতি, কুইনাইন ■ গ্রেঃ, একত্র মিশাইয়া প্রাতে সন্ধ্যায় সেব্য।

বাহ্যপ্রয়োগ।—কঠিন সাবান ১২ ড্রাং, পটাস আইওডিন ১২ ড্রাং, গ্লিসারিণ ১ আং, লেমন অয়েল ১ ড্রাং, পরিস্রুত জল ১৩ আং, উত্তমরূপে মিশাইয়া প্লীহার উপর মর্দ্দন করিবে

যকৃৎযুক্ত জ্বরের প্রতীকার।—এক্সঃ ট্যারাক্সিকম ৩০ গ্রেঃ, এক্সজোক্সন ২০ গ্রেঃ, নাইট্রো-মিউরেটিক এসিড ২০ বিন্দু, কুইনি সল্ফ ১০ গ্রেঃ, চারি মাত্রা দিবসে দুই বার।

১। কুইনি সল্ফ ৩০ গ্রেঃ, নাইট্রো-মিউরেটিক এসিড ডিল ১ ড্রাং, ডিক্‌কট সিঙ্কোনা ৬ আং, ছয় মাত্রা, দিবসে ৩।৪ মাত্রা।

২। কুইনি সল্ফ ৮ গ্রেঃ, পল্‌ভ ইপিক্যাক ২৪ গ্রেঃ, পল্‌ভ ইপিক্যাক কমঃ ওপিয়াই ৩০ গ্রেঃ, গ্লিসরিণ বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত। যোলটী বটী প্রস্তুত করিবে। ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ২ বার করিয়া সেব্য।

৩। কুইনি সল্ফ ২৪ গ্রেঃ, পল্‌ভ রিয়াই ৩ গ্রেঃ, গ্লিসরিণ সহ মর্দ্দনান্তে ১২ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতে ও রাত্রিতে এক একটী বটী।

৪ সল্‌ফিউরিক এসিড্‌ এ্যারোমেটিক ১।০ ড্রাং

লিকর এমোনিয়াই ২ ড্রাঃ, টীং সিঙ্কোনা কম্পাঃ ২ আঃ, জল ৭॥০ আঃ, এক মাত্রা। খালি পেটে ২।৩ মাত্রা প্রয়োগ্য। যকৃতের এট্রফিতে উপযোগী ঔষধ ব্যবহার্য্য। পথ্যাদি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য পথ্য। গুরুপাক দ্রব্য—চিনি, মদিরা ও কফি নিষিদ্ধ।

যকৃতে রক্তাধিক্য হইলে সাধারণ লক্ষণাবলী প্রকাশ এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সোডা ২০ গ্রেঃ, টার্টারিক এসিড ৩০ গ্রেঃ, সোডি পটাসি টার্ট ৩০ গ্রেঃ, এক মাত্রা। সমস্ত মিশাইলে ফেনা উঠিবার সময় সেবন করিতে দিবে। উহাকে সিডলিজ পাউডার বলে। উদরাময় থাকিলে এই ঔষধ নিষিদ্ধ। রোগী ম্যালেরিয়া ভোগী হইলে উপরোক্ত কুইনাইন যুক্ত ঔষধ ব্যবহার্য্য।

যকৃতে পূয সঞ্চারের সম্ভাবনা হইলে তাহার উপর ফোমেণ্টেশন ও পুল্‌টিশ দ্বারা উপকার দর্শে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকুক বা না থাকুক পীড়ার প্রথমাবস্থায় সবক্লোরাইড অফ মার্কারি ১ গ্রেঃ, সলফিউরেটেড মার্কারি ১ গ্রেঃ, গোয়াকম রেজিন চূর্ণ ২ গ্রেঃ, ক্যাষ্টর অয়েল ১ গ্রেঃ, বড় মটর অপেক্ষা কিছু বড় বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহার নাম ব্লু পিল।

অনিদ্রা কাশী নিবারণ জন্য মর্ফিয়া ১ গ্রেঃ, হিঙ্গু ১৫ গ্রেঃ, কর্পূর ১০ গ্রেঃ, ইহাতে ৬টি বটী প্রস্তুত করিবে। রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এক একটী সেবনীয়।

যকৃতে স্ফোটক জন্মিলে ক্যালোমেল ব্যবহার নিষিদ্ধ অন্যান্য বিরেচক ঔষধ ব্যবহার্য্য এবং রোগীর বল রক্ষার জন্য ১ চিহ্নিত উপরোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে,

উপদংশের লক্ষণাদির সহিত যকৃত প্রদাহ থাকিলে পল্লীগ্রামের বায়ুসেবন, পরিশ্রম ত্যাগ [illegible] নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য পটাশ আইওডাইড ২০ গ্রেঃ, গ্লিসরিণ ½ আঃ, টীং একোনাইট ২০ বিং, ভাইনম ইপিকাক ১॥০ ড্রাঃ, টারাক্সিকম ॥০ ড্রাঃ, ডিকক্‌ট্ সিঙ্কোনা ৭।০ আঃ, এক মাত্রা, দিবসে ৩ বার।

যকৃতের একিউট এট্যাকি চিকিৎসা।— বিরেচক ঔষধ ও পলস্তা প্রয়োগ কর্ত্তব্য। সলফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ১ ড্রাঃ, কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ১৫ গ্রেঃ, এ্যারোমেটিক স্পিরিট অফ এ্যামোনিয়া ১ ড্রাঃ, জল ৩ আঃ, দিবসে ৩ বারে সেবন।

পাকাশয় হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে গ্যালিক এসিড ২০ গ্রেং, সল্‌ফিউরিক এসিড অ্যারোমেটিক ২০ বিং, টীং সিঙ্কোনা ২ড্রাং পরিস্রুত জল ২ আং একমাত্রা, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে।

যকৃতের টিউমারে আইওডাইড অফ পটাশিয়ম, ক্যালোমেল [illegible] লাবণিক ঔষধে বিশেষ ফললাভ হয়।

যকৃতের ক্যান্সার।—ইহার প্রতীকার অসাধ্য, তবে অহিফেণ, বেলেডোনা, কোনিয়েম প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ দ্বারা বেদনার উপশম ও উপস্থিত ক্লেশ নিবারিত হইতে পারে, বলদায়ক ঔষধ দ্বারা পাকযন্ত্রের বল বৃদ্ধি ও পুষ্টিকর পথ্য দ্বারা শরীর পোষণ কর্ত্তব্য।

য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডায়ারিয়া ডিসেণ্টি প্রভৃতি উদর রোগ।

কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ অপরিমিত ভোজন, নিত্য যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করা যায় একবারে তাহার পরিবর্ত্তন, দাইল পিষ্টক তৈলময় দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে উদরাময় রোগ জন্মে। ইহাতে অধিক পরিমাণে ও অনেক বারে পাতলা ও অপক্ক মলস্রাব, বমনেচ্ছা, জিহ্বায় লেপযুক্ততা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, উদরের আধ্মান ও বেদনা, মল কখন জলবৎ কখন গঁদের ন্যায় চটচটে সামগ্রী (আম) যুক্ত, কখন হরিদ্রা বর্ণ, কখন ফেনাযুক্ত,

পদদেশে চর্ব্বণবৎ বেদনা, শীতানুভূতি এবং দৌর্ব্বল্য ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—পলভ রিয়াই কম্পঃ ১ ড্রাং, সোডি বাই কার্ব ২০ গ্রেঃ, টীং ওপিয়াই ১৫ বিন্দু, পিপার-মেণ্টের জল ১ আং, একমাত্রা ২।৩ বার সেবনীয়।

কাইনো ১০ গ্রেঃ, চক ৫ গ্রেঃ, সোডি বাই কার্ব্ব ৫ গ্রেঃ, একমাত্রা, এইরূপে ২।৩ বার ব্যবস্থা।

আফিঙ্গ ১ গ্রেঃ, ক্যালোমেল [illegible] গ্রেঃ, ইপিকাক [illegible] গ্রেঃ, একমাত্রা, এইরূপ মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার খাওয়াইতে হইবে।

যদি যকৃতে পিত্তজন্য প্রদাহ জন্মে তাহা হইলে, পিত্তমিশ্রিত তরল মলস্রাব, প্রদাহ [illegible] উদরে বেদনা হয়। তাহার নিবারণ জন্য সোডা ১০ গ্রেঃ, টীং ওপিয়াই ১০ বিন্দু, পিপার্‌মেণ্টের জল ১আং, একমাত্রা, এইরূপ দিবসে ৩ বার দিবে

উদরের বেদনা নিবারণার্থ তার্পিণ মর্দ্দন করতঃ ফোমেণ্ট কর্ত্তব্য; তাহাতে উপকার না দর্শিলে সর্ষপ পলস্তারা প্রয়োগ করিবে এবং নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে।

পল্‌ভ ইপিক্যাক কম্পঃ [redacted] গ্রেঃ, হাইড্রার্জ কম ক্রিটা [redacted] গ্রেঃ, বিস্মথ [redacted] গ্রেঃ, একমাত্রা, দিবসে ৩।৪ বার সেব্য।

বিরেচন আবশ্যক হইলে ক্যাষ্টর [redacted] ১ আং, এবং টীং ওপিয়াই ১০ ফোঁটা দিবে। রোগ পুরাতন হইলে নীচের লিখিত ঔষধে বিশেষ ফললাভ হয়।

কাইনো ১০ গ্রেঃ, খদির [redacted] গ্রেঃ, সোডা ৩ গ্রেঃ, আফিঙ্গ ১ গ্রেঃ একমাত্রা, এইরূপ ৩।৪ মাত্রা দিবসে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ক্রিমি থাকিলে সেণ্টোনাইন দিবে।

ক্রণিক ডায়ারিয়া অর্থাৎ পুরাতন উদরাময় ও ডিসেণ্ট্রি, (রক্তামাশয়) —ইহাতে মলের সহিত আম [redacted] রক্ত মিশ্রিত থাকে, অথবা কেবল মাত্র [redacted] মিশ্রিত আমস্রাব হয়। এজন্য উদরে শরবেধনবৎ বেদনা, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, জিহ্বার আরক্ততা, কখন কখন ঘোরতর জ্বর দেখা যায়, এবং জ্বরের সহিত বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—অল্পমাত্রায় ইপিক্যাকুয়ানা সেবনে

উপকার দর্শে। নিম্নোক্ত ঔষধগুলি বিশেষ উপকার-জনক

এসিটেট অব লেড ২ গ্রেণ, আফিম অর্দ্ধ গ্রেণ মত একমাত্রা। এই রূপে ৩৪ বার সেবনীয়।

সালফেট কপার ½ গ্রেণ আফিম ½ গ্রেণ, একটী বটী হইবে। এইরূপ ৪।৫ বটী দিবসে সেবন করাইবে।

নাইট্রেট অব সিলভার ½ গ্রেণ এক্সট্র ওপিয়াই ২।৩ গ্রেণ, বিশেষ উপকারজনক

শরীর জীর্ণ দুর্ব্বল এবং খুনাখাসা থাকিলে ১৫—২০ বিং, লাইকর ফেরিপার নাইট্রাটিস্ ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

গ্যালিক এসিড ২ গ্রেণ, কাইনো ১০ গ্রেণ, খদির ১০ গ্রেণ, লগ উড ৫ গ্রেণ, অহিফেণ ½ গ্রেণ, একমাত্রা, দিবসে ৩।৪ বার সেবনীয়

কুরচির কাথের সহিত অল্প ইপিক্যাকুয়ানা সেবন বিধি।

ডিককসন সিম্বোনা ১ আং, সলফেট অফ জিঙ্ক ½ গ্রেণ, আফিম ½ গ্রেণ, একমাত্রা, এইরূপ দিবা ও রাত্রিতে ৪ বার সেবন করাইবে।

ইপিকাক অভাবে আকন্দের মূল ২০—৪০ গ্রেণ, পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়

কুরচির এক্‌ষ্ট্রাক্ট ৪ গ্রেণ, জায়ফলচূর্ণ ১২ গ্রেণ, একমাত্রা, এইরূপ ২।৩ মাত্রা দিবসে সেবন করাইলে উৎকৃষ্ট ফল দর্শে। যত দিনের এবং যত উৎকট পীড়া হউক, উপকার হইবে

পূর্ব্বোক্ত আমাশয়ে নীচের লিখিত ঔষধ অব্যর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

টীং কাইনো ৯ ড্রাং, ভাইনম ইপিকাক ৩ ড্রাং, ডিকক্‌শন হিমাটক্সাইল ১০॥০ আউন্স। এক আং পরিমাণে দিবসে ৩ বার সেবন বিধি।

টীং ক্যাটিকিউ ১০ ড্রাং, স্পিরিট ক্লোরোফরম [illegible] ড্রাং, লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেল ৬ ড্রাং ইন্‌ফিউজন মেটিকো ৩ আং, এক আং মাত্রায় দিবসে তিন বার

টীং রিয়াই ৬ ড্রাং, ইনফিউজন র‍্যাটানি ১২ আং, এক আং পরিমাণে ৬ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ কর্ত্তব্য

পলভ্‌ কাইনো কম্পঃ ১০ গ্রেঃ, পলভ্‌ চক কম্পঃ ১৫ গ্রেঃ, সিরপ অফ জিঞ্জার আবশ্যক মত, এক মাত্রা, দিবসে ২।[illegible] সেবন করাইবে।

পেরিটোনাইটিস।—বেদনা ইহার প্রধান লক্ষণ। তজ্জন্য খাদ্যগ্রহণে, উপবেশনে, হাঁসিতে, কাশিতে, মলমূত্র ত্যাগ করিতে, এমন কি উদরের উপর বস্ত্রাদি রাখিতেও কষ্ট বোধ হয়। তদ্ভিন্ন জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, বমন, বমনোদ্বেগ, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস, উদরের বিস্তৃতি, হিক্কা, মুখমণ্ডলের স্ফূর্ত্তিহীনতা, ক্রমে ঘর্ম ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করে।

চিকিৎসা।—বিরেচক ঔষধ নিষিদ্ধ। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে পিচকারী দিবে। বেদনা নিবারণ জন্য অহিফেন সেবন করাইবে এবং গরম জলের সহিত স্পাঞ্জ বা বেলেডোনার এক্‌ষ্ট্রাক্ট মাখাইয়া ফোমেণ্ট করিবে। মসিনার পুল্টিসও দেওয়া যায়। নীচের লিখিত ঔষধগুলি তৎসহ ব্যবহার করিতে হইবে।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট একোনাইট ৮ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়ম ৮ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়সায়েমস ১৬ গ্রেঃ, আটটী বটী প্রস্তুত করিয়া প্রতি ৪ বা ৮ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়ম ৩ গ্রেঃ, [illegible] ৩ গ্রেঃ, একটী বটী হইবে। এইরূপ এক একটী বটী ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইলে ব্রাণ্ডি, চিকেন-টী, অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব সাগু, দুগ্ধ ইত্যাদি পথ্য দিবে। এমোনিয়া কুইনাইন মহোপকারক।

টিউবরকিউলর পেরিটোনাইটিস।—অন্ত কোন প্রবল পীড়া কর্তৃক ইহার উৎপত্তি হয়। অন্যান্য লক্ষণ সুস্পষ্ট নহে জ্বরের সহিত উদরাময়, উদরে বেদনা, কাহারও অল্প, কাহারও অত্যধিক হয়। চিকিৎসা দ্বারা সত্বর প্রতীকার হইলেও কিছু দিন পরে বক্ষঃস্থল স্ফীত, বেদনাযুক্ত, কঠিন, উদরাময় ও বমনোদ্বেগের পর রোগী শীর্ণ ■ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরে পেরিটোনিয়মের মধ্যে জলের ন্যায় তরল পদার্থ (সিরম) সঞ্চিত হইয়া প্রকৃত উদর রোগ উৎপাদন করে।

চিকিৎসা।—দুগ্ধ, সাগু, ডিম্ব প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে। আইওডাইন লিনিমেণ্ট ১ ভাগ, লিসিরিণ ৩ ভাগ মিশাইয়া বেদনায় মর্দ্দন করিবে।

সোডি ফস্ফাইট ৮ গ্রেঃ, ইথ্ফিউজন চিরাতা ৭। ০ আং, ছয় মাত্রা, ১ আং পরিমাণে দিবসে তিনবার খাওয়াইবে।

সিরপ ফেরি অক্স আইওডাইড ■ ড্রাং ফিউসেলেজিস

ট্রাগাকান্থ ২ আঃ, ওলিয়াই ১২ মাঃ আঃ, বড় চামচের এক চামচ পরিমাণে দিবসে দুই তিনবার খাইতে দিবে।

টীং কুইনি কম্পঃ ২ আঃ, সিরপ ফেরি আইওডাইড ২ ড্রাং, ইন্‌ফিউজন কলম্বা ১২ আঃ, ছয়মাত্রা, দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এসাইটিস্।

এসাইটিস্ বা উদর রোগ।—পেরিটোনিয়মের গহ্বরে সিরম অর্থাৎ জলবৎ তরল পদার্থ সঞ্চিত হওয়া, উদর স্ফীত ও প্রসারিত হয়, ইহাকেই উদর রোগ বা চলিত কথায় উদরী বলে।

রোগীর চেহারা দেখিলেই রোগ চিনিতে পারা যায়। দেহের ঊর্দ্ধভাগ শীর্ণ, শরীর আকুঞ্চিত, মুখমণ্ডল চিন্তাযুক্ত, শ্বাসকষ্ট বক্ষস্থলের নীচে অধিমর

সহ, কিন্তু দিনের পুরাণ ব্যাধি হইলে দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, অনিদ্রা, মানসিক নিস্তেজতা ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ। এই রোগ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা,—

১। **হৃৎপিণ্ডের পীড়ার জন্য।**—পীড়ার আরম্ভেই শোথ, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও ঘোলা, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও রক্তহীন, জিহ্বা কটাবর্ণ, নিশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, অস্থিরতা, অচৈতন্য, আক্ষেপ, প্রলাপ ইত্যাদি ইহার লক্ষণ

২। **রক্তগহ্বরের পীড়ার জন্য।**—প্রথমতঃ পাদশোথ, উদরে জলসঞ্চয়ের পূর্ব্বে শ্বাসকষ্ট, ওষ্ঠ, মুখ ও হস্তপদাদির অগ্রভাগ নীলবর্ণ, ফুস্‌ফুস্ বা রক্তনলী নিপীড়নের লক্ষণ, সার্ব্বাঙ্গিক শোথ সত্বর বৃদ্ধি পায়। উদর ও বক্ষঃ-প্রাচীরের শিরা সকল বড় ও প্রসারিত হয়।

৩। **যকৃৎ ও পোর্টাল শিরার পীড়ার জন্য।**—প্রথমেই উদরে সিরম সঞ্চিত হইতে থাকে, মুখমণ্ডল বাহু অথবা দেহের ঊর্দ্ধভাগে শোথ দেখা যায়। উদর স্ফীত, শ্বাসকষ্ট, উদরের শিরা সকল বক্র ও প্রসারিত

হয়, পাকাশয় এবং অন্ত্রের প্রদাহ এবং উক্ত দুই যন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব, রক্তের বিকৃতি, শোথ ও বেদনা এবং জাণ্ডিস্ (কামলা) আধ্মান, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি যকৃৎ পীড়ার অন্যান্য চিহ্ন দেখা যায়।

চিকিৎসা।—নিয়ম শুকাইবার জন্য বিরেচক ও মূত্রকারক ঔষধ দিতে হইবে। মূত্রপিণ্ডের পীড়া থাকিলে এই রোগ জন্মিলে মূত্রকারক ঔষধ না দিয়া বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নিম্নোক্ত বিরেচক ঔষধগুলি উপযুক্ত।

ওলিয়াই ক্রোটনিস্ ১ বিং, ওলিয়াই ক্যারিওফিলি ১ বিং, মিকাপ্যানিস্ বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত। ইহাতে একটি বটী হইবে। তাহাই প্রয়োগ করিবে।

পাইলিউলা ক্যাম্বাজিয়া কম্পাঃ ৫ গ্রেং, পাইলিউলা হাইড্রাজ্ ৫ গ্রেঃ, [illegible] মর্দ্দনান্তে ২টী বটী করিবে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে।

মূত্রকারক ঔষধের মধ্যে নীচের লিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নাইট্রিস পটাসি ১ ড্রাং, স্পিরিটাস ইথারিস নাইট্রোসি ৫ ড্রাং, টিং স্কোয়াশী ২।০ ড্রাং, ইনফিউজন

ডিজিটেলিস ১১ ০ ড্রাং, গ্লিরচা ৫।০ ড্রাং, জল ৭ ০ আং, দিবসে ৩ মাত্রা সেবন করাইবে।

দৌর্ব্বল্য থাকিলে—স্পিরিটাস এমোনি এরোমেটিস্ ২॥০ ড্র ং, ইনফিউজন কোওয়াসিয়া ৭॥০ আং, ছয়মাত্রা, দিবসে তিন মাত্রা সেবন করাইবে

ফেরিয়েট এমোনিয়া সাইট্রেটিস্ ৬০ গ্রেং, স্পিরিটস্ এমোনিয়া এরোমেটিশি ■ ড্রাং, পটাশি বাই কার্বনেটিস্ ১২০ গ্রেং, ইন্‌ফিউজন কলম্বা ৭॥০ আং, ছয় মাত্রা। এক চামচ লেমন্ জুসের সহিত এক এক মাত্রা দিবসে ২ ৩ বার খাইতে দিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ডিস্পেপ্‌সিয়া, কলিক্ পেন ও ইণ্টেষ্ট্যাইন্যাল ডিজিজ।

ডিস্পেপ্‌সিয়া।—ইহাকে পাককৃচ্ছ্র, বা অজীর্ণ রোগ বলা যায়। অগ্নিমান্দ্য, ভুক্তদ্রব্য পরিপাকে কাল-

বিলম্ব, পাকাশয়ে যাতনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, এই সকল কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে উদরের বেদনা, ভার-বোধ ও স্ফীততা, অন্ত্র মধ্যে অধিক পরিমাণে বাষ্পসঞ্চয়, বমন বা বমনোদ্বেগ, উদরাময়, লেপযুক্ত জিহ্বা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, কটি ও হস্তপদাদিতে বেদনা, মুখে অম্লোদ্গার ও শিরঃপীড়া হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের ব্যবস্থাতে সহজে উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত শ্রম ও উহার পর বিশ্রাম, অতিরিক্ত চিন্তা পরিত্যাগ, স্থানপরিবর্ত্তন এবং সমুদ্রজলে অবগাহন করা বিধেয়। বহুদূর ভ্রমণ, সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ। নিম্নোক্ত ঔষধগুলি বিশেষ উপকারজনক

দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া এবং চূণের জল ½ আং, একমাত্রা, এইরূপ দিবসে ২।৩ মাত্রা ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

পেপ্‌সিন পোর্শাই ২—৫ গ্রেণ, গ্লিশরিণ বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত। ইহাতে একটী বটী হইবে। প্রতি দিন এক এক বটী সেবন কর্ত্তব্য।

উহাতে উপকার না দর্শিলে নিম্নোক্ত ঔষধগুলির কোন একটী ব্যবস্থা করিবে।

পেপ্সিন পোর্শাই ২—৫ গ্রেঃ, মর্ফিয়া ⅛ গ্রেঃ, গ্লিসরিণ বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত। ইহাতেও একটী বটী হইবে। প্রতিদিন এক একটী বটী ব্যবহার করিবে।

যদি পাকাশয়ের জীর্ণশক্তি কমিয়া আইসে, তবে পেপ্‌সিন পোর্শাই, ষ্ট্রীকনিয়া $\frac{1}{16}$ গ্রেঃ, গ্লিসরিণ বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত, উহাতে একটী বটী হইবে। এইরূপ এক একটী বটী প্রাতঃকালে সেবন করাইবে।

বিরেচক আবশ্যক হইলে পল্‌ভ রিয়াই ৩ আং, সকট্রা মুসব্বর ১½ আং, পল্‌ভ জমাই ১½ আং, সাবান ১½ আং, পিপারমেণ্ট অয়েল ১½ আং, গুড় ৪ আং। ৫ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে। ইহাকে কম্পাউণ্ড রুবার্ব পিল বলে।

সোডি কার্ব্বনাস এক্সিকেটা ১১ গ্রেঃ, পল্‌ভ রিয়াই ১ ড্রাং, এক্স অফ হেনবেন ১১ গ্রেঃ, একত্র মিশাইয়া ৩৬টি বটী করিবে। প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এক এক বটী সেবন করিবে।

বমন নিবারণ জন্য।—বাই কার্ব্বনেট [illegible] সোডা ১০ গ্রেঃ, হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ডিল ২ মিং, ক্রিয়সোট [illegible] মিং, ইনফিউজন কলম্বা ১½ আং, দুই মাত্রা

হইবে। দুই ঘণ্টা অন্তর আবশ্যক মত প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রস্রাবে লিথিক এসিড থাকিলে।—বাই কার্বনেট অব পটাস ১২ গ্রেঃ, ম্যাগ্নেসিয়া ৩ গ্রেঃ, নাইট্রেট অফ পটাস ১৫ গ্রেঃ, জল ১ আং, একমাত্রা হইবে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একবার মাত্র সেব্য।

গ্যাস্ট্রাইটিস্ বা পাকাশয়ের প্রদাহ।—কোন প্রকারে পাকাশয়ে বিষ বা উত্তেজক পদার্থ থাকিলে, ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত সল্‌ফেট অফ জিঙ্ক সর্ষপচূর্ণ অথবা ইপিক্যাকুয়ানা প্রভৃতি বমনকারক ঔষধ খাওয়াইবে আবশ্যক হইলে, ষ্টমক পাম্প ব্যবহার করা যায়

প্রথমাবস্থায় বিসমথ ৫ গ্রেঃ, হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ডিল ২ বিং, অহিফেন ½ গ্রেঃ, জল ১ আং। একমাত্রা —বরফ ও একার ডেসিং ড্রাফ্‌ট রূপে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

কার্বনেট অফ এমোনিয়া [illegible] গ্রেঃ, সোডা ৫ গ্রেঃ, হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ডিল ২ বিং, টীং কার্ডেমম

১০ বিং, জল ১ আং, একমাত্রা, এইরূপ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক একমাত্রা সেবনীয়

অহিফেন ½ গ্রেঃ, গঁদের জল ১ আং, হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ডিল [illegible] বিং, একমাত্রা এইরূপে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

পীড়া অধিক হইলে নাভিস্থলের দুই অঙ্গুল উপরে জোঁক বসাইয়া দিবে নতুবা পোল্‌টীশ দিবে।

কলিক পেন বা শূল।—কোষ্ঠবদ্ধতা, আধ্মান এবং সচরাচর বমন বা বমনোদ্বেগের সহিত অন্ত্রে চর্ব্বণবৎ উৎকট বেদনা হয়। উহা নিপীড়নে অর্থাৎ টিপিলে শান্তি বোধ হইয়া থাকে নিম্নোক্ত কারণে কলিক পেন উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য

১। ভুক্তদ্রব্য উত্তম রূপে পরিপাক না পাইয়া অন্ত্র হইতে চালিত হইবার কালে অন্ত্র উত্তেজিত করিয়া বেদনা জন্মায়।

২ অন্ত্র মধ্যে দূষিত বাষ্প সঞ্চিত হইয়াও উক্ত বেদনার সঞ্চার করে

৩ দূষিত জিজিশন, উত্তেজক পদার্থ, অম্লাক্ত

ফল, অম্লাক্ত বা উত্তেজক মদ্য প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ সেবনেও অন্ত্রবেদনা জন্মিয়া থাকে। ও হাকে "এণ্টা-র‍্যালজিয়া" বলে।

৪। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় অন্ত্রের প্রদাহ জন্মিতে পারে, তাহাকে "এণ্টারাইটিস" কহে

৫। সিকম অন্ত্রের অংশ বিশেষ, তাহাতে কঠিন মল, ফলাদির বীজ খোসা পিণ্ড বা অম্ল শিলং, অথবা ক্রিমি প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশজনক শূল বেদনা উৎপাদন করে।

৬ যে কারণ প্রযুক্তেই হউক, অন্ত্রাবরোধ হইলে অনেক স্থলে তীব্র বেদনার সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা, বমনোদ্বেগ, বমন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে ইন্টেষ্টাইনাল অবষ্ট্রাকেশন বা অন্ত্রাবরোধ বলে।

শূলরোগে সচরাচর অন্ত্রে শরবেধনবৎ মোচড়ান বেদনাবোধ, সেই বেদনা নাভীর নিকটে ও উদরের অন্যান্য স্থানে অনুভূত হয়, চাপ দিলে উপশম বোধ হয়, বেদনার আক্রমণকালে বমন ও বমনোদ্বেগ হইয়া থাকে। আধ্মান জন্য ও অন্ত্রের আকুঞ্চন

প্রসারণ প্রযুক্ত উদরে গ্রন্থির ন্যায় স্ফীতি বোধ হয়। বায়ু নিঃসরণ হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্প পরিমাণে মল-স্রাব, কখন কখন হিক্কা, উদরে টানবোধ ও অস্থির-তাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইণ্টেষ্টাইনাল অবষ্ট্রাকশন বা অন্ত্রাব-রোধ।—ইহাতে আধ্মান প্রযুক্ত গড়গড় শব্দ, এমন বমনোদ্বেগ, এবং অবশেষে বমনের সহিত বিষ্ঠা নির্গত হয়।

সিকমের প্রদাহ।—অল্প জ্বর, বমনোদ্বেগ প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিকমের উপর চাপ দিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। পীড়া বৃদ্ধি পাইলে, সিকমের পেরিটোনিয়ম আক্রান্ত হইয়া থাকে। কখন কখন এরিওলার টিস্যুতে প্রদাহ জন্মে ও পূয সঞ্চিত হয়, এরূপ অবস্থায় যদি অন্ত্রমধ্যে পূয পতিত হয়, তবেই মঙ্গল; নতুবা পেরিটোনিয়মের গহ্বর মধ্যে পড়িলে অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

আণ্টারাইটিস বা অন্ত্র-প্রদাহ।—ইহাতে ঈষৎ কম্প, ত্বকের উষ্ণতা, পিপাসা, নাড়ীর দ্রুতগতি, যন্ত্রণা-দায়ক বমন ও বমনোদ্বেগ, প্রবল জ্বর, মুখমণ্ডলে

উদ্বেগের লক্ষণ, অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রলাপ, অন্ন ক্রমেই বেদনা বৃদ্ধি উদ্গীর্ণ পদার্থ অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, কখন কখন উহার সহিত মল মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—কারণানুসারে ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। পীড়ার সামান্যাবস্থায় কেথ-নিবারণ-জন্য ক্লোরোফরম, মর্ফিয়া, ব্যালিবিয়ম প্রভৃতি ঔষধ প্রযুজ্য। নিম্নে লিখিত ঔষধগুলিও বিশেষ ফলদায়ক

টীং ব্যাবেরিয়ম কম্পঃ ২ ড্রাং, স্পিরিট ক্লোরোফরম ১৫ বিং, মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরিক ⅛ গ্রোঃ একোয়া এনিসাই ১ আং, একমাত্রা, প্রয়োজন হইলে, ইহার সহিত সোডা ও কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া মিশান যাইতে পারে

সোডি বাই কার্ব্বনাস ১½ ড্রাং এমনি কার্ব্বনাস ২০ গ্রেঃ, টীং কলম্বা ৪ ড্রাং, স্পিরিট অফ এনিসাই ৪ ড্রাং টীং কার্ড্ডেমম কম্প ৪ ড্রাং, কর্পূরের জল ৭½ আং, এক আউন্স মাত্রায় দিবসে ২টি বার প্রয়োগ করিবে

ম্যাগ্নেশি কার্ব্বনাস ২ ড্রাং, পলভ-রিয়াই ২ ড্রাং,

এরোমেটিক স্পিরিট অফ এমোনিয়া ২ ড্রাং, গুঁটীর পাক ২ ড্রাং, জল ৪ আং। এক আউন্স মাত্রায় দিবসে দুই বার সেবন করাইবে।

এণ্টারাইজাল চিকিৎসা।—অহিফেণ, হায়েসায়েমস, ক্লোরোডাইন, ক্লোরিক ইথার ব্রোমায়ড, কর্পূর, এমোনিয়া প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারক। এই সকল ঔষধের সহিত ফোমেণ্টেশন উত্তেজক লিনিমেণ্ট ও টর্পেণ্টাইন ষ্টুপ দিবে। মেরুদণ্ডের উপরে বেং৽ডোনা মর্দ্দন করিবে, এবং বেদনার উপশম হইলে, ক্যাষ্টর অয়েল, বিরাই প্রভৃতি ঔষধ দিবে।

এণ্টারাইটিশ চিকিৎসা।—আফিঙ্গ ইহার উত্তম ঔষধ। উদরে সর্ব্বদা পুল্টিশ ও ফোমেণ্টেশন দিবে। দৌর্ব্বল্য জন্মিলে বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। যখন বেদনার উপশম থাকিবে, তখন উপরোক্ত মৃদু বিরেচক ঔষধ দিতে হইবে।

সিকমের প্রদাহ চিকিৎসা।—অহিফেণ সেবন, ফোমেণ্টেশন, ঔষধের মধ্যে লেমনেড, সোডা-ওয়াটার, এফার ভেসিং ড্রাফ্ট ইত্যাদিই প্রশস্ত।

পুযোৎপত্তির লক্ষণ দেখা যাইলে দুগ্ধ, অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব, মাংসের ঝোল, বার্লি, ব্রাণ্ডি, পোর্ট প্রভৃতি বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

ইণ্টেষ্টাইন্যাল অবষ্ট্রাক্শন।—পথ্যের সুবন্দোবস্ত করিবে, ঔষধের মধ্যে আফিঙ্গ খাওয়াইবে এবং তার্পিন তৈলের লেপ, ফোমেণ্টেশন পুল্টিশ প্রভৃতি বাহ্য প্রয়োগ করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হেমারেজ বা রক্তপিত্ত।

রক্ত ■ পিত্তপ্রধান-ধাতু এবং উদ্ধত স্বভাবের লোকদিগের প্রায়ই রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অজ্ঞতা, তরলতা, অধিক মদ্যপান, অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ, অপরিমিত শ্রম, দ্রুতবেগে উচ্চস্থানে আরোহণ, রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত, উষ্ণ গৃহে বাস, প্রচুর

খাদ্যের অভাব, অতিশয় মস্তমৈথুনাদি কারণে এই ব্যাধি জন্মে।

এই রোগে, নাসা কর্ণ, ফুস্‌ফুস, মূত্রোৎপাদন যন্ত্র ও লোমকূপ প্রভৃতি স্থান দিয়া রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এইরূপ রক্তস্রাব সহকারে নানা প্রকার উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায় যদি দেহে রক্তাধিক্য হয়, তবে রক্তস্রাবের পর রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে, এবং রক্তের অল্পতা হইলে তাহার বিপরীত ফল দৃষ্ট হয় নাড়ী ক্ষুদ্র, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শ্বাস প্রশ্বাস সঘন, হস্তপদাদি শীতল, উপবেশন করিলে বা দণ্ডায়মান হইলে মস্তক ঘূর্ণন, দৃষ্টির অবরোধ, কখন কখন রোগী আত্মজ্ঞান শূন্য ও নিস্তব্ধ হয়, এবং তাহাতেই প্রাণত্যাগ করে।

রক্তস্রাবের স্থানভেদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা হইয়াছে। যথা ত্বক্ হইতে রক্তস্রাবকে হিমাটিড্রোসিস, নাসা হইতে রক্তস্রাবকে এপিষ্ট্যাক্সিস্, কর্ণ হইতে রক্তস্রাবকে অটোরেজিয়া, মুখগহ্বর হইতে রক্তস্রাবকে ষ্টম্যাটোরেজিয়া, ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাবকে হিমপ্টিসিস্, পাকাশয় হইতে রক্তস্রাবকে হিমে-

টিসিলিস্ এবং মূত্রপিণ্ড হইতে রক্তস্রাবকে হিমাটিউ-রিয়া বলে।

চিকিৎসা।—গ্যালিক এসিড ১০ গ্রেণ, সল্ফিউরিক এসিড এ্যারোমেটিক ১০ মিঃ, টীং ডিজিটেলিস ১ড্রাং, জল ১ আং, একমাত্রা, বিবেচনা মত ইহা প্রয়োগ করিবে

লৌহঘটিত, ঔষধের মধ্যে টীং ফেরিমিউরিয়েটিকম প্রায়ই ব্যবহার করা যায়। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে ইপিক্যাকুয়ানা বিশেষ উপকারী বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন

গুহ্য হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে অগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে যে, কোন স্বাভাবিক রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া উহা ঘটিয়াছে কি না, যদি তাহা হয়, তবে উহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য নহে। ভয় বা চিন্তা প্রযুক্ত হইলে আক্ষেপ-নিবারক, অবসাদক, বলকর ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

নাসা হইতে রক্তস্রাব।—পূর্ব্বোক্ত মতে বিবেচনা করিয়া দেখিবে, যদি অধিক মাত্রায় স্রাব হয়, তবে টীং ফেরিপারক্লোরাইড, টীং ফেরিমিউরিয়েটিস্ ও ফট্কিরির জলধারা পিচ্কারী দেওয়া ব্যবস্থা,

অথবা টীং ফেরিমিউরিয়েটিক দ্বারা লিণ্ট ভিজাইয়া নাসারন্ধ্রে দিবে। বিরেচক ঔষধ দ্বারা যকৃতের ক্রিয়াবৃদ্ধির জন্য নাইট্রিক এসিড্ ও ট্যারাক্সকম ব্যবহার করা বিধেয়।

ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হইলে—শীতল জলপান, ১০ ড্রোঃ মাত্রায় গ্যালিক এসিড ২।৩ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে। দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইলে, ৫ বা ১০ গ্রেঃ মাত্রায় এমোনিয়া সলফেট অফ আয়রণ খাইতে দিবে। কেহ কেহ অর্গট অফ রাই, হ্যামা-ম্যালিস, ও তার্পিণ তৈল ব্যবহার করেন। ঐ সকল ঔষধের সহিত শীতল জল ও বরফ সেবন করান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্যান্য রোগের উপসর্গ রূপেও ফুস্ফুস্ দিয়া রক্তস্রাব হয়, এরূপ হইলে, প্রধান রোগের চিকিৎসা দ্বারা উপশম হইলে, ইহারও উপশম হইয়া থাকে

রক্তবমন হইলে—রোগীকে স্থির ভাবে শয়ন করাইবে। কিয়ৎকাল আহার বন্ধ রাখিবে। ঔষধের মধ্যে গ্যালিক এসিড সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শীতল জল ও বরফ মহোপকারী। তার্পিণ তৈলও আহার

আহার মতে উপকারজনক। রোগী দুর্ব্বল হইলে, বিফ টী, পোর্ট ওয়াইন ও আফিম পিচ্‌কারী দিবে। পীড়া পুরাতন ও রক্তস্রাব অল্প হইলে, বার্ক এবং এসিড সুব্যবস্থা। কখন কখন লৌহঘটিত ঔষধ এবং কুই-নাইনে বিশেষ উপকার লাভ হয়।

মূত্রোৎপাদনযন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে—যদি ক্যান্সার বা পাথরী জন্য হয়, তবে টীং ফেরিপারক্লোরাইড, গ্যালিক এসিড, [illegible] সল্‌ফিউরিক এসিডই ব্যবস্থা। এ অবস্থায় তার্পিণ তৈল দিবে না। ফট্‌কিরি বা ট্যানিক এসিডের পিচকারী উপকারজনক।

গ্যালিক এসিড ১২ গ্রেঃ পল্‌ভ ইপিক্যাক কম্‌ ওপিয়াই [illegible] গ্রেঃ একমাত্রা, এইরূপ এক একমাত্রা ৮ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

সল্‌ফিউরিক এসিড এ্যারোমেটিক ১২ ড্রাং, টীং ক্যাম্ফর কম্পাঃ ওপিয়াই ২ আং, এ্যাকোয়া সিনেমন ৭২ আং, ছয়মাত্রা, আহারের পূর্ব্বে এক এক মাত্রা দিবসে [illegible] বার সেবন করাইলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রঙ্কাইটিস বা কাশ।

ব্রঙ্কাইটিস বা কাশ রোগ।—এই ব্যাধি ব্রঙ্কাই বা বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। নূতন ও পুরাতন ভেদে ইহা দুই প্রকার। ইহাতে ফুসফুসের উভয় বা একাংশ বিকৃত হয়।

সামান্য শৈত্যানুভূতি, ত্বকের উষ্ণতা ৯৯.৫ হইতে ১০২.৫ ডিগ্রী, দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির বেদনা, হাঁচি, নাসারোধ, গলার ভিতর বেদনা, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠে সুড়সুড়া, শুষ্ক কাশি, বক্ষাস্থির পার্শ্বে টানবোধ, বক্ষঃস্থলে বেদনা, ইহার প্রধান চিহ্ন, সময়ে সময়ে কাশ বৃদ্ধি, শ্লেষ্মায় সবুজবর্ণ ও তাহার সহিত রক্ত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পরে শ্লেষ্মার পরিমাণ বৃদ্ধি, উহা লালার ন্যায় অর্দ্ধ স্বচ্ছ ও হরিদ্রাবর্ণ, পরে ধূসর ও

কফিজাবর্ণ এবং অস্বচ্ছ ও আটার ন্যায় চট্‌চটে হয়। পীড়া উৎকট হইলে শ্লেষ্মার সহিত পূয নির্গত হইতে থাকে এবং অন্যান্য উপসর্গের বৃদ্ধি পাইয়া রোগীকে অশেষ যাতনা দেয়। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে দৌর্বল্য, নাড়ীর ক্ষীণতা ও দ্রুতগতি, শ্লেষ্মা উঠাইতে অসমর্থতা, মধ্যে মধ্যে প্রলাপ অথবা আক্ষেপ ইত্যাদির সহিত শ্বাসরোধ, ও হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগে রক্ত সংস্থিত হইয়া রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ ও তদ্বারাই মৃত্যু হয়।

ক্যাপিলারী ব্রঙ্কাইটিস।—কৈশিক নালীতে আক্রান্ত হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ বেদনার অল্পতা, অথবা একেবারেই উহার অভাব, কাঁধ অস্থি পেশীর বেদনাধিক্য, শ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুততা, উহার সহিত শাঁ শাঁ শব্দ, বোধ হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া কাশের প্রাবল্য, অতি কষ্টে গাঢ় চট্‌ চটে শ্লেষ্মা-নির্গম, জ্বরের সন্তাপ ১০৩ ডিগ্রী বা তাহা অপেক্ষা অধিক হইতে দেখা যায়।

এই রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলেই গলিত বা পুরাতন পীড়া মধ্যে পরিচালিত হয়।

চিকিৎসা।—এই রোগের সাধারণ চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। রোগের অবস্থা বিবেচনায় ঔষধগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে।

সিরপ সিলি ১ড্রাং, স্পিরিট ঈথর নাইট্রিক ½ ড্রাং, টীং হায়োসায়েমস ২০ মিং, একোয়া রোজ ১ আং, একমাত্রা।

পটাস সাইট্রাস ১০ গ্রেং, পটাস নাইট্রাস ১৫ গ্রেং, ভাইনম ইপিক্যাক ১০ মিং, একোয়া ক্যাম্ফর ½ আং, একমাত্রা। আবশ্যক মত ব্যবহার করিবে।

সর্দ্দি জমিলে গরম জলের বাষ্পে শ্বাস গ্রহণ করাইবে অথবা সিকি বা অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণে ইপিক্যাকুয়ানা দিবে নিস্তেজতা বৃদ্ধি পাইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

স্পিরিট এরোমেটিক ২০ মিং, স্পিরিট ক্লোরোফরম ১৫ মিং, টীং সেনেগা ৩০ মিং, টীং হায়োসায়েমস ১৫ মিং, একোয়া ক্যাম্ফর ১ আং, একমাত্রা। আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবে।

কার্ব্বনেট অব্ এমোনিয়া ৩ গ্রেং, ভাইনম ইপিক্যাক ১০ মিং, টীং সেনেগা ৩০ মিং, ডিকক্ট সেনেগা ১ আং, একমাত্রা, উক্তরূপে সেবন করাইবে।

বক্ষঃস্থলে বেদনার তারতম্য বিবেচনায় সার্ষপ পলস্তারা, তার্পিণ তৈলের ষ্টুপ অথবা পলস্তারা দিবে মসিনার পুলটিসও উপকারজনক। ক্যাপিলারী ব্রঙ্কাইটিসে বক্ষঃ ও পৃষ্ঠ সর্ব্বদা পুলটিস দ্বারা আবৃত রাখিবে এবং বাসগৃহের উষ্ণতা ৬০ হইতে ৬৮ ডিগ্রী রাখিতে চেষ্টা করিবে।

পথ্য—দুধ, এরারুট, মাংসের কাথ, ব্রিফ-টী ইত্যাদি লঘু আহার দিবে দৌর্ব্বল্য থাকিলে উহার সহিত মদিরা ব্যবস্থা করিবে

বিশেষ সাবধানে এবং রোগীর বয়স এবং অবস্থা বিবেচনায় এমোনিয়া, সেনেগা, ইপিকাক, ক্লোরোফরম ইত্যাদি দেওয়া যায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিশেষ উপকারক

কার্বনেট অফ এমোনিয়া ৫ গ্রেণ, স্পিরিট-ইথার ২০ মিং টীং সিলি ২০ মিং টীং,ক্যাম্ফর কম্পঃ,ল্যাভেণ্ডার কম্পঃ, ½ ড্রাং ইনফিউজন সেনেগা ১ আং, একমাত্রা, আবশ্যক মত দিবে

সিরপ সিলি ১ ড্রাং নাইট্রিক এসিড ডিল ১০ মিং, টীং হায়োসায়েমস ১৫ মিং, স্পিরিট

ক্লোরোফরম ১৫ মিং, ডিককৃঃ সিঙ্কোনা ১ আং, একমাত্রা।

সিরপ সিলি ১ ড্রাং, স্পিরিট এমোনিয়া এরোমেটিক ২ ড্রাং, লাইকর মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরিক ১০ মিং, ইনফিউজন সার্পেণ্টারী ১ আং, একমাত্রা, আবশ্যক মত প্রয়োগ।

শ্লেষ্মা নিঃসরণ অভাবে কষ্ট হইলে, সিঙ্কোনা বা সেনেগা ৫ গ্রেঃ, কার্বনেট অফ এমোনিয়া [illegible] গ্রেঃ, জল [illegible] আং, একমাত্রা আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিবে। বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, এবং কষ্ট অধিক না থাকিলে, এবং শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকিলেও ডিককশন সিঙ্কোনা অন্যান্য ঔষধের সহিত দিতে পারা যায়।

অতিরিক্ত শ্লেষ্মাস্রাব নিবারণ জন্য।—

গরম জল ১ আং, তার্পিণ তৈল ও ক্রিয়াসোট ১০ মিং একত্র মিশাইয়া আঘ্রাণ লইতে দিবে। অথবা ট্যানিক এসিড ৩ গ্রেঃ, জল ১ আং, এরূপ একমাত্রায় সেবন করাইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিমোনিয়া ও থাইসিস্।

নিমোনিয়া।—পীড়া প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে জ্বরবোধ, কম্প, কাশ, কাহারও কাহারও বহুদিন পূর্ব্বে অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদিতে ও বক্ষে বেদনা। পীড়া প্রকাশিত হইলে অসুস্থতা ও অস্থিরতা, সঘন শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ীর দ্রুততা, জিহ্বা ও ওষ্ঠের নীল-বর্ণতা, কখন বা শ্বেত, ঈষৎ পীত; নাসার বিস্তৃতি, এবং রোগী উত্তানভাবে শয়ান থাকে এবং ক্রমশঃ জিহ্বার কটাবর্ণতা, ঘর্ম্ম, মনোবিকার ও অচৈতন্য দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত হয়। বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল,—

শ্বাসকষ্ট।—প্রত্যেক মিনিটে ৩৫ বা ৪০ বার হইলেও কষ্ট হয় না, উহার সংখ্যা ৫০ হইতে ৭০ বার

হইলে শ্বাসরোধ হইবার সম্ভাবনা। কাশ।—প্রথমা-বস্থায় আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, বসিলে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে কাশ বৃদ্ধি, ক্রমে উহার সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, এবং সাংঘাতিক হইলে শেষাবস্থায় অত্যন্ত বা এককালে বন্ধ হইয়া যায়। শ্লেষ্মা।—প্রথমতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, পরে অর্দ্ধ স্বচ্ছ লৌহমলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও চট্ চটে হয়। শ্লেষ্মার সহিত রক্তচিহ্ন না থাকিলেও রক্তের ভাগ মিশ্রিত থাকে। উহার পরিমাণানুসারে বর্ণ ঈষৎ পীত, রক্তাক্ত বা স্পষ্ট লালবর্ণ হয়। ত্বকের সন্তাপ।—প্রথম দিবসেই প্রায় ১০২ হইতে ১০৪ ডিগ্রী হয়, দ্বিতীয় দিবসে ১০৭, পরে ১০৯ ডিগ্রীও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, মধ্যাহ্নে তাহা অপেক্ষা অধিক, এবং সায়াহ্নে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। নাড়ীর গতি।—সচরাচর তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে ১২০ বা ১৩০। সাং-ঘাতিক হইলে ১৬০ বার পর্য্যন্ত হইতে পারে। কখন কখন নাড়ী ক্ষীণ বিলুপ্ত হয়, কখন ৬০।৭০ বার হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের লক্ষণ।—অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, অস্থি-রতা, এবং রাত্রিকালে অল্প প্রলাপ হইতে থাকে।

প্রশ্বাসের অবস্থা।—রক্ত বা গদের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, উহার সহিত শুক্রধাতু মিশ্রিত থাকে

এই রোগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিন অবস্থায় বিভক্ত করা যায়। প্রথমাবস্থা।—যদি পার্শ্ব বেদনা থাকে, তথাপি পঞ্জরার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না, অথবা স্বরেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না, এই অবস্থায় ফুসফুসের রক্তাধিক্যের সময় শ্বাস প্রশ্বাস শক্তি দুর্ব্বল হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াবস্থা—ফুসফুসের যে দিক্ আক্রান্ত হয়, সেই দিকে পঞ্জরার গতির অল্পতা এবং অনাক্রান্ত দিকে উহার বৃদ্ধি হয়। প্রতিঘাতে সগর্ত্ত শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উপরে ফুসফুসের অনাক্রান্ত অংশ থাকিলে শূন্যগর্ভ শব্দ হইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস গভীর এবং কখন কখন আক্রান্ত স্থানের উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু মধ্যস্থলে গভীর এবং পার্শ্বে কর্কশ ও ফুৎকারবৎ শব্দ হয় তৃতীয়াবস্থা—ইহাতে ফুসফুসের ঘনত্বের ভৌতিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু ফুসফুসের ভিতরে স্ফোটক বা উহার গ্যাংগ্রীন হইলে অন্যরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু ত্রক্কাই দ্বারা

ঐ স্ফোটকের স্রোত নির্গত হইয়া উহা একটি গহ্বরে পরিণত হয়। তখন উহা হইতে ক্যাভার্নাস ও বংকিং শব্দ হইয়া থাকে।

লবিউলার বা ব্রঙ্কোনিমোনিয়া।—ব্রঙ্কাইটিস এবং নিমোনিয়া হইতে এই রোগকে পৃথক্ করিয়া লইবার জন্য নিম্নোক্ত কয়েটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সাধারণ নিমোনিয়াতে কম্প প্রভৃতি যে সকল পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাতে প্রায় সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। জ্বরের লক্ষণই ইহার প্রধান লক্ষণ বলা যায়। দেহের সন্তাপ প্রায়ই ১০৩।১০৪।১০৫ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে, কিন্তু জ্বর যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই এবং আরিষ্ট উপস্থিত হয় না, অথচ ঘর্ম্ম হইয়া থাকে নাড়ীর স্পন্দন-সংখ্যা বেশী হয়, কিন্তু শীঘ্রই দুর্ব্বল ও বিষম হইয়া আইসে যখন শ্বাস প্রশ্বাস হইতে থাকে, শ্লেষ্মা অধিক উঠে না, এজন্য বিশেষ কষ্টও হয়।

পুরাতন ও ইণ্টারষ্টিশিয়েল নিমোনিয়া।—উপরে নিমোনিয়ার বিষয় লিখিত হইল, তাহা পুরাতন হইলেই এই নাম হয়। ইহার লক্ষণ,

সমুদায় একবারে প্রকাশিত হয় না, পীত শ্লেষ্মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। পার্শ্বে এক প্রকার টান বেদনা, শ্বাসকষ্ট ও কাশিই প্রধান। অতি- কষ্টে শ্লেষ্মা উঠে, এবং তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হয়

ফুস্‌ফুসের গ্যাংগ্রীন।—পুরাতন নিমোনিয়া, রক্তস্রাব, ক্যান্সার, দৌর্ব্বল্য জনক জ্বর, বাহ্য বিষাক্ত প্রবেশ, বিষাক্ততা, আহারীয় দ্রব্যের অভাব, দুর্গন্ধময় স্থানে বাস, অতিরিক্ত সুরাপান, বহুদিন পীড়ার আতিশয্য কারণে এই পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহাতে নিশ্বাস দুর্গন্ধময়; শ্লেষ্মার সহিত ক্লোম- নিঃসরণ, তাহাতে কিছু পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত থাকে, এই সকলই ইহার প্রধান লক্ষণ। এই রোগে রক্ত- স্রাব দ্বারাই রোগীর মৃত্যু হয়। ইহার সহিত হেক্- টিক্ জ্বরও দেখা যায় এই জ্বরে প্রায়ই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ফুস্‌ফুসের স্ফীতি।—অন্যান্য রোগের আনু- ষঙ্গিক রূপেই এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বরের পর টাইফস্ জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস্, নিমোনিয়া, ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য প্রভৃতি রোগের আনুষঙ্গিক হয়।

ইহাতে বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, সঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসকষ্ট, শুষ্ক কাশি, শ্লেষ্মা প্রায়ই তরল, কখন বা আঠার মত ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব ইহার সাধারণ লক্ষণ।

উপদংশ জন্য ফুস্ ফুসের পীড়া।—উপদংশ জন্যও ফুস্ফুসের পীড়া জন্মিয়া থাকে

ফুস্ ফুসের ক্যান্সার।—ইহা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগকে কেহ সংক্রামক, কেহ বা কুলজ বলিয়া থাকেন কাশ, শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থলে তীব্র বেদনা, কাশির সহিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাবও দেখিতে পাওয়া যায়, জ্বর, রাত্রিকালে ঘর্ম্ম, দৌর্ব্বল্য ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ইহার প্রতীকার সম্বন্ধে নানা লোকের নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। রোগীকে ক্যাষ্টর অয়েল বা লাবণিক মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রথম ব্যবস্থা করিবে, রোগীকে সুস্থির ভাবে রাখিবে। বাস-গৃহের উষ্ণতা রক্ষা করিতে হইবে। প্রবল জ্বরের অবস্থায় নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস্ ১৫ বিং, ভাইনম

ইপিক্যাক [illegible] বিং, [illegible] ১ আং, একমাত্রা। এইরূপ ৩।৪ বার খাওয়াইতে দিবে।

নাইট্রেট্ অফ পটাস ১২০ গ্রেঃ, লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস্ ৪ ড্রাং, স্পিরিট এরোমেটিক এমোনিয়া ২০ ড্রাং, টীং একোনাইট ২০ মিং, জল ৭।।০ আং, ছয়মাত্রা। চারি বা [illegible] ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা খাওয়াইবে।

দুর্ব্বল অবস্থায় নীচের লিখিত ঔষধ দিবে। কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া ৫ গ্রেঃ, স্পিরিট ক্লোরোফরম ১৫ মিং, লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস ২ ড্রাং, মিউসি-লেজ একোসিয়া ১ আং।

স্পিউটমে রক্ত, ঘন ঘন কাশ, বক্ষঃস্থলে অতিশয় বেদনা, শারীরিক উত্তাপ ও নাড়ীর স্পন্দনাতিশয্য থাকিলে আর্গট ½ ড্রাং, জল ৭।০ ড্রাং, একমাত্রা, দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

কাহার কাহার মতে ইহাতে ঔষধ ব ব্যবহার নিষিদ্ধ, জ্বরের প্রাদুর্ভাব কালে লঘু আহার, শীতল জল, পুষ্টি-কর পথ্য এবং তৎসহ মদ্য ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইল।

রক্তোপখালনের উদ্দীপন ব্যতীত প্রলাপ, অত্যন্ত দ্রুতগামী বা দুর্ব্বল নাড়ী, স্নায়ুমণ্ডলের নিস্তেজকতার সহিত দুর্ব্বলতা, রোগী বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল অথবা অন্য কোন রোগের উপসর্গ রূপে এই পীড়া উপস্থিত হইলে, উত্তেজক ঔষধ ভিন্ন উগ্র সুরা আবশ্যক বোধ করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্রমে ক্রমে ১ পাইন্ট পর্য্যন্ত ব্রাণ্ডি দেওয়া যাইতে পারে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য নিম্নোক্ত ঔষধগুলি বিশেষ উপকারজনক

ভাইনম্ গ্যালিসাই ১ ড্রাং, কার্বনেট অফ এমোনিয়া ৫ গ্রেঃ, ক্লোরিক ইথার ১০ বিং, টীং ক্যাম্ফর ১০ বিং, টিং মস্ক ৫ বিং, পরিস্রুত জল ১ আং, একমাত্রা।

বক্ষের বেদনার উপর তিসির পুল্‌টিস্ এবং পোস্ত ঢেঁড়ীর ফোমেণ্টেশন ব্যবস্থা করিবে।

নিদ্রাভাব ও বেদনা নিবারণ জন্য আফিঙ্গ ব্যবহার করিবে যদি ইহাতে শ্লেষ্মা উঠিবার ব্যাঘাত বোধ হয়, তাহা হইলে হাইড্রেট অফ ক্লোরাল প্রয়োগ দ্বারা নিদ্রাভাব দূর করিবার চেষ্টা করিবে।

জ্বরের অত্যন্ত প্রবলতা থাকিলে পূর্ণমাত্রায় কুইনাইন

দেওয়া যায়। শ্লেষ্মা তুলিতে কষ্ট ও উহা আঠাল হইলে এল্কেলাইন ব্যবহার করিতে হইবে।

কার্ব্বনেট বা ক্লোরাইড অফ এমোনিয়া [illegible] গ্রেঃ, টীং সেনেগা ১০ মিঃ, টিং স্কুইল ১০ বিং, জল ১ আঃ, একমাত্রা, আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবে। উহার পর কিছু দিন কড্লিভার অয়েল ১৫ বিন্দু, টিং ষ্টীল ১০ বিং, দুধের সহিত নিয়মিত রূপে সেবন করাইবে এবং বলকারক খাদ্য দিবে।

দৌর্ব্বল্য থাকিলে তন্নিবারণার্থ কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া [illegible] গ্রেঃ, টীং সেনেগা ২ ড্রাঃ, জল ১ আঃ, একমাত্রা, আবশ্যক মত সেবন করাইবে।

পুষ্টিকর পথ্য ও তাহার সহিত ব্রাণ্ডি প্রভৃতি বীর্য্যবান্ ঔষধে বিশেষ ফললাভ হয়। রোগোপশম কালে কড্লিভার অয়েল ও পোর্ট ওয়াইন প্রভৃতি সেবন করাইবে।

নিমোনিয়ার ন্যায় পুরাতন ইণ্টারষ্টিশিয়েল নিমোনিয়ার চিকিৎসা করিবে। ইহাতে কড্লিভার অয়েল, লৌহ প্রভৃতির সহিত পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করিবে। কার্ব্বলিক এসিড অথবা ক্রিয়াশোটের আঘ্রাণ লইলে

স্পিউটাম দোষের ও পরিমাণের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আইওডাইড অফ পটাশের দ্বারাও অনেক সময় উপকার হইতে দেখা গিয়াছে

এই রোগে প্রচুর ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া, বার্ক, ইথার, মিনারেল এসিড, কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কার্বলিক এসিড, ক্রিয়োজোট ও তার্পিণ তৈলের সর্বদা আঘ্রাণ লইলে নিশ্বাসের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় কার্বলিক এসিড এবং হাইপো-ক্লোরাইড দ্বারাও উপকার দর্শে। পুরাতন পীড়ায় বলকারক ঔষধ, কড্‌লিভার অয়েল, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ [illegible] স্থান পরিবর্তন কর্তব্য বলকারক ঔষধ যথা,—কার্বনেট অফ এমোনিয়া ৩০ গ্রেঃ, টীং একোনাইট ৪০ মিং, টীং সিঙ্কোনা ৫।০ ড্রাং, একোয়া মেন্থ পিপরেট ৭০ আং। ছয়মাত্রা, দিবসে [illegible] বার প্রয়োগ করিবে

মূত্রপিণ্ডের পীড়া জন্য ফুসফুস স্ফীত হইলে বিরেচক [illegible] ঘর্মকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। যদি হৃৎপিণ্ডের পীড়াবশতঃ উহা হয়, তাহা হইলে তদনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে

সিফ্‌লিস্‌ অর্থাৎ উপদংশ-জনিত ফুস্‌ফুসের পীড়ায়

উপসর্গের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। নিম্নোক্ত ঔষধটী তজ্জন্য বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া জানা গিয়াছে,—

সিরপ ফেরি আইওডাইড ৪ ড্রাং, মিউসিলেজ ট্রাগাকান্থ ২ আং, ওলিয়াই মর্হু ৪।০ আং, বড় চামচের এক চামচ মাত্রায় ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

এই সকল রোগে যে যে উপসর্গ অর্থ্যাৎ যন্ত্রণা থাকে, সেই সকল উপসর্গের প্রতীকার করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ তজ্জন্য বলকারক ঔষধ, নির্ম্মল বায়ুসেবন পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, গরম কাপড় পরিধান, কুপিত মলাদির নির্গম বিধেয় যন্ত্রণা-নিবারণ জন্য—

এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই ১ গ্রেঃ, মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরাইটিস্ ½ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়সায়েমস্ ৩ গ্রেঃ, এই সকলে একটী বটী প্রস্তুত করিয়া বালককে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করাইবে।

রক্তের ক্রিয়াবৃদ্ধি জন্য—টীং কুইনি কম্পোজিটা ½ আং, সিরপ ফেরি আইওডাইড ২॥৹ ড্রাং, ইনফিউজন কলম্বা ৭।০ আং। অর্দ্ধমাত্রা, দিবসে [illegible] বার খাইতে দিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

থাইসিস্ ও এজ্‌মা।

থাইসিস্ বা যক্ষ্মা।—এই রোগের প্রথমে জ্বর বা সর্দ্দির লক্ষণ ব্যতীত শুষ্ক কাশি হয়, শ্লেষ্মার সহিত রক্তচিহ্ন বা রক্ত থাকে, পার্শ্বে বেদনা থাকে, নাও থাকে, ফুস্‌ফুসের উপর খণ্ডে ও বক্ষঃস্থলের এক দিকেই অস্বাভাবিক শব্দ হয়। ঐ শব্দ যদি দুই দিকেই থাকে, তবে মধ্যে মধ্যে এক দিকের শব্দ অনুভূত হয় না। শিরঃপীড়া, অজীর্ণদোষ, অগ্নিমান্দ্য, উদ্যমরাহিত্য, দৌর্ব্বল্য, রাত্রিকালে অস্থিরতা, সদা অসুস্থতা, ক্রমশঃ শরীরের শীর্ণতা, মাংসপেশীর শিথিলতা, মুখমণ্ডলের রক্তহীনতা, কেশপতন, প্রাতে ও রাত্রিকালে কাশীর আধিক্য, শ্রমের পর কাশির বৃদ্ধি, শ্লেষ্মার সহিত আঠার ন্যায় [illegible] রক্ত চিহ্ন বিশিষ্ট পদার্থ মিশ্রিত, [illegible] শ্রমেই ক্লান্তি, দেহের সন্তাপ ৯৯.৫ হইতে ১০২ ডিগ্রী, নাড়ী

ক্ষীণ, দ্রুতগামী ও বলহীন, মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে কম্প, প্রাতে ঘর্ম, জিহ্বা পরিষ্কৃত বা লেপযুক্ত, কখন কখন অবরোধ, নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা ৯০ হইতে ১৪০ বার পর্য্যন্ত, প্রস্রাবের আরক্ততা, পরিষ্কারতা, অম্ল এবং ঘোলা, স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্মের অভাব বা আধিক্য, এবং কখন কখন একেবারে বন্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বা অন্ত্রের লক্ষণাদি ও অজীর্ণতার লক্ষণ, অকস্মাৎ ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, দেহের বিবর্ণতা, ত্বকের উষ্ণতা, ওষ্ঠের ঈষৎ রক্তবর্ণতা, বা আরক্ততা, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিকালে প্রচুর ঘর্ম, ও অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, মুখগহ্বরে ক্ষত, অনিদ্রা, পাদস্ফীতি, আত্মবোধশূন্যতা, স্থল বিশেষে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত মনো-বিকার জন্মে না, মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা।—পরিষ্কার বায়ুসেবন, ভ্রমণ, বাস-গৃহের বায়ুর পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, গরম বস্ত্র পরিধান ও লবণাক্ত গরম জলে গাত্রমার্জ্জনা ও তাহার পরে তোয়ালে দিয়া মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। সমুদ্র তীরবর্ত্তী কোন স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অবস্থিতি বিধেয়।

পথ্য।—দুগ্ধ সর, মাখন, ডিম, রুটি, নানা প্রকার মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা, অম্লাক্ত দ্রব্য একবারে নিষিদ্ধ কেহ কেহ বলেন, আহারের পর সেরি ও ক্লারেট মদ্য সেবন বিহিত, মধ্যে মধ্যে আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত

ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণদোষ, অম্লাধিক্য, মুখের বিকৃত-স্বাদ, অরুচি নিবারণ জন্য—স্পিরিট এরোমেটিক এমোনিয়া ১০ মিং, টীং অরেন্সাই ১০ মিং, টীং কার্ডেমম কম্পাউণ্ড ১৫ মিং, ইনফিউশন কলম্বা ১০ আং, এক মাত্রা, এইরূপে দিবসে ৩।৪ বার সেবন করাইবে

ফুস্‌ফুসের রক্তস্রাব নিবারণার্থ।—গ্যালিক এসিড ১২ গ্রেং, পল্‌ভ ইপিক্যাক কম ওপিয়াই [illegible] গ্রেং, এই দুই দ্রব্য একটা মোড়া প্রস্তুত করিয়া ৮।১০ ঘণ্টা অন্তর দিবে

কাশির প্রতীকারার্থ।—লাইকর মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরেটীস ৪০ মিং, সিরপ সিলি ৫০ ড্রাং, হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ডিল ২০ মিং, মিউসিলেজিনস্ একেশিয়া ৫॥০ আং, বড় চামচের এক চামচ মাত্রায়

৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। সিরিয়ম ১০ গ্রেণ মাত্রায় কাশি নিবারণ জন্য দেওয়া যায়।

যদি রক্তাধারের ক্রিয়ার উত্তেজনা থাকে, তবে—ভাজি টোলস্ জুস ১২ মিং, ক্যাম্ফর মিক্শ্চার ৪ আং, সিরপ অরেঞ্জ ২ ড্রাং হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ডিল ১ মিং, এক মাত্রা, বিবেচনা মত ব্যবহার করিতে হইবে।

রাত্রিকালের ঘর্ম্ম নিবারণ জন্য—অক্সাইড অফ জিঙ্ক ১২ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট কোনিয়াই আবশ্যক মত, অথবা হায়োসায়েমস ই ১৮ গ্রেণ, মিশাইয়া ছয়টি বটী প্রস্তুত করিবে। রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে একটী করিয়া প্রতিদিন খাইতে দিবে।

উদরাময় থাকিলে তন্নিবারণার্থ—টিং ক্রামে-রিয়া ১।০ আং, সিরপ পেপেভেরিস ৫০ ড্রাং, ইন্‌ফিউজন ম্যাটীকা ৭।০ আং, ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর বড় চামচের এক চামচ মাত্রায় সেবন করাইবে।

অত্যন্ত ঘর্ম্ম নিবারণ জন্য মস্কেরিয়া (অপর নাম এগারিক) অত্যন্ত উপকারক। শয়নের পূর্ব্বে ইহার ১ ভাগ লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট ১০০ ভাগ জলে মিশাইয়া

তাহার ৫০ বিন্দু ও মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবনে রোগী উপকার লাভ করে।

বমন ও বমনোদ্বেগ প্রতীকারার্থ—ব্রাণ্ডী ১০ মিং, টিং কার্ডেমম কম্পঃ ১ ড্রাং, কর্পূরের জল ■ আং, এক মাত্রা, ■ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

বেদনা অধিক হইলে ফোমেণ্টেশন, পুলটিশ বা টীং আইওডাইন প্রয়োগে উপকার হয়।

জ্বর প্রতীকারার্থ—সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ■ গ্রেং, সলফিউরিক এসিড এরোমেটিক ৫ মিং, ইন-ফিউজন কোয়াশিয়া ১ আং, এক মাত্রা, এইরূপ মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে।

ফুস্‌ফুসের প্রদাহ নিবারণার্থ পেট্রোলিয়ম ৩ হইতে ■ গ্রেঃ বটীকাকারে ব্যবহার্য্য।

দৌর্ব্বল্য সারিবার জন্য।—কড্‌লিভার অয়েল ১০ মিং, সিরাপ অফ ফস্‌ফেট অফ আয়রণ ১০ মিং, হাইপো ফস্‌ফাইট অফ লাইম ১০ মিং, গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। কড্‌লিভার অয়েলের মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

যদি কড্‌লিভার অয়েল সহজে পরিপাক না হয়, তবে ১ হইতে ৪ ড্রাম পর্য্যন্ত দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে।

শ্লেষ্মা বা শ্বাসকাশ।—বক্ষঃস্থলে টানবোধ, কাশিতে কাশিতে বমন, বমনোদ্বেগ, উদরাধ্মান, অজীর্ণাবস্থার লক্ষণ, মানসিক উদ্বেগ, কষ্টজনক শ্বাস, বক্ষঃস্থলে সোঁ সোঁ শব্দ, মস্তক ও চক্ষুর ভারবোধ, অনিদ্রা, রাত্রিকালে আক্ষেপযুক্ত হাঁপানি, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল, দেহের কম্পতা, ইত্যাদি ইহার লক্ষণ

চিকিৎসা।—রোগ আক্রমণ কালে অথবা এক বার রোগের উপশম হইবার পর পুনরাক্রমণের পূর্ব্বে এই দুই সময়ে ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

আক্রমণের পূর্ব্বে চিকিৎসা।—পাকাশয়ে মল সঞ্চিত থাকিলে বিরেচক ঔষধ, ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় থাকিলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। রোগীকে কোন মতে কথা কহিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গৃহমধ্যে যাহাতে বায়ুসঞ্চালনের উপায় হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। দৌর্ব্বল্যকর, অবসাদক বা উত্তেজক ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। দৌর্ব্বল্যকর ঔষধের

মধ্যে বমন করণার্থ ২০ গ্রেঃ ইপিক্যাকুয়ানা ব্যবহার করিলে ১৫ মিনিট মধ্যে বমন হইয়া থাকে।

অবসাদক ঔষধ।—তামাকুর ধূমপানে শ্বাসকষ্টের অনেক লাঘব হয়। ধুতুরা পাতার ধূমপান।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট ষ্ট্রামোনিয়াই ½ গ্রেণ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ½ গ্রেণ, কোনাই ২ গ্রেণ, এই সকল দ্রব্যে একটী বটী প্রস্তুত করিয়া শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে শ্বাসকষ্ট থাকিবে না। ক্লোরোফরমের ঘ্রাণ গ্রহণে অনেকে একবারে রোগমুক্ত হইয়াছেন। উত্তেজক ঔষধের প্রয়োজন হইলে, কফি সেবনই শ্রেয়ঃ; কিন্তু উহার সহিত চিনি দুগ্ধ নিষিদ্ধ। প্রবল পীড়ার সময় গরম জলের সহিত স্পিরিট, ব্রাণ্ডি, হুইস্কি বা জিন ইত্যাদি সুরা সেবনে উপকার দর্শে।

একোনিয়া বা স্বরভঙ্গ।—সামান্য স্বরভঙ্গ হইতে বোবার ন্যায় বাক্যহীনতা পর্য্যন্ত জন্মে। দুইটী কারণে এই রোগ জন্মে, ক্রিয়া বিকার বা নির্ম্মাণ বিকার জন্য।

ক্রিয়াবিকার জন্য এই ব্যাধি হইলে লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগ এবং মানসিক সুস্থিরতা দ্বারা প্রশমিত

হয়। অন্যান্য রোগের উপসর্গ রূপে হইলে, সেই সেই রোগের উপশম হইলেই স্বরভঙ্গের উপশম হয়।

নির্ব্বাণ-বিকার জন্য এই ব্যাধি জন্মিলে, স্বরভঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রদাহ বা ক্ষতে নাইট্রেট অব ৪০ হইতে ৮০ গ্রেণ, নাইট্রেট অফ সিলভার, ১ আং জলের সহিত লোশন প্রস্তুত করিয়া তাহা লাগাইতে দিবে

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

এই রোগের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপও আখ্যা হইয়াছে যথা,—পেরিকার্ডাইটিস বা হৃদ্বেষ্ট প্রদাহ, এবং এণ্ডোকার্ডাইটিস্ বা হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লীর প্রদাহ, সায়ানোসিস্, সিওড়ো, প্যাল্‌পিটেশন বা হৃৎকম্প।

পেরিকার্ডাইটিস্।—প্রবল বাত, মূত্রপিণ্ডের ব্রাইটস্ ব্যাধি, পাইমিয়া ও স্কর্ব্বি পীড়ার সহিত এই রোগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সামান্য,

জ্বর, বক্ষে বেদনা ও সামান্য ভার বোধ, হৃৎপিণ্ডে বেদনা, স্কন্ধে, তন্নিম্নে ও গণ্ডস্থলে বেদনা, হৃৎপিণ্ডের গতির অনিয়ম, ঘন ঘন শ্বাস পতন, নাড়ীর বৈষম্য, বামপার্শ্বে শয়নে অসামর্থ্য, মুখমণ্ডলে উদ্বেগের লক্ষণ, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণে ক্লেশ, কর্ণে শব্দ, মস্তক ঘূর্ণন, নাসা হইতে রক্তস্রাব, দৌর্ব্বল্য, কাশ, শ্বাসকষ্ট, কখন বা মূর্চ্ছা, মুখ ও হস্ত পদাদির স্ফীতি, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য, পীড়া প্রবল হইলে স্নায়ুকেন্দ্রের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য, অস্থিরতা, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, এবং প্রবল প্রলাপ হইয়া থাকে

প্রবল এণ্ডোকার্ডাইটিস।—হৃৎপিণ্ডের ভিতর হৃৎকবাটের আবরক অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লীর প্রদাহ, এই পীড়া হইতে হৃৎপিণ্ডের অপরাপর পীড়া জন্মিয়া থাকে। ইহাতে শ্বাসকষ্ট, জ্বর, নাড়ীর দ্রুতা, দৌর্ব্বল্য ও জ্ঞানবিলুপ্ততা, দেহ কখন কখন শীতল, ঘর্ম্ম, অত্যন্ত অস্থিরতা, মূর্চ্ছা, ইহার সাধারণ লক্ষণ। রোগী চিৎ ভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। পীড়া কঠিন হইলে কম্প, গাত্রের উত্তাপ, প্রভূত ঘর্ম্ম, ত্বকের বিবর্ণতা, কখন বা উহার হরিদ্রতা, পিত্তাধিক্য, উদরাময়,

মুখমণ্ডলের আকুঞ্চন, ও উদ্বেগ-যুক্ততা, নিতান্ত নিস্তেজকতা, রাত্রে প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরি কার্ডাইটিস্ চিকিৎসা।—রোগীকে স্থির ভাবে পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করাইবে গৃহের তাপ যাহাতে ৬৫ ডিগ্রী রাখা যায়, তাহার চেষ্টা করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে,—

সলফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ১২ আং, কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ১২০ গ্রেঃ, একোয়া মেন্থ পিপেরেটা ৭২ আং, ছয়মাত্রা, প্রতিদিন প্রাতে এক এক মাত্রা সেবন করাইবে

কোন কোন সময় ২ ড্রাং পরিমিত ফল্‌টিকরা করাইলে উহার সহিত মিশাইয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অথবা নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভাইনম্ এণ্টিমনি ২ ড্রাং, সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ২ ড্রাং, লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস ৩ ড্রাং, সিরাপ প্যাপাভেরিস ৫।০ ড্রাং, একোয়া ক্যাম্ফর ৭।০ আং, আট মাত্রা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২।৩ বার খাইতে দিবে

বেদনা নিবারণ জন্য ৪৫ ঘণ্টা অন্তর ১ গ্রেঃ পরিমাণে আফিঙ্গ ব্যবহার করা যায়। পোস্ত ঢেঁড়ির ফোমেণ্ট অথবা মসিনার বড় বড় পুলটিস দিবে পানীয় রূপে নিম্নোক্ত কোন একটী প্রক্রিয়া করিবে।

বাই কার্ব্বনেট অফ পটাস ½ আং, লেমন সিরাপ ½ আং, জল ১॥০ পাইণ্ট, সমস্ত দিনে পান করিবে

ক্লোরেট অফ পটাস ৬০ গ্রেঃ, সিরপ হেমিডেমি ½ আং, জল ½ পাইণ্ট। তৃষ্ণাকালে পান করিতে দিবে।

গরম জলের বাষ্প নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ, এরোরুট, সাগুদানা, দুগ্ধ, যবের মণ্ড ইত্যাদি লঘু আহার দিবে। দুর্ব্বলাবস্থায় বিফ্টী, মাংসের ঝোল, এবং বিবেচনা মত মদিরা ব্যবস্থা করিবে।

অধিক পরিমাণে এফিউজন হইলে হৃৎপিণ্ডের উপর বড় পলস্তারা দিবে। তাহার পর, নীচের লিখিত ঔষধ খাইতে দিবে,—

আইওডাইড অফ পটাস ১৫—৩০ গ্রেঃ, ভাইনম কলচিসাই ॥০ ড্রাং, টীং হায়োসায়েমস ১॥০ ড্রাং, সলফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ২২০ গ্রেঃ, ইনফিউজন জেন্সি-

মিশ্রিত ৭॥০ আং, ছয় মাত্রা। এইরূপ মাত্রায় দিবসে ৩ বার দিবে

এই সকল উপায়ে উপকার না পাইলে, পেরিকার্ডিয়ম ছিদ্র করিয়া তাহা হইতে সিরম্ বাহির করিয়া দিবে।

প্রবল এণ্ডোকার্ডাইটিস্।—উপরোক্ত প্রকারে ইহার চিকিৎসা করিবে।

সায়েনোসিস্।—ইহাতে ত্বকের নীলিমা ও বিবর্ণতা, গাত্রের শীতলতা, হৃৎকম্পন, মধ্যে মধ্যে শ্বাসকষ্ট, অল্প উদ্দীপনাতেই মূর্চ্ছা, অঙ্গুলিস্ফীতি, ভিতর দিকে নখের বক্রতা, জননেন্দ্রিয়ের বর্দ্ধনাভাব, বক্ষ্যাদি হইতে রক্তস্রাব ও শোথ হয়।

চিকিৎসা।—এই ব্যাধি অপ্রতিকার্য্য, ইহাতে রোগী রক্ষা পাইবার নহে। তবে যাহাতে যন্ত্রণার নিবারণ হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। পুষ্টিকর আহার উষ্ণবস্ত্র ব্যবহার, মানসিক উদ্দীপনা ও শারীরিক শ্রম হইতে নিবৃত্তি, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ইত্যাদি উপায় দ্বারা রোগ বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করিবে।

সিঙ্কোপ।—হঠাৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ডে অসুখবোধ,

হৃৎকম্পন, শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যতিক্রম, মূর্চ্ছাবোধ, মস্তক ঘূর্ণন, মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা নাড়ীর দৌর্ব্বল্য, অবস্থা দেখিলে আশঙ্কা হয়, কিন্তু সহসা কোন অনিষ্ট ঘটিবার নহে। এই পীড়া রক্তের অল্পতা, নানা প্রকার স্নায়বিক পীড়া, হিষ্টিরিয়া, গাউট প্রভৃতি রোগের সহিত উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—যাহাতে পীড়ার আক্রমণ না হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদা আফিঙ্গ সঙ্গে রাখা উচিত। রোগের আক্রমণ বুঝিতে পারিলেই তাহা সেবন করা কর্ত্তব্য। পীড়াতিশয্য কালে এমোনিয়া, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক এবং ইথার, আফিঙ্গ, ক্লোরাল, ক্লোরোফরম, বেলেরিয়া ইত্যাদি আক্ষেপ-নিবারক ঔষধ দিলে বিশেষ ফল দর্শে। ডাক্তার ট্যানার নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

স্পিরিট ইথারিস ১০ ড্রাম, স্পিরিট এমোনিয়া এরোমেটিক ২ ড্রাম, টীং ক্যাম্ফর কম্পঃ ½ ড্রাম, একোয়া ক্যাম্ফর ৬ আং, এক আং মাত্রায় বিবেচনা মত প্রয়োগ করিবে।

এই সকল ঔষধ সদা সর্ব্বদা যেন রোগীর নিকটে থাকে। যদি পূর্ব্ব সূচনা জানিতে না পারায় রোগ আক্রমণ করে, তবে ঐ সকল ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে। তার্পিণ তৈলের স্বুপ, সার্ষপ পলস্তারা অথবা ফোমেণ্টেশন দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা। উত্তেজক দ্রব্য আহার করা নিষিদ্ধ, মদিরা, উচিতাধিক শ্রম, আহারের পর ভ্রমণ, ও মানসিক চিন্তা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

সনকোপ বা মূর্চ্ছা।—এই রোগ হঠাৎ উপস্থিত হইলে মৃত্যু হইতে পারে। মূর্চ্ছার পূর্ব্বে নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায় যথা,—দৌর্ব্বল্য, মস্তকঘূর্ণন বা কম্প, বমন, বমনোদ্বেগ, শীতানুভূতি, নিদ্রালসবৎ ঘর্ম্ম, নাড়ীর প্রাচণ্ড্য, দৌর্ব্বল্য ও ক্ষুদ্রতা, কখন দীর্ঘ নিশ্বাস, অস্থিরতা, মনোবিকার, শ্রবণ ও দৃষ্টির ব্যতিক্রম ইত্যাদি। রোগ উপস্থিত হইলে, অনিচ্ছা স্বত্বে মল মূত্র নির্গম, হৃৎপিণ্ডের গতি অতি মন্দ বা একবারেই লোপ, এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও রোগী রক্ষা পায়, না হয় মরিয়া যায়।

চিকিৎসা।—রোগীকে বক্রভাবে শয়ন করাইয়া

মস্তক কিছু নত করিয়া রাখিবে। দেহ সম্মুখভাগে বক্র ও জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক অবনত করিয়া রাখিতে পারিলে, মূর্চ্ছার নিবারণ হইতে পারে। নাসারন্ধ্রে এমোনিয়া প্রদান, মুখমণ্ডলে শীতল জল ছিটাইবে। হৃৎপিণ্ডের উপর লিনিমেণ্ট সেপ্‌নিস ওপিয়ম লিনিমেণ্ট, ক্যাম্ফর লিনিমেণ্ট কম্প: প্রত্যেক ২ আং, টীং আর্ণিকা ১।০ ড্রাং মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে। ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া, মৃগনাভি প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। ঔষধ গলাধঃকরণে অসমর্থ হইলে পিচ্‌কারী দ্বারা ঐ সকল ঔষধ উদরস্থ করাইবে। হৃৎপিণ্ডে সার্ষপ পলস্তারা ও তার্পিণ তৈল মর্দ্দন করা আবশ্যক। গরম জলে বোতল পুরিয়া তাহার তাপ বা ঘর্ষণ দ্বারা দেহের সন্তাপ রক্ষা করিবে।

প্যাল্‌পিটেশন বা হৃদ্বেদন।—যৌবনাবস্থায় স্নায়ুপ্রধান ধাতু, শীঘ্রাতি ইত্যাদি স্থলেই এই পীড়ার আধিক্য দেখা যায়। স্থূলকায় অতিমেদযুক্ত ব্যক্তি আহার করিলে এবং অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হইলে বা শারীরিক শ্রম না করিলে এই পীড়া জন্মে। ইহাতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেগে হইতে থাকে, তদ্দ্বারা নানা-

মস্তকের অস্থিরবোধ, মধ্যে মধ্যে যেন শ্বাস রুদ্ধ হইল, শিরঃপীড়া উষ্ণতাবোধ, দৃষ্টির ব্যতিক্রম, এবং পদাদি শীতল হয়।

চিকিৎসা।—যদি কোন উত্তেজনার অভ্যাগমের সম্ভাবনা থাকে, তবে উহা দূর করিবার চেষ্টা করিবে। তাহার পর ব্রাণ্ডি, ইথার, এমোনিয়া, অহিফেন, মর্ফিয়া হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, মৃগনাভি, টীং ভ্যালেরিয়ান, হিঙ্গু, গ্যালবেনম্ প্রভৃতি আক্ষেপনিবারক ঔষধ সেবন করাইয়া নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

ডিজিট্যালিস ১২ বিং, ক্যাম্ফর মিক্শ্চার ১ আং, সিরপ অফ অরেঞ্জ ২ ড্রাং, হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ডিল ১ বিং, একমাত্রায় বিবেচনা মত ব্যবস্থা করিবে।

মদিরা, তামাকু, চা, একেবারে নিষিদ্ধ অধিক অধ্যয়ন, মানসিক চিন্তা, ও স্ত্রীসহবাসে ইহার বৃদ্ধি হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইউরিনারি ডিজিজ।

ইউরিনারি ডিজিজ বা মূত্রযন্ত্রের পীড়া।—মূত্রযন্ত্রের পীড়া নানাবিধ, তাহাদের মধ্যে মূত্রযন্ত্রের কঞ্জেশ্চন, মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ, ডাইওরিসিস্ বা মূত্রাধিক্য, কাইলাস্ ইউরাইন, মূত্রপিণ্ডের ক্যান্সার, মূত্রপিণ্ডের টিউবার্কেল, প্যারাসাইটীক বা পরাঙ্গ পুষ্টিবর্দ্ধক, ক্যালকুলাস ডায়াথিসিস্ বা শিলাধাতু, লিথিক এসিড ডায়াথিসিস্ ফস্ফ্যাটিক এসিড ডায়াথিসিস্, অগ্জালিক এসিড ডায়াথিসিস্, ফস্ফ্যাটিক এসিড ডায়াথিসিস্, রিন্যাল কিউলাই বা মূত্রপিণ্ডে শিলা, মূত্রাশয়ের উত্তেজনা, মূত্রাশয়ের স্প্যাজম, বা আক্ষেপ, মূত্রাশয়ের প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত, মূত্রাশয়ের প্রদাহ এবং মূত্রাশয়ের টিউমার। যথাক্রমে তাহাদের লক্ষণ চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

রোজ, দিবসে তিন বার সেবন করা যাইতে পারে।

মূত্রের ক্রিয়া উত্তমরূপ না হইলে গরম জলে স্নান করাইবে। মূত্রের ঘন পদার্থ অধিক থাকিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, তন্নিবারণার্থ নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে।

এসিড ফস্ফরিক ডিল ১০ মিং টীং সিঙ্কোনা কম্প্রাং, টীং নক্সভমিকা ৫ মিং, একোয়া মেন্থপিপেরেটা ১ আং একমাত্রা, এইরূপ ৩ মাত্রা দিবসে সেবনীয়।

টীং ফেরিপারক্লোরাইড ১৫ মিং, এসিড হাইড্রো-ক্লোরিক ডিল ১০ মিং, ওলিয়াই মেন্থপিপেরেটা ২ মিং, ইনফিউসন কোয়াসিয়া ১॥০ আং, একমাত্রা, ৬ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে।

অহিফেন, কডলিভার অয়েল অবস্থা বিশেষ প্রয়োগ করা যায়। কেহ কেহ আর্গট অফ্ রাই, ট্যানিক এসিড, অক্সাইড অফ জিঙ্ক, হাইওডাইড অফ পটাসিয়ম, হিঙ্গু, ক্যাম্ফর, নাইট্রেট অফ পটাস প্রভৃতি ব্যবহার করেন।

কাইলস ইউরাইন বা কাইল সংযুক্ত মূত্র।—দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ হয়। কখন কখন এই প্রকার

মূত্রের সহিত রক্তকণ, এলবিউমেন, কাষ্টস্‌ ও এক প্রকার এপিথিলিয়েল দেখা যায়। অন্যান্য লক্ষণ বড় বেশী নহে। পীড়া কঠিন হইলে দৌর্বল্য, শরীরের শীর্ণতা, কটিদেশে বেদনা, ও অন্যান্য লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—পীড়ার প্রকৃত চিকিৎসা এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। কোন না কোন সঙ্কোচক ঔষধে উপকার দর্শে। গ্যালিক এসিড দ্বারা বিশেষ ফলদর্শ হয়। টীং ফেরিমিউরিয়েটিক অথবা এমোনিয়া প্রয়োগেও উপকার হইয়া থাকে।

মূত্রপিণ্ডের ক্যান্সার।—ইহাতে মূত্রের সহিত রক্ত দেখা যায়, সামান্য কারণে বমনোদ্বেগ, দৈহিক দুর্ব্বলতা ও রক্তাধিক্যের লক্ষণ দেখা যায়। মূত্র পরীক্ষায় ক্যান্সার কোষ, কনেক্টিভ টিসুর মূলে ও রক্তকণিকা দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—উপযুক্ত পথ্য দিবে। আফিম, মর্ফিয়া, বেলেডোনা প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা যাতনা নিবারণের চেষ্টা করিবে।

কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া ৩০ গ্রেঃ, টীং ল্যাভেণ্ডার

কম্পাঃ ২ আং, ইনফিউশন সিঙ্কোনা কোম্পাঃ ৭॥০ আং, ছয় মাত্রা হইবে। ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা খাওয়া।

কার্বনেট অফ এমোনিয়া ৩০ গ্রেণ স্পিরিটাস্ ইথারিস্ ২॥০ ড্রাং, ইনফিউশন ক্যারিওফিলি ৭॥০ আং, ছয় মাত্রা, এক এক মাত্রা প্রতি দিন দিবসে ৩ বার দিবে।

মূত্রপিণ্ডের টিউবার্কেল।—প্রথমতঃ মূত্রপিণ্ডে অত্যন্ত বেদনা ও ঘন ঘন মূত্রত্যাগ, দেহের যার পর নাই শীর্ণতা, বৈকালে হেক্টিক জ্বর, কিছু দিন পরে ফুস্ফুস, অন্ত্র আক্রান্ত হইলে পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূত্রের পরিমাণ অল্প, উহাতে অধিক পরিমাণ পূয ও কখন কখন রক্ত দেখা যায়।

চিকিৎসা।—রক্ত বন্ধ করিবার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে। পলভরিস গোয়াইকিঃ, ৪০ গ্রেণ, ব্রোমাইড পটাশ ৩০ গ্রেণ, কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেশিয়া ৬০ গ্রেণ, এই সকলে ৮টী মোড়া প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন ৩ মোড়া সেবন করিতে দিবে।

রক্তস্রাব নিবারণ জন্য।—গ্যালিক এসিড

১২ গ্রেঃ, পল্ভ ইপিকাক কম্ ওপি ও ৫ গ্রেঃ, একটী পুরিয়া করিয়া এরূপ একটী পুরিয়া ৮-১২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে।

পেলভিক ভিসিরার পীড়া নিবারণার্থ,— এসাইড অ্যাক্ষ্ ৬০ গ্রেঃ, এক্স্ট্রাক্ট বেলেডোনা ৪০ গ্রেঃ টিঙ্চার ক্যাম্ফোরা ১ আং, ও নড অয়েল ১২ ড্রাং, জল ৭২ আং, ৮ মাত্রা, বিবেচনা মত সময়ে প্রয়োগ করিবে

প্যারাসাইটিস বা পরাঙ্গ পুষ্টির বর্দ্ধন।— মূত্রাশয়ে হাইডেটিড টিউমর জন্মিয়া থাকে, শেষে উহা আয়তনে বড় ও পাকাটি গোলাকার হয় কখন বিষম খণ্ডযুক্ত স্থিতিস্থাপক, বা কিছু পরিমাণে সঞ্চালনশীল, মূত্রাশয়ে তীব্র বেদনা বোধ, কখন কখন মনে হয় যেন উহা বিদীর্ণ হইল, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, মূত্রত্যাগে কতকটা অসামর্থ্য, শেষে প্রস্রাবের সহিত পূয ও রক্ত এবং কখন কখন মূত্রাশয়ে এণ্টোজোয়া কীট বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।— কীটধ্বংস ও অপরাপর উপসর্গের প্রতীকার জন্য—সলফিউরিক এসিড এরোমেটিক

১২ ড্রাং, টীং ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড ২ আং, একোয়া সিনেমন ৭২ আং, ছয় মাত্রা। ডিনার আহারের পূর্ব্বে এক এক মাত্রা সেবনীয়

ক্যালকিউলস ডায়াথিসিস্ শিলাধাতু।—দৈহিক কোন বিশেষ কারণে প্রস্রাবের সহিত নানা ঘন পদার্থ দেখা যায়। এই সকল পদার্থ জমাট হইয়া শিলা বা পাথরী হয়।

চিকিৎসা।—মূত্রকারক ঔষধ দিবে। এলকালাই ব্যবহার করা উচিত। আহারের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ২ ড্রাং পরিমাণে কার্বনেট অফ পটাশ অধিক জলের সহিত সেবন করাইবে গাউট বা রিউম্যাটিজম থাকিলে কলচিকম মিশাইয়া দিবে।

অগজ্যালিক এসিড ডায়াথিসিস।—ইহাতে রোগী দুর্ব্বল, শীর্ণ, ও নিস্তেজ, চক্ষু ও মুখমণ্ডলের বর্ণ পাণ্ডাশ বা কটা, ত্বক আর্দ্র ও স্ফোটক যুক্ত, অল্প শ্রমেই ক্লান্ত, স্বভাবতঃ রোগী সদা সর্ব্বদাই পীড়ার জন্য চিন্তা করে ও আরোগ্য লাভে হতাশ হয়। অজীর্ণতা, উদরাধ্মান, ও আহারের অন্বেষণ, কটিদেশে বেদনা, মৈথুন শক্তির হ্রাস, কখন কখন ক্ষয়কাশের

লক্ষণ এবং তাহার সহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়াও প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্বদা প্রস্রাবত্যাগে ইচ্ছা হয় এবং প্রস্রাবকালে মূত্রধার গরম বোধ [illegible] উহাতে যাতনা হয়।

চিকিৎসা।—লঘু ও পুষ্টিকর দ্রব্য খাইতে দিবে, সুরা বিধেয় নহে, নিতান্ত আবশ্যক হইলে অল্পমাত্র ব্রাণ্ডি দেওয়া যায়। চিনি খাইতে নিষেধ। ঔষধের মধ্যে নাইট্রোমিউরিয়েটিক এসিডে উপকার দর্শে, জিঙ্ক এবং লৌহঘটিত ঔষধ অত্যন্ত উপকারক, অম্ল দ্রব্য নিষিদ্ধ।

ফস্ফ্যাটিক এসিড ডায়াথিসিস্।—ইহার প্রধান লক্ষণ দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুপ্রাধান্য, রক্তহীনতা, শারীরিক ও মানসিক শ্রমে অক্ষমতা, যান্ত্রিক ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য, এবং কটিদেশে সদা বেদনানুভব হয়।

চিকিৎসা।—ঔষধের মধ্যে মিউরিয়েটিক এসিড, নাইট্রিক এসিড্ বা নাইট্রোমিউরিয়েটিক এসিড্ দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এই সকল ঔষধের সহিত পুষ্টিকর ও সুপাচ্য দ্রব্য পথ্য দিবে। অতিরিক্ত উত্তেজকাদি ও মদ্য একবারে নিষিদ্ধ।

রিনাল ক্যালকিউলাই বা মূত্রপিণ্ডে শিলা।—কোমরে মন্দ মন্দ বেদনা ও ভারবোধ মূত্রপিণ্ডে সূচীবেধনবৎ বেদনা, পাকাশয়ের উত্তেজনা, মধ্যে মধ্যে বমন, শারীরিক শ্রমের পর মূত্রের সহিত সময়ে রক্তাংশ দেখা যায়। আক্রান্তদিগের অণ্ডকোষে টানবোধ, ক্ষণে ক্ষণে মূত্রত্যাগেচ্ছা, মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ, স্রবভাব, মূত্রপিণ্ড হইতে পূযস্রাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—দুই প্রকারে চিকিৎসা করা যায় কঙ্কর বাহির হইবার সময়ে রোগীর ক্লেশ নিবারণ আর শিল থাকিলে যাহাতে উহা সঞ্চিত হইতে না পায়, তাহার উপায় বিধান। কঙ্কর অধোগমন সময়ে গরম জলের ফোমেণ্টেশন, অত্যন্ত যাতনা হইলে তন্নিবারণার্থ ক্লোরোফরম দ্বারা অচেতন করা আবশ্যক হয় বেলেডোনায় বিশেষ ফললাভ হয় অহিফেণ, মর্ফিয়া প্রভৃতিতে উপকার দর্শে এই সকল ঔষধের পর অধিক মাত্রায় জলীয় দ্রব্য দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য কোন কোন স্থলে বিরেচক ঔষধে উপকার দর্শে। কঙ্কর বড় মূত্রপিণ্ডে আটক হইলে উদর প্রাচীর কর্ত্তন করিয়া উহা বাহির করা আবশ্যক হয়।

মূত্রাশয়ের উত্তেজনা।——ইহাতে সর্ব্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। মূত্রপিণ্ড ও মূত্রাশয়ের ক্রিয়াবিকার, দৈহিক ও স্নায়বীয় উত্তেজনা, মূত্রাশয়ের ভিতর টিউমার বা পাথরী, অর্শজনিত উত্তেজনা, জরায়ুর স্থান চ্যুতি, গর্ভাবস্থা বা টিউমার জন্য উত্তেজনা, মূত্রপিণ্ডে মূত্রাশয় প্রষ্টেট গ্রন্থির ও মূত্রমার্গের পীড়া বশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে। হিষ্টিরিয়া জন্য ইহা না হইলে মূত্র অধিক হয় না। এরূপ হইলে প্রস্রাবের ঘনত্ব অপেক্ষা জলীয়াংশের বৃদ্ধি, কিছু দিন এই অবস্থায় থাকিলে মূত্র-পরিমাণ হ্রাস হয়, এমন কি ২৩ আউন্সের অধিক হয় না। শৈশবাবস্থায় কৃমিজন্য মূত্রের বেগধারণে অসমর্থতা জন্মে, প্রৌঢ়াবস্থায় ইচ্ছা অধীনে মূত্রস্রাব হইলে মূত্রাশয় বিস্তৃত হইয়াছে জানিবে।

চিকিৎসা।——চা কফি প্রভৃতি উষ্ণ পানীয় নিষিদ্ধ, সরবৎ ও অন্যান্য স্নিগ্ধ পানীয় ব্যবহার করাইবে। মূত্র অধিক ক্ষার বা অম্ল সংযুক্ত হইলে নাইট্রো-নিউরিয়েটিক এসিড, টিং বেলেডোনা, ডিকক্‌সন প্যারেরা একমাত্রা আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবে। লাইকর পটাস ডিকক্সন ফ্লু একমাত্রা সেবনে

মূত্রের অম্লাক্ততা বিনষ্ট হয়। রাত্রিকালে সুনিদ্রা না হইলে অহিফেণ, হায়োসায়েমস বা বেলেডোনার ডিংচার দিবে।

সাধারণ দৌর্ব্বল্য বা জীবনী বেগ নষ্টের সহিত এই রোগ জন্মিলে লৌহঘটিত ঔষধ দিবে। এজন্য টিং ফেরিমিউরিয়েটিস্ টিং বা ষ্ট্রাইঁগুণ ও জল একমাত্রা সেবন করিতে দিবে।

শিশুদিগের এইরূপ অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাবে বেলেডোনা দেওয়া যায়। প্রাতঃস্নান ও কড্‌লিভার অয়েলেও ফললাভ হয়। স্ত্রীলোকদিগের যোনিতে বেলেডোনা ও অকসাইড অব জিঙ্কের পেসারী (বড়ি) দেওয়া কর্ত্তব্য।

মূত্রাশয়ের স্প্যাজম বা আক্ষেপ।—দৈহিক অন্যান্য যন্ত্রের আক্ষেপের ন্যায় মূত্রযন্ত্রেরও আক্ষেপ হয়। ইহাতে উদরের নিম্নে অত্যন্ত বেদনা, অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ ও মূত্রাবরোধও হয়। দীর্ঘকাল রোগ স্থায়ী হইলে মৃত্যুও হইতে পারে।

চিকিৎসা।—গরম জলে স্নান, ফোমেণ্টেশন, অথবা অবসাদক ঔষধ দ্বারা আক্ষেপ নিবারণ করিবে।

নিকটস্থ কোন যন্ত্রের বিকৃতি জন্য এই পীড়া হইলে টীং ফেরিমিউরিয়েটিক ব্যবহারে ফল দর্শে। অশু প্রতীকারার্থ ইহার মর্ফিয়া সেবন করা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্য।—উত্তেজক খাদ্য নিষিদ্ধ, কেবল দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্য দিবে। গাত্রে শীতল বাতাস লাগিতে দিবে না। স্ত্রীসহবাস ও শ্রম একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে।

মূত্রাশয়ের প্যারালিসিস বা পক্ষাঘাত—ইহাতে প্রস্রাব বন্ধ, মূত্রে এমোনিয়ার গন্ধ, মূত্রাশয়ের গ্রীবা ও শিশ্নমণিতে বেদনা, নাড়ী দ্রুতগামী ও দুর্ব্বল, জিহ্বা লেপযুক্ত, রাত্রিকালে অল্পনিদ্রা, অথবা একেবারেই অনিদ্রা, মনের বিকৃতি ও ক্রমশঃ জীবনী শক্তির হ্রাস হওয়া প্রযুক্ত দৌর্ব্বল্য বশতঃ রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—শলাকা ব্যবহার দ্বারা প্রস্রাব করাইবে, কিন্তু মূত্রাশয়স্থ সমস্ত প্রস্রাব একবারে নির্গত যাহাতে না হইতে পারে এরূপ চেষ্টা করা চাই, তাহা না হইলে, হঠাৎ মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে। দিবসে ২ ৩ বার ১. গ্রেঃ মাত্রায় ষ্ট্রিক্নিয়া অথবা

আর্গট অথবা রাই সেবন করাইবে। ইহাতে টিংচার প্রয়োগ, শীতল জলপান ও পুষ্টিকারক দ্রব্য দিবে। পথ্যার্থ, এলোজ-সংযুক্ত তৈল সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

মূত্রাশয়ের প্রদাহ।—ইহাতে জ্বর, মূত্রাশয়ের উপর বেদনা, মূত্রত্যাগে উষ্ণতা বোধ, গাঢ় মূত্র ত্যাগ, মূত্রে শ্লেষ্মার অংশ, রক্ত, বমনোদ্বেগ, মানসিক উদ্বেগ এবং দৈহিক অবসন্নতা উদরাময় ঘটিয়া থাকে, মূত্রত্যাগের পরেও বেদনার হ্রাস হয় আবার যখন মূত্র সঞ্চিত হয় তখনই বেদনার পুনরায় হইয়া থাকে মূত্র সঞ্চিত হইতে থাকে, বেদনারও ক্রম বৃদ্ধি হয়

চিকিৎসা।—অন্যান্য প্রদাহের ন্যায় ইহারও চিকিৎসা করিবে। ইহার জন্য অহিফেন ও বেলেডোনা সেবন বা উহাদের বাহ্য প্রয়োগে উপকার দর্শে। ফোমেন্টেশন, গরম জলে কটি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা, কোষ্ঠ পরিষ্কার জন্য এরণ্ড তৈল ব্যবহারে ফল লাভ হয়। মূত্রাবরোধ হইলেই শলাকা দ্বারা প্রস্রাব করাইবে। লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে। যখনই দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ দেখিবে, তখনই তাহার প্রতীকার করিবে।

মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ।—যে কোন প্রকার পীড়া বহুদিন ভোগ করিবার পর এই পীড়া ঘটিতে পারে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা কারণেও হইয়া থাকে। ইহাতে মূত্রাশয়ের প্রাচীরের স্পর্শানুভব শক্তির হ্রাস, ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রের পরিমাণ অল্প। উহার সহিত রক্ত মিশ্রিত, কখন কখন মূত্রের সহিত অস্বচ্ছ নির্য্যাসবৎ পদার্থ দেখা যায়। ইহাকে মূত্রাশয়ের ক্যাটার বলে।

চিকিৎসা।—যে কোন প্রকারে দূষিত মূত্র বাহির করিয়া দিবে। অর্দ্ধ সের জলের সহিত ২০ গ্রেণ পরিমাণে এক্‌ষ্ট্রাক্ট হ্যামেমেলিস অথবা অহিফেণ মিশাইয়া অথবা প্রয়োজন হইলে ২।৩ বিন্দু নাইট্রিক এসিড ১৪ আং জলের সহিত মিশাইয়া মূত্রাশয় ধৌত করিয়া দিবে।

ঔষধ—ইনফিউজন বুকু ও ডিককশন প্যারেরা দেওয়া যায়। আইসলণ্ড দেশীয় মস, যব অথবা মসিনা সিদ্ধ করিয়া তাহার জল পান করাইলে উপকার হয়। স্ত্রীলোক হইলে আফিঙ্গ ও বেলেডোনার ও অক্সাইড অব জিঙ্কের সহিত

বেলেডোনার পেসারী ব্যবহারে অনিয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

পথ্য।—মৎস্য, মাংস অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম, দুগ্ধ ও বিবেচনা মতে যথাসাধ্য পুষ্টিকর পথ্য দিবে। পরিপাকশক্তির হানি হইলে আহারীয় দ্রব্যের সহিত পেপসিন দিবে। শারীরিক শ্রম একবারে নিষিদ্ধ।

মূত্রাশয়ের টিউমার।—এই রোগে পাথরীর ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। সতত মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগে যাতনা, মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত পূয মিশ্রিত থাকে।

চিকিৎসা।—রক্তস্রাব নিবারণ জন্য সঙ্কোচক ঔষধ, দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য বলকারক ও পুষ্টিকর পথ্য দিবে। যাতনা নিবারণ জন্য অহিফেন ও অন্যান্য অবসাদক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

সিফিলিস্ ও ইম্পোটেন্সী।

সিফিলিস্ বা উপদংশ।—শৃঙ্গার কালে জননেন্দ্রিয়ের কোন স্থান দিয়া এক প্রকার বিষ শরীরে প্রবেশ করে, তজ্জন্যই এই রোগ জন্মে। এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিবার ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাহ্য লক্ষণ প্রকাশিত না হইতে পারে। যখন প্রকাশিত হয়, তখন লিঙ্গমুণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চতুর্দ্দিক কঠিন এবং ঐ ব্রণ বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত প্রকাশ পায়। ঐ ক্ষত হইতে পূয নির্গত হইয়া এক প্রকার বিবর্ণ ও জলবৎ ক্লেদ নির্গত হয়। অচিকিৎসিত অবস্থায় থাকিলে, বা চিকিৎসায় উপকার না দর্শিলে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই রোগ হইতে বহু ব্যাধির উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহার উপসর্গ রূপেও নানা পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—হাইড্রার্জ্ কম ক্রিটা ২ গ্রোঃ, পল্. ভারিস ইপিক্যাক কম্পাউণ্ড ৫ গ্রোঃ, একত্র মিশাইয়া ৮।১০ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

পাইলিউলা ক্যালোমেলস্ কম্পঃ ৫ গ্রোঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই ½ গ্রে. জলে মর্দ্দন করতঃ একটী বটী প্রস্তুত করিবে এইরূপ বটী এক একটী প্রাতে এবং সন্ধ্যায় সেবন করাইবে।

হাইড্রার্জিরাই আইওডাইড ভিরাইড ৬ গ্রোঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট কোনায়াই ৬০ গ্রোঃ, জলে বাটিয়া ছয়টী বটী প্রস্তুত করিবে এবং রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এক একটী বটী খাওয়াইবে।

ক্ষত নিবারণ জন্য।—আইওডাইড পটাশ ৩০—১২০ গ্রেঃ, সিরপ ½ আং টিং একোনাইট ২৪ মিং, ভাইনাম ইপিক্যাক ১½ ড্রাং, সকসি টিরাক্সি ৫½ ড্রাং, ডিকক্‌শন সারসা কম্পঃ ৭½ আং, ছয় মাত্রা, দিবসে ৩ মাত্রা প্রয়োগ করিবে

আহারের পূর্ব্বে অধিক জলের সহিত ৩—১০ গ্রেঃ মাত্রায় আইওডাইড পটাশ ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে। অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইলে ইহা বিশেষ উপকারক,

কিন্তু অধিক দিন সেবনে সর্দ্দি, কাশ, অন্ত্রের উত্তেজন ইত্যাদি অহিতকর ব্যাপার আরম্ভেই উহার সেবন বন্ধ করিবে।

গায়ে চাকা চাকা দাগ হইলে—হাইড্রার্জিরাই ব্রোমাইডি ২ গ্রোঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট সারসা লিকুইড ১½ ড্রাং, এক্‌ষ্ট্রাক্ট সারসা কম্পঃ ১½ আং, প্রতিদিন ৩ বার সেবন করাইবে।

গাত্রে বেদনা, অনিদ্রা, এবং সাধারণ উত্তেজনা নিবারণ জন্য আফিঙ্গ ব্যবহার করিবে।

এই পীড়ায় নানা প্রকার লোশন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই সকল লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। নিম্নে কয়েকটী লোশন লিখিত হইতেছে ;—

লাইম ওয়াটার ১ আং, ক্যালোমেল [illegible] গ্রোঃ, একত্র মিশাইয়া লেকড় ভিজাইবে এবং ক্ষতস্থান তদ্দ্বারা আবৃত রাখিবে।

হাইড্রার্জিরাই করোসিভি সাব্লিমেট ৪—৬ গ্রোঃ, পরিস্রুত জল ২০ আং উপরোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবে।

পথ্য।—ক্ষত আরম্ভ হইবার সময়ে গরম জিনিষ

খাইতে নিষেধ। শরীর দুর্বল হইলে পুষ্টিকর অথচ লঘু পথ্য দিবে। এ অবস্থায় মৎস্য, মাংস, ডিম্ব দুগ্ধ প্রভৃতি সুপথ্য ব্যবস্থা। ফ্লানেল বনাত প্রভৃতি গরম কাপড়ে শরীর আবৃত রাখিবে। উষ্ণ জলে স্নান ও বাষ্পোত্তেজক দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণার বিশেষ শান্তি হয়।

ইম্পোটেন্সী বা ধ্বজভঙ্গ।—মানসিক চিন্তা, অযথা উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিচালনা, উদ্যমভঙ্গ, মনঃকষ্ট, শোকক্রোধাদির প্রবলতা, রিপুপরবশতা, অতিশয় আসক্তি, ক্রোধাদি কারণে এই রোগ জন্মে। অতিরিক্ত তামাকু সেবন জন্য পরিপাক শক্তির হানি, স্নায়ু ও পেশী সম্বন্ধীয় বিকৃতি, অনিয়মিত ইন্দ্রিয়সেবন, মূত্রপিণ্ডে ক্ষত প্রভৃতি কারণেও ধ্বজভঙ্গ হয়।

চিকিৎসা।—জ্বর অথবা অন্য পীড়াজনিত রতিশক্তির হানি হইলে নক্সভমিকা, ক্যান্থারাইডিস, ইণ্ডিয়ান হেম্প, হাইপোফস্ফেট অব লাইম, সোডা, সমুদ্র জলে স্নান, উত্তেজক লিনিমেণ্ট দ্বারা উপকার দর্শে।

কুইনি সলফেটিস ১৮ গ্রেঃ, এক্সট্রঃ নক্সভমিকা

৩—৬ গ্রেন, একুনঃ মেসগম ৩৫ গ্রেন, ১২ টী বটী প্রস্তুত করিয়া প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক একটী বটী সেবন করাইবে।

ফেরিয়েট এমোনি সাইট্রাস্ ২০ গ্রেন, লাইকর ষ্ট্রীক্‌নিয়া ২ ড্রাং, ইন্‌ফিউজন কোয়াসিয়া [illegible] আং, ৪ মাত্রা [illegible] আং মাত্রায় দিবসে ২ বার খাইতে দিবে।

কড্‌ লিভার অয়েল ২ ড্রাম, সিরপ ফেরি আইওডাইড ২ ড্রাম, ইনফিউজন কলম্ব ১ আং, একমাত্রা, এরূপ এক এক মাত্রা প্রাতে [illegible] সন্ধ্যায় প্রতিদিন সেবন করাইবে।

পথ্য।—মাংসের ঝোল, রুটী, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন সদ্যঃপ্রস্তুত মিঠাই, খাজা প্রভৃতি দিবে পরিপাক শক্তির আধিক্য থাকিলে ছানা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•—

হাইড্রোসিল পাইল্‌স ও হার্নিয়া।

হাইড্রোসিল বা কুরণ্ড।—এই রোগে অণ্ড-কোষ মধ্যে পীতবর্ণ সিরম সঞ্চিত হইয়া অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত করে। অণ্ডকোষ নিম্ন ও পশ্চাদ্ভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়। সঞ্চিত সিরমের পরিমাণ ১০।১২ আং হয়।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ টীং আইওডাইন মর্দ্দন করাইবে পরে টীং আইওডাইন ও জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার ইঞ্জেক্‌শন্ দিবে। নিম্নোক্ত ঔষধ অণ্ড-কোষে মর্দ্দন করিবে। হাইড্রার্জিরাই ৮ গ্রেন, এঙ্গুয়েণ্টা সিম্পলাইসিস্ ১ আং, একত্র মিশাইয়া দিবে। ইহাতে যদি উপকার না দর্শে, তবে অণ্ডকোষের উপরের থকে ছিদ্র করিয়া সিরম বাহির করিয়া দিবে।

পাইল্‌স বা অর্শ।—ইহার অপর নাম হিমা-

ঘায়েড্‌স, গুহ্য ও সরলান্ত্রের নিম্নভাগে রক্তবহা নাড়ী থাকে, সেই নাড়ীর স্ফীতিকে অর্শ বলে। ইহা দুই জাতীয়। ইণ্টারন্যাল আভ্যন্তরিক এবং এক্‌ষ্টার্ন্যাল বা বাহ্য। উপরোক্ত স্ফীতের নাম বলি, এই বলি ভিতরে হইলে তাহাকে আভ্যন্তরিক এবং বাহিরে হইলে বাহ্য বলি বলে। বলি অল্প দিনের হইলে ছোট, উষ্ণতাবিশিষ্ট, কণ্ডূয়ন, পরে বেদনা, জ্বালা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রোগী মনে করে যেন সরলান্ত্রের মধ্যে কোন বস্তু রহিয়াছে। কখন কখন ঐ বলি দিয়া অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয়। রোগ পুরাতন হইলে বলি হইতে পূয বাহির হয়। বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব ও দৌর্ব্বল্য বা ইহা হইতে অন্যান্য রোগোৎপত্তি জন্য রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—রোগী দুর্ব্বল ও রক্তবহা নাড়ী সকল শিথিল হইয়া আসিলে বলকারক ঔষধ ও পুষ্টিকর খাদ্য দিবে এবং বিবেচনা মত মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু কোন মতে অতি বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে না। গোল মরিচের কন্ফ-

ফেক্শন ইহাতে উপকারক। সোনামুখীর ইলেক্‌চুয়ারী, গন্ধক ও এরণ্ড তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রেসিপিটেটেড সল্‌ফার ৩০ গ্রেঃ বাইটার্টারেট অফ পটাস ৩০ গ্রেঃ, কন্‌ফেক্শন অফ সেনা ৬০ গ্রেঃ সিরপ ½ আং, একমাত্রা। এক দিবস অন্তর প্রাতঃ কালে সেবন করাইবে।

যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে গুহ্যের শিথিলতা জন্য অর্শ হইলে কনফেক্শন অফ সেনা ৭০ গ্রেঃ, কন্‌ফেক্শন অফ কিউবেব ৭০ গ্রেঃ, এক মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর, গরম জলে গুহ্যদ্বার বলি ধৌত করা কর্ত্তব্য। অন্তর্ব্বলিতে সল্‌ফেট অফ আয়রণ ১ গ্রেঃ পরিস্রুত জল ১ আং, একত্র মিশাইয়া টীং ফেরি মিউরিয়েটিস ১ গ্রেঃ, পরিস্রুত জল ১ আং মিশাইয়া পিচ্‌কারী দিবে।

প্রদাহ ও বেদনাযুক্ত অর্শে গরম জল, পুল্‌টিস বা পোস্ত ঢেঁড়ির ফোমেন্টেশন এবং উপযুক্ত বোধ করিলে জলৌকা বসান যাইতে পারে।

নিম্নোক্ত তিন প্রকারে বলি খসাইতে পারা

যায় যথা,—১। ক্ষতকারক ঔষধ দ্বারা বলি দগ্ধ করা. অনেক স্থলে নাইট্রিক এসিড দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ করা যাইতে পারে। ইহাতে আভ্যন্তরিক বলির পক্ষেই উপকার দর্শে, বাহ্য বলিতে কোন মতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ২। লিগেচার দ্বারা বলি বন্ধন। এরূপ ব্যবস্থা আভ্যন্তরিক বলির পক্ষেই উপকারক। ৩। ছুরী দ্বারা বলি কর্ত্তন। অনেকে আভ্যন্তরিক বলি কর্ত্তন করিতে চাহেন না, যেহেতু, উহাতে রক্তস্রাব সহজে বন্ধ হয় না। যাঁহারা অস্ত্রবিদ্যা জানেন না, তাঁহাদিগের এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

বাহ্যবলি সত্ত্বে যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে কন্‌ফেক্শন অফ সেনা ১ আং, টার্টরেট অফ পটাস, পটাস টার্টাস, সাকিস টারাক্সেসি প্রত্যেকে ১ আং, আহারের পূর্ব্বে এক চামচ মাত্রায় সেবনীয়।

পেপসিন্ পোর্সাই ৩২ গ্রেঃ, এক্‌স্‌ঃ অ্যালোজ বার্বাডেন্সিস ৮ গ্রেঃ, মিশ্রিত বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত। ইহাতে আটটী বটী হইবে। প্রত্যেক বার আহারের পূর্ব্বে এক একটি বটী খাওয়াইবে।

আভ্যন্তর বলি চিকিৎসায় গ্যালিক, এসিড,

ফট্‌কিরি বা টিং পারক্লোরাইড অফ আয়রণের পিচ-কারী দিবে।

হার্ণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি।—ইহাতে অণ্ডকোষ দুইটির একটা বা উভয়টাই স্ব স্ব স্থান হইতে উপর দিকে উঠিয়া যায়। তৎকালে রোগী চৈতন্যশূন্য হয়, শিরা খেঁচিয়া ধরে, বমনোদ্রেক হয়, শরীরের গ্লানি বোধ হয়, আলস্য ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়।

চিকিৎসা।—ফোমেণ্টেশন অভিষেক যেমন, কোন কোন স্থলে বিরেচক ঔষধ সেবনে উপকার দর্শে। মূত্রাশয়ের উপর বরফ দিলেও আশু প্রতীকার লাভ করা যায়। অণ্ডকোষ যাহাতে উঠিতে না পারে, তাহার "ট্রস" নামক যন্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক। এই পীড়া আক্রমণের নির্দিষ্ট কাল নাই, কখন বহু দিন অন্তর, কখন ২৪ মাস, ২৪ দিন, বা উপর্যুপরিও হইতে পারে। পুনঃ পুনঃ রোগের আক্রমণ হইলে, দৌর্বল্য বৃদ্ধি হয়, তদ্বারা প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। এজন্য বলকারক ঔষধ পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করান নিতান্ত আবশ্যক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ল্যারিঞ্জাইটিসাদি কণ্ঠরোগ।

কণ্ঠদেশকে আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে; যথা—ল্যারিঞ্জাইটিস, গ্লটিসের ইডিমা স্ফীতি, ল্যারিংসের প্যারালিসিস, এরডাক্টর পেশীর পক্ষাঘাত, গলনালীর প্রদাহ, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি।

ক্যাটার।—দৌর্ব্বল্য, আলস্যবোধ, পৃষ্ঠ হস্তপদাদিতে বেদনা, কপালের সম্মুখভাগে টান ও ভারবোধ, চক্ষুজ্বালা, আলোক দর্শনে অনিচ্ছা, নাসারন্ধ্রের অবরোধ, গলার ভিতর বেদনা, স্বরের পরিবর্ত্তন, গ্রীবার পেশী সমূহে বেদনা, পিপাসা, নাড়ীর দ্রুতগতি, সর্ব্বদাই হাঁচি ও অগ্নিমান্দ্যই ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—অধঃশাখায় উষ্ণ জলসেক, মৃদু বিরেচক ঔষধ, নিদ্রার পূর্ব্বে ১০০ গ্রেঃ ডোবার্স পাউডার, গরম জলে স্নান, বাষ্পাভিষেক গ্রহণ, কোন কোন

স্থলে ২০ বিং টীং ওপিয়াই, বা কিঞ্চৎ পরিমাণে প্রাতি সেবনে বিশেষ উপকার হয় নিম্নলিখিত কয়েকটী ঔষধে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

মর্ফিয়া ঃ ৮ইতে ১ গ্রেঃ, নাইট্রেট অফ বিসমথ্ ১ ড্রাং, গঁদচূর্ণ ৩ ড্রাং, একত্র মিশাইয়া তাহার নস্ত গ্রহণ।

আহারে আতার মতে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তরল বা দ্রব দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ।

একষ্ট্রাক্ট ওপিয়ম্ ১ গ্রেঃ, পলভ্ ইপিকাক্ ১ গ্রেঃ, নাইট্রেট অফ পটাস্ ৮ গ্রেঃ, ঘিশরীণ বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত। ইহাতে দুইটী বটী প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে।

ল্যারিঞ্জাইটিস্ বা কণ্ঠনালীর প্রদাহ।— এই পীড়া দুই প্রকার, একিউট প্রবল, ক্রোণিক বা পুরাতন। ইহাতে ঈষৎ কম্পের পর জ্বর, গলদেশের দুই পার্শ্বে টন্সিল নামক যে দুটী গ্রন্থি আছে তাহাদের প্রদাহ, স্বরের বিকৃতি, আক্ষেপযুক্ত কাশি, শ্লেষ্মা নির্গম, কণ্ঠনালীতে বেদনা, টাটবোধ, নিপীড়নে বেদনার বৃদ্ধি, শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, শ্বাসকষ্ট, গলাধঃ-

কারণে বেদনা, কখন কখন শ্বাস বন্ধ হইল বোধ হয়, উপর জিহ্বা শুষ্ক, গলাহ যুক্ত এবং কঠিন বোধ হয়, জ্বর, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, মুখ রক্তবিহীন, ওষ্ঠ নীলবর্ণ, চক্ষু জলপূর্ণ, নাসারন্ধ্র প্রসারিত, স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ শয়নে শ্বাস কষ্টের বৃদ্ধি, এজন্য রোগী বসিয়া থাকিতে ভাল বাসে, অল্প নিদ্রাতেই মনে হয় যেন শ্বাস বন্ধ হইল বলিয়া ভয় হয়, এবং জাগিয়া উঠে, প্রলাপ, অচৈতন্য ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া ৩।৪ দিনে মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—চিকিৎসা যত শীঘ্র আরম্ভ করা যায় ততই মঙ্গল। রোগীকে সুস্থির ও সাবধানে রাখিয়া বাক্যব্যয় করিতে নিষেধ করিবে। বাসগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং উষ্ণযুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শ্বাসকষ্ট নিবারণ জন্য—গরম জলের বাষ্প অথবা উহাতে হাইড্রোসিয়েনিক এসিড অথবা স্পিরিট অফ ক্লোরোফরম মিশাইয়া তাহার শ্বাস গ্রহণ করাইবে। উপদংশ রোগের সহিত এই পীড়া হইলে—পারদাভিষেক ■ উহার সহিত অল্প মাত্রায় পারদ সেবন করিলে উপকার হয়। গ্রীবায় একটু কট বেলেডোনা ও মসিনার পুল্‌টিস দিবে। স্থিউম, ক্যালোমেল, অথবা

টার্টারেটেড এণ্টিমণি ৩x প্রয়োগ ও রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ।

পথ্য।—দুগ্ধ, অ্যারারুট, বিস্কুট, সাগুদানা, বার্লি ইত্যাদি। কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ।—কোন প্রবল পীড়ার পর এই রোগ হইতে পারে। তদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত কারণেও ঘটিয়া থাকে। ১। অতিশয় হাঁকাহাঁকি, চীৎকার, গান বা রোদন। ২। দন্ত ও উপদংশের পীড়া। ৩। গলা হইতে উত্তেজনার বিস্তার। ৪। ধূম বা বাষ্প-স্পর্শ হেতু কণ্ঠনালীতে উত্তেজনা। ৫। রিকারেণ্ট স্নায়ুর উত্তেজনা। ৬। দীর্ঘকাল মদ্য বা অতিরিক্ত তামাকু সেবন। ৭। সতত উত্তেজক পরমাণুতে শ্বাসগ্রহণ। ৮। সার্ব্বাঙ্গিক দোষ প্রযুক্ত।

লক্ষণ।—কথা কহিবার পর কণ্ঠনালীতে এক প্রকার অসুখ বোধ, স্বরের দৌর্ব্বল্য, কোন কোন স্থলে আক্ষেপযুক্ত কাশ, তৎসহ ঘং ঘং শব্দ, শ্বাসকষ্ট, গলাধঃকরণে ক্লেশ, শ্লেষ্মানিঃসরণ ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—শুষ্ক বায়ুযুক্ত স্থানে বাস, কণ্ঠনালীর স্থিরতা রক্ষা, স্থানিক উত্তেজনার দূরীকরণ, অতিরিক্ত তামাকুসেবন ত্যাগ, গলদেশে উষ্ণ বস্ত্রা-

গ্রহণ, ইহাতে প্রতীকার না হইলে স্থানপরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য। বলকারক ঔষধ, অনেক স্থলে নাইট্রেট অফ সিল্‌ভার ক্লোরাইড বা ফস্‌ফেট অফ জিঙ্ক, ফট্‌কিরি, পার ক্লোরাইড অফ আয়রণ, ও সল্‌ফেট অফ কপারের বাহ্যপ্রয়োগ উপকারজনক। ক্রিয়োসোট, কার্ব্বলিক এসিড, জুনিপার তৈল উষ্ণজলের সহিত মিশাইয়া গলার ভিতর লেপ দিলে উপকার দর্শে। কোনায়ম, বেন্‌জয়েন, ইথার, ক্লোরোফরম, প্রভৃতি অবসাদক ঔষধে বিশেষ ফললাভ করা যায়। যে কোন ঔষধ গলার মধ্যে দেওয়া আবশ্যক হয়, গ্লিস-রীণের সহিত দিতে হইবে।

গ্লটিসের ইডিমা স্ফীতি।—ইহাতে কণ্ঠনালী প্রদাহের প্রায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। স্কারলেট জ্বর, টায়ফয়েড, বসন্ত, ইরিসিপেলস প্রভৃতি রোগের আনুষঙ্গিক রূপে ইহা আবির্ভূত হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—এক আউন্স জলের সহিত ৬০ গ্রেণ নাইট্রেট অফ সিল্‌ভার মিশ্রিত করিয়া উক্ত স্থানে লাগাইবে। কেহ কেহ স্ফীত স্থান বিদীর্ণ করতঃ ক্লেদ বাহির করিয়া দিবার যুক্তি দিয়া থাকেন।

ল্যারিংসের প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত।—ইহা সাধারণতঃ চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। ১। এক দিকের এব্ডক্টার পেশীর পক্ষাঘাত, ইহাতে বিশেষ লক্ষণ না থাকিলেও স্বরবিকার অল্প মাত্রায় থাকে। কথা বলিবার সময় স্বর, ফ্যাস্ফ্যাসে থাকে কখন, স্পষ্ট শব্দোচ্চারণে অসমর্থ। ২। এক দিকে এবডক্টর পেশীর পক্ষাঘাত। ইহাতে স্বরভঙ্গ প্রায় শব্দের অপরিবর্ত্তন থাকিয়া যায়। ৩। উভয় দিকে এবডক্টর পেশীর পক্ষাঘাত, শ্বাসকষ্ট ও শব্দের সহিত শ্বাস প্রশ্বাসই ইহার প্রধান লক্ষণ। ৪। এক দিকের এবডক্টর পেশীর পক্ষাঘাত, ইহাতে অল্প পরিমাণে শ্বাসকষ্ট ও শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শব্দ থাকে।

চিকিৎসা।—স্থানিক ফ্যারেডাইজেশন দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিতে হইলে থাইরয়েড বা থাইরএড উপাস্থির উপর এক পোল স্থাপিত করিবে এবং অপর পোলে স্বরযন্ত্র স্পর্শ করিবে।

শ্বাসনালীর পুরাতন পীড়া।—এই পীড়া দুই-ভাগে বিভক্ত। প্রথম ক্ষয়াত্মক, এবং দ্বিতীয়

যান্ত্রিক পীড়া। ১। ক্রিয়াবিকারের লক্ষণ—গলনালীর কোন স্থানে যেন কোন জিনিষ আটকাইয়া আছে; কিন্তু উহার বেদনা থাকে না। আহার্য্য দ্রব্য উদরস্থ করিতে কষ্টবোধ বক্ষঃভার, শ্বাসাবরোধের ন্যায় কষ্ট, উদরাধ্মান এবং অম্লোদগীরণ সহকারে আক্ষেপ হয়।

যান্ত্রিক বিকারের লক্ষণ।—ক্যান্সার, আঘাতে ক্ষত বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার পর স্থূলতা, সঙ্কোচ প্রাচীরের পর্দ্দার স্থূলভাব, ঔপদংশিক বিবর্দ্ধন, ক্ষত বা ক্ষতপার্শ্বের দৃঢ়তা ও স্ফীতি, বিবর্দ্ধ থাইরয়েড গ্রন্থি, বক্ষঃস্থল বা গ্রীবার বিবৃদ্ধি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—হিষ্টিরিয়া থাকিলে হিঙ্গু, এলো, লৌহ, কার্ব্বনেট অফ জিঙ্ক, প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিবে। দুরূহ স্নায়বিক পীড়ায় ষ্ট্রীকনিয়া ও ইলেক্ট্রিসিটী প্রয়োগে উপকার হয়। প্রচুর পরিমাণে শাঁসবৎ পুষ্টিকর তরল আহার্য্য দিবে। এই রোগের সহিত অজীর্ণতারও প্রতীকার করিবে। কড্‌লিভার অয়েল, উষ্ণ দ্রব্য এবং পুষ্টিকর পথ্য দিবে।

গলনালীর প্রবল প্রদাহ।—বক্ষের অভ্যন্তর প্রদেশে গলনলীর মধ্যে কিঞ্চিৎ বেদনা, ক্ষত থাকিলে

স্থানীয় তীব্র বেদনা, গলাধঃকরণে কষ্ট ও বেদনা, গলনালীর আক্ষেপ ও বমন। পীড়া উৎপন্ন হইলে অন্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—পীড়ার সামান্য অবস্থায় চিকিৎসা আবশ্যক করে না, তৃষ্ণা পাইলে বরফ চুষিতে ও অল্প পরিমাণে উহা ভক্ষণ করিতে দেওয়া এবং গলনলীতে ক্ষত হইলে পিচ্‌কারী দ্বারা ধৌত করিয়া দেওয়া, বাহিরে পোলটিস ও বেদনা নিবারণ জন্য আফিম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গলগণ্ড।—দীর্ঘকাল চূণের সহিত লবণ মিশ্রিত জলপান দ্বারা গলদেশের উপরে স্ফীতি হয়, তাহা-কেই গলগণ্ড বলে। উহা প্রথমাবস্থায় কোমল থাকে, পরে দৃঢ় হয়। কাহার কাহার থাইরয়েড গ্রন্থি সকল কাহার বা মধ্যস্থল কাহার বা পার্শ্বগাত্র ফুলিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এই পীড়া দেশবিশেষজাত। স্ত্রী লোকের এই পীড়া জন্মিলে, যাহাতে ঋতুস্রাব সুন্দর ভাবে হয় চেষ্টা করিবে। আইওডাইন ইহার উত্তম ঔষধ। কেহ কেহ আইওডাইন [illegible] পটাশিয়ম একত্রে ব্যবহার করিতে দেন

আইওডাইন [illegible] গ্রেঃ, আইওডাইড অফ পটাশিয়ম ১০ গ্রেঃ, জল ১ পাইণ্ট একত্রে ১ ড্রাং মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবন করাইবে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে।

কেহ কেহ আইওডাইড অফ পটাশ ৬২ গ্রেঃ, কার্বনেট অফ পটাশ ৪ গ্রেঃ পরিস্রুত জল ১ ড্রাং, শূকরের বসা ১ আং, একত্র মিশাইয়া মলম প্রস্তুত ও ব্যবহার করিয়া থাকেন

হাইড্রার্জিরাই আইওডাইড অফ রুব্রম ৮ গ্রেঃ, আঙ্গুয়েণ্টি সিম্প্লাইসিস ১ আং উত্তম রূপে জল মিশাইয়া মলমবৎ ব্যবহার করিয়া অনেকে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছেন।

বসাসেম ১ আং, হাইড্রার্জ্জ আইওডাইড রুব্রম ৬ গ্রেঃ, একত্রে উত্তম রূপে মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া গলগণ্ডের উপর মাখাইয়া ৩।৪ ঘণ্টা সূর্য্যকিরণে খুলিয়া রাখিতে হয়। কয়েক দিন এইরূপ করিলে উহার উপর ফুস্কুড়ি হয়। ঐ সকল ফুস্কুড়ি শুকাইলে আবার ঐ ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে। ইহাতে মেজর হেম্‌স্ বহুতর রোগীকে সুস্থ করিয়াছেন। এই

সকল ঔষধে উপকার না দর্শিলে অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জিহ্বা ও মুখরোগ।

গ্লসাইটিস্ বা জিহ্বা প্রদাহ।—অন্যান্য রোগের আনুষঙ্গিক রূপে এই পীড়া আবির্ভূত হইয়া থাকে। নানা কারণে এই পীড়া জন্মে। অন্যান্য কারণ যথা—যান্ত্রিক আঘাত, উষ্ণ দ্রব্য গলাধঃকরণ, কটুকর দ্রব্য ভক্ষণ, মৌমাছি বোল্‌তা প্রভৃতির দংশন ইত্যাদি ব্যতীত যদি জিহ্বা প্রদাহ জন্মে, তাহা হইলে জ্বর, মানসিক নিস্তেজকতা ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।—পিচ্‌কারী দ্বারা বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ, জিহ্বার উপর বরফ সংস্থাপন, কষ্টিক লোশন প্রদান, রক্তাধিক্য নিবারণ জন্য উপরিভাগে চিরিয়া

দেওয়া, প্রদাহ-জনিত জিহ্বা মূলের স্থূলতা ও তজ্জন্য শ্বাসরোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে ট্রেকিয়া ছেদন করা কর্ত্তব্য। রোগী দুর্ব্বল হইলে এমোনিয়া প্রভৃতি গরম ঔষধ ব্যবহার করিবে। মুখ দ্বারা আহার গ্রহণে অসমর্থ হইলে, পিচ্‌কারী দ্বারা আহারীয় উদরস্থ করাইতে হইবে।

পুরাতন গ্লসাইটিস্।—কোন প্রকার পুরাতন পীড়া ভোগ [illegible] তাহার উত্তেজনা [illegible] এই রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। ইহার চিকিৎসা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সমাধা করিবে।

জিহ্বা ক্ষত।—নানা প্রকার জিহ্বায় ক্ষত হইতে পারে। যে কারণেই হউক উহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, সহজে আরাম হয় না। দীর্ঘকালস্থায়ী পাকযন্ত্রের দুরূহ পীড়াই ইহার প্রধান কারণ।

চিকিৎসা।—মৃদুবিরেচক ঔষধ, লঘু আহার, ক্ষত স্থানে তুঁতে সংযোগ, দন্তোৎপাটন, বা দন্ত হইতে টার্টার দূরীকরণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

উপদংশজনিত ক্ষত।—ইহাতে ক্ষত প্রায় গভীর হয় না। ইহা জিহ্বার পার্শ্বে প্রায় দেখিতে

পাওয়া যায়, সহজে সুস্থ হয় না ; কিন্তু পারদাদিজিবেক, অথবা আইওডাইড অফ মার্কারী, এ কাটিকের প্রথম ব্যবহারে প্রায় উপকার পাইয়া থাকে। আইওডাইড অফ মার্করী নিয়মিত মাত্রায় ব্যবহার করিবে। হাইড্রার্জ আইওডাইড ক্লোরাইড ৬ গ্রেঃ, এক্সঃ কোলাই ৩০ গ্রেঃ, ৬টী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী প্রত্যহ ২ বার সেবন করিতে দিবে। অবশ্যকে ক্ষিরচক, ক্লোরেট অফ পটাস ১—১২ গ্রেঃ ও ১ আঃ জলে ৫ গ্রেঃ গুঁড়ে দিয়া তাহার কুলি যায়া বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

জিহ্বার ক্যান্সার।—জিহ্বার যে অংশে জন্মে, তাহার মূল দৃঢ় ও পার্শ্ব সমুন্নত হইলে ক্যান্সার বলা যায়। ইহাতে সূক্ষ্ম বেদনা, অতিশয় লালাস্রাব, প্রথমে কোন দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট হয়, যাতনা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, কাণের ভিতর শরবেধনবৎ বেদনা হয়, অথবা ঐ বেদনা গলার ভিতর গিয়া কাশির উত্তেজনা করে।

চিকিৎসা।—শরীর পোষণ ও বেদনা নিবারণের চেষ্টা সর্বাগ্রে কর্তব্য। বেদনা অধিকক্ষণে

নিবৃত্তি পায়। স্যাটিকো পঞ্চ চুর্ণ, পরে ক্লোরাইড অফ আয়রণের স্যাচিউ রেটেড সাল্‌উশন ও বরফ দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ করিবে। দুগ্ধ, কাঁচা ডিম্ব, ও বিস্কুট দ্বারা দেহের পোষণ কার্য্য সমাধা করিবে।

এক্‌ষ্ট্রাক্টি ওপিয়াই ১—৩ গ্রেন, এক্‌ঃ বেলেডোনা ½ গ্রেন, এক্‌সঃ কনিয়াই ৩ গ্রেন, মিশাইয়া একটী বটী প্রস্তুত করিবে। এই রূপ একটী বটী ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

লাইকরিস মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরেটিস ২০ বিং, ক্লোরোফরম ১০ বিং, টীং ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ২০ বিং, পলভারিস ট্রাগাক্যান্থা কম্পঃ ৩০ গ্রেন, স্পিরিটাস ইথারিস ৪০ বিং, হাইড্রোসিয়েনিস এসিড ডিল ৪ বিং, জল ১।০ আউন্স, এক মাত্রা, রাত্রিকালে সেবনীয়।

রক্ত পরিষ্কারের জন্য।—বিবিরিয়া সল-ফ্যাটিস ৩০ গ্রেন, সলফিউরিক এসিড এরোম্যাটিক ৪০ বিং, সিরাপ অরেন্সিয়াই ½ ড্রাং, একোয়া অরেন্সিয়াই ৭।০ আউন্স, ৬ মাত্রা, দিবসে তিন বার খাইতে দিবে।

ফেরিটার্টারেটিয়াই ৩০ গ্রেন, স্পিরিটাস এমোনিয়া এরোমেটিকাই ২½ আউন্স, ইন্‌ফিউজন কোয়াশিয়া ৭॥০ আউন্স ছয় মাত্রা, দিবসে ৩ বার খাওয়াইবে।

স্থানিক বৃদ্ধির শান্তির জন্য।—কুইনাম সলফেটিস ২৪ গ্রেন, এক্সট্রাক্টম বেলেডোনা ৪ গ্রেন, ক্যাম্ফর ৩০ গ্রেন, কনফেক্সন রোজ্যাবিলিশি বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত ১২টী বটী করিবে। দিবসে ২।৩ টী সেবন করাইবে।

এক্সট্রাক্টম একোনাইটি ৮ গ্রেন, এক্সট্রাক্টম ওপিয়াই ৮ গ্রেন, এক্সট্রাক্টম হায়োসায়েমস্ ১৬ গ্রেন, একত্রে করিয়া ৮ বটী করিবে। প্রতি ৪ ৬ বা ৮ ঘণ্টা অন্তর এক একটী খাইতে দিবে।

স্থানিক যাতনা নিবারণ জন্য।—মাধি আইওডাইড ৩০ গ্রেন, আঙ্গুয়েণ্ট এট্রোপিয়া ৬০—১২০ গ্রেন, আঙ্গুয়েণ্টি সিম্‌প্লাইসিস্ ১ আউন্স একত্রে মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে।

সর্ষপের পুল্‌টিস, লেমনকের পুল্‌টিশ [illegible] নিম্নোক্ত প্রকারে নাইট্রিক এসিড লোশন প্রয়োগ করিবে।

জিঙ্কি সল্‌ফেটিস ১৬ গ্রেন, স্পিরিটাস্ রোজ

মেরিনা ১২ ড্রাম, টীং ক্যাবেভিউলা কম্পঃ ১২ ড্রাম, জল ৭২ আউন্স মিশাইয়া ধৌত করিবে

কেহ কেহ ক্যান্সার যুক্ত জিহ্বাচ্ছেদ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে উপকারের ততটা সম্ভাবনা নাই।

জিহ্বার বিদার বা টিউমার।—এই পীড়া দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে কথা কহিতে ও আহার করিতে বড় কষ্ট বোধ হয়। দৈহিক কোন বিশেষ অবস্থাজন্য বা পাকযন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যয় বশতঃ এই পীড়া না হইলে গ্লিসরীণ ১ আউন্স, সোহাগা ২ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া থাইতে দিবে।

স্থানিক ঔষধে উপকার না দর্শিলে পশ্চান্নিবিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিবে পটাশি আইওডিডাই ২০—৩০ গ্রেণ, টীং সার্পেণ্টেরিয়া ২৫ ড্রাম, মিষ্টুরা গোয়েকাই ৭২ আউন্স ইহাতে ৬ মাত্রা হইবে দিবসে ২৩ বার খাইতে দিবে

কখন কখন জিহ্বার উর্দ্ধভাগ পরিষ্কৃত ■ চিক্কণ, এবং তাহার উপরিভাগে অণ্ডাকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষতে বিদার থাকে না, অন্যান্য অংশ

শুষ্ক দানিয়া বোধ হয়। উপদংশ জন্য প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে। সেরূপ স্থলে পশ্চাল্লিখিত ঔষধ দিবে।

হাইড্রার্জিরাই আর্সানিক্ল সল্লিমেটি ১ গ্রেন, এক্ষট্র হাইড্রেষ্ট ক্রোরেটিস ৫ গ্রেন, পটাশ আইওডাইড ৪০ গ্রেন, জল ১২ ড্রাম এবং টিংচার সারসা লিকুইড ১২ আং, যষ্টি এক মাস জলে ছোট এক চামচ ঔষধ মিশাইয়া দিবসে ৩ বার খাওয়াইবে।

কোন কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা তন্নিম্নস্থ টিসু শুষ্ক দৃঢ় স্থূল ও শিথিলিত থাকে এবং যখন তখন উহাদের মধ্যে ফাটা দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহারা প্যাপিলারী প্যাচেস নামে অভিহিত হয়। এরূপ হইলে জিহ্বার অসুখ ও বাক্যের জড়তা জন্মে। তন্নিবারণার্থ পশ্চাল্লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

আইওডাইড পটাস ৪০ গ্রেন, টীং সিয়াক্ষি ২ আং, একুয়াঃ সি'ক্সা।, লিকুইড ১২ আং এক গেলাস জলে ছোট এক চামচ ঔষধ দিবসে [illegible] বার খাইতে দিবে।

এক্সঃ কলিয়ান্স ৬৬ গ্রেণ, পল ভাইনম ইপিকাক কমঃ ওপিয়াই ২৫ গ্রেং একত্র মিশাইয়া ১২ [illegible] বটী প্রস্তুত

করিবে, এবং এক একটী বটী ৩৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

মুখগহ্বরের পীড়া।—এই পীড়া নানা প্রকার যথ,—ক্যাটারেল, ফলিকিউলার, এপথ্‌স, অলসারেটিভ, প্যারাসাইটিস, গ্যাংগ্রিনস, মার্কিউরিয়েল।

ক্যাটারেল।—ইহাতে গালের ভিতর বা মুখের কোণে ক্ষুদ্র উজ্জ্বল লালবর্ণ তালির মত চিহ্ন দেখা যায়, অবশেষে ঐ তালি বিস্তৃত ও পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সমস্ত স্থান আবৃত করে আক্রান্ত স্থান স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও উষ্ণ বোধ হয়, মনে হয় যেন মুখের ভিতর কোন প্রলেপ আছে, স্বাদের অল্পতা, স্বাদের বিকৃতি, জিহ্বা ময়লাযুক্ত, অগ্নিমান্দ্য, শৈশব অন্ত্রের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য, উদরাধ্মান শিশুর স্বভাব খিট্‌খিটে হয়।

চিকিৎসা—পথ্যবিষয়ে শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। অতিরিক্ত স্তনপান করিতে দিবে না। স্তনের চুচুক যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবে জননী বা শিশু উত্তেজক উত্তেজক দ্রব্য খাইতে দিবে না। মলের ক্রিয়া যাহাতে সুন্দর রূপে রক্ষা পায়, তাহার উপায় করিবে। নিম্নে-

ত্বকের আক্রমণ হইলে এরণ্ড তৈল, জিঙ্ক বা ম্যাগ্নে-শিয়া খাইতে দিবে। অম্লনাশক ঔষধ, বিশেষতঃ দুধের সহিত চূণের জল, কার্বোনেট অফ্ সোডা, ম্যাগ্নে-[illegible] কুলপত্তি ব্যবহার করিবে।

ক্রুপাস্ ক্ষত। ওষ্ঠ গাল, তালু [illegible] জিহ্বাতে শ্বেত, পী[illegible] বর্ণের চিহ্ন প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চাৎ ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হওয়া একাকার ধারণ করে। ইহাতে শিশুর স্তনপান, [illegible] বস্তুর চর্ব্বণ, গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট, গালের ভিতর মিউকাসের ও লালার বৃদ্ধি, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভব, আহারে অনিচ্ছা, তৃষ্ণা, জিহ্বা ক্ষারযুক্ত, উদরাময় ও বমন হইতে দেখা যায়।

আলসারেটেড বা ডিপ্থিরাইটিক প্রদাহ।——এই রোগ সংক্রামক রূপে প্রকাশ পাইতে পারে। ইহা প্রায়ই নীচের মাড়ীর দাঁতে আরম্ভ হয়, কিন্তু পশ্চাদ্দিকে এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা ও গালের ভিতরে প্রসারিত হইয়া থাকে। মাড়ী রক্তপূর্ণ, স্ফীত [illegible] স্পঞ্জবৎ, সহজেই উহা হইতে রক্তস্রাব হয়, এই সকল অংশের স্থান উন্মুক্ত এবং তাহাদের পার্শ্বস্থ ঝিল্লী রক্তপূর্ণ,

স্ফীত ও ইডিমা যুক্ত, প্রায় গভীর হয় না। উহা পীত-বর্ণ গাঙ্গাশ পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে।

প্যারাসাইটিস বা ফাঙ্গস প্রদাহ।—ইহার অপর নাম থ্রাস। প্রথমে লালবর্ণ তালির ন্যায় লাগে, উহাদের উপর শ্বেত চিহ্ন বাহির হয়। উহারা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া একত্র মিলিত হয়। উহা সর্ব্বত্র সমান স্থূল হয় না। দেখিতে ছেঁড়া দুধের মত, অতি কোমল, তদ্দ্বারা মুখের ভিতর বেদনা, অসুখ বোধ, মুখ উষ্ণ, শুষ্ক, জ্বর, থাইসিস ও অন্যান্য দৌর্ব্বল্যকর পীড়ার সহিত হইলে তত আশঙ্কাজনক হয় না বটে, কিন্তু পুরাতন পীড়ার সহিত হইলে মারাত্মক হয়।

গ্যাংগ্রিণস্ প্রদাহ বা ক্যাঙ্কমেরিস নোমা। এই পীড়া প্রায়ই দেখা যায় না বটে, কিন্তু ইহা সকল প্রকার ক্ষত অপেক্ষা সাংঘাতিক। গুপ্তভাবে গালের ভিতরে ইহার সঞ্চার হয়। ইহার আবরক ত্বক্ চাক্‌চিক্য বিশিষ্ট, উষ্ণ, লালবর্ণ, [illegible] উজ্জ্বল, কাল, ক্রমে চারিদিক ফিকে হইয়া আইসে। কখন কখন পাণ্ডুবর্ণ ও চিহ্নযুক্ত হয়। ইহা সত্বর বিস্তৃত হইয়া সমুদায় গালে ও প্রায় সমস্ত মুখের ভিতরে প্রসারিত

হয়। ইহাতে বেদনা, শারীরিক শক্তির শিথিলতা, অথবা একবারেই অভাব হইতে পারে। কোঁথ ইহার বিশেষ লক্ষণ। মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত লালা স্রাব, কিছু দিন আহারে অরুচি থাকে, পীড়াবৃদ্ধির সহিত দৌর্বল্য, মৃত্যুর পূর্বে রোগী প্রলাপ বকে ও নিদ্রাবস্থা হয়। অধিকাংশ স্থলে এই রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে।

মার্কিউরিয়েল বা মুখক্ষত রোগ।—অতিরিক্ত পারদ সেবনে দন্তমাড়ী লাল ও স্ফীত হয়। উহাতে বেদনা ও রক্তস্রাব হয়, লালার বৃদ্ধি, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখগহ্বরে ও জিহ্বায় বিস্তৃত প্রদাহ, পূযোৎপত্তি, দাঁতে, গলাধঃকরণে ও বাক্যকথনে অতিশয় কষ্ট হয়।

চিকিৎসা। যদি মুখগহ্বরে অধিক মিউকাস থাকে, তবে কার্বোনেট অব সোডা বা ক্লোরেট অব পটাসের সলিউশন দ্বারা মুখ ধৌত করিতে দিবে। অধিক উত্তেজনা থাকিলে মিউসিলেজ প্রভৃতি দ্বারা মুখ ধৌত করিবে। দুর্গন্ধ নিবারণার্থ কণ্ডিস সলিউশন ব্যবহার করিবে। ইহার পর ফট্‌কিরি প্রভৃতি সংকোচক ঔষধ দেওয়া কর্তব্য। অবস্থা বিশেষে

নাইট্রেট অফ সিল্‌ভারের বাত্তি অথবা লোশন ব্যবহার করিবে

সল্‌ফাইড অফ সোডা ১ ড্রাং, পরিস্রুত জল ১ আং, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করাইবে।

নির্জ্জল নাইট্রিক এসিড অথবা হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা গলিত অংশ দৌত করিবে। বাহির দিকে পুল্‌টিশও দেওয়া যাইতে পারে। ইহার দ্বারা বেদনার উপশম হয়।

বিস্তৃত ক্ষত থাকিলে টীং ফেরি মিউরিয়েটীস্ ক্লোরেট অফ পটাশ্ এবং পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে আর্সেনিক প্রয়োগে উপকার দর্শে

পথ্য।—মাংসের যুষ, ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া বার্ক, কুইনাইন লৌহ ভিন্ন প্রকৃত চিকিৎসা হইতে পারে না সরবতের ন্যায় ক্লোরেট অফ পটাশের সলিউশনও সেবন করান যাইতে পারে।

লালাগ্রন্থির পীড়া।—এই রোগ স্পর্শসংক্রামক। যৌবনাবস্থার পরে আর প্রায় ইহা হইতে দেখা যায় না এই পীড়া তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে

স্থানে লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইবার পূর্বে জ্বর হয়, তাহার মধ্যে সাধারণ কম্পিত ... বমন, পীড়ন দেহ বেদনা প্রভৃতি থাকে; ... দাঁত এবং সকল প্রকাশিত হইবার পরেই জ্বর ছাড়িয়া যায়। কর্ণমূলের নিকট গলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আক্রান্ত স্থান যেরূপ স্ফীত হয়, তদ্রূপ বেদনা হয় না। আক্রান্ত স্থানে বেদনা অনুভব ও টান বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে দাঁতে দাঁতে লাগে, আক্রান্ত স্থানে অতিশয় বেদনা, কখন বা রোগী বধির হইয়াছে মনে করে। পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসেই স্ফীতি কমিতে থাকে এবং ২।৩ দিন পরে সম্পূর্ণরূপে কমিয়া যায়। কোন কোন প্রবল পীড়ার উপসর্গ রূপে প্যারটিড গ্রন্থির প্রদাহ জন্মে। ইহার লক্ষণাদি অতি স্পষ্ট এবং গ্রন্থি প্রদাহ মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিম্নোক্ত ... উহার প্রধান লক্ষণ, নানা কারণে মুখ হইতে অতিরিক্ত মাত্রায় লালাস্রাব হয়, এই লালা স্রাবকে ... ইহাকে স্যালাইভেশন বলে।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করিবে। সংযোগ ... ও মৃদু-

শক্তের ক্রিয়া বৃদ্ধি রাখিবে। পীড়ার শান্তি হওয়ার সময়ে কুইনাইন প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ কিংবা টী প্রভৃতি দ্রব্য আহার করাইবে। স্থানিক পরিমাণ মধ্যে ফোমেণ্টেশন দিবে। বেলেডোনার প্লাষ্টার অথবা উহার একষ্ট্রাক্টের সহিত গ্লিসারিন মিশ্রিত করিয়া দিবে। প্রয়োজন বোধ করিলে জোঁকও বসান গিয়া থাকে। পূয জন্মিলে গ্রন্থি চিরিয়া দিতে হইবে। কাঠিন্য দূর করিবার জন্য টীং আইওডাইন ব্যবস্থা করিবে। ফট্‌কিরি, ট্যানিক এসিড, কর্পূর প্রভৃতি ঔষধে স্থানিক ব্যবহার দ্বারা রোগ প্রশম হয়। উহাতেও আরাম না হইলে অহিফেণ বা পশ্চাল্লিখিত ঔষধ দিবে যথা,—ক্লোরেট অফ পটাশ ১০ গ্রেঃ, ডিকক্শন সিঙ্কোনা ১ আং, একমাত্রা, আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দন্ত, চক্ষু, কর্ণ ও নাসারোগ

দন্তরোগ —দন্তরোগ চারি প্রকার যথা,—গ্যাং-গ্রীণ হইতে, পালদেশ প্রদাহ হইতে, ক্যাংকের সিফি-লিস জন্য এবং নিউরালজিয়া হইতে দন্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে

গ্যাংগ্রীণ হইতে দন্তরোগ —অজীর্ণাদি রোগ পারদ ব্যবহার, স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় দন্ত-মাড়ীর শৈথিল্য প্রযুক্ত এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসা।—উত্তম রূপে ধৌত করিবে তাহার পর তুলা উপর ক্রিয়োজোট ভিজাইয়া ঐ স্থানে লাগাইয়া দিবে; কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যেন ক্রিয়োজোট দাঁতের সহিত সংলগ্ন না হয়, তাহা দাঁত নষ্ট হইতে পারে। পারক্লোরাইড অফ আয়-

রণ বা ট্যানিক এসিডের সলিউশন দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতে পারে

পালপের প্রদাহ জন্য দন্তরোগ।—পাল্প অনাবৃত হইলেই তরল পানীয় দ্রব্যের শৈত্য প্রযুক্ত বা উত্তাপ প্রযুক্ত প্রদাহ জন্মাইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বাইকার্বনেট অব সোডা গরম জলে মিশাইয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। তাহার পরে কটন-উলে ক্রিয়োসোট, ক্লোরোফরম, লবঙ্গের তৈল, টীং একোনাইট, ক্যাজুপট অয়েল, তার্পিন তৈল কর্পূরে কিম্বা ট্যানিক এসিড ও ইথারে ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে দিবে

ক্যাঙ্কের নিক্রোসিস জন্য দন্তরোগ।—ক্যাংকর এবং ভগ্ন দন্তের মূলবিশিষ্ট প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ তাহাতে বেদনা ও ক্ষত হইয়া এই পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা।—ভগ্নদন্তের মূলাবশেষ উৎপাটিত করিয়া দিলেই উপকার দর্শিবে। কার্বলিক এসিড এবং নাইট্রেট অফ সিলভারের লোশন প্রয়োগে বিশেষ ফললাভ হয়।

নিউর‍্যালজিয়া [illegible] ।—ইহা স্নায়ুপীড়ায়, বিশেষতঃ অন্য কোন পীড়া [illegible] ও [illegible] অবস্থায় [illegible] হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—[illegible], ব্রোমাইড, আইওডাইড অফ পটাশ প্রভৃতি ঔষধে উপকার দর্শে হয়। কুইনাইনও ইহাতে বিশেষ উপকারক।

চক্ষুরোগ।—চক্ষুর তারার পাশে ও ভিতরে বেদনা হয়, আলো করে, চক্ষু লাল হয়, ভিতরে কর্ কর্ করে অত্যন্ত যাতনা হয়, দৃষ্টি ক্ষীণে কষ্ট বৃদ্ধি হয়, সবুজ বর্ণের ব্যতীত অন্য বর্ণের দৃষ্টি সহ্য হয় না। ইহাকে অপ্থ্যাল্মিয়া বলে। ইহাতে অবিশ্রান্ত বেদনা হইতে থাকে।

চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলকারক ও পরিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, আর্সেনিক, ষ্টীল, কড্‌লিভার অয়েল, মাংস, দুগ্ধ পথ্য এবং বায়ুপরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে চক্ষুর উপর জোর না, অগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাইট্রেট অফ মার্করি, রেড অক্সাইড অফ মার্করি কিম্বা রেড অক্সাইড অফ জিঙ্ক, জল পিচকারি

সব এসিটেট্ অফ লেড ইত্যাদি ঔষধের বাহ্যপ্রয়োগ করিবে

হাইড্রো ক্লোরাইড কর্বি ৮ গ্রেঃ, আঙ্গুয়েণ্টম্ সিম্প্লেক্স ১ আং একত্র মিশাইয়া লইবে।

কখন কখন চক্ষুতে অতিশয় জল পড়ে, চক্ষু আরক্তিম হয়, বেদনা করে; এরূপ স্থলে বেলেডোনা প্রভৃতির বাহ্য প্রয়োগে অবিলম্বে আরাম হইয়া যায়। কোন মতে সূর্য্যকিরণ চক্ষে লাগাইতে দিবে না। অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কর্ণরোগ।—কর্ণে ওটাইটিস্ মিটাসের প্রদাহ, অটোরিয় প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে

ওটাইটিসের দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের নানা অংশ আক্রান্ত হইয়া থাকে।

বাহ্য মিটাসের প্রদাহ।—ইহা দ্বারা চিবুকাস্থিতে অত্যন্ত বেদনা, শিরঃপীড়া, বধিরতা, আক্রান্ত দিকের গ্রন্থির স্ফীতি, দুই একদিন পরে প্রচুর পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কখন কখন কাণের ভিতর স্ফোটক জন্মে, তজ্জন্য তীক্ষ্ণবেদনা ও শ্রবণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে।

চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দুগ্ধ ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দেওয়া যায়। ক্লোরেট অফ পটাস বা টিংচার আয়রন ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ব্যবস্থা। স্থানিক প্রয়োগ যথা- বোরাসিক লোশন, পুলটিস্ ও পিচকারী দ্বারা ক্ষত পরিষ্কার করণ এবং গ্লিসারীণ কিম্বা ভেসিলিন অয়েলে আইওডোফর্ম ইত্যাদি প্রয়োগ করিতে হইবে।

অটোরিয়া।—তীব্র দুর্গন্ধ পূয়স্রাব, মধ্যে মধ্যে দিন দিন পরে উহার নিবৃত্তি, তাহার পর পীড়া পুরাতন রোগে আবির্ভূত হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট দেয়। কিছু দিন পরে ঐ ক্ষত বিস্তৃত হইয়া অস্থিকে আক্রমণ করে, তখন অত্যন্ত মাথাধরা হয়, কনভলশন ও কোমা প্রভৃতি দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—গরম জলে সাবান মর্দন করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণের ভিতর ধৌত করিবে। দুগ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য, মাংস ইত্যাদি পথ্য দিবে। ঔষধের, মধ্যে কুইনাইন, ট্রিপ পেপসিন্ ফসফেট অফ আয়রণ, আইওডাইড অফ আয়রণ, আইওডাইড অফ পটাসিয়ম এবং গোয়াকম কিম্বা সালসা প্যারিলা,

রুড্ লিভার অয়েল ইত্যাদি আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা।

আইওডাইড অফ আয়রণ মিকশ্চার যথা—পটাসি আইওডাইড ১২ গ্রেঃ, ফেরিয়েট কুইনি সাইট্রাটিস্ ৩০ গ্রেঃ, টীং একোনাইট ২৫ বিং, ইন-ফিউজন চিরাতা ৫০ আং, ছয়মাত্রা, দিবসে ৩ বার খাইতে দিবে।

আইওডাইড অফ পটাশিয়ম মিক্শ্চার যথা—পটাসি আইওডিডাই ৪০ গ্রেঃ, টীং রিয়াই ১ আং, এক্‌ষ্ট্রাক্ট সারসা লিকুইডম ১০ আং, এক গ্লাশ জলে ছোট এক চামচ ঔষধ মিশাইয়া দিবসে ■ বার ঐ রূপে খাওয়াইবে

বাহ্য প্রয়োগের জন্য গ্লিসরীণ, অলিভ অয়েল এবং এলম ■ জিঙ্ক প্রভৃতি ইঞ্জেকশন্ প্রয়োগ করিবে

নাসারোগ—নাসারন্ধ্রের পুরাতন প্রদাহকে ওজিনা বা রাইনাইটিস বলে ইহাতে নাসা উষ্ণ, দৃঢ়, ঝিল্লী স্ফীত ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত ■ পূয এবং মিউ-কাস সংযুক্ত ক্লেদ নিঃসৃত হয়। নাসারন্ধ্র মধ্যে স্ফোটক

হইয়াও কখন কখন অতি দুর্গন্ধময় বে। নিঃসরণ হ
যাবে।

চিকিৎসা।—দুর্গন্ধময় বের পরিষ্কারের জন্য উষ্ণ জলের পিচ্‌কারী দিবে।

ফট্‌কিরি ১০ গ্রেণ, জল ১ আঃ একত্র মিশাইয়া নাসারন্ধ্র ধৌত করিবে।

বাইকর্ব পটাশি বার মালি সগা নাট্রিম্‌ ২ ড্রাঃ, জল ৮ আঃ মিশাইয়া নাসা ধৌত করিবে।

কার্বলিক এসিড ১ ড্রাঃ, জল ১০ আঃ মিশাইয়া নাসার ভিতর ধুইয়া দিবে।

ক্লোরাইড অব জিঙ্ক ১০—১২ গ্রেণ, জল ৮ আঃ একত্র উত্তম রূপে মিশাইয়া নাসা ধৌত করিবে

ক্ষত শুকাইবার জন্য হার্গি অক্সাইড রুব্‌ ৩০ গ্রেণ, এঙ্গুয়েন্টম এট্রোপিন ১ ১২০ গ্রেণ আঙ্গুয়েন্টম সিম্‌প্লিসিস ১ আঃ একত্রে মিশাইয়া মর্দন করিবে।

নিম্নোক্ত ঔষধ দুইটি খাইতে দিবে। লীঃ ফেরিপার ক্লোরাইড ১০ ড্রাঃ, পটাশ ক্লোরেট ১২০ গ্রেণ, লাইকর আর্সেনিক ১৫বিং জল ৭॥০ আঃ, ছয় মাত্রা। তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা খাইতে দিবে।

ভাইনি ফেরি ৪ ড্রাং, লাইকর আর্শেনিক ২০ মিং, সিরাপ জিঞ্জিবেরস ১॥০ ড্রাং। ঔষধমাত্রা, বড় ৩ চামচ জলের সহিত একমাত্রা দিবসে ৩।৪ বার খাওয়াইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শিরঃপীড়া।

শিরঃপীড়া নানাবিধ। প্রথমতঃ বাহ্য আভ্যন্তর এই দুই শ্রেণীর ব্যাধি বাহ্য শিরঃপীড়া আবার ত্রিবিধ যথা,—পেশী সম্বন্ধীয়, পেরিয়ষ্টীয়ম সম্বন্ধীয় এবং স্নায়ু সম্বন্ধীয় আভ্যন্তরিক শিরঃপীড়াও তিন প্রকার যথা,—রক্তাধিক্য, অজীর্ণতা এবং যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন জন্য তদ্ব্যতীত ভার্টিগো অর্থাৎ মস্তক ঘূর্ণন, মিনিঞ্জাইটিস্ অর্থাৎ মস্তিষ্কের ঝিল্লীর প্রদাহ এবং হাইড্রোকাকেফালস বা মস্তিষ্কোদক।

পেশী সম্বন্ধীয় শিরঃপীড়া।—কোন অক্সিপিটো ফ্রণ্টেলিস ও টেম্পোরাল পেশীতে বেদনা জন্মে। এই বেদনা প্রায় সমস্ত মস্তকে বিস্তৃত হয়। পীড়িত স্থান চাপনা করিলে বা অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু পেশী সঞ্চালনে হ্রাস পায় না। এই রোগে মুখমণ্ডলে, গ্রীবায় এবং স্কন্ধদেশে বেদনা হয়।

পেরিঅষ্টিয়াম সম্বন্ধীয় শিরঃপীড়া।—মস্তকের পেরিঅষ্টিয়মে বেদনা হয়, এই বেদনা একস্থান ব্যাপী, চাপনে বৃদ্ধি পায়, পেশী সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায় না। কখন কখন ঐ স্থান স্ফীত হয়। কখন মুখে নাসিকায় এবং দেহের অন্যান্য স্থানে প্রসারিত হইয়া থাকে। এই রোগ প্রায়ই উপদংশ রোগের সহচররূপে উপস্থিত হয়।

স্নায়বিক শিরঃপীড়া।—ইহা সময়ে সময়ে আক্রমণ করে। অক্ষিকোটরে ও নাসিকার স্নায়ুতে সূচীবেধনবৎ বেদনা হয়, মস্তকের বা মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে হইলে ইহাকে "আধকপালী" বেদনা বলে। পালা জ্বরের ন্যায় পর্য্যায় ক্রমে দুই তিন দশ পনর দিন অন্তর ইহার আবির্ভাব হয়।

আভ্যন্তরিক শিরঃপীড়া।—রক্তাধিক্য ব্যক্তিদের ইহাতে মুখমণ্ডলের স্ফীতি, চক্ষুর রক্তপূর্ণতা আরক্ততা শিরা সকল প্রসারিত ও নাড়ী পূর্ণ হয় ক্ষীণ ও রুগ্নতাবাপন্ন মনুষ্যদিগের এই পীড়ায় দৃষ্টিপথে আলোক বা উজ্জ্বল চিহ্ন, কর্ণে অকারণ-সংযুক্ত শব্দবোধ, হস্তপদাদি শীতল, নাড়ী ক্ষুদ্র দ্রুত ও বেগবতী এবং অল্পরক্ত ব্যক্তিদের মুখ ওষ্ঠ জিহ্বা ও দন্তমাড়ী মলিন, হস্তপদাদি শীতল, হৃৎকম্পন এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামী হয়

চিকিৎসা।—কুইনাইন এবং লাইকর আর্সেনিক ইহার উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু উহাদের সহিত অন্যান্য বলকারক ঔষধ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক। স্থল বিশেষে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা যায়

টার্টার এমেটিক $\frac{1}{8}$ গ্রেণ, টীং ওপিয়াই ৪০ বিং, উপযুক্তরূপে ব্যবস্থা করিবে।

রুক্ষস্বভাব ব্যক্তিদের মানসিক সুস্থিরতা, পাকাশয়ের ও আন্ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন মধ্যে মধ্যে অবসাদক ঔষধ দিতে হইবে। রাত্রিকালে নিম্নোক্ত ঔষধ দেওয়া বিধেয়

পিল রিয়াই কম্প [illegible] গ্রেঃ, এক্সট্রাক্ট কলোসিন্থ ২ [illegible] গ্রেঃ, একত্র দুইটী বটী প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে, পরে ৩।৪ ঘণ্টা পরে এক মাত্রা লবণাক্ত ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

সোডি টার্টারেট ৪ আঃ, সোডি বাইকার্ব ১০ গ্রেঃ, টিং জিঞ্জার ২ ড্রাম, ইনফিউশন কলম্বা ১০ ড্রাম।

অজীর্ণ জন্য শিরঃপীড়া —পাকাশয় ও যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি জন্য এই পীড়া জন্মে। বাম দিকের কপালের অস্থি, দক্ষিণ চক্ষু বা মস্তকের কপালে বেদনা বোধ হয়। এই বেদনা প্রায়ই প্রাতঃকালে হইতে দেখা যায়। উহার সহিত বমনোদ্বেগ, বমন, উদরাধ্মান, সমস্ত মস্তকব্যাপী বেদনা, কাহার কাহার মানসিক ক্রিয়া বিকৃতি, দৃষ্টি দুষ্টি, কর্ণে বাদ্যধ্বনিবৎ [illegible] অনুভূতি হয়, বমন হইলে বেদনা নিবৃত্তি পায়।

যান্ত্রিক শিরঃপীড়া —ইহাতে সমস্ত মস্তিষ্কের বা উহার কোন স্থানে বেদনা অনুভূত হয় এবং সময়ান্তরে অন্য স্থানেও হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ক্রমে পক্ষাঘাত, আক্ষেপ বা স্থানিক পেশীর আকুঞ্চন দ্বারা মস্তকের নির্ম্মাণ পরিবর্ত্তিত হয়।

চিকিৎসা —অজীর্ণ জন্য শিরঃপীড়ায় ক্যাষ্টর অয়েল প্রভৃতি মৃদু বিরেচক ব্যবস্থা করা যায়। পরে কলম্বা, সোডা, রিণাই প্রভৃতি ঔষধ দিতে হয়। আহারের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

কুইনি সলফ ১ গ্রেঃ, পলভ ইপিকাক ১ গ্রেঃ, এক্সট্রাক্ট জেনসন ২ গ্রেঃ, একত্র করিয়া একটী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া শিরঃপীড়া নষ্ট হয়।

সোডা ১০ গ্রেঃ হাইড্রার্জ কমক্রিটা [illegible] গ্রেঃ, এক এক মাত্রায় সেবন করাইবে।

কাহার কাহার মতে বেদনা ধরিবার পূর্ব্বে ৫ গ্রেঃ, কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ভার্টিগো বা মস্তক ঘূর্ণন।—এই রোগ দুই প্রকার—১। রোগী মনে করে তাহার মস্তক ঘুরিতেছে। ২। অন্য প্রকারে মনে করে বাহ্য পদার্থ সকল অসংস্থিত অবস্থায় চারি দিকে ঘুরিতেছে। এতদুভয়বিধ পীড়ায় কোন পদার্থের অধিক দৃষ্ট হয় না। রোগী অর্দ্ধেক বৃহৎ অর্দ্ধেক ক্ষুদ্র দেখায়। স্বাভাবিক অপেক্ষা সমস্ত মস্তকে বড় দেখায়। ক্ষুদ্র স্বর উচ্চ

এবং উহা পর পুষ্ট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে রোগী একেবারে বধির হইয়া থাকে। পীড়া পুরাতন হইলে এপিগ্যাষ্ট্রীক প্রদেশে বেদনা, মস্তকে ভারবোধ, আহার কালে তাহার উপশম আহারের পূর্ব্বে ও পরে বমনোদ্বেগ, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যতিক্রম। দীর্ঘকাল ধূমপান [illegible] এই ব্যাধি হইলে কিছুতেই আরোগ্য হয় না। বৃদ্ধকালে মস্তক ঘূর্ণন প্রায়ই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রায় আরোগ্য হয় না।

চিকিৎসা।—অল্পে অল্পে চর্ব্বণ করিয়া আহারীয় বস্তু ভক্ষণ করিতে উপদেশ দিবে। শীতল জলে স্নান, সত্বর রাত্রে নিদ্রা, প্রাতে উত্থান (Early to bed and early to rise) অপেক্ষাকৃত কঠিন শয্যায় শয়ন এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কর্ত্তব্য। আহারের পরে নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

কার্ব্বনেট অফ পটাশ ১০ গ্রেঃ, বিস্মথ ২০ গ্রেঃ, এক মাত্রায় আহারের পূর্ব্বে সেবন করাইবে।

টীং নক্স ভমিকা [illegible] বিং, জল ১ আং, একমাত্রায়, আহারের পূর্ব্বে খাইতে দিবে।

বৃদ্ধাবস্থার পীড়ায়।—বাইক্লোরাইড্ অফ মার্কুরী [illegible] গ্রেঃ টীং ফেরিমিউরিয়েটিস্ ১৫ বিং, কান্থা-রাইডিস্ ১৫ বিং, জল ১ আং, একমাত্রা, উপরোক্ত প্রকারে সেবনীয়।

পুষ্ট ব্যক্তিদিগের স্নায়বিক পীড়ায় ব্রোমাইড্ অফ এমোনিয়ম্ ব্যবস্থা করিবে। কৃশ ব্যক্তির পক্ষে অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডি, বার্ক, কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধে দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারিলেই উপকার পাওয়া যায়।

মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কের ঝিল্লীর প্রদাহ।—মনুষ্যের সকল বয়সেই এই পীড়া জন্মিতে পারে। মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য, আলোক দর্শনে বা শব্দ শ্রবণে অনিচ্ছা, অনিদ্রা, প্রলাপ, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, চক্ষুর অশ্রুপূর্ণতা ও আরক্ততা, নাড়ীর বেগবতীত্ব, হস্তপদাদির কম্প, আক্ষেপ, ক্রমে নিদ্রেচ্ছা, হস্তপদাদির সম্পূর্ণ শিথিলতা এবং প্রবল জ্বর হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—কোন পীড়ার প্রকাশ পাইলে সেই পীড়ার চিকিৎ

রূপে ইহার প্রতীকার হয় না। শৌচক্রিয়ার জন্য শীতল বা বরফমিশ্রিত জল ব্যবহার করিবে। বলবান্ ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবণের আধিক্য হইলে ক্যালোমেল সেবন, রক্তমোক্ষণ, ও জলৌকা-প্রয়োগে অনেক উপকার দর্শে

কম্ফসিন্থের বটী।—কফসিন্থ ১ আং, বার্বেডো এলোজ চূর্ণ ২ আং, স্ক্যামনি চূর্ণ ২ আং, লবঙ্গ গন্ধক চূর্ণ ½ ড্রাং, লবঙ্গতৈল ২ ড্রাং, পরিস্রুত জল পরিমাণ মত। ৫ গ্রেঃ মাত্রায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া অবস্থা-বিশেষে ১ হইতে দুইটী বটী প্রয়োগ করা যায়।

পরে সোণামুখী বা লবণাক্ত বিরেচকের দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কৃত করিয়া দুগ্ধ, বিস্কুট, এরোরুট, ডিম্ব প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য দিবে। রোগীকে অন্ধকার গৃহ-মধ্যে স্থিরভাবে রাখিবে।

রোগের প্রবল উপদ্রব সকল নিবারিত হইলে যদি অচৈতন্য ও কোমরে ভারবোধ থাকে, তবে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে পলস্তারা দিবে। রোগের প্রশমন-কালে যদি মানসিক উত্তেজনা থাকে, তবে পশ্চালিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

টীং, ডায়েগাযেগস্ ২ ড্রাং, মর্ফিয়া ¼ গ্রেঃ, জল ১ আং, একমাত্রা, আবশ্যক মত ব্যবহার করিবে।

চিকিৎসা।—বরফমিশ্রিত [redacted] মস্তকে দিবে। ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া প্রভৃতি গরম ঔষধ, সোডা বা পটাসের সহিত ব্যবহার করিবে। এই ব্যবস্থার পর মানসিক ও শারীরিক সুস্থিরতার আবশ্যকতা হয়।

মস্তিষ্কের প্রবল প্রদাহ।—মস্তকের ভিতর বেদনা, সাধারণ দৌর্ব্বল্য, কখন কখন বমন, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকার, স্মারকতা শক্তির হ্রাস, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, মনোবিকার, অচৈতন্য, প্রলাপ কোষ্ঠবদ্ধতা, নাড়ীর দ্রুতগতিত্ব, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

মস্তিষ্কের প্রবল প্রদাহ নিবারণ জন্য প্রথমে জোঁলেক এবং ক্যালোমেল ব্যবস্থা করিবে তৎপরে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে।

সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ৪ ড্রাং, ডিকক্ সসেনা ১ আং, এক মাত্রায় সেবন করাইবে।

অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জয়পালের তৈল বিরেচক রূপে প্রয়োগ করিবে।

উত্তমরূপে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শীতল জলের ধারা দিবে এবং নিম্নলিখিত লোশন মস্তকে দিয়া সন্তাপ হ্রাস করিবে।

হাইড্রোক্লোরেট অফ এমোনিয়া ২ আং, রেক্টিফায়েড স্পিরিট ১ আং, এসেটিক এসিড ডিল ১॥০ আং, জল ১০ আং।

শীতল জল দিবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, যেন অতিরিক্ত শীতল ক্রিয়া না হয়।

কাহারও মতে আইওডাইড অফ পটাসিয়ম ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩ হইতে ৫ গ্রেঃ মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে

স্নায়বিক শক্তির হীনতা প্রকাশ পাইলে সেই সময়ে ইথার, এমোনিয়া, ব্রাণ্ডি, বিফ্-টি প্রভৃতি দ্বারা জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। মূত্রকর ঔষধ দ্বারা যাহাতে মূত্রাশয় বিশুষ্ক না হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অতিশয় উত্তেজনার পর একবারে অবসাদ উপস্থিত হইলে বড় ভয়ের বিষয়।

হাইড্রোকেফালস্ বা মস্তিষ্কোদক।—

ইহাতে মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর মধ্যে বা ভেণ্টিকেলের মধ্যে সিরম মিশ্রিত দ্রব পদার্থের সঞ্চয় হয়। জরায়ু অবস্থায় মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকারপ্রযুক্ত বা ভূমিষ্ঠ হইবার পরে প্রাথমিক পীড়াবস্থায় উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার তিন অবস্থা, যথা—১ বর্দ্ধিত বা উত্তেজনার অবস্থা, ২ পূর্ণ চেতনাবস্থা, ৩ আক্ষেপ বা পক্ষাঘাতের অবস্থা।

উত্তেজনাবস্থা।—ইহার পূর্ব্বে প্রায়ই শিরোবেদনা, জিহ্বার লেপযুক্তত, কোষ্ঠবদ্ধতা, নিশ্বাসের দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। ক্রমে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা বশতঃ রোগী শব্দ শ্রবণে বা আলোক দর্শনে চমকিয়া উঠে, শিশুর অস্থিরতা হয়, এবং মধ্যে মধ্যে সে চীৎকার করে। এই অবস্থার যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই নাড়ীর দ্রুতগামিত্ব, ত্বকের রুক্ষতা, ও উষ্ণতা, পরিমিত প্রস্রাব, পাকাশয়ের উত্তেজনা, কৃষ্ণবর্ণ-মলস্রাব, অল্প নিদ্রায় দন্ত ঘর্ষণ, এই সকল লক্ষণের পর শিরম্ সঞ্চয় আরম্ভ হয়।

আক্ষেপ বা পক্ষাঘাতের অবস্থা।—নাড়ীর দ্রুতবেগ, চক্ষুর আরক্ততা কখন প্রলাপ, আক্ষেপ ও

সন্ন্যাসের পর মৃত্যু হয়। এই পীড়া সচরাচর তিন সপ্তাহ থাকে।

এই পীড়া পুরাতন হইলে দুই প্রকার রূপ ধারণ করে,—আভ্যন্তরিক ও বাহ্য। বাহ্য পীড়াতে মস্তিষ্ক এবং তাহার আবরক ঝিল্লীর মধ্যে সিরম সঞ্চিত হইয়া বিস্তারিত হয়। উক্ত বিধ পীড়াতেই শিশুর মেধাভাব, পেশীর দৌর্বল্য, কখন বা মৃগীরোগ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর মস্তিষ্কের ভিতর জল সঞ্চিত থাকে।

চিকিৎসা।—পুরাতন পীড়া নিবৃত্তি জন্য বিরেচক ঔষধ, পারদ, বেলেস্তারা ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। মস্তক মুণ্ডন করিয়া ২ ড্রাং নিম্নোক্ত মলম মাখাইয়া ফ্লানেল দ্বারা মস্তক ঢাকা দিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। অয়েণ্টমেণ্ট—শূকরের চর্ব্বি [illegible] আং, শ্বেত মোম ২ আং, ধুনার গুঁড়া ৬০ গ্রেং, একত্রে উত্তম রূপ মিশাইলে, সিম্পেল্ অয়েণ্টমেণ্ট প্রস্তুত হয়। ঐ মলম ২ আং, মার্করী ১ আং, একত্র মিশ্রিত করিবে।

উপরোক্ত ক্রিয়াদ্বারা যদি এক মাস বা দেড় মাস মধ্যে রোগী আরোগ্যলাভে সমর্থ না হয়, তবে তাহাকে এসিটেট অফ পটাস, পুইন, জুনিপার

প্রভৃতি মূত্রকারক ঔষধ দিবে। রোগের উপশমাবস্থায় অল্প মাত্রায় কুইনাইন মহা উপকারজনক।

ডাক্তার ট্যানার মৃদু বিরেচক ঔষধ, কড্লিভার অয়েল, আইওডাইড অফ পটাসিয়ম ও সহজপাচ্য পথ্য দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার মতে আইওডাইড অফ পটাশ অত্যন্ত উপকারী ঔষধ। তিনি এক বৎসরের শিশুকে ১ গ্রেঃ পরিমাণে ২।৩ বার সেবন করাইবার যুক্তি দেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মস্তিষ্কের পীড়া।

মস্তিষ্কের পীড়া নানাবিধ। এপোপ্লেক্সী বা সংন্যাস, কনকশন অফ ব্রেণ বা মস্তিষ্কবিকম্প, কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া, এপিলেপ্সী বা মৃগী, কনভল্শন বা আক্ষেপ, এবং একষ্টাসি বা হর্ষোন্মত্ততা।

অপোপ্লেক্সি বা সন্ন্যাস।—এই রোগের পূর্ব্বে শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তকে ভার বোধ, প্রতিশ্যায়, মানসিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, কথা কহিতে অসামর্থ্য, মুখমণ্ডলের রক্তিমতা, দৃষ্টি ভ্রম, কর্ণে শব্দ, নাসা হইতে রক্তস্রাব হওয়া, শরীর অথবা শরীরের অসাড়তা, বাধিরতা, নিদ্রালুতা, বমনোদ্বেগ, ভ্রম, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে। কখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত না হইয়াও অকস্মাৎ রোগী মূর্চ্ছিত হয়। মূর্চ্ছাকালে অচৈতন্য, মুখ এবং নাসিকা শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, তাহার সহিত ফুৎকার শব্দ ও গলাধঃকরণে ক্লেশ, মুখমণ্ডলের স্ফীতি, চক্ষুর উজ্জ্বলতা এবং স্পন্দনরাহিত্য, চক্ষুর তারার আকুঞ্চন, হস্তপদাদির স্পন্দনরাহিত্য, হস্তপদাদির আক্ষেপ বা কাঠিন্য, এই অবস্থা দেহের এক পার্শ্বে অথবা কেবল একাঙ্গে হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা অনৈচ্ছিক মলমূত্রত্যাগ, কিম্বা মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত হইয়া ক্রমে বিন্দু বিন্দু মূত্রস্রাব, নাড়ীর পূর্ণতা, কাঠিন্য ও বেগবত্তীত্ব, কখন বা স্বাভাবিক অপেক্ষা অল্প বা অধিক দ্রুতগামিত্ব, কোন কোন স্থলে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় না, শব্দোচ্চারণে

রোগীর আক্ষেপ বশতঃ কথা কহিতে অসমর্থ হইলেও সঙ্কেত দ্বারা নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়।

চিকিৎসা।—ইহার চিকিৎসা দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রতিষেধ অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিলে পীড়া আর না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, আর পীড়া আক্রমণ করিলে যে যে উপায়ে তাহার নিবৃত্তি হইবে, তাহার চেষ্টা করা।

প্রতিষেধক উপায়।—অতিরিক্ত পরিশ্রম, অধিক স্ত্রীসংসর্গ, সুরাপান, মানসিক উদ্বেগ, শৈত্য বা উষ্ণতা সেবন, মলত্যাগে বেগ, উষ্ণ জলে স্নান, মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা ও কার্য্যাকরণ ইত্যাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে সকল বিষয়েই মিতাচারী হওয়া বিধেয়। শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, মস্তকের ধমনীর স্পন্দন নাসা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে মধ্যে মধ্যে বিরেচক ঔষধ ও গ্রীবায় জলধারা দিবে। দেহে রক্তের অল্পতা হইলে অল্প মাত্রায় লৌহঘটিত ঔষধ, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি খাইতে দিবে।

পীড়া আক্রমণ কালীন চিকিৎসা।—কেহ

কেহ রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা দেন, যদি নাড়ী পূর্ণ, গ্রীবার ধমনী স্ফীত ও স্পন্দিত, মুখমণ্ডল স্ফীত ও আরক্ত ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে অচৈতন্য দ্বারা রোগীর মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে, এ অবস্থায় অতি অল্প পরিমাণে রক্তমোক্ষণ করাইলে উপকার দর্শে, নতুবা নাড়ী দুর্ব্বল ক্ষুদ্র, সর্ব্বাঙ্গ এবং সিনকোপ দ্বারা মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিলে কোন মতে রক্তমোক্ষণ করাইবে না।

উভয় অবস্থার চিকিৎসা।—শীতল এবং বায়ু-সঞ্চালিত গৃহে রোগীকে মস্তক উন্নত করাইয়া রাখিবে। শীতল বা বরফ জল দ্বারা মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। অতিবিরেচক ঔষধ ইহাতে বিশেষ উপকারক। পূর্ণমাত্রায় জোলাপা ও ক্যালোমেল সেবন করিবার পর পশ্চাল্লিখিত ঔষধ দিবে।

ম্যাগ্নেশিয়া সল্ফ ২ ড্রাং, ম্যানা ১ ড্রাং, টীং জোলাপা, একোয়া মেস্থ পিপারেটা ১ আং, এক মাত্রায় সেবন করাইবে।

রোগী ঔষধ গলাধঃকরণে অসমর্থ হইলে, কিছু চিনির সহিত জয়পালের তৈল জিহ্বার নীচে রাখিয়া দিবে। এই অবস্থায় নিম্নোক্ত ঔষধের পিচ্কারী দিবে।

অয়েল অয়েলএনিসি ১০ আং, অয়েল টেরিবিন্থ ৪ ড্রাং, টীং এসাফটিডা ১২ ড্রাং, সাবানের জল ২ আং, একত্র মিশাইয়া পিচ্কারী দিবে।

অয়েল ক্রোটন ৬ বিং, অয়েল এনিসি ১ আং, অয়েল টেরিবিন্থ ২ ড্রাং, ডিকক্শন হোর্ডিয়াই ৮ আং। এই অবস্থায় কখন মস্তকে ও গ্রীবায় পিচ্কারী দেওয়া আবশ্যক হয়।

রোগী চেতনালাভ করিলে রোগের পুনরাবর্ত্তন না হইতে পারে তজ্জন্য উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে, শরীরের উত্তেজনা ও মানসিক উদ্বেগ ত্যাগ করিবার উপদেশ দিবে। মদ্যপান একবারে নিষিদ্ধ।

কনকক্শন অফ ব্রেণ বা মস্তিষ্কবিকম্প।—গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে মস্তক আবৃত রাখিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে এই পীড়া জন্মে। ইহাতে রোগী অকস্মাৎ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়। তৎ সহ ত্বকের উষ্ণতা, মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষুর আরক্ততা, দৌর্ব্বল্য, বমনোদ্বেগ, বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা, হাস্য, রোগী দণ্ডায়মান হইয়া যেন কাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত, সঘন শ্বাসপতন, চক্ষুর তারার আকুঞ্চন ও শুভ্রাংশের

আরক্ত, নাড়ী বেগবতী, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৃদ্ধি এবং তাহাতেই মৃত্যু হয়। ইহাতে শরীরের তাপ ১১১ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়।

চিকিৎসা।—রোগীকে অতি সাবধানে রাখিবে, প্রতিক্রিয়া আসায় গাত্র উষ্ণ হইলে মস্তক খোলা রাখিয়া তাহাতে শীতল জল বা বরফ-মিশ্রিত জল দিবে। দুই তিন বিন্দু জয়পালের তৈল জিহ্বায় লাগাইয়া দিলে ও দাস্ত হইলে স্নায়বিক ক্রিয়ার দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থ কিয়ৎ পরিমাণ মদিরা জলের সহিত সেবন করান আবশ্যক হয়। গাত্র শীতল হইলে বাহ্য উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা তাহা নিবারণ করিবে। তাহার পর শারীরিক ও মানসিক সুস্থিরতা সম্পাদন এবং লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করিবে।

সানষ্ট্রোক বা সর্দ্দি গরমি।—ত্বকের উষ্ণতা, মস্তকঘূর্ণন, চক্ষুর আরক্ততা, সাতিশয় দৌর্ব্বল্য, বমনোদ্বেগ, বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, তন্দ্রা, কল্পিত ব্যক্তির সহিত বিবাদ প্রভৃতি, সঘন শ্বাসপতন, চক্ষুর তারার আকুঞ্চন, চক্ষুর আরক্ততা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৃদ্ধি, নাড়ীর বেগবত্তা, আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া

মৃত্যু উপস্থিত করে। এই রোগে দেহের উত্তাপ ১১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—১৫ ২০ ডিগ্রী শীতল স্থানে রোগীকে রাখিবে, মুখমণ্ডলে গ্রীবায়, বক্ষস্থলে ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে শীতল জল দিবে। ঐ সকল স্থানে উচ্চ হইতে জলধারাপাত, অথবা জলের ছিট্‌কা দেওয়া উচিত। রোগীকে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া বাতাস করিলে উপকার দর্শে। শীতল জল এবং সরবৎ পান করাইবে। জয়পালের তৈল সেবন করাইয়া অথবা উহার পিচ্‌কারী দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবে। চৈতন্য না হইলে মস্তকে অথবা গ্রীবায় থাইকর্ম্ম কিটীর পলস্তার দিবে। নাড়ী নিস্তেজ হইলে গরম ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

কোরিয়া।—অধঃশাখা, ঊর্দ্ধশাখা বা দেহের অন্য কোন অঙ্গের পেশীর অনৈচ্ছিক স্পন্দনবশতঃ রোগী স্থির ভাবে কোন বস্তু ধরিতে বা মুখে তুলিতে পারে না। বালকদিগের ছয় হইতে পনর বৎসর মধ্যে ইহা হইতে দেখা যায়। ইহাতে ইচ্ছা ব্যতিরেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন, তজ্জন্য রোগীর অস্থিরতা,

নিদ্রিতাবস্থায় নিবৃত্তি। এই রোগ দুই দিকেই দেহ আক্রমণ করে। এক দিকে আক্রমণ অতি বিরল

চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান, আবশ্যক রোগীর পাকাশয় ও মূত্রাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

কার্বনেট অফ আয়রণ ৫ গ্রেঃ সিরপ ফেরি আইওডাইড ২ ড্রাং, জল ১ আং, একমাত্রা, আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবে।

ভাইনিঃ ফেরি ৪ আং, লাইকর আর্সেনিক, সিরাপি-ফিফিবারিস ১।০ আং, ৮ মাত্রা। বড় এক চামচ জলের সহিত একমাত্রা ঔষধ দিবসে ৩ বার খাওয়াইবে।

সোডি হাইপো ফস্ ফাইট ৫ গ্রেঃ, ইনফিউজন চিরাতা ১০ আং, ছয়মাত্রা দিবসে ৩ বার।

কড্ লিভার অয়েল, পুষ্টিকর খাদ্য, দুগ্ধসেবন, সমুদ্র জলে স্নান, নির্মল বায়ুসেবন, পরিমিত ব্যায়াম। ও মানসিক শ্রম একবারে নিষিদ্ধ

হিষ্টিরিয়া।—এই রোগে রোগী প্রায় সম্পূর্ণ

রূপে আত্মজ্ঞানশূন্য হয় না, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইবার সময় আপনাকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। মৃগী রোগে যে রূপ রোগীর মুখ বিকৃত ও চক্ষুর তারা ভয়ানক রূপে বিস্তৃত হয়, ইহাতে সে রূপ হয় না। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে রোগী যেন কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে। দন্ত দ্বারা জিহ্বা কর্ত্তন করে না, মুখ হইতে ফেণাও বাহির হয় না, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইবার মত হয় না, তবে উহা কষ্টে ফেলিতে হয় বটে। স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থায় এই পীড়া অধিক দেখা যায়।

চিকিৎসা।—পীড়ার আক্রমণকালে পরিধেয় বস্ত্র আলগা করিয়া দিবে যাহাতে রোগীর গাত্রে শীতল বাতাস লাগে এরূপ করিতে হইবে নাসাগ্রে এমোনিয়ার ঘ্রাণ দিবে যদি রোগী কোন দ্রব্য গলাধঃকরণে সমর্থ হয়, তবে এমোনিয়েটেড টীং অফ ভেলেরিয়েন্স খাইতে দিবে স্পষ্ট জ্ঞান থাকিলে মুখে ও মস্তকে শীতল জল দিতে হইবে পীড়ার আক্রমণ নিবৃত্তি পাইলে পশ্চাল্লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

[illegible] বা মোরফিয়া [illegible] আং, ডিজিটেলিস [illegible] ৪ আং, [illegible] ১২ [illegible] হইবে। [illegible] দুই মাত্রা দিবসে [illegible]।

ফেরি রেডাক্ট [illegible] কুইনাইন [illegible] ২ গ্রেণ, [illegible] আং, ৮ মাত্রা, দিবসে দুই বার ২ মাত্রা খাওয়াইবে।

জিঙ্ক ভ্যালেরিয়েনেট ২৪ গ্রেঃ, এক্সট্রাঃ [illegible] ৬ গ্রেঃ, এক্সট্রাঃ [illegible] ৩০ গ্রেঃ, একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২ টী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ দিবসে দুইটি বটী প্রয়োগ করিতে হইবে।

ব্রোমাইড্ পটাশ ৬০—৯০ গ্রেঃ, আয়োডাইড পটাশ ১২ গ্রেঃ, বাইকার্বনেট পটাশ ১০ গ্রেঃ। টিং অরেঞ্জাই ৭।০ আং, জল ৭॥০ আং, ৮ম মাত্রা। প্রাতঃকালে পেট খালি থাকিবার সময় এক মাত্রা খাওয়াইবে।

কুইনাইন, আয়রণ, কড্লিভার অয়েল প্রভৃতি অতি উপকারক ঔষধ। পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কৃত বায়ুসেবন, মধ্যবিধ ব্যায়াম, শীতল জলে স্নান, বৈদ্যুতিক প্রয়োগ ইত্যাদি ইহার প্রতীকারক।

মূত্রাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এপিলেপ্সী বা মৃগী রোগ।—এই রোগে আকস্মিক মনোবিকার, মূর্চ্ছা, আত্মজ্ঞানশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণের সহিত আক্ষেপই ইহার প্রধান লক্ষণ, তাহার সহিত স্পর্শানুভব শক্তির অভাব, দৈহিক পেশীর আকুঞ্চন, অক্ষিগোলক মস্তক-স্কন্ধ এবং শরীর যেন মোড়া দেওয়াবৎ বোধ হয়, ক্রন্দনবৎ শব্দের সহিত শ্বাসকষ্ট বা আটকায় বোধ, কখন বা নিশ্বাস একবারেই শুনিতে পাওয়া যায় না, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, কখন উজ্জ্বল ও স্ফীত ও রক্তবর্ণ দেখায়, চক্ষুর তারা বিস্তৃত, নাড়ী স্বাভাবিক, অতি দুর্ব্বল ও শিরা সকল বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। দন্ত ঘর্ষণ, দন্ত দ্বারা জিহ্বা কর্ত্তন, অনৈচ্ছিক মলমূত্রপাত বা রেতঃক্ষরণ, অন্ত্র মধ্যে গড়্ গড়্ শব্দ, হিক্কা, বমন, অক্ষিগোলক ঘূর্ণন, সঘন শ্বাস পতন, বক্ষ বিস্তৃত, নাসা প্রশস্ত এবং মুখ হইতে ফেণ নির্গম, মুখমণ্ডল ও সমস্ত দেহের মালিন্য শীতলতা এবং ঘর্ম্মাক্ততা, নাড়ীর স্পন্দনাধিক্য ও

আক্ষেপন হয়। এই অবস্থা কয়েক সেকেণ্ড হইতে ৫।১০ মিনিট পর্য্যন্ত হইতে থাকে এবং এই সকল লক্ষণ লুপ্ত হইয়া যখন রোগী চৈতন্যোদয় করে তখন রোগী দুর্ব্বল ও শান্তি বোধ করিয়া মোহবৎ নিদ্রায় অভিভূত হয়। এই নিদ্রা হইতে তাহাকে সহজে জাগ্রত করা যায় না। যখন অপস্মার আক্রমণ হইতে নিদ্রাভঙ্গ হয়, জাগ্রত হইবার পর যেন সকল বিষয়েই বিরক্তি জন্মে।

রোগাক্রমণ কালীন চিকিৎসা।—রোগীকে সাবধানে রাখিবে, পতনকালে কোন প্রকারে যেন আঘাত না লাগে, জিহ্বাকে দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য উভয় দন্তপাতির মধ্যে কাষ্ঠখণ্ড, বোতলের কর্ক, রবার বা নেকড়ার পুঁটুলী দিবে। মুখমণ্ডল রক্তপূর্ণ হইলে শীতল জলে উপকার হয়। ইলেকট্রিসিটি প্রয়োগ করিলে রোগের ভোগকাল সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী সময়ের চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। যে যে উদ্দীপক কারণ থাকে, তাহা নিবারণের উপায় করিবে।

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বা মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে [illegible], কম্পাউণ্ড কলোসিন্থ পিল, এরণ্ড তৈল প্রভৃতি ঔষধ দিবে। স্ত্রীলোকের ঋতুঃস্রাব রুদ্ধ হইলে তাহার প্রতীকার করিবে। ক্রিমি সংস্রব থাকিলে ২ ড্রাং মাত্রায় তার্পিণ তৈল প্রয়োগ করিতে হইবে।

অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের জীবনীশক্তির হ্রাস হইলেই রোগাক্রমণ হইয়া থাকে। তজ্জন্য কুইনাইন, জিঙ্ক, ফস্ফরস প্রভৃতি বলকর ঔষধ দেওয়া বিহিত। পশ্চাল্লিখিত উপায়ে জিঙ্ক ব্যবহার হইয়া থাকে।

ভেলিরেনেট অফ জিঙ্ক ১২ গ্রেঃ, সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ৬ গ্রেঃ, পিল রিয়াই কম্পাঃ ৩০ গ্রেঃ, ইহাতে বারটী বটী হইবে। প্রতিদিন তিনটী করিয়া বটী প্রয়োগ করিবে।

ডাক্তার ট্যানার নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। সোডি হাইপো ফস্ফাইটি ৮০—১৪০ গ্রেঃ, স্পিরিটাস ইথারিস ২ আং, টীং সিঙ্কোনা কোঃ ১॥০ আং, বড় এক গ্লাস জলে ছোট এক চামচ ঔষধ দিবসে ৩ বার খাইতে দিবে।

ডাঃ ব্রাউন সিকোয়ার্ড নিম্নে এক ঔষধ দিয়া থাকেন,—পটাসি আইওডাইড ১ আং, পটাসি বাইকার্ব ৪০ গ্রেণ, এমোনি ব্রোমাইড ২০ গ্রেণ, ইনফিউসন কলম্ব ৬ আং, মোট এক চামচ ঔষধ, অল্প জলের সহিত, আহার করিবার পূর্ব্বে দিনে ৩ বার, এবং রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে ৩ চামচ পরিমাণ সেবন করিতে দিবে।

অনিদ্রা নিবারণার্থ ঐ ঔষধ সেবন, দুগ্ধ কাঁচা ডিম্ব, মাংস, বিয়ার ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। ঈষৎ গরম হইলে গাত্রমার্জ্জনা, দন্তোদগম সময় দন্তমাড়ি বিদারণ ইত্যাদি ক্রিয়া করিবে।

কন্‌ভল্‌শন বা আক্ষেপ।—এই রোগটী অন্য পীড়ার উপসর্গ রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। যদি একাকী আবির্ভূত হয় তাহা হইলে ইহাকে স্প্যাজম, বা অঙ্গগ্রহ বলা যায়। ইহার আক্রমণ কালে দেহ শক্ত ও অচল হয়, মুখমণ্ডলের পেশীর আকুঞ্চন, ওষ্ঠের বক্রতা, মস্তক ও মুখের ত্বকের আরক্ততা পরে নীলিমা, চক্ষুর উজ্জ্বলতা, চক্ষুর তারার আকুঞ্চন, বিস্তার, শ্বাস-প্রশ্বাসের বিষমতা ও কষ্ট, নাড়ীর দ্রুতগতি ও ক্ষুদ্রতা, বদ্ধমুষ্টি, কখন কখন অনৈচ্ছিক মলমূত্রত্যাগ, ২।৩

মিনিটের পর রোগের এককালীন নিবৃত্তি বা পুনরাক্রমণ হয়। আক্রমণ সামান্য ভাবে হইলে রোগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে। এমন স্থলে ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, কখন কখন দিবারাত্রিতে ৪।৫।৬ বার বা ততোধিক আক্রমণ দেখা যায়। শৈশবাবস্থায় স্ফোটক জন্য পীড়া, মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, ক্রুপ, হুপিংকফ, নিমোনিয়া, স্বল্পবিরাম জ্বর ইত্যাদি রোগে কন্‌ভল্‌শন হইয়া থাকে। পূর্ণাবস্থায় কোন কোন পীড়ায় যেমন প্রলাপ হয়, শৈশবে সেই সকল পীড়ায় এবং সেইরূপ অবস্থায় এই উপসর্গ হইয়া থাকে, ইহাকে তড়্‌কা বলে।

চিকিৎসা।—প্রচুর শীতল-বায়ু সঞ্চালিত গৃহে রোগীকে সংস্থাপিত করিয়া মস্তক ও মুখমণ্ডলে শীতল জলসেক, গাত্রে ও হস্তপদাদিতে গরম জলের সেক, এবং রোগী গলাধঃকরণে পারগ হইলে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ, ও অসমর্থ পক্ষে বিরেচক ও আক্ষেপনিবারক ঔষধের পিচ্‌কারী দিবে। রোগাক্রমণের পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হইলে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে ক্লপিং, ক্লোরোফরমের আঘ্রাণ ইত্যাদির সহিত ভেলেরিয়ান, ব্রোমাইড অফ

পটাসিয়ম, হিঙ্গু, এমোনিয়া, ইথার, কর্পূর মৃগনাভি প্রভৃতি আক্ষেপনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

একষ্টাসি বা হর্ষোন্মত্ততা।—কোন বিষয়ে গাঢ় মনঃসংযোগ অথবা মানসিক উদ্দীপনা বশতঃ স্পর্শানুভব ঐচ্ছিক গতিশক্তি এবং আত্মবোধের অভাব, কখন কখন পেশীমণ্ডলের শিথিলতা, কিম্বা অভিলষিত বিষয়ে উৎসুক্য সহকারে বক্তৃতা ও আস্ফালনাদি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ভয়প্রদর্শন [illegible] আঘাত করিলে ইহার উপশম হয়। এরূপ রোগী দুই জনকে একত্র রাখা উচিত নহে। রাখিলে, পরস্পরের সহানুভূতি প্রযুক্ত পীড়া বর্দ্ধিত হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মনোবিকার বা উন্মাদ।

উন্মাদ নানাবিধ, তাহার মধ্যে মেনিয়া, এনোমেনিয়া, অটোকোমেনিয়া, অরটোমেনিয়া, মেলানকোলিয়া,

রিলিজাস্ মেলানকলি, হাইপো। কণ্ড্রিয়্যাল মেলানকলি, নষ্টাল মেলানকলি, প্যারালিসিস্ অফ ইনসেন, এবং ইডিয়সি।

মেনিয়া।—সাধারণতঃ ইহাকে প্রলাপ মধ্যে গণ্য করিতে হয়। ইহাতে কেবল মাত্র বিবেকশক্তির ব্যতিক্রম ঘটে মাত্র, বিবেকের ধ্বংস হয় না। মনো-মধ্যে অমূলক ও অস্বাভাবিক চিন্তার উদয় হয়, স্বভাব অতি উত্তেজিত ও ক্ষতিকারক হইয়া থাকে। ইহাতে আত্মীয়ের প্রতি অবিশ্বাস, অকারণ ক্রোধ, চিন্তা, নৈরাশ্য প্রলাপ, উগ্রতার বৃদ্ধি, নিজ অবস্থায় হতাশা, সর্ব্বদা হাস্য, আস্ফালন ক্রতগমন, অনিদ্রা, মূত্রের বেগ ধারণে অসামর্থ্য, এবং মূত্রের সহিত ফস্‌ফেটের পরিমাণের আধিক্য হয়। ইহাতে রোগী আত্ম-হত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারে।

এনোমেনিয়া বা একাশ্রয়োন্মাদ।—ইহাতে বিবেকশক্তির হ্রাস, সাধারণতঃ একই বিষয়েরই উপর মনোনিবেশ, মানসিক শক্তির তেজস্বিতা, মনো-নীত বিষয়ের চিন্তাতেই সর্ব্বদা অভিনিবেশ, অলীক পদার্থ দর্শন, অলীক চিন্তা ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া

যায়। কোন কোন স্থলে এই সকল লক্ষণ এরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে যে, রোগীকে দেখিলে পীড়া অনুভব করা যায় না।

অটকোমেনিয়া বা আত্মহত্যোন্মাদ।—রোগী কল্পিত উপায়ে প্রায়ই উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। আত্মীয় স্বজনেরা মনোভাব বুঝিতে পারিলে, তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলে আত্মহত্যা করিতে পারে।

এণ্ডোকোমেনিয়া বা নরহত্যোন্মাদ, বাইওমেনিয়া বা গৃহদাহোন্মাদ, ক্লেপ্টোমেনিয়া বা চৌর্য্যোন্মাদ ইত্যাদি আরও বহুবিধ উন্মাদ আছে, সেই সকল রোগে রোগী আপন উদ্দেশ্য সাধনে সর্ব্বদাই উদ্যোগী থাকে।

মেলনকোলিয়া বা বিমর্ষোন্মাদ।—এই রোগে ভয়, বিষাদ, নৈরাশ্য সামান্য কারণে রোদন, আত্মহত্যার চেষ্টা, হাস্যোদ্দীপক বিষয় লিখিতে বা দেখিতে আমোদ, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, অনিদ্রা, স্বপ্নদর্শন

ক্ষুধাতৃষ্ণানাশ, আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহহীনতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।*

রিলিজাস্ মেলন্‌কলি বা ধর্ম্মোন্মাদ।—ইহাতে রোগী সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে ধর্ম্মচিন্তানুরক্ত থাকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গীত, কথা বা বক্তৃতা শ্রবণে দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিদিগকে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

হাইপোকণ্ড্রিকেল মেলন্‌কলি।—এই রোগে বাহ্য বস্তুর সহিত নিজের দেহে ভ্রম জন্মে। রোগীর মনে হয় যেন তাহার শরীর কোন পদার্থে পরিণত হইয়াছে কখন সে মনে করে, যেন তাহার দেহ মাখনে গঠিত এবং তজ্জন্য আগুনের কাছে যাইতে ইচ্ছা ব সাহস করে না, কখন আপনাকে স্ত্রী বলিয়া মনে করে, কখন মনে হয় যেন তাহার আত্মা নাই, দেহ নাই বা তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

নষ্ট্যাল্ মেলন্‌কলিয়া।—বিদেশে থাকিয়া স্বদেশে আসিবার বলবতী ইচ্ছা এই রোগে পরিণত হয়। শুধু বাড়ী আসিবার ইচ্ছা নহে, রোগী মনে করে সে

* ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি কাউপার এই অবস্থায় "জন্‌ গিলপিন্" নামক রহস্যজনক পদ্য রচনা করেন।

যেন কখন আর স্বদেশে আসিতে পারিবে না, এই মনে করিয়া যায়পথ নাই ভীত হয় এ অবস্থায় যদি বাড়ী আসিতে না পায়, তবে দৌর্ব্বল্য জন্মে, কখন আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে, কখন বা সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়।

ডিস্‌মেন্সিয়া বা বুদ্ধিহ্রাস।—বার্দ্ধক্য বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাসতাকে এই নাম দেওয়া যায়। ইহাতে স্মরণ শক্তির অভাব, শ্রবণ ও দর্শন জ্ঞানের হানি, মূত্রে ফস্‌ফেটের ভাগ অধিক, অসম্বদ্ধ ও অর্থশূন্য উক্তি ইত্যাদি লক্ষণ এই রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্যারালিসিস্‌ অফ দি ইন্‌সেন বা ক্ষিপ্তোন্মাদ।—বুদ্ধিশক্তির বিশৃঙ্খলতা, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, পেশীর নিস্তেজকতা, সর্ব্বদা রক্তস্রাব, কম্পন, সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের হ্রাসতা ইত্যাদিই প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

ইডিয়সি বা জড়তা।—জন্মাবধি মস্তিষ্কের গঠনবিকার হেতু বুদ্ধির অভাবকে জড়তা বা ইডিয়সি বলে।

চিকিৎসা।—এই রোগে যাহাতে স্নায়ুমণ্ডল, ত্বক্‌, যকৃৎ, মূত্রপিণ্ড ও অন্ত্রের ক্রিয়া সুন্দর রূপে

সম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। মস্তিষ্কের অধিক প্রবল হইলে মর্ফিয়া বা অহিফেণ সেবন করান বিহিত। ইহাতে দীর্ঘকাল পরে উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। গাঁজা, হায়োশায়েমস্ এবং ব্রোমোফরমেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। একষ্ট্রাক্ট গাঁজা ১ গ্রেঃ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে নানা প্রকার উপসর্গের প্রশমন হইয়া থাকে।

উদ্দীপন নিবারণার্থ ৮।১০ ঘণ্টা অন্তর ২০।৩০ বিন্দু পরিমাণে ডিজিটেলিস্ ব্যবহারে উপকারের সম্ভাবনা। জীবনশক্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কুইনাইন, বার্ক, লৌহ, কড্‌লিবার অয়েল, ফসফেট অফ জিঙ্ক ইত্যাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। মস্তক মুণ্ডন করিয়া আইওডাইড অফ পটাশিয়মের মলম ও তাহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে ষ্ট্রীক্‌নিয়া মর্দ্দনে উপকার হয়। আইওডাইড অফ পটাশিয়মের সলিউশন উক্ত রূপে ব্যবহারে ফল দর্শিয়া থাকে।

ত্বকের ভিতরে নিম্নোক্ত দ্রব্যের পিচ্‌কারী দেওয়া কাহার কাহার মতে বিশেষ উপকারজনক।

এসেটিক এসিড ৫ বিং, এসিটেট অফ মর্ফিয়া গ্রেঃ, গরম পরিস্রুত জল ১ ড্রাং।

সুনিদ্রার জন্য হাইড্রেট অফ ক্লোর‍্যাল ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও লেপযুক্ত থাকিলে—সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেশিয়া [illegible] ড্রাং, টীং হায়োশায়েমস্ ½ ড্রাং, এবং জল ১ আং। এক মাত্রায় আবশ্যকমত সেবন করাইবে, যদি জিহ্বা পরিষ্কৃত থাকে, তবে হায়োশায়েমসের পরিবর্ত্তে জেন্‌সন্ ব্যবহার করিবে। রোগী ঔষধ সেবন করিতে অনিচ্ছু হইলে আহারীয়ের সহিত ২।১ বিং জয়পালের তৈল মিশাইয়া দিবে।

উদ্দীপন পক্ষে প্রদাহনিবারক ঔষধ নিষিদ্ধ, ন থাকিলে মস্তকে শীতল জল এবং গাত্রে উষ্ণ জল দেওয়া যায়। রোগের সকল অবস্থাতেই পুষ্টিকর খাদ্য, প্রচুর বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দেওয়া, কোষ্ঠ পরিষ্কার, সুনিদ্রা ও কদর্য্য শরীরাচ্ছাদন দূরীকরণে মনোযোগী হইবে নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে রোগীকে অন্যমনা রাখিতে চেষ্টা করিবে। আত্মীয় স্বজন [illegible] চিকিৎসকের ভালবাসায় অনেক উপকার দর্শিতে পারে

ভয়প্রদর্শনে পীড়ার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হয় না।

বন্ধনাদি উৎপীড়ন, অন্ধকার গৃহে স্থাপন, রক্তমোক্ষণ প্রভৃতি উপায়ে চিকিৎসা পদ্ধতি আজি কালি প্রচলিত নাই পীড়ার উপশম আরম্ভ হইলে কোন রূপ পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ক্ষুধা ও শারীরিক বলবৃদ্ধি সহকারে অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিলে-মস্তিষ্কের ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারে। নৃত্য গীতাদি ও স্থান পরিবর্ত্তনে মনের প্রফুল্লতা জন্মিবার সম্ভাবনা পীড়ার শান্তি হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগীর মন দুর্ব্বল থাকে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বাত ও পক্ষাঘাতাদি।

অন্যান্য রোগের ন্যায় বাত পক্ষাঘাতাদিরও প্রকার ভেদ আছে যথা—স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস, মাইলাইটিস, স্পাইন্যাল কঞ্জেশ্চন, স্পাইন্যাল হেমারেজ, স্পাইন্যাল ইরিটেশন, টিউমার, হাইড্রোরেকিস্, কঙ্কন্ টেটেনাস, প্যারালিসিস্, হেমিপ্লেজিয়া, প্যারাপ্লিজিয়া, ওয়েষ্টিং

পল্সি, নিউরাইটিস, নিউরোমা, নিউর‍্যাল্জিয়া, টেটেনস্ ও স্প্যাজম। সংক্ষেপে এই সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

মজ্জার মধ্যস্থলে স্নায়ুসূত্র বা স্নায়ুকোষ দ্বারা অর্দ্ধ চক্রাকারে নির্ম্মিত ধূসর বর্ণ পদার্থ আছে, এবং অপর অর্দ্ধ চক্রাকার শ্বেতবর্ণ। ইহাদিগকেই কশেরুকা মজ্জা বলে। ঐ অর্দ্ধাংশে ধূসরবর্ণ পদার্থের অগ্র ও পশ্চাত্তাগের নাম অগ্রপশ্চাৎ শৃঙ্গ প্রত্যেক পৃষ্ঠবংশের স্নায়ুর দুইটী মূল আছে,অগ্র মূল ও পশ্চাৎ মূল। অগ্রমূল দ্বারা মোটর বা স্পন্দনকারিণী শক্তি ও পশ্চাৎ মূল দ্বারা স্পর্শানুভাবক স্নায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই অগ্র মূল সকল পূর্ব্বোক্ত অগ্রশৃঙ্গের স্নায়ুকোষ হইতে উৎপন্ন, এবং ইচ্ছাশক্তি অগ্রমজ্জাসূত্র দ্বারা মস্তিষ্ক হইতে ঐ ধূসরবর্ণ পদার্থে গমন করে। পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর পশ্চাৎ মূল আবার দুইটি সূত্রে বিভক্ত। উহার একাংশ উর্দ্ধে উঠিয়া মস্তিষ্কের শ্বেতবর্ণ পদার্থের সহিত মিলিত থাকে, এবং তাহার দ্বারাই স্পর্শানুভব শক্তি ত্বক্ হইতে মস্তিষ্কে গমন করে, এবং তাহার অপরাংশ পশ্চাৎ শৃঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায়

শূন্য থাকে। উপরোক্ত ব্যাধি সকল এই কশেরুকা মজ্জাকে অবলম্বন করিয়াই উপস্থিত হয়।

স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস্।—ইহাতে জ্বর, অনিদ্রা, পৃষ্ঠবংশে দাহবৎ ক্লেশদায়ক বেদনা, কাহারও কাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশের পেশী আকুঞ্চিত ও দৃঢ় হয়। হস্তপদাদি দুর্ব্বল, কখন অধঃশাখাঃ পক্ষাঘাত, উৎকৃষ্ট সিরমের পরিমাণ যত বৃদ্ধি হয়, দেহের উপরিভাগের স্পন্দন শক্তির ততই হ্রাস হইতে থাকে। গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদরে টানবোধ, শ্বাসকষ্ট, মূত্রাবরোধ, লিঙ্গোদ্রেক, একবারে কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন বা উদরাময়াদি লক্ষণ দেখা যায়। পীড়ার পরিণত অবস্থায় শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, রোগী কখন কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য বলিতে থাকে ও জ্ঞানশূন্য হয়।

চিকিৎসা।—রোগীকে সুস্থির ভাবে এক পার্শে শয়ন করাইয়া রাখিবে। অন্যান্য প্রদাহের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে। স্থানিক শৈত্য সাধন জন্য বরফ ও পলস্তারা দিবে। ঔষধের মধ্যে ক্যালোমেল প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে। আইওডাইড অফ পটাশিয়ম এবং বেদনা নিবারণ জন্য আফিম ব্যবহার করিবে।

মাইলাইটিস বা কশেরুকা মজ্জা প্রদাহ।—এই রোগে আক্রান্ত স্থানে অল্প বেদনা, নিপীড়নে তাহার বৃদ্ধি, চলিতে অসমর্থতা, স্পর্শানুভব শক্তির অল্পতা বা এককালীন অভাব, পদাদির দৌর্ব্বল্য, অঙ্গের আক্ষেপ ও শীর্ণতা, পেশী সমূহের শৈথিল্য আকুঞ্চন ও আক্ষেপ, মস্তিষ্ক প্রদাহ, বিবেকশক্তির হানি, শীঘ্র বা বিলম্বে মূত্রাবরোধ মূত্রের বেগধারণে অসামর্থ্য, অনৈচ্ছিক মলমূত্রত্যাগ, ক্রমে মস্তিষ্কের প্রদাহ বৃদ্ধি ও অজ্ঞানাবস্থায় রোগীর মৃত্যু।

চিকিৎসা।—রোগীর গাত্র সদা শুষ্ক ও পরিষ্কৃত রাখিবে। মূত্রাবরোধ থাকিলে শলকা দ্বারা প্রস্রাবক্রিয়ায় সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে ও নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে।

ম্যাগ্নেশিয়া সল্ফেটিস্ ১২০ গ্রেং, ম্যানা ৬০ গ্রেং, জেলাপ ১০ ড্রাং, একোয়া কারুই ১॥০ ড্রাং, জল ১ আং, একমাত্রায় সেবন করাইবে।

ক্যালোমেলনস্ ২ গ্রেং, এক্সঃ জেলাপ ৮ গ্রেং, একত্র দুইটী বটী প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করাইবে।

হাইড্রার্জিরাই করোসিভি সব্লিমেট ১ গ্রেং, এমোনি হাইড্রোক্লোরেটিস গ্রেং, এক্সঃ সারসা লিকু- ইড ১১ আং, ডিকক্ট সারসা কম্পঃ ১১॥০ আং, চামচ পরিমাণে ঔষধ দুইবারে সেবন করাইবে। পীড়া স্থায়ী হইলে কড্লিবার অয়েল, লৌহ, ফস্ফরস্, আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ দিবে।

স্পাইন্যাল কঞ্জেশ্চন বা কশেরুকা মজ্জার রক্তাধিক্য।—ইহাতে হস্তপদাদি চিন্ চিন্ করে, পৃষ্ঠবংশে ও হস্তপদাদিতে অল্প অল্প বেদনা ও শ্রান্তিবোধ, স্পর্শানুভব শক্তির আধিক্য, নিপীড়নে কোন স্থানে বেদনা জানা যায় না, পদতলে এক প্রকার কণ্ডুয়ন বোধ, জ্বর না থাকিলে দৌর্ব্বল্য, নাড়ীর দ্রুতগতি, চাঞ্চল্য ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা শ্বাসকষ্ট।

চিকিৎসা।—মজ্জাপ্রদাহের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। রজোরোধ জন্য এই পীড়া হইলে জলৌকা সংযোগে জরায়ুর মুখ হইতে এবং অর্শজন্য হইলে গুহ্যদ্বার হইতে রক্তস্রাব করাইবে।

স্পাইন্যাল হেমারেজ বা মজ্জার রক্ত-

স্রাব।—অনেক স্থলে পীড়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। স্থানবিশেষে রক্তস্রাবের লক্ষণ বিপর্য্যয় ঘটে। পৃষ্ঠদেশে বখন বা মস্তকে প্রবল বেদনা ও কষ্টদায়ক আক্ষেপ হইতে পারে। মজ্জার উপরিভাগে রক্তস্রাব হইলে শ্বাসকষ্ট ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দ্রুততা, ত্বকের রক্তহীনতা ও শীতলতা, মানসিক বৈলক্ষণ্য থাকে না। মজ্জার মধ্যে রক্তস্রাব হইলে ঐ স্থানের স্নায়ুর দ্বারা দেহের যে সকল স্থান পুষ্ট হয়, তাহাদের অকস্মাৎ পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—রোগীকে শান্তভাবে রাখিয়া রক্ত নিবারণ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা কশেরুকা মজ্জার উত্তেজন।—এই রোগটী প্রায়ই পীড়ার মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে এবং ইহার এমন কোন লক্ষণ নাই যে, তদ্দ্বারা ইহাকে অন্য রোগ হইতে পৃথক্ করা যায়; তবে কেহ কেহ বলেন, ইহাতে পৃষ্ঠবংশে বেদনা, নিপীড়ন ও উষ্ণতা দ্বারা বেদনার বৃদ্ধি, বামপার্শ্বে অথবা কৃত্রিম পঞ্জরের নীচে, চক্ষের পেশীতে, কখন কখন সমস্ত উদরে বেদনা বোধ হয়, শ্বাসকষ্ট, হিষ্টিরিয়া, হৃৎকম্পন

কোষ্ঠবদ্ধতা, আধ্মান, স্ত্রীলোকের ঋতু পরিবর্ত্তন, স্নায়বিক উত্তেজন, গ্রীবা হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশ টিপিলে উহার কোন কোন স্থানে বেদনা বোধ, কশেরুক নিপীড়নে পার্শ্বের বক্ষঃস্থলের এবং উদরের বেদনাবৃদ্ধি, কখন কখন এই সকল বেদনার সহিত সমস্ত পেশী মণ্ডলের আক্ষেপও হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—রোগীকে স্থিরভাবে রাখিবে, বেলেডোনার পলস্তারা দিতে হইবে। হাত পায়ের জ্বালা করিলে বেলেডোনা খাইতে দিবে। ম্যালেরিয়া জন্য এই ব্যাধি জন্মিলে কুইনাইন খাওয়াইবে। এতদ্ভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য, কডলিভার অয়েল, বার্ক, কুইনাইন, এবং লৌহঘটিত ঔষধ বড় উপকারক।

টিউমার।—কোন প্রকার টিউমার কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল নিপীড়ন জন্য মজ্জার স্থানিক অস্থতাবশতঃ পক্ষাঘাত হইতে পারে। ইহাতে স্পর্শানুভাবকতা শক্তি নষ্ট হইবার পূর্ব্বে গতিশক্তি রহিত হয়। টিউমারের স্থানে প্রায়ই বেদনা থাকে। কখন কখন আক্ষেপ দেখা যায়। উপদংশ পীড়ার জন্য এই পীড়া হইলে লক্ষণ সমস্ত সার্ব্বাঙ্গিক হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—কড্‌লিভার অয়েল, আইওডাইড অফ পটাসিয়ম এবং বলকারক পথ্য দিবে।

হাইড্রোরেক্সি।—এই রোগে পৃষ্ঠবংশে জল সঞ্চিত হয়, কিছু দিন পরে কশেরুকা মজ্জায় উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ইহাতে গ্রীবায়, পৃষ্ঠে, কটিদেশে দ্রব পদার্থে পূর্ণ অর্দ্ধ স্বচ্ছ টিউমার জন্মে, মজ্জার সহিত উহার সংযোগ থাকে।

চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্যই ইহার প্রধান চিকিৎসা।

কঙ্কন বা কশেরুকা মজ্জার বিকম্পন।—কোন উচ্চস্থান হইতে পতন, পৃষ্ঠদেশে আঘাত, এবং অন্যান্য কারণেও এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে হঠাৎ পক্ষাঘাত, স্পর্শানুভবশক্তির অভাব, মলত্যাগে অসামর্থ্য, উদরাধ্মান, রক্তসঞ্চালন, ও শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট প্রযুক্ত মুখমণ্ডলের মলিনত্ব, ত্বকের শীতলতা, নাড়ীর দৌর্ব্বল্য, ও শারীরিক আঘাতের অন্যান্য লক্ষণ প্রকটিত হয়। এইরূপ বিকম্পন প্রযুক্ত সরলান্ত্রের শক্তির হ্রাস হইলে রোগীর মৃত্যু সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—রোগীকে স্থিরভাবে রাখিয়া

পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করিবে, পাকস্থলী ও মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে।

টেটেনস্ বা ধনুষ্টঙ্কার।—এই রোগ কোন পূর্ব্ব লক্ষণ ব্যতীত হঠাৎই আক্রমণ করিয়া থাকে। প্রথমে হনু অর্থাৎ কণ্ঠের পেশী সমুদায় আক্রান্ত হয় গলার ভিতর বেদনা, গলাধঃকরণে কষ্ট, মস্তক পশ্চাৎ-দিকে আকৃষ্ট, চক্ষে বেদনা, দন্তে দন্তে লাগিয়া যাওয়ার জন্য মুখমধ্যে কোন দ্রব্য প্রবেশ করান যায় না দেহের যে দিকের পেশী আক্রান্ত হয়, সেই দিকই বক্রতা অবলম্বন করে। পেশীর প্রবল আকুঞ্চন জন্য বড় যাতনা হয়। নাড়ীর দ্রুতগতি, শ্বাসকষ্ট, ত্বকের উষ্ণতা এবং দেহের ঘর্ম্মাক্ততা হইতে থাকে। কিছু ক্ষণের জন্য লক্ষণ সকল উপশম হয়, আবার তাহাদের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। নিদ্রিতাবস্থায় পেশীর শৈথিল্য হইয়া থাকে। পীড়া কঠিন হইলে শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি, শীতলতা, নির্য্যাসবৎ ঘর্ম্ম, নাড়ীর ক্ষুদ্রতা, মুখে ফেণা, রক্তযুক্ত নিউকাশ, মুখের নীলবর্ণতা, প্রলাপ, দৌর্ব্বল্য এবং শ্বাসরোধ জন্য মৃত্যুও হইয়া থাকে; কিন্তু শেষাবস্থা পর্য্যন্ত কোন প্রকার মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

ইহাতে প্রায়ই চতুর্থ হইতে অষ্টম দিবস মধ্যে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। অভিঘাতে জন্যও এই পীড়া জন্মিয়া থাকে, ইহার ভাবী ফল অত্যন্ত অশুভজনক। আঘাত জন্য হইলে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক হয়।

চিকিৎসা।—অনেক স্থলে কোন প্রকার চিকিৎসাতেই উপশম লাভ হয় না অহিফেণ, ক্লোরোফরম, গাঁজা, বেলেডোনা, কুইনাইন, মদ্য, বরফ, প্রভৃতিতে উপকার হয়। অহিফেণের গুলি প্রস্তুত দ্বারা তাহার ধূম সেবন করিলেও ফল দর্শে ডাক্তার ফেয়ার নিম্নোক্ত ঔষধ, উক্ত প্রকার ধূমপানের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন

ক্লোরোফরম ১০ বিং, টীং ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ২০ বিং মিউসিলেজ ১ আং, দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য্য।

পৃষ্ঠবংশের উপর বেলেডোনার বাহ্য প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। বেলেডোনার এক্‌ষ্ট্র্যাক্ট অর্দ্ধ হইতে ২ গ্রেঃ মাত্রায় ■ বা ৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান কর্ত্তব্য অনেকেই ক্লোরোফরমের আঘ্রাণ দ্বারা রোগীকে অচেতন রাখিয়া চিকিৎসা করেন, কিন্তু ক্লোরোফরমের ক্রিয়া নিবৃত্তি পাইলেই আবার রোগের

লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়   কাহার কাহার মতে ৪৫ ঘণ্টা অন্তর ৪।৫ গ্রেঃ মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করা বিধেয়। ডাক্তার ট্যানার নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

সোডি সল্‌ফেটিস্ ৩০—৬০ গ্রেঃ, ইনফিউজন কোয়াসিয়া ১॥• আং, এক মাত্রার জন্য। এইরূপ তিন মাত্রা দিবসে ব্যবহার্য্য।*

পূর্ণ মাত্রায় ক্যালোমেল ও জোলাপ দেওয়া বিহিত বোধ হয়। অনেকের মতে ২৩ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ হইতে ১ গ্রেঃ মাত্রায় ক্যালেবার বিনের একষ্ট্রাক্ট সেবনে উপকার পাওয়া যায়। আফিঙ্গ ইহাতে ব্যবহার করিবে না

প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত।—দেহের কোন স্থানে স্পর্শানুভব বা স্পন্দন-শক্তির হ্রাস বা একবারে অভাবকে প্যারালিসিস্, পল্‌সি বা পক্ষাঘাত বলে। এতদুভয় শক্তির অভাবকে সম্পূর্ণ এবং একের অভাবকে অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত কহে। স্পন্দনশক্তির অভাবকে এমিনিয়া এবং স্পর্শানুভব শক্তির অভাবকে এনিস্থিসিয়া বলা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পক্ষাঘাতের ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং চিকিৎসা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদের বিষয় পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

জেনেরল প্যারালিসিস্ বা সাধারণ পক্ষাঘাত।—ইহাতে সমস্ত দেহের স্পর্শানুভব ও স্পন্দন-শক্তির অভাব হইলে রোগী প্রাণধারণে অসমর্থ হয়। হস্তপদাদি উভয়েরই পক্ষাঘাতকে সাধারণ পক্ষাঘাত বলা যায়। ইহাতে বাক্যের জড়তা, ওষ্ঠ ও জিহ্বার কম্পন, হস্তপদাদি স্পন্দনের বৈপরীত্য, অনৈচ্ছিক মলমূত্রত্যাগ, জড়বৎ অবস্থান। এই অবস্থা ২ ■ সপ্তাহ, ৩।৪ মাস অথবা ২ ৩ বৎসরও থাকিতে পারে। জেনেরল প্যারালিসিস্ অফ দি ইনসেন্ রোগের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহাতে মানসিক শক্তির কিছুই বিকৃতি হয় না।

হেমিপ্লেজিয়া —এই রোগে কেবল স্পন্দন-শক্তি বা স্পন্দন ■ স্পর্শানুভব উভয়বিধ শক্তিরই অভাব হয় কেসিয়েল স্নায়ু প্রায়ই আক্রান্ত হয় না। আক্রান্ত হস্তপদাদি তুলিয়া ধরিলে পড়িয়া যায়। মুখমণ্ডল শিথিল, জিহ্বা বহির্গত ও আক্রান্ত দিকে

বক্র থাকে বাক্যাভাব ও বাক্যের জড়ত্ব, ও কণ্ঠস্বের বিকৃতি, স্পন্দনশক্তির সহিত স্পর্শানুভব শক্তির হ্রাস, স্মৃতি চিন্তা ও অভিনিবেশশক্তির দৌর্ব্বল্য, স্বভাবের বক্রতা, নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাসের মৃদুতা হয়। অশ্রুস্রাব সত্বর ভাল না হইলে হস্তপদাদি শীর্ণ ও নরম হইয়া থাকে। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে সম্পূর্ণ পীড়া স্পন্দনশক্তির সম্পূর্ণ অভাব, যদি রোগীর বয়স বেশী হয় তাহা হইলে কুলক্ষণ বলিতে হইবে

চিকিৎসা।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জোলেপা, স্ক্যামণি বা এরণ্ড তৈল দ্বারা বিরেচন করাইবে হস্তপদাদির পেশী শিথিল ও মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে

স্পিরিটাস ইথারিস ২০ ড্রাং, স্পিরিটাস ভাইনি গ্যালিশাই ১১॥০ আং, ইনফিউজন সিঙ্কোনা ফ্লেভঃ ৭০ আং, ছয় মাত্রা, ৪ বা ৬ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করিতে দিবে।

পেশীর কঠিনতা ও মস্তকে রক্তসঞ্চিত হইলে বিরেচন, পলস্তারা এবং আইওডাইড অফ পটাশিয়ম প্রয়োগ করিবে। স্পাইন্যাল কর্ডের কঞ্জেশ্চন নিবারণ

ও ৩ ৪ গ্রেণ মাত্রায় আসিটেট অব ম্রাই দিবসে দুইবার ব্যবহার করিলেও সুফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ঔষধের উপর ৪ হইতে ৬ বিন্দু বেলেডোনার টিংচার প্রয়োগ করিবে। তাহাতে উপকার না হইলে ¼ বা ½ গ্রেণ, এক্‌ট্রাক্ট সেবন করিতে দিবে। যদি ইহাতেও উপকার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ডাঃ ব্রাউন সিকোয়ার্ড কর্তৃক প্রস্তুত বেলেডোনা ¼ গ্রেণ, আইওডাইড অফ পটাশিয়ম ৬ গ্রেণ একত্র মর্দ্দন করিয়া একটী বটী প্রস্তুত করিবে এবং দিবসে দুইবার সেবন করিতে দিবে।

অনিদ্রা প্রযুক্ত অবসাদক ঔষধ আবশ্যক হইলে অহিফেনের পরিবর্ত্তে হায়োসায়েমস্ কোনায়ম বা গাঁজা প্রয়োগ করিবে। কেহ কেহ নিম্নলিখিত ঔষধের মধ্যে কোনটী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এক্‌স্ট্রাক্ট কোনাই ৩ গ্রেং, এক্‌স্ট্রাক্ট হায়োসায়েমস্ ৩ গ্রেং, বাইক্লিউরা স্রিয়াই ৩ গ্রেং, ইহাতে দুইটী বটী প্রস্তুত করিবে, এবং শয়নের পূর্ব্বে এক একটী সেবন করিতে দিবে।

এক্‌স্ট্রাক্ট ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ½ হইতে ১ গ্রেং,

এব্যাঃ হাইড্রার্জিরম্ ৪ গ্রেঃ, ইহাতে একটী বটী প্রস্তুত করিয়া ২০ বা ১২ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে

পীড়া পুরাতন হইলে কোন প্রকার উত্তেজক লিনিমেণ্ট দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা। পশ্চাল্লিখিত লিনিমেণ্ট দেওয়া গিয়া থাকে।

স্পিরিটাস্ এমোনিয়া এরোমেটিস্ ২ আং, স্পিরিটাস্ রোজ মেরিণি ২ আং, গ্লিসরীণ ২ আং, টিং ক্যান্থারাইডিস্ ২॥০ ড্রাং, একোয়া রোজ ৭॥০ আং, মস্তক কেশশূন্য করিয়া তাহাতে লাগাইবে।

প্যারাপ্লেজিয়া।—অধঃশাখার পক্ষাঘাতকে এই আখ্যা দেওয়া যায়। ইহা হঠাৎ কিম্বা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াও মানসিকশক্তির বৈলক্ষণ্য হয় না। মজ্জার নিম্নভাগ আক্রান্ত এবং তাহাতে সম্পূর্ণরূপ পক্ষাঘাত হইলে অধঃশাখার স্পর্শানুভব ও স্পন্দনশক্তির অভাব হইয়া থাকে। মূত্রে এমোনিয়ার গন্ধ এবং মূত্রত্যাগে কষ্ট ও সহজে প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত ক্যাথিটার আবশ্যক হয়। ক্রমে পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রের পক্ষা-

ঘাত হইতে পারে। অনেক স্থলে এরূপ হয় যে, ঊর্দ্ধ-শাখা ও দেহ আক্রান্ত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস পেশীর বৈলক্ষণ্য না হইলে রোগীর মৃত্যু হয় না। অনেক স্থলে স্নায়ুর রিফ্লেক্স অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত পদতলে হাত বুলাইলে অনৈচ্ছিক স্পন্দন হইতে পারে; কিন্তু মজ্জাব কম্পনপ্রযুক্ত প্যারাপ্লেজিয়া হইলে প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া হয় না।

প্যারাপ্লেজিয়ার উপশম করিতে হইলে যদি দেখা যায় যে, মজ্জার উত্তেজনা হেতু এই পীড়া জন্মিয়াছে বা ঊর্দ্ধ গ্রীবাতে বেদনানুভব হয়, তবে গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া পৃষ্ঠবংশের উপর সেক দিবে। ঐ রূপে ঐ স্থানে বরফ বুলাইলেও ফল পাওয়া যায়। রক্তাধিক্য কম করিবার জন্য দিবসে ৩।৪ গ্রেঃ মাত্রায় আর্গট অফ রিয়াই চূর্ণ ২।৩ বার সেবন করাইবে এবং পৃষ্ঠবংশের উপর বেলেডোনায় বড় পলস্তারা প্রয়োগ করিবে। ইহাতে যদি উপকার না পাওয়া যায়, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ বিশেষ উপকারক বিবেচিত হয়।

টাশি আইওডিড ই ৩—৫ গ্রেঃ, স্পিরিটাস এমোনিয়া এরোমেটিসি ৫—৩০ বিং, টীং বেলেডোনা

৫—১৫ বিং, টীং সিঙ্কোনা কম্পঃ ২ ড্রাং একোয়া মেহ্ পিপেরেটা ১০ আং, এক মাত্রা, এইরূপ মাত্রায় দিবসে ৩ বার প্রয়োগ করিবে

অস্থিরতা বা অনিদ্রা নিবারণ জন্য হায়োসায়েমস্ কোনায়ম এবং গাঁজা, উপরে যেরূপে ব্যবহার করিবার উপদেশ দেওয়া গিয়াছে, সেই প্রকারে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কোন মতে আফিঙ্গ ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নহে।

গন্ধকের বাষ্পাভিষেক দ্বারাও বিলক্ষণ উপকারের সম্ভাবনা। কুইনাইন এবং লৌহঘটিত ঔষধেও বিশেষ ফললাভ হয়। এজন্য পশ্চালিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

কুইনি সল্ ফ্যাটিস্ ২০ গ্রেঃ, ফেরি সল্ ফেটিস্ এক্সিকেটা ২০ গ্রেঃ, এক্‌ট্রাক্ট হায়োসায়েমস্ ৩০ গ্রেঃ, একত্র মিশাইয়া বারটী বটী প্রস্তুত করিয়া, দুইটী করিয়া দিবসে সেবন করাইবে এই ঔষধের সহিত কোন প্রকার লিনিমেণ্ট আক্ষেপযুক্ত স্থানে মালিশ করিতে দিবে পুষ্টিকর পথ্য ও কিছু মদিরা সেবন করাইবে। কেহ বা $\frac{১}{২০}$ বা $\frac{১}{৩০}$ গ্রেঃ মাত্রায় ষ্ট্রীক্‌নিয়া প্রয়োগ করিয়া

থাকেন। উপদংশজনিত প্যারাপ্লেজিয়া রোগে ঔষধ ও পারদাভিষেক ব্যতীত উপকারের সম্ভাবনা নাই।

স্থানিক পক্ষাঘাত।—ফ্যাশিয়েল প্যারালিসিস্ বা মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত রোগে মুখমণ্ডলের এক দিকের কখন বা দুই দিকের পেশীর পক্ষাঘাত হয়, তৎপ্রযুক্ত পক্ষাঘাতযুক্ত পেশীর আকুঞ্চন বা প্রসারণ হইতে পারে। শৈত্যসেবা, দৌর্ব্বল্য, কিম্বা উপদন্তের উত্তেজনা বশতঃ এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—পুষ্টিকর খাদ্য, গরম জলে গাত্র-মার্জ্জনা বা স্নান, পক্ষাঘাতযুক্ত স্থান হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ, বৈদ্যুতিক প্রয়োগ এবং বাত থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পটাশি বাই কার্বনেটিস্ ২ ড্রাং, টীং চিরাতা, ডিকক্শন এলোজ কম্পঃ ৭॥০ আং, ৬ মাত্রা। প্রতি-দিন প্রাতে এক এক মাত্রা সেবন করাইবে।

ম্যালেরিয়া জ্বর জন্য পক্ষাঘাত।—টীং কুইনি কম্পঃ ২ আং, লাইকরিস্ আর্সেনিকেলিস্ ১৭০ বিং, ফেরিয়েট এমন সাইট্রাটিস্ ৩০ গ্রেঃ, একোয়া অরেন্সাই ১০ আং, ছয় মাত্রা ২৪ ঘণ্টায়

মধ্যে প্রত্যেক বার আহারের পর ৩ বার ৪ হইতে দিবে উপদংশের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে দিবসে ২ ৩ বার ৫ গ্রেঃ মাত্রায় আইওডাইড অফ পটাশিয়ম ব্যবহার করিতে দিবে

রোগী ষ্ট্রুমা ধাতুবিশিষ্ট হইলে কড্‌লিভার অয়েল ২—৪ ড্রাম, পটাশি আইওডিডাই ২ ০ গ্রেঃ, এক মাত্রা, এরূপ এক এক মাত্রা দিবসে ৩।৪ বার প্রয়োগ করিবে ইহাতে উপশম না হইলে ১/৬ গ্রেঃ মাত্রায় স্ট্রীক্‌নিয়া সেবনে উপকার লাভ হয়

আক্রান্ত স্থানে ফোমেণ্টশন, জলৌকা কিম্বা পল-স্তারা দিলে উপকার হয় পলস্তারার ফোস্কা কাটিয়া তাহাতে ১/৪ গ্রেঃ সল্‌ফেট অফ ষ্ট্রীক্‌নিয়া ৫ ৬ গুণ পরি-স্কৃত চিনির সহিত মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলে বিশেষ ফল দর্শে বহু দিনের পুরাণ পীড়ায় ইলেক্ট্রিসিটী ব্যবহার করিবে

ওয়েষ্টিং পল্‌সি বা ক্ষয়কর পক্ষাঘাত।—এই পীড়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়। যে, যে কার্য্য করে, সেই সেই কার্য্যে হস্ত পদাদির যে সঞ্চালন আবশ্যক হয়, তাহার অভ্যাস হইলেই পীড়ার প্রতি

মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ক্রমে আক্রান্ত পেশী সকল আক্রান্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। স্নায়বিক লক্ষণের মধ্যে বেদনাই প্রধান, কোন কোন স্থলে উহা বড়ই তীব্র হয় সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের বড় বৈলক্ষণ্য হয় না। অনেক স্থলে সন্ধিস্থানগুলি বেদনাযুক্ত হয় এরূপ পক্ষাঘাত প্রায়ই আরাম হয় না।

চিকিৎসা।—পুষ্টিকর পথ্য,মাংস, অপক্ব ডিম্ব, যুষ ও দুগ্ধ উপযুক্ত পথ্য এবং নীচের লিখিত ঔষধগুলি বিশেষ উপকারক

আর্জেণ্টি নাইট্রাটিস্ ১ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়োসায়েমস্ ৩ গ্রেঃ, মিশাইয়া একটী বটী প্রস্তুত করিবে এবং ১২ ঘণ্টা অন্তর খালি পেটে এক একটী খাইতে দিবে।

ফেরি ফস্‌ফেটিস ৪০ গ্রেঃ, এসিডাই ফস্‌ফরিসাই ডিল ১৷৷০ ড্রাং, সিরাপি অরেন্সাই ক্লোরিন ১ আং, মিউসিলেজিস্ ট্রাগাকান্থা ৭ আং ছয় মাত্রা দিবসে ৩ বার সেবন করাইবে।

এসিডাই ফস্‌ফরিসাই ডিল ১০ ড্রাং, টীং একোনিটাই ১ ড্রাং,টীং সিংকোনি কম্পঃ ২ আং, ইনফিউজন অরেন্সাই ৭০ আং ৬ মাত্রা। দিবসে ৩ বার সেবনীয়।

সোডি ফস্‌ফেটি ৩০—৮০ গ্রেঃ, ইনফিউজন চিরাতা ৭ ০ আং, আর্জেণ্ট নাইট্রাটিস্ ৬ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়েসায়েম ১৮ গ্রেঃ, ৬ মাত্রা, দিবসে ৩ মাত্রা খাওয়াইবে।

এসিডাই ফস্‌ফরিস ই ডিল ১।০ ড্রাং, টীং একো-নিটাই ২ ড্রাং, টীং সিংকোনি কম্পঃ ২ আং, ইনফিউজন অরেঞ্জ ই ৭||০ আং, ৬ মাত্রা ঐরূপ ৩ মাত্রা দিবসে খালি পেটে খাইতে দিবে।

পটাসি আইওডিডাই ১২ গ্রেঃ, ফেরিরেট কুইনি সাইট্রাটিস্ ৩০গ্রেঃ, টীং একোনিটাই ২৫ বিং ইনফিউ-জন চিরাতা ৫।০ আং, ছয় মাত্রা হইবে দিবসে ৩ মাত্রা খাইতে দিবে।

নিউরাইটিস্ বা স্নায়ুপ্রদাহ —এই রোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে বাতরোগীর কোন কারণ ব্যতীত স্নায়ুপ্রদাহ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রদাহযুক্ত স্নায়ু ও তাহার শাখায় তীব্র বেদনা, জ্বর, অস্থিরতা ও অনিদ্রা, ইহার প্রধান লক্ষণ

চিকিৎসা।—যদি বাতরোগের সঙ্গে ইহা উপস্থিত হয়, তবে আইওডাইড অফ পটাসিয়ম ■

কল্‌চিকম সেবনে উপকার দর্শিতে পারে। প্রদাহ-যুক্ত স্থানে বেলেডোনা এবং আফিমের পুল্‌টিশে উপকার হয়।

নিউরোমা।—স্নায়ুর সহিত সংযুক্ত টিউমারকে নিউরোমা বলা যায়। কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতীত ইহা উপস্থিত হয়। যাতনা কখন অল্প, কখন অত্যন্ত হয়; এ জন্য এই পীড়ায় স্নায়ুর কর্ত্তন হইতে পারে।

চিকিৎসা।—স্নায়ুর টিউমার কর্ত্তন ভিন্ন অন্য চিকিৎসা আর কিছু নাই।

নিউর্যাল্‌জিয়া বা স্নায়ুশূল।—সংবাহক স্নায়ুতে বেদনা হইলে তাহাকে স্নায়ুশূল বলে। ইহা প্রায়ই দেহের এক পার্শ্বে হইয়া থাকে। হঠাৎ ইহার আক্রমণ হয় এবং আক্রান্ত স্থানে তীব্রদাহবৎ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।

চিকিৎসা।—ডিকক্ট এলোজ কম্পাঃ ৪ আং, লাইকর পটাস্‌ ১½ ড্রাং, ইনফিউশন জেন্সান্‌ কম্পাঃ ৪ আং, ছয় মাত্রা, প্রতি দিন প্রাতে এক এক বার সেবন করাইবে।

টীং কুইনি কম্পাঃ ২ আং, লাইকর আর্সেনিক ৭।•

বিং, ফেরিয়েট এমনি সাইট্রাটিন্ ৩০ গ্রেঃ, একোয়া অরেন্সাই ৭০ আং, ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার আহারের পর ৩ বার সেব্য।

ফেরি রেডাক্টি ৩৬—৬০ গ্রেঃ, পেপ্সিন পোর্ণ ই ৩৬ গ্রেঃ, জিন্সি ফস্‌ফেটাস্ ১৮ গ্রেঃ গ্লিশরিন্ উপযুক্ত মাত্রা চব্বিশটী বটী প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন আহারের পর এক একটী বটী প্রয়োগ করিবে

ফেরি ফস্‌ফেটিস্ ৪০ গ্রেঃ, এশিডাই ফস্‌ফ্যাটিস্ ডাইলিউসাই ½ ড্রাং, সিরাপ অরেন্স টি ক্লোরিস ২ আং, মিউসিলেজেনিস্ ট্র্যাগাকান্থা ৭॥০ আং, ছয় মাত্রা। দিবসে ৩ মাত্রা সেবন করাইবে।

ফেরিয়েট এমন সাইট্রাস ৪০ গ্রেঃ, লাইকর ষ্ট্রিক্‌নিয়া ½ ড্রাং, ইনফিউজন কোয়াসিয়া ৭০ আং, আট মাত্রা, দিবসে ২ বার সেবনীয়

সোডি হাইপো ফস্ফেটাই ৮০—২৪০ গ্রেঃ, স্পিরিট্টাস ইথারিস ½ আং টীং সিংকোনি ক্লেন্ডঃ ১০ আং, উহার ছোট ১ চামচ, বড় ১ গ্লাস জলের সহিত এক মাত্রা, এরূপ ৩ মাত্রা দিবসে সেবন করিতে দিবে

লোক্যাল স্প্যাজম্।—ইহা পেশীসূত্রের অথবা

পেশীর আকস্মিক বা অনৈচ্ছিক আকুঞ্চন বই আর কিছুই নহে। এরূপ পেশীর আকুঞ্চনের সহিত বেদনা থাকিলে তাহাকে ক্র্যাম্প বলে

চিকিৎসা।—ব্রোমাইড অফ পটাসিয়ম্ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ কোন প্রকার লিনিমেণ্টের সহিত ক্লোরোফরম মিশাইয়া মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুষ্ঠ ও পাঁচড়াদি।

ইংরাজীতে ইহার নাম লেপসী। ইহা সংক্রামক। শরীরের নানা স্থানে ছোট ছোট বা বড় বড় লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ প্রকাশ পায় সাধারণতঃ সন্ধিস্থলেই হইয়া থাকে ঐ সকল লালবর্ণ দাগ পুরু হয়। উহা হইতে রস পড়ে, ক্ষত হইয়া পচিতে আরম্ভ করে এবং এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে ক্ষত-জন্য দারুণ যাতনানুভব হয় ক্রমে হস্ত ও পদের

অঙ্গুলি গলিত ও পতিত হয়। এই রূপ কুষ্ঠ ভাল করিবার চেষ্টা করা বৃথা

আর এক প্রকার কুষ্ঠ আছে, তাহাতে শরীরের যেখানে সেখানে বা সর্ব্বত্র শ্বেতবর্ণ চাকা চাকা দাগ হয়, সেই দাগ সর্ব্বত্র ব্যাপৃত হয় উহা সর্ব্বদাই চুলকায়, ইহাতে ক্ষত না হইলেও যাতনা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—গরম জলে সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে আল্কালাইন বাথ ব্যবস্থা করিবে,—

সোডি বাইকার্ব্বনেটিস্ ১ পাউণ্ড, একোয়া কার্ব্বোণিটস্ ৩ পাউণ্ড

তাহার পরে নীচের লিখিত ঔষধ দিবে, যথা—ডিকক্সন এলোজ কম্পঃ [illegible] আং, ইনফিউসন জেন্সান কম্পঃ [illegible] আং, লাইকর পটাস ১০ ড্রাং, ছয় মাত্রা। দিবসে [illegible] বার ব্যবহার্য্য

পেপ্সিন পোর্শাই ৩২ গ্রেঃ, এক্স্ট্রাক্ট এলোজ বার্বেডেন্সিস্ ৮ গ্রেঃ, গ্লিসরীন্ বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত, ইহাতে আটটী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন আহারের সময় এক একটী খাইতে দিবে

লাইকর আর্শেনিক ৩০ বিং, টিং ক্যান্থারাইডিস

২ ড্রাং, টিং অরেন্সাই ৪০ ড্রাং, আইওডাইড অফ পটাশিয়েম ১৮—৩০ গ্রেঃ, ইনফিউজন অরেন্সাই ৫।০ আং, ছয় মাত্রা। দুইবার আহারের অব্যবহিত পরেই ২ মাত্রা খাইতে দিবে।

হাইড্রার্জি রাই আইওডিডাই রুব্রি ■ গ্রেঃ, আই-ওডাইড অফ পটাশিয়াম ৬০—১২০ গ্রেঃ, স্পিরিটাস ভাইনি রেক্টিফিকেটাস ২ ড্রাং, সিরাপি জিঞ্জিবেরিস ৪ ড্রাং, পরিস্কৃত জল ১॥০ আং, এই সকল একত্র মিশাইয়া ৩০ বিন্দু বড় এক গ্লাস জলে দিয়া এক বারে সেবন করিবে এই রূপ সেবন দিবসে ৩ বার কর্ত্তব্য

হাইড্রার্জি রাই আওডিডাই রুব্রি ১ গ্রেঃ, পটাশি আইওডিডাই ১২০ গ্রেঃ, লাইকর আর্শেনিক ১॥০ ড্রাং, টীং ল্যাভেণ্ডিউলি কম্পঃ, ১॥০ আং, স্পিরিট ক্লোর-ফরম ৪ ড্রাং, জল ১১॥০ আং মাত্রা—বড় এক চামচ, আহারের পরে প্রতিবারে এক এক মাত্রা সেবনীয়।

স্কেবিস বা পাঁচড়া।—হাতের অঙ্গুলির গলিতে, সন্ধিস্থলে, ক্রমে মুখমণ্ডল ভিন্ন সর্ব্ব শরীরে স্ফোটকের

ন্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার দুই তিন দিন পূর্ব্বে গাত্র-চুলকানি আরম্ভ হয়।

চিকিৎসা।—গরম জলে সাবান গুলিয়া পাঁচড়াগুলি পরিষ্কার করিবে। তাহার পর সলফার অয়েণ্টমেণ্ট বা তাহার সহিত কার্ব্বনেট অফ পটাশ ১ ড্রাং, মিশাইয়া লাগাইয়া দিবে।

ক্রিয়াসোট অয়েণ্টমেণ্ট।—মোমের মলম ১ আং, ক্রিয়াসোট ১ ড্রাং, মিশাইয়া বাহ্য প্রয়োগ করিবে মোমের মলম—শ্বেত মোম ২ আং, বেন্‌জোয়েটেড লার্ড ২ আং, বাদামের তৈল ৩ আং, একত্র দ্রব করিয়া লইবে। ইহার অপর নাম সিম্পেল অয়েণ্টমেণ্ট।

পীড়া কঠিন হইলে গন্ধকাভিষেক ও কিয়ৎ পরিমাণ গন্ধক ভক্ষণে উপকার দর্শে।

এলোপেশিয়া বা টাক।—এক প্রকার কীট জন্য এই পীড়া হইয়া থাকে। ইহাতে কেশ শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়া যায়। ক্রমশঃ ঐ স্থান পরিষ্কৃত উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক ত্বকের ন্যায় হয়।

চিকিৎসা।—লাইকর এমোনিয়া ১ ... পাইএ তৈল ২ ড্রাং, স্পিরিটাস্ রে...

ড্রাং গোলাপ জল ॥ আং, একত্র করিয়া মর্দ্দন।

স্পিরিট এরোমেটিক এমোনিয়া ½ ড্রাং, স্পিরিট রোজমেরি ½ আং, গ্লিশরীণ ½ আং, টীং ক্যান্থারাইডস ২৷৷০—৫।০ ড্রাম, গোলাপ জল ৭।০ আং, একত্র, মিশাইয়া টাকে মর্দ্দন।

টীং ক্যান্থার ইডিস্ ২ আং, ইউডিকলন ২ আং, একত্র মিশাইয়া মর্দ্দন।

টিনিয়া সার্সিনেটা বা দাদ্।—ত্বকের উপরি ভাগে চক্রাকারে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার অপর নাম রিং-ওয়ারম। সময়ে সময়ে ইহা বড় চুল কাইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—গন্ধকের মলম (পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) ১ ড্রাং, ক্রিয়াসোট ১ ড্রাং, ক্যালোমেল ॥ ড্রাং, একত্র মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে।

গন্ধক চূর্ণ ৪ ড্রাং, গেলাজা ½ ড্রাং, হাইড্রো-ক্লোরেট অফ এমোনিয়া ½ ড্রাং তার্পিন তৈল ১ ড্রাং বসা ২ আং, উত্তমরূপে মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে।

শ্বেতকুষ্ঠ চিকিৎসা।—লোহের সহিত আর্সেনিক বাই ক্লোরাইড অফ মার্কুরীর লোশন,

এসিটম লিটিয় লোশন, টীং আইওডাইন, গন্ধকের মলম ও চাউলমগরীর তৈলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ড্রপ্‌সি বা শোথ।

সুস্থ দেহ হইতে এক প্রকার জলীয় পদার্থ নিরন্তর গলিত ■ শোষিত হয় বলিয়া উহা দেহে সঞ্চিত হইতে পায় না। কোন কারণে উহা দেহ মধ্যে সঞ্চিত হইলেই শোথ রোগ জন্মে উহাতে গণ্ডস্থল, উদর ও হস্তপদাদি স্ফীত হইয়া উঠে, তাহার সহিত মৃদু জ্বর ইত্যাদি বহুবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—কোষ্ঠ পরিষ্কার আবশ্যক, এজন্য ক্যালোমেলনস ৫ গ্রেঃ, জালজাবিস জ্যালাপ ১৫ গ্রেঃ, একত্র মিশাইয়া নিম্নলিখিত ঔষধের তিন ঘণ্টা পরে সেবন করা বিধি।

সলফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ১২০ গ্রেঃ,ম্যানা ৬০ গ্রেঃ,

টীং জালাপ ১০ ড্রাং, একোয়া কাম্ফর ১॥০ আং। উহা এক মাত্রায় [illegible] খাওয়াইবে।

প্রস্রাব গরম জন্য নিম্নের ঔষধ ব্যবস্থা করিবে টীং সিলি ১॥০ ড্রাং, টিং ক্যাম্ফর কম ওপিয়াই [illegible] ড্রাং, লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস [illegible] ড্রাং, ডিককশন স্কোপারিয়াই ৮ আং, ছয় মাত্রা দিবসে ৩ বার খাইতে দিবে।

ঘর্ম্ম নিঃসরণার্থে গরম জলে পা ডুবাইবে ও নীচের লিখিত ঔষধ খাওয়াইবে।

ভাইনি এণ্টিমোনিয়েল ½—১॥০ আং, লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস ৪ ড্রাং, একষ্ট্রাক্ট ওপিয়ম লিকুইড ৩০ বিং, একোয়া ক্যাম্ফর ৬ আং। ছয় মাত্রা, দিবসে ৩ মাত্রা খাইতে দিবে।

বমন করান আবশ্যক হইলে, পলভারিস্ সিনাপিস ½ আং, একোয়া ২॥০ আং, একত্র সেবন করাইবে।

জিঙ্কি সলফেটিস ২০—৪০ গ্রেং, জল ২॥০ আং, একত্র করিয়া খাওয়াইবে

পরিবর্ত্তক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে হাইড্রার্জ্জাই কবোসিভ সব্লিমেট ১ গ্রেঃ, একষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই ৩—৬ গ্রেং গোয়াসি রেজিনা ১০০ গ্রেং গ্লিসরীন

বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত, একত্র করিয়া ২৪ টী বটী প্রস্তুত করিবে দিনে তিন বারে ৩ টী সেবন করাইবে।

বলাধান জন্য —এশিডাই নাইট্রোসি ডিল ১০ ড্রাং, স্পিরিট ক্লোরোফর্মি ১০ আং, টীং সেনা ■ আং, ইনফিউজন জেন্সোন কম্পঃ ৭০ আং, ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার ব্যবহার করাইবেক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

স্মল পক্‌স, মিস্‌লস ও ডিপথিরিয়া।

স্মল পক্‌স।—ইহা প্রবল সংক্রামক এক প্রকার বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া এই পীড়া জন্মায়। এই বিষ দেহ প্রবিষ্ট হইবার ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত রোগীর শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য জন্মে না। তাহার পর, ঘোরতর জ্বরের সহিত শিরো-বেদনা, বমন, পিপাসা, পৃষ্ঠবেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইবার ৮° ঘণ্টা পরে বসন্তের গুটী বাহির হয়।

প্রথমতঃ মুখে, স্কন্ধে, হস্তের মণিবন্ধে, পরে পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, বক্ষে ও অন্যান্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। গুটী বাহির হইলেই জ্বর কমিয়া যায়। নবম দিবসে গুটীর মধ্যে পূয সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। রোগীর মুখমণ্ডল, চক্ষুর পাতা স্ফীত হয়, লালা নিঃসরণ, এবং অঙ্গুলী গাত্রে বেদনা হয় যে, নাড়ী পরীক্ষা করিবার সময়েও কষ্ট বোধ হয়। এই সমস্ত লক্ষণ মঙ্গলজনক। তদ্বিপরীত হইলে মৃত্যু নিশ্চিত। আরোগ্য হইলেও দাগ মিলায় না।

চিকিৎসা—পরিষ্কৃত বায়ুসঞ্চালিত গৃহে রোগীকে স্থিরভাবে রাখিবে। পথ্য—এরারুট, দুগ্ধের সহিত চা, পক্ক ফল, লেমনেড, বার্লি-ওয়াটার, সোডা-ওয়াটার বরফ ইত্যাদি।

গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া গাত্র ধৌত করা এবং দিবসের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার বস্ত্র ও শয্যা পরিবর্ত্তন করাইবে।

টীং আইওডাইন ৫।০ ড্রাম, পরিষ্কৃত জল ৮ আং, একত্র মিশাইয়া উত্তম রূপ ধৌত করিবে।

সলফেট অফ ম্যাগ্নেশিয়া ১২০ গ্রেঃ, ম্যাগ্না ১৬০

গ্রেঃ, টীং সেনা ১।০ ড্রাং, ইনফিউজন সেনা ১॥০ আং, যদি ব্রঙ্কাই মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয়ের আশঙ্কা থাকে বা শ্বাসা-বরোধবৎ উপসর্গ থাকে, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে।

লাইকরিস মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরেটিস্ ৩০ বিং, সিরপি লেমনিস ২ ড্রাং একোয়া ক্যাম্ফর ২ আং, রাত্রিতে শয়ন কালে খাওয়াইবে।

মিক্ষ্চুরা স্পিরিটাস ভাইনি গ্যালিস ই ২ আং, এক্-ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই লিকুইডাম ৫—১০ বিং, স্পিরিটাস ক্লোরোফরমি ১১ বিং, একমাত্রা, প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়

ক্ষত গভীর ও যন্ত্রণাদায়ক হইলে—এসিডাই ফস্-ফরিসাই ডিল ১॥০ ড্রাং, টীং একোনিটাই ২ ড্রাং, টীং সিঙ্কোনা কম্পাঃ ২ আং, ইনফিউজন অরেন্সাই ৭।০ আং। ছয় মাত্রা, প্রতি দিন ৩ মাত্রা সেবন করা-ইবে।

দাগ মিলাইবার জন্য অলিভ অয়েল, গ্লিসরীণ, গোলাপ জল মিশ্রিত লাইম লিনিমেণ্ট, নাইট্রেট অফ সিল্ভার, গোলাপ জলের সহিত ব্যবহার্য্য

চিকেন পক্স বা পানীয় বসন্ত।—ইহা এক

প্রকার গোটিব অল্প পীড়া, অল্পকাল স্থায়ী। জ্বরের সহিত বক্ষে, পৃষ্ঠে, মুখে ও হস্তপদাদিতে দেখা যায়। ইহারও কারণ শরীরে এক প্রকার বিষ প্রবেশ। এই বিষও গুপ্তভাবে ২১ সপ্তাহ থাকিবার পর শিরোবেদনা, সামান্য জ্বর, কাশি ইত্যাদির সহিত বসন্ত প্রকাশ পায়। ইহা উপরোক্ত বসন্তের মত সাংঘাতিক নহে। জ্বরের অল্পতা দ্বারাই ইহাকে অন্যবিধ বসন্ত হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

চিকিৎসা।—পথ্য বলকারক দ্রব্য বিধেয় নহে। লঘু আহার ব্যবহার করিবে। গুটীর মুখ ছিন্ন হইতে দিবে না। উপশম কালে অল্পমাত্রায় কুইনাইন দিবে।

মিথল্‌স বা হাম।—হাম হইবার পূর্ব্বে বা পরে প্রায়ই হুপিংকফ হইয়া থাকে। এই রোগও সংক্রামক রূপে উপস্থিত হয়। ইহার লক্ষণ—জ্বর, দৌর্ব্বল্য, ত্বকের শুষ্কতা, জিহ্বায় লেপযুক্ততা, রাত্রিতে প্রলাপ, প্রবল পিপাসা, পীড়া কঠিন হইলে বমন বা বমনেচ্ছা, চক্ষুর জলপূর্ণতা, আলোক দর্শনে অনিচ্ছা, চক্ষুর পাতায় স্ফীতি ও তাহার বেদনা,

কখন কখন হাঁচি, নাসা হইতে সর্দ্দি ও রক্তস্রাব, গলা মধ্যে ক্ষত, কপালে ভারবোধ, বক্ষ বেদনা, ঘন ঘন শ্বাস পতন, নাড়ী নিস্তেজ ও দ্রুতগামী, প্রস্রাবের অল্পতা ইত্যাদি। ইহার সহিত নিমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস্ থাকিলে প্রায়ই সাংঘাতিক হয়।

চিকিৎসা।—রোগীকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন গৃহে রাখিবে, আলোক বা শৈত্যসেবা নিষিদ্ধ, ত্বকের উত্তাপ নিবারণার্থ গরম জলে গাত্র মুছাইয়া দিবে। যাহাতে সুনিদ্রা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—দুগ্ধ, এরোরুট, সাগু, জেলিরূপ খাইতে দিবে। দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য ব্রাণ্ডির সহিত ডিম্বের শ্বেতাংশ ও বিফ্‌টী ব্যবস্থা করিবে। পিপাসা নিবারণ জন্য লেমনেড ও অল্প পরিমাণে শীতল জল দিবে। কণ্ঠনালীর প্রদাহ থাকিলে গরম জলে গামছা ভিজাইয়া তাহার তাপ দিতে হইবে। শ্বাসকষ্ট থাকিলে গরম জলে সর্ষপ চূর্ণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা স্নান করাইবে। পীড়া শান্তির পর কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কড্‌লিভার অয়েল দ্বারাও বলাধান করা যাইতে পারে।

ডিপ্থিরিয়া।—এই রোগ বড়ই সংক্রামক। এক প্রকার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। ইহাতে গ্রীবার কাঠিন্য, গলার ভিতর বেদনা, গলাধঃকরণে কষ্ট, দৌর্ব্বল্য, শারীরিক ও মানসিক শ্রমে অনিচ্ছা, বমনোদ্বেগ, উদরাময়, চিত্ত-চাঞ্চল্য, মুখাভ্যন্তরের পশ্চাৎ দিকে ফ্যারিংস্ ও টন্সিলের সমস্ত বা কোন কোন স্থান স্ফীত ও রক্তবর্ণ দেখা যায়। পীড়া আক্রমণ করিবার ১২ হইতে ৪৮ ঘণ্টা পরে উহা পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল ও হরিদ্রাভ হয়। ক্রমে স্বরভঙ্গ, স্বরবোধ ও কর্কশ হইয়া থাকে। শ্বাসকষ্ট, মুখ ও চক্ষুর আরক্ততা, হঠাৎ ইহাতে মৃত্যু উপস্থিত হয়। শেষাবস্থায় মুখ হইতে পূযস্রাব হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—রক্তমোক্ষণ, ফোমেণ্টেশন্ ও পুলটীশ দ্বারা কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। পীড়া প্রকাশ পাইবার পরেই নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিতে হইবে।

গরম জল অর্দ্ধ সের, ভিনিগার অর্দ্ধ ছটাক মিশাইয়া আঘ্রাণ লইবে। কৃত্রিম ঝিল্লী প্রস্তুত হইলে

উপরে টীং ফেরিপারক্লোরাইড বা ভার্পিণ তৈল মাখাইবে

টীং ফেরি পারক্লোরাইড ১ ড্রাং, গরম জল ৮ আং, একত্র মিশাইয়া অথবা লাইকর পটাশ পারম্যাঙ্গেটিস্ ২ ড্রাং, জল ৮ আং দ্বারা কুলি করিতে দিবে।

বোরাসিস্ ১৬০ গ্রেঃ, গ্লিসরীণ ½ আং, একত্র মিশাইয়া উষ্ট্রকেশ-নির্ম্মিত তুলিকা দ্বারা দন্তমাড়ি ও জিহ্বায় লাগাইবে।

লাইকরিস্ সোডি ক্লোরেটি ৫॥০ ড্রাং, জল ৭॥০ আং একত্র মিশাইয়া কুল্লি করিতে দিবে

পল্‌ভ ইপিক্যাক ২০ গ্রেঃ, কার্বনেট অফ এমোনিয়া ২০ গ্রেঃ, টীং ল্যাভেণ্ডিউলি কম্পঃ ½ ড্রাং, জল ১॥০ আং, একবারে খাওয়াইবে।

নিস্তেজক ও রক্তস্রাব থাকিলে, কুইনাইন সল্‌ফেটিস্ ৯ গ্রেঃ, এসিডাই হাইড্রোক্লোরিসাই ডিল ½ ড্রাং টীং আর্নিকা ৩০ বিং, টীং ফেরিপারক্লোরাইড ১ ০ ড্রাং, ইনফিউজন ক্যাস্কিওফিলাই ৭॥০ আং, ছয় মাত্রা হইবে দিবসে ৩ মাত্রা খাইতে দিবে

টীং ফেরিপারক্লোরাইড ১ ০—৪ ড্রাং, গ্লিসরীণ

ড্রাং, জল ৭৷৷০ আং, সাত মাত্রা ; দিবসে ৪ বারে ৪ মাত্রা সেবন

রক্তের ফাইব্রিন্ সংযুক্ত হইবার সম্ভাবনায় কর্ব্বো-নেট অফ এমোনিয়া ৩০ গ্রেঃ, একষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই লি-কুইড ৩০ বিং, স্পিরিট ইথার ২০ ড্রাং, ডিকক্সন্ সিংকোনা ফ্লেভঃ ৭৷৷০ আং, মিশাইয়া ৬ মাত্রা হইবে। দিবসে ৩৷৪ মাত্রা খাওয়াইবে।

ঔষধের সহিত পুষ্টিকর অথচ সহজপাচ্য খাদ্য দিবে, অর্থাৎ পোর্ট, শ্যাম্পেন ও ব্রাণ্ডি প্রভৃতি মদিরা ও ডিম্ব ইত্যাদি।

রোগীকে গরম ঘরে ও গরম কাপড়ে অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিবে। পীড়া নিবৃত্তি পাইলে দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থ কড্‌লিভার অয়েল ও কুইনাইন সেবনীয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীরোগ।

স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে, তাহাদের মধ্যে প্রুরাইটাস্, বাল্যকালীন শ্বেতপ্রদর, মুত্রাশয়ে পাথরী, একিউট ভ্যাজাইনাইটিস্, লিউকোরিয়া, এমেনোরিয়া, ডিস্মেনোরিয়া, নিউর্যালজিক, মিনরেজিয়া এই কয় প্রকারই প্রধান

প্রুরাইটিস্—ইহা এক প্রকার চুলকানি। ইহাতে আক্রান্ত স্থান চুল্কাইতে থাকে, সূচীবেধনবৎ বেদনা ও গরমবোধ হয়, নিদ্রাভাব, ক্ষুধামান্দ্য, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা—অর্দ্ধ মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহারে উপকার দর্শে নিয়োক্ত ঔষধগুলিতে উৎকৃষ্ট ফলদর্শে।

কুইনি সলফ ২ গ্রেঃ, একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ⅙ গ্রেঃ,

এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই ½ গ্রেঃ,এক্‌ষ্ট্র্ ক্ট হায়োসায়েমুস ২ গ্রেঃ, এই সকলে একটী বর্তী প্রস্তুত করিবে

নিম্নোক্ত লোশনে যোনি ধৌত করাইবে,—এসিড হাইড্রোশিয়েনিক ডিল ৩ ড্রাং, প্রধাই এশিডল ১ ড্রাং, স্পিরিটস রেক্টি ফিকেটাস ১ আং, একোয়া ৮ আং।

শৈশবে শ্বেতপ্রদর।—শৈশবাবস্থাতে যোনি কপাটের শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এই পীড়া জন্মে। ইহাতে চুলকানি, অসুখবোধ, যোনি মধ্যে বেদনা, তাহাতে দুর্গন্ধময় ক্লেদস্রাব, যোনি মধ্যে ক্ষত, ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, নিদ্রাভাব এবং গ্রীবাস্থি স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত হয়

চিকিৎসা।—ফট্‌কিরির লোশনে ধৌত করাইবে। মৃদু বিরেচক ঔষধ দিবে স্থানিক বেদনা নিবারণ জন্য সংকোচক ঔষধের লোশন ব্যবহার করিবে পোস্ত ঢেঁড়ি সিদ্ধ করিয়া সেই জলে ফোমেণ্টেশন দিবে কুইনাইন, কড্‌লিভার অয়েল ■ লৌহ ব্যবস্থা। পথ্য—দুগ্ধ সমুদ্রতীরে বাস, সামুদ্রজলে স্নান উপকারক

মূত্রাশয়ে পাথরী।—মূত্রমার্গ, পৃষ্ঠদেশ উরুর উপবিভাগে বেদনা, চলিবার বা রতিক্রিয়ার সময় উক্ত যাতনার আধিক্য, কখন কখন মূত্রত্যাগে অতিশয় যাতনা প্রস্রাবের সহিত প্রায়ই মিউকাস দেখাযায়

চিকিৎসা।—অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা পাথরী দূরীকরণ ভিন্ন অন্য চিকিৎসা প্রশস্ত নহে।

একিউট ভ্যাজাইনাটিস্ বা প্রদর।—ইহাতে যোনি কণ্ডূয়ন, মূত্রাশয়ের উত্তেজন, যোনি মধ্যে বেদনা, উত্তাপ এবং তজ্জন্য অসুখবোধ, প্রথমতঃ যোনিস্থ মিউকস সিক্তিগনের অসতা, কখন যোনির মধ্যে রক্তযুক্ত চিহ্ন, কিছু দিন পরে পূয সংযুক্ত মিউকস স্রাব এবং ক্লেদের যতই বৃদ্ধি হয়, বেদনা ততই যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ কটি পর্য্যন্ত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে তাহার পর গরমজলে যোনি মধ্যে ইঞ্জেকয়ন ব্যবহার করিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য ক্যাষ্টর অয়েল দিবে সুস্থিরভাবে রোগীকে শয়ন করাইয়া রাখিবে

চিকিৎসা।—পথ্য খেত মৎস্য, অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব,

বা দুগ্ধাদি লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে এবং নিম্নোক্ত ঔষধ যোনি মধ্যে প্রয়োগ করিবে।

প্লাম্বি আইওডিডাই ৮০ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ২৫ হইতে ৪০ গ্রেঃ, বিউটিরাই ক্যাকোয়া ১ আঃ, গুলিভ অয়েল ১।০ ড্রাঃ, মন্দ উত্তাপে দ্রব করিবে। তাহার পর কাগজ জড়াইয়া ৮ ইঞ্চ লম্বা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলের ন্যায় মোটা পলিতা (পেসারী) প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ঔষধ পূরিয়া যোনি মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিবে

পুযোৎপত্তির লক্ষণ থাকিলে কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া ৩০ গ্রেঃ, টীং একোনিটাই ৪০ বিং, টীং সিঙ্কোনা কম্পাঃ ৫।০ ড্রাঃ, একোয়াসেন্ট পিপারেটা ৭ আঃ, ছয় মাত্রা দিবসে ৩ বারে তিন মাত্রা খাওয়াইবে।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই ১—৩ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়োসায়েমস ▪ গ্রেঃ ইহাতে একটি বটী প্রস্তুত করিয়া শয়ন কালে খাইতে দিবে।

লিউ কোরিয়া বা শ্বেতপ্রদর।—এই রোগে যোনিদ্বার দিয়া অধিক পরিমাণে ক্লেদস্রাব, পৃষ্ঠে বেদনা, ক্ষুধামান্দ্য এবং কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—শীতল এবং লবণাক্ত জলে কটি মগ্ন রাখিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত দ্রব্য সকলে পিচ্‌কারী দিবে। কাচের পিচ্‌কারী কোন মতে ব্যবহার করিবে না, সাইফন পিচ্‌কারী এ কার্য্যে ব্যবহার্য্য, পিচ্‌কারী দিবার সময় আধ্‌সেরের অধিক জল প্রয়োগ করা বিধেয় নহে, এবং অতি ধীরে ধীরে উহা ব্যবহার করিবে

সল্‌ফেট অফ জিঙ্ক ১ আং, এক্সিউমিনিস্ এক্সিসকেট ৫ আং একত্রে মিশাইয়া ছোট এক চামচ্ ঔষধ ১ পাইণ্ট ঈষদুষ্ণ জলে দিয়া ব্যবহার করিবে। পিচ্‌কারীতে উপকার না দর্শিলে নিম্নোক্ত পেসারী দিবে

অক্সাইড অফ জিঙ্ক ৬০ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ৪০ গ্রেঃ, বিউটিরাই ক্যাকোয়া ১ আং, ওলিভ-অয়েল ১০ ড্রাং, এই সকল দ্রব্যে আটটি পেসারী প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে এক একটি ব্যবহার করিতে দিবে।

সেবন জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কুইনাইন সল্‌ফেটিস ১২ গ্রেঃ, ফেরিরেডাক্টাই ৩০ গ্রেঃ,

এক্‌ষ্ট্রাক্ট একোনিটাই ১২ গ্রেঃ, গ্লিসরীণ বটী প্রস্তুত উপযুক্ত, এই সকল দ্রব্যে ১২ টী বটী করিয়া মাধ্যাহ্নিক এবং রাত্রিকালীন ভোজনের এক এক ঘণ্টা পরে দিবে

পৃষ্ঠবেদনা থাকিলে বেলেডোনার পলস্তারা দিবে। পথ্য—পোর্ট, বিয়ার, জল মিশ্রিত ব্রাণ্ডি, লঘু ও বলকারক খাদ্য, বায়ু পরিবর্ত্তন এবং সমুদ্র তীরে বাস করা ব্যবস্থা।

এমেনোরিয়া বা রজসাভাব।—ইহা তিন প্রকার। ১। একবারে রক্তস্রাবের অভাব, ২। রজঃ নিঃসরণ হয়, কিন্তু বাহির হইতে পায় না ৩ স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তস্রাব হইয়া একবারে তাহার রোধ বা অভাব হয়। মানসিক উদ্বেগ, স্নায়বিক আঘাত জ্বর, অন্য কোন প্রবল পীড়া, আর্দ্রতা, ইহার কারণ। কখন কখন কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতীতও রোগ হইতে দেখা যায়। দীর্ঘকাল স্বামি-সহবাস না থাকিলে তাহার পর উহা ঘটিলেও ২৩ মাস রজঃ বন্ধ থাকিতে পারে

চিকিৎসা।—যকৃৎ যন্ত্রে রক্তাধিক্য থাকিলে

এসিডাই নাট্রিসাই ডিল ১॥০ ড্রাং, স্পিরিটাস ইথারিস নাইট্রোসি ১॥০ ড্রাং, সাক্কি ট্যারাক্সি সাই ১০ আং, ইনফিউজন জেন্সিয়ান্ কম্পঃ ৭॥০ আং ছয় মাত্রা, দিবসে ২ ৩ বারে ২ ৩ মাত্রা দিবে

যকৃতের ক্রিয়া বিকার থাকিলে পডোফিল ইরেজিনা ৬ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়োসায়েমস্ ২৪ গ্রেঃ, পাইলিউলি এলোজ এট্ মর্‌হঃ ৩০ গ্রেঃ, মিশাইয়া বারটী বটী করিবে এবং রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে একটী বটী সেবন করাইবে এরূপ ৩।৪ দিন সেবন করাইতে হইবে

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ফেরি সল্‌ফ ২ গ্রেঃ, পিল্ এলো এট্ মরঃ ৩ গ্রেঃ, একটি বটী হইবে এইরূপ ৩ বটী ব্যবহার করিবে।

ডিস্‌মেনোরিয়া।—ঋতুকালে কষ্টজনক রজঃস্রাবকে ডিসমেনোরিয়া বলে। ইহা তিন প্রকার,—১। স্নায়ুশূল সম্বন্ধীয় ২ রক্তাধিক্য বা প্রাদাহিক,—৩। যান্ত্রিক

১। স্নায়ুশূল সম্বন্ধীয় বা নিউরেলজিক। দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগেরই ইহা অধিক হয়, কিম্বা

গর্ভবতী না হইলে ১০।১৫ বৎসর বিনা ক্লেশে রক্তস্রাব হইবার পরে এই পীড়া জন্মিতে পারে। ইহাতে মাসিক রক্তস্রাবের ২।১ দিন পূর্ব্বে যাতনা আরম্ভ হয়, তাহার সহিত আলস্য, শিরঃপীড়া, উদরের নিম্নদেশে বেদনা, উদর-প্রাচীর বেদনাযুক্ত, বস্তিদেশ ভারযুক্ত ও টান বোধ, বেদনার সামান্য হ্রাস হইলেও আবার বৃদ্ধি। কুচিৎ হিষ্টিরিয়া, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, উদরাধ্মান, ও মানসিক নিস্তেজকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

২। রক্তাধিক্য প্রদাহজন্য ডিস্মেনোরিয়া।—ইহাতে ঋতুকালীন স্রাবের ৪।৫দিন পূর্ব্বে পৃষ্ঠে বেদনা, আলস্য, অস্থিরতা, বস্তিদেশ ভারবোধ হয়; তাহার পর রক্তস্রাব হয়। দুই তিন দিবস অল্প রক্তস্রাব হওয়া প্রযুক্ত তত কষ্ট হয় না। তাহার পর, অধিক পরিমাণ হইলে তত কষ্ট থাকে না মধ্যে রক্তের ডেলার মত ও জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লী খণ্ডাকারে বাহির হইতে থাকে। জরায়ুর গ্রীবাদেশ বেদনা যুক্ত থাকে, অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইলে তাহার অনুভব হয়। শ্বেত প্রদরের ন্যায় ক্লেদই প্রায় ইহাতে নির্গত হয়।

৩। যান্ত্রিক ডিস্মেনোরিয়া।—ইহাতে জরায়ুর বাহ্য ও আভ্যন্তরিক মুখের সঙ্কোচ ও গ্রীবা দেশের প্রাশস্ত্য জন্য যে পীড়া, তাহাই অধিক কষ্টজনক। বন্ধ্যাত্বের ইহাই প্রধান কারণ। জরায়ুর মুখ দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্তস্রাব না হইয়া অত্যন্ত যাতনার সহিত জলপ্রপাতের ন্যায় অধিক রক্তস্রাব হইয়া উহা বন্ধ হয়। তাহার সহিত পৃষ্ঠবেদনা, মূত্রাশয়ে উত্তেজনা, অণ্ডাধারের উপর বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ ইহাতে দৃষ্টি-গোচর হয়

চিকিৎসা।—বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, টীং ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ১০ ড্রাং, টীং একোনিটাই ২ ড্রাং, টীং সিঙ্কোনা কম্পঃ ২ আং, ইনফিউজন অরেন্সাই ৭॥০ আং ছয় মাত্রা, দিবসে তিন মাত্রা সেবন করাইবে

প্রদাহজনিত এই রোগে উপরোক্ত ঔষধে উপকার না জন্মিলে জরায়ুর মুখে ২।৩ টা জোঁক বসাইয়া দিলে নিশ্চয়ই উপকার দর্শে লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে নৃত্য, পথভ্রমণ, অশ্বারোহণাদি পরিত্যাগ করাইবে।

নিম্নোক্ত পেসারী প্রতি রাত্রিতে এক একটী ব্যবহার করিতে দিবে। প্রথাই আইওডিডাই ৮০ গ্রেঃ, এক্স্ট্রাক্ট বেলেডোনা ৩০ গ্রে, অলিভ অয়েল এবং কোক উপযুক্ত মাত্রা।

মেনোরেজিয়া বা রজসাধিক্য।—দৌর্ব্বল্য, আলস্য, উদ্যমরাহিত্য, শ্রান্তিবোধ, কটি ও উরুদেশে বেদনা, মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা, শিরঃপীড়া, কর্ণে শব্দবোধ, কখন কখন মূর্চ্ছা ইত্যাদি এই রোগে ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এসিডাই গ্যালিশাই ১৫—২৫ গ্রেঃ, এসিডাই সল্‌ফিউরিসাই এরোঃ ১৫—২০ মিঃ, টীং সিনেমন্ ১॥০ ড্রাং, পরিস্কৃত জল ১০ আং. এক মাত্রা, প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত খাইতে দিবে।

বাহ্য প্রয়োগ জন্য যোনিমধ্যে বরফ খণ্ড, ট্যানিকের প্রেশিজের পিচ্‌কারী, ও বৈদ্যুতিক প্রযোগ আবশ্যক।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিশুরোগ।

শিশুদিগের হুপিংকফ ও কন্‌ভল্‌শন নামক পীড়াই বিশেষ সাংঘাতিক; এজন্য এই দুইটী রোগের প্রতীকার মাত্র লিখিত হইল।

হুপিংকফ।—প্রথমতঃ, সামান্য জ্বরের সহিত কাশ, নাসাস্রাব, ব্রঙ্কাই হইতে জল বা ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গম, আলস্য, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য দীর্ঘকালস্থায়ী শব্দ ও আক্ষেপযুক্ত কাশি, শ্বাসগ্রহণে কুক্কুটধ্বনিবৎ শব্দ, কাশিতে কাশিতে অক্ষিগোলক বাহির হওয়া, নাসা হইতে রক্তস্রাব, অনৈচ্ছিক মলমূত্রাদি ত্যাগ, কাশির নিবৃত্তি হইলে অধিক পরিমাণে নির্য্যাসবৎ শ্লেষ্মা মুখ দিয়া বাহির হয়।

চিকিৎসা।—সাধারণাবস্থায় গরম কাপড়, ফ্লানেল বা পশম চর্ম্মদ্বারা গাত্র আবৃত করা, লঘু পুষ্টিকর, তরল, হড়্‌হড়ে খাদ্য দেওয়া, ঘরের কপাট বন্ধ

করিয়া রাখা এবং বেলেডোনার সহিত সোপ্লিনিমেণ্ট দ্বারা মেরুদণ্ড মর্দন করা আবশ্যক।

পীড়া কঠিন হইলে বমনকারক ঔষধ দিবে; তাহার পর নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে

এসিডাই নাইট্রিশাই ডিল ১১।০ ড্রাং, টীং কার্ডেমম কম্পঃ ২।০ ডাং, সিরপ ৩০ আং, জল ৫ আং, প্রতি এক ঘণ্টায় ছোট এক চামচ পরিমাণে দিবে; অথবা—সল্ফেট অফ জিঙ্ক ৮ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ২ গ্রেঃ, জল ৮ আং ■ ঘণ্টা অন্তর ৪ ড্রাম পরিমাণে, কিম্বা—নাইট্রিক এসিড ডিল ১২ ড্রাং, টীং কার্ডেমম কম্পঃ ৩ ড্রাং সিরপ সিমেপায়া ৪ আং, জল ১ আং, ■ হইতে ৩ ড্রাং পরিমাণে ২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

কন্ভল্সন্ বা তড়্কা।—অজীর্ণতা ও উদরাধ্মানই ইহার কারণ, কৃমিজন্যও এই রোগ জন্মিতে পারে। ইহাতে রোগী খেঁচতে থাকে, স্বপ্ন দেখে, ও জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—পীড়ার স্বভাব ■ কারণানুসারে চিকিৎসা করিবে। গাত্রবস্ত্র আল্গা করিয়া দিবে।

চক্ষে [illegible] মস্তকে শীতল জল দিবে। আক্রমণ স্থায়ী হইলে গাত্রে উষ্ণ বা মস্তকে শীতল জল দিতে হইবে। আহারের পর রোগাক্রমণ করিলে জিহ্বায় এক বিন্দু ক্রোটন অয়েল দিবে। দন্তোদ্গমনের সময়ে পীড়া হইলে দন্তমাড়ি বিদীর্ণ করা আবশ্যক হয়। মিজাভাব জন্য হইলে ৩ মাসের শিশুকে ¼ গ্রেঃ, এক বৎসরের শিশুকে অর্দ্ধ গ্রেঃ মাত্রায় ডোবার্স পাউডার দিলে উপকার দর্শে। আক্ষেপ নিবারণ জন্য ১ আং দুগ্ধের সহিত ২০ ৩০ বিং টীং এশাফোটিডা পিচ্‌কারী দিবে।

কৃমিজন্য পীড়া হইলে সেণ্টোনাইন দিবে। অন্যান্য কারণে হইলে—ক্যাম্ফর ৫ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলে-ডোনা ⅙ গ্রেঃ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট কনিয়াই [illegible] গ্রেঃ, স্পিরিটাস রেক্টিফিকেটাই ৪ টী বটী প্রস্তুতের মত। চারিটী বটী প্রস্তুত করিয়া রাত্রিতে শয়ন কালে এক একটী খাওয়া-ইবে।

হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

হোমিওপ্যাথিকের ইতিবৃত্ত।

এক শত বৎসরের দুই এক বৎসর অধিক হইল, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসাপ্রণালী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহাত্মা হানিমান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট এবং লব্ধপ্রসার হইয়াছে। এই চিকিৎসাপ্রণালীর যে কোন মূল ছিল না, ডাক্তার হানিমান স্বয়ং তাহা উদ্ভাবিত করিয়া তাহার উন্নতিসাধন করিয়াছেন, এমন নহে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হিপোক্রেটিস্ প্রভৃতি কয়েকটী মহাত্মা, হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন; * কিন্তু তাঁহাদিগের পরে প্রতিভাশালী

* আমাদের ভারতীয় আর্য্য মহোদয়গণও যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে এই তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হানিমান সেই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া প্রভূত চিন্তা, গবেষণা এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহার ফলোপধায়কতা প্রত্যক্ষ করিয়া সাধারণে তাহা প্রচার করেন। সমস্ত ইউরোপ মধ্যে তখন য়্যালোপ্যাথিক-চিকিৎসাপ্রণালী এতাদৃশ বদ্ধমূল ছিল যে, সহসা কেহ তাহার সিদ্ধান্ত অলান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিতেন না। এজন্যও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রম, প্রথমতঃ প্রভূত ক্ষতিস্বীকার, যার পর নাই প্রপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। হানিম্যানের শিষ্য এবং বন্ধুবান্ধবগণ ব্যতীত অতি অল্প অধ্যাপকই ইহার পৃষ্ঠপূরক হইয়াছিলেন। তাহার পর, কালসহকারে তাঁহাদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর যার পর নাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর সকল সভ্য জনপদেই বিচক্ষণ বহুদর্শী সুপণ্ডিত চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথির সমাদর করিতেছেন; এমন কি, ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের মধ্যেই উপযুক্ত রূপেই শিক্ষাপ্রাপ্ত, একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর অনুসরণ করিয়া প্রকাশ্য রূপে তিন শত লোক চিকিৎসা ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত আংশিক রূপে যে সকল লোক চিকিৎসা করেন, আংশিক

রূপে গোপনে এই চিকিৎসায় ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ইহার পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করেন, সেই সকল চিকিৎসকের সংখ্যা, উহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অনেক অধিক। আজি কালি আমাদের বঙ্গদেশেও ইহার কম প্রচার নহে। একা কলিকাতা রাজধানীতে কত বড় বড় য্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক, পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিলক্ষণ সুখ্যাতি ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। সহর এবং পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থই হোমিওপ্যাথিকের উপকার উপলব্ধি করিয়া আপনাপন গৃহে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক ও ঔষধাদি যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন আপনাদিগের পুত্র কন্যা গৃহস্থ মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে অগ্রেই আপনারাই হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই মনে করেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ য্যালোপ্যাথিক অপেক্ষা নিম্নপদস্থ, কিন্তু তত্তৎপ্রদেশেই সেই ভ্রম নিরাকৃত হইয়াছে। আমাদিগের দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ য্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথিকের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন;

সুতরাং, এ দেশে সে কথা কেহই মুখে আনিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত দেশের অনেকের এরূপ ধারণা যে, হোমিওপ্যাথিকের অবনতি ভিন্ন উন্নতির অবস্থা বলা যাইতে পারে না, দিন দিন ইহা অধঃপাতে যাইতেছে। বাস্তবিক হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে অধঃপাত শব্দের অর্থ ইহার কার্য্যকারিতা দেখিয়া প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই চিকিৎসাপদ্ধতি সাধারণের হৃদয়ের অধোদেশে প্রবিষ্ট হইতেছে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ভিত্তি সত্যের উপর সংস্থাপিত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়া হানিমান এমন একটীও পন্থা অবলম্বন করেন নাই, যাহার মূলে সত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি রুগ্ন ব্যক্তি দেখিয়াছেন, রোগের অবস্থা অবগত হইয়া তাহার কারণ অবধারণ করিয়াছেন, পরিশেষে তাহার মূলে সত্যের বিমল জ্যোতি সুপ্রকাশিত দেখিয়া অপার আনন্দলাভ করিয়াছেন। কৌতুহলপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অধিকতর উৎসাহের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার অসাধারণ ধীশক্তি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া-

ছেন, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হোমিওপ্যাথিকের অসাধারণ মাহাত্ম্য দেখাইয়া দিয়াছেন। সত্যের সমাদর ইহজগতের সর্বত্র সকল সময়েই হইয়া থাকে; হোমিওপ্যাথিকের ভিত্তি যখন সত্যের উপর সংস্থাপিত, তখন কেন না উহা চিকিৎসাক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইবে; সত্য যাহার মূল, তাহা কখন কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। অতএব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা একদিন সভ্য জগতের সকল স্থানে সকল গৃহে সমভাবে আদৃত হইবে

সত্যমূলকতাই যে ইহার সমাদরের অন্যতম কারণ তাহা নহে, ইহা আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদায়িনী চিকিৎসা। এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগে তাহার গুণাগুণ যেরূপ নিশ্চয় করিতে পারা যায়, পাঁচটীর মিশ্রণে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মিশ্রণে যে অসুবিধা ঘটে, ইহাতে কোন মতেই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এক একটী ঔষধে এক একটী বিশেষ গুণ আছে; কাজে কাজেই, ইহা অন্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত হইলে একটী অপরটীর নিশ্চয়ই বিরোধী হইবে। যদি এইরূপ মিশ্রণে শুভ

ফল দর্শে, তবে কোন্‌টীর দ্বারা সেই উপকার লাভ হইল, তাহা অবধারণ করিয়া উঠা সহজ ব্যাপার নহে। আর মন্দ ফল ফলিলেও সেই গুলির কোনটীতে যে ফল হইল এবং তাহার সংশোধন করিবার জন্য কোন্ ঔষধটী রহিত করিয়া কোন্ নূতন ঔষধ তাহার স্থানে প্রয়োগ করা বিহিত, তাহা স্থির করাও তদ্রূপ কঠিন। এই চিকিৎসায় এককালে একটী মাত্র ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং, অতি সহজেই তাহার ফল বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে কার্য্য করা যায়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ফল দর্শিবে কি,উহাতে Drop of medicine in ocean of water বই আর কিছুই নহে; অর্থাৎ সমুদ্রজলে বিন্দুমাত্র ঔষধ। ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, এই চিকিৎসার মূলমন্ত্র এই, যে যাহার হেতুভূত সেই তাহার নিবারক; ইহাতে মাত্রার কোন সংস্রবই নাই। তবে মহাত্মা হানিমানের প্রগাঢ় অনুসন্ধান এবং বহুজ্ঞতায় জানা গিয়াছে যে, অল্পমাত্রা ঔষধ কেবল যে নিরাপদজনক তাহা নহে, উহা সর্ব্বদা ব্যবহারে অধিক উপকার পাওয়া যায়। এ কথা কেবল

মাহাত্মা হানিমানের নহে, তাঁহার পরেও যে সকল চিকিৎসক হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতির পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ঔষধের মাত্রা হ্রাস করিবার যুক্তি এই যে, ইহাতে কেবলমাত্র দেহের পীড়াক্রান্ত স্থানে ক্রিয়া প্রকাশ করে ও অন্যান্য অংশে তাহা করে না স্পষ্টরূপে বুঝিয়া প্রতীতি হয় যে, তদ্দারা ঔষধের ক্রিয়াবিকার ঘটিতে পায় না। বিসূচিকা পীড়ার পতনাবস্থায় যখন উত্তেজক ঔষধ য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার আবশ্যক হয়, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে সেই ঔষধ সেবন করিতে করিতে রোগীর উদরাধ্মানাদি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণ হরণ করিতে পারে, হোমিওপ্যাথিকে সে আশঙ্কা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিসূচিকার কথাই উল্লিখিত হইল, অন্যান্য রোগেও এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে

এরূপ প্রবাদ আছে যে, একটী শিশু এক শিশি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ উদরস্থ করিয়াছিল, তাহার পিতা মাতাদি অভিভাবকগণের মধ্যে তাহাতে বড়ই ভীতিসঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু সেই শিশুর কিছুই হইল না। যদি এই প্রবাদ সত্য হয়, তাহা হইলেও

তাহাতে হোমিওপ্যাথিকের প্রতিপত্তি হানি হইতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত, যদ্দ্বারা পীড়িতাবস্থায় যখন কোন যন্ত্রের ক্রিয়া-বিকৃতি জন্য তাহার দৌর্ব্বল্য জন্মে, তখনই সহজেই তাহা শুধ্রাইতে পারে। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে, ক্ষুদ্র ঘটিকা (ওয়াচ) যন্ত্রের চাকা, স্প্রিংএর যে পরিমাণ বলে পরিচালিত হয়, স্প্রিং ছিন্ন হইলে সেই চাকা সামান্য বায়ু প্রভাবেই বিকম্পিত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চারি প্রকারে প্রস্তুত হয়। বৃহৎ বটী (Pilules) ক্ষুদ্রবটী (Globuler) অরিষ্ট (Tinchers) এবং চূর্ণ (Triturations)

বৃহৎ বটীগুলি অনেকাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট, তাহার মধ্যে ইচ্ছামত যে কোন ভৈষজ্য দ্রব্য প্রবিষ্ট করাইয়া প্রস্তুত করা যায়। উত্তমরূপে ছিপি আঁটা শিশিতে রাখিলে দীর্ঘকাল ইহার বীর্য্য রক্ষা হয়।

ক্ষুদ্র বটীও উপরোক্ত উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। উহা দেখিতে পোস্ত দানার ন্যায়। শিশুদিগকে প্রয়োগ করিবার পক্ষে বড় সুবিধাজনক। অরিষ্টের

বীর্য্য অধিক, সেবনে ত্বরায় ফল দর্শে, উহা শোধিত পারদসংযোগে প্রস্তুত। দুগ্ধের চিনির সহিত চূর্ণ ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে

ঔষধে আলোক উত্তাপ বা আর্দ্রতা সংস্পর্শ না হয়, কোন তীব্র ঘ্রাণ সংস্পর্শও ইহাদের বীর্য্য হানিকর। উত্তমরূপে ছিপিবদ্ধ করিয়া বাক্স মধ্যে রাখিলে ঔষধের বীর্য্য দীর্ঘকাল থাকে।

ঔষধ সেবনের উপযুক্ত সময় প্রাতঃকাল রাত্রিতে শয়নের সময় যদি ২ ৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে দুই তিন ঘণ্টা পরে সেবন করিতে হইবে।

মাত্রা ব্যবস্থা করিবার সময় রোগীর বয়স, প্রকৃতি ও অভ্যাস বিবেচনা করিতে হইবে এবং তদনুসারে উহা করা কর্ত্তব্য পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ১ বিন্দু অরিষ্ট, দুইটী বড় বটী, চারিটি ক্ষুদ্রবটী এবং ১ গ্রেঃ চূর্ণ; বালকের পক্ষে উহার অর্দ্ধেক, এবং শিশুর পক্ষে ¼ অংশ। বটী অথবা অরিষ্ট জলে মিশাইয়া যতবার আবশ্যক ততবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পুরাতন, নূতন, উপদ্রব, ঔষধ প্রয়োগের ফল

ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কতক্ষণ অন্তর ঔষধ সেবন করান আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। ওলাউঠা, ক্রুপ, মুরাইটিশ প্রভৃতি রোগে প্রতি ১০, ১৫ ও ২০ মিনিট অন্তর, পুরাতন পীড়ায় ৬, ১২, ও ২৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। রোগের উপকার দর্শিলে অধিক বিলম্বে ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগ বা তাহার উপদ্রব যেরূপ হ্রাস হইবে, ঔষধ সেবনের কালও তত দীর্ঘ হইবে পর্য্যায়ক্রমে দুই বা ততোধিক ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করাইতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। তবে যে স্থানে একটি ঔষধে সমস্ত লক্ষণ বা উপদ্রবের শান্তি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেখানে অগত্যা ব্যবহার করিতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

জ্বর।

সরল জ্বর।—এই জ্বর বৈকালে অথবা সন্ধ্যার সময় আইসে, ইহাতে শীতানুভূতি, ত্বকের রুক্ষতা, নাড়ী বেগবতী, জিহ্বার লেপযুক্ততা, পিপাসা, সঘন

শ্বাসপ্রশ্বাস, মস্তক বেদনা, মলমূত্রের অল্পতা, ক্ষুধা-মান্দ্য এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়,

চিকিৎসা।—একোনাইটই ইহার প্রধান ঔষধ। দুই তিন ঘণ্টান্তর, জ্বরের প্রাবল্য থাকিলে, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর, এক এক মাত্রা সেবন করাইতে হইবে ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিলে, বন্ধ করিতে হইবে

আকস্মিক শীতানুভূতি নিবারণার্থে ক্যাম্ফরের টীং ২ বিন্দু, চিনির সহিত ১৫ ২০ মিনিট অন্তর ২ ■ বার খাইতে দিবে। পথ্য দুগ্ধ

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—ইহাকে সাধারণতঃ পালাজ্বর বলা যায়। কোন নিয়মিত সময় অন্তে ইহার আক্রমণ ■ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বিরাম আছে বলিয়া ইহাকে সবিরাম জ্বর বলে ইহাতে রোগীর ত্বক আকুঞ্চিত, মুখ, ওষ্ঠ ও নাসার অগ্রভাগ নীলবর্ণ দেখায়, শীতানুভব, কম্প, দাতকপাটি, শ্বাস-কষ্ট, বক্ষে ভারবোধ, মাথায় বেদনা, বমনেচ্ছা ও দাহ ইহার প্রধান লক্ষণ জ্বর প্রবল হইলে ১০৫ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম হয় সাধারণতঃ ২ হইতে বার ঘণ্টা কাল ইহার ভোগ।

চিকিৎসা —কম্প ও শীতানুভূতির পূর্ব্বে চায়না দিতে হয়। শীত আরম্ভ হইলে গরম চা, গরম জল বোতলে পুরিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্ব শরীরে ও পায়ে ফোমেণ্ট করিবে। ঘর্ম্ম হইলে উহা মুছাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর একোনাইট, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম থাকিলে ফস্‌ফরিক এসিড্, পাকস্থলীর উত্তেজন নিবারণ জন্য ইপিক্যাক এবং আর্সেনিক ২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে জ্বর আসিবে না।

পথ্য।—মৎস্য নিষিদ্ধ, লঘু বলকারক সহজ-পাচ্য দ্রব্য, যথা—সাগু ইত্যাদি।

রেমিটেণ্ট ফিবার।—এই রোগে জ্বরের সম্পূর্ণ মগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, জ্বরের বেগ কমিয়া আসিবা মাত্র আবার জ্বর আইসে। ইহার অন্যান্য লক্ষণ সমস্তই এ্যালোপ্যাথিক লিখিত রেমিটেণ্ট ফিবা-রের ন্যায়।

চিকিৎসা।—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে যখন শীতা-নুভূতি হয়, তখন যদি পিপাসা থাকে, তবে ব্রাইওনিয়া; জ্বরের প্রলাপ বৃদ্ধি হইলে, চক্ষু মুখ লালবর্ণ ও শিরো-বেদনা থাকিলে বেলেডোনা; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, প্রবল

পিপাসা, শিরোবেদনা, কষ্ট হলে কাশি ও বক্ষে বেদনা থাকিলেও ব্রাইওনিয়া ; স্নায়বিক ও মানসিক উত্তেজনা থাকিলে কফিয়া ; শিরোঘূর্ণন, প্রলাপ, চৈতন্য লুপ্ত মুদিতাবস্থা হইলে ওপিয়ম ; যকৃতের দোষ থাকিলে মার্কুরিয়াস ; শ্বাসকষ্ট থাকিলে ফস্ফরাস ; দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য আর্সেনিক, চায়না অথবা ফস্ফরিক এসিড দিতে হইবে ।

বিলিয়স্ রেমিটেণ্ট ফিবার ।—এইজ্বর প্রায় নিয়তই থাকে, কেবল অল্প সময়ের জন্য লক্ষণ সকল লুপ্তপ্রায় হইয়া আবার প্রকাশিত হয় । বমন, বমনোদ্রেগ, মস্তিষ্কে নিয়ম লক্ষণ, উদরে বেদনা, জ্বর কালে কোষ্ঠবদ্ধতা, জ্বরের সামান্য বিরাম কালে তরল মলস্রাব, কোন কোন স্থলে কিছু দিন কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া উদরাময় বা আমাশয় উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা ।—উদরিক লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক, এসাফটিডা ব্রাইওনিয়া, ডিজিটেলিস্ প্রভৃতি ; উদরাময় থাকিলে রস্টক্স, ফস্ফরিক এসিড ও ভেরেট্রম ; যকৃতের দোষে—চায়না, নক্সভমিকা ও

মার্কুরিয়স্; অত্যন্ত শিরঃপীড়ায়—স্পাইজিলিয়া, রস্‌টক্স, নেট্রম্‌মিউর; সর্দ্দি বা কাশি থাকিলে—বেলেডোনা, কোনায়ম, হিপার, নক্সভমিকা ও স্পাইজিলিয়া; বক্ষে চাপবোধ ও শ্বাসকষ্ট থাকিলে সিপিয়া, ব্রাইওনিয়া, চায়না, আর্নিকা ও আর্সেনিক; পিপাসা থাকিলে—আর্নিকা, সিঙ্কোনা; শীতের সময় পিপাসায় ব্রাইওনিয়া, ক্যাপ্সিকেম; কম্পের পর কিম্বা গাত্রোষ্ণতার পূর্ব্বে পিপাসায়—স্যারাডিলা, থুজা; পিপাসা ও উত্তাপ একত্র থাকিলে—ক্যাল্‌কেরিয়া, ভেলেরিয়েন। উত্তাপের পর পিপাসায় হিপার; ঘর্ম্মের পর পিপাসায় স্যারাডিলা দিবে।

টাইফস্ জ্বর।—বহু লোকাকীর্ণ স্থানে বাস, অত্যন্ত শ্রমজন্য ক্লান্তি, ক্লেশ, নিরন্তর অনাহার জন্য এই পীড়া হইয়া থাকে। সংক্রামক রূপে এই জ্বর দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয় সংক্রমণের প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত রোগী কিছুই জানিতে পারে না।

রোগ প্রকাশ পাইবার সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা, সকল কাজেই অনিচ্ছা বা বিরক্তি, শীতানুভব, জিহ্বার শুষ্কতা ও তাহার

বর্ণ কটা, পিপাসা বৃদ্ধি, নাড়ী দ্রুতগামী ও শরীরের তাপ বেশী হইতে থাকে, অস্থিরতা ও অনিদ্রা, ভ্রম, প্রলাপ, দন্তে এক প্রকার ক্লেদ জন্মে চট্ চটে, মুখের কালিমা, রোগী সর্ব্বদা চিৎ ভাবে শয়ান থাকে, শরীরের কোন স্থানে বিশেষতঃ উদরে লোহিত বর্ণ দাগ, কেহ কেহ বলেন উহা অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় বা একবারে দেখা যায় না, ধূসর বর্ণ মলস্রাব লক্ষণ দেখা যায় শেষোক্ত লক্ষণেই রোগকে স্পষ্ট চিনিয়া লওয়া যায়।

অসাধ্য লক্ষণ।—ফুস্ফুসের পীড়া অথবা হিমাঙ্গ হইয়া ১৪ হইতে ১৬ দিনের মধ্যে রোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়।

চিকিৎসা।—শীতানুভূতি বমনেচ্ছা ও বমন হইবার সময় এক ঘণ্টা অন্তর ভেরেট্রাম ভিরাইড; তাহাতে উপকার না দর্শিলে ২ ঘণ্টা অন্তর রস্ ও ব্রাইওনিয়া; প্রবল আক্ষেপ না থাকিলে ঐ জন্য বেলেডোনা; হিমাঙ্গ অবস্থায়—এক ঘণ্টা অন্তর আর্সেনিক; অত্যন্ত শিরঃপীড়ায়—আর্নিকা, ফস্ফরস, সিপিয়া, আর্সেনিক, পল্সেটিলা, ইগ্নেসিয়া ও চায়না;

সর্দ্দি ও কাশি নিবারণার্থ—একোনাইট, স্যাবাডিলা ল্যাকেসিস,* সল্ফার, রস্টক্স, কোনায়ম ; যকৃতের দোষে—মার্কুরিয়স, আর্শেনিক, চায়না, নক্সভমিকা ; উদরাময় থাকিলে—কলসিন্থ, ইপিক্যাক, চায়না, ক্যামোমিলা, আর্ণিকা ; চক্ষে চাপবোধ ও তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট থাকিলে—এণ্টিমণি, ল্যাকেসিস, ফস্ফরাস্, ব্রাইওনিয়া, সল্ফার পল্সেটিলা ; শিবনেত্র ও মোহভাবে—কার্ব্বভেজ, হেলিবোরাস, ওপিয়ম, পল্সেটিলা, এণ্টিম্ টর্ট, হাইওসায়েমস্, সমধিক স্নায়বীয় ও মানসিক উত্তেজনায়—কফিয়া ইগ্নেসিয়া, লাইকোপডিয়ম ও পল্সেটিলা ; উত্তাপের সময় পিপাসায়—হিপার-সল্ফার, নেট্রম্‌মিউর, সিকেলি, সিঙ্কোনা, সাইলিশিয়া ভেরেট্রম ; মস্তকে রক্তাধিক্যের সম্ভাবনায়—ল্যাকেসিস, একোনাইট, রসটক্স, পল্সেটিলা ও ষ্ট্রামোনিয়ম ; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্যে—ফিরম, হায়োসায়েমস্ নেট্রম্-মিউর, নক্সভমিকা, ফস্ফরিক এসিড ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা থাকিলে—চায়না, ইগ্নেসিয়া, রডডেণ্ড্রম, হেলিবোরাস্ ও ভেরেট্রম ; নাড়ী লুপ্তপ্রায় হইলে সিঙ্কোনা, ডিজিটেলিস্, ল্যাকেসিস, নাইট্রিক এসিড

ও সংক্রামক এ রোগ ; নাড়ী দ্রুত হইলে—একো-নাইট, কোনায়ম্, ক্রপস্, সিকেলি, প্লাটিনম ও ষ্ট্রামোনিয়ম কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—প্লাম্বম, লাইকো-পোডিয়ম, নেট্রম্ মিউর ও ওপিয়ম ব্যবহার করিবে।

রোগীর বাসগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। যাহাতে গৃহমধ্যে সুন্দররূপে বায়ুসঞ্চালনের উপায় হয়, এরূপ করিবে। সপ্তাহে রোগীর গা হাতে গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া মুছাইয়া দিবে। ময়লা শয্যা ও পরিধেয় পরিবর্ত্তন করিবে। রোগীর নিকট শুশ্রূষার জন্য সর্ব্বদা একজন লোক থাকিবে।

পথ্য।—শীতল জল, যবের জল, মিছরির জল, সাগু, দুগ্ধ দিবে। ঔষধ সেবনের মধ্যে মধ্যে পোর্ট ওয়াইন খাইতে দিবে। অধর ও ওষ্ঠ সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিবে। সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে উঠিতে দিবে না।

টাইফয়েড জ্বর।—ইহাও এক জাতীয় সংক্রামক রোগ। ইহার আরম্ভ সময়ের ২।১ দিন পূর্ব্বে শীতানুভব, শিরোবেদনা, পিপাসা, গাত্রবেদনা, দৌর্ব্বল্য, উদরাময়, অস্থিরতা, মুখের মালিন্য, ৭ হইতে ১০ দিনের মধ্যে মুখে গোল গোল দাগ, উহার উপর হাত দিলে

অনুভব করিতে পারা যায়, চাপ দিলে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়, কিন্তু আবার দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বরের অবস্থা, নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১২০ অপেক্ষাও অধিক, জিহ্বার শুষ্কতা ও কটাবর্ণ, কিম্বা লোহিতবর্ণ ও উজ্জ্বল, দাঁতে ময়লা জমা, প্রলাপ, তন্দ্রা, শয্যায় কাপড় টানা, মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হওয়া, পেট ফাঁপা, শ্বাস প্রশ্বাস, বক্ষঃস্থলে বেদনা, শ্লেষ্মার সহিত রক্ত প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়।

টাইফয়েড জ্বরের সহিত টাইফস্ জ্বরের প্রভেদ নিম্নে প্রদর্শিত হইল;—

টাইফয়েড।	টাইফস।
১। এই রোগ শিশু ও যুবাদিগের মধ্যেই অধিক হইয়া থাকে ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণের অতি অল্পই হইয়া থাকে।	১। এই রোগ যে কোন বয়স্ক ব্যক্তিরই হইতে পারে। সাধারণতঃ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদেরই হয়।
২। দরিদ্র অপেক্ষা ধনবান্দিগেরই অধিক হয়।	২। চিকিৎসক ও ডাক্তার ব্যতীত ধনীদিগের মধ্যে প্রায়ই হয় না।

টাইফয়েড	টাইফস
৩। পচা বিকৃত দ্রব্যের ঘ্রাণ, দূষিত জল-পান ইত্যাদি হইতে ইহার উদ্ভব।	৩। বহুজনতাপূর্ণ স্থানে বাস, পরিশুদ্ধ বায়ুর অভাব এবং অনাহার ও সংক্রমণ দ্বারা ইহার উৎপত্তি।
৪। ক্রমশঃ ইহার আক্রমণ হয়, পূর্ব্বাবস্থা এক সপ্তাহ বা ততোধিক কাল।	৪। পূর্ব্ব সূচনা ব্যতীত হঠাৎ ইহার আক্রমণ হয়।
৫। উদরাময়াদি পাকস্থলীর ক্রিয়াবিকৃতি।	৫। প্রধানতঃ মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিকৃতি এবং পাকস্থলীরও অল্প দোষ থাকিতে পারে।
৬। স্ফুটিত চিহ্ন গোলাপী বর্ণ, হামের মত, চাপ দিলে মিলাইয়া যায়।	৬। স্ফুটিত চিহ্ন তুঁত ফলের ন্যায় কৃষ্ণমিশ্রিত লোহিতাভ, চাপ দিলে মিলাইয়া যায় না।
৭। অন্ততঃ তিন সপ্তাহ ইহার স্থিতিকাল, সাধারণতঃ ৫।৬।৭ সপ্তাহ।	৭। প্রায় এক পক্ষ কাল ইহার স্থিতি।
৮। প্রায়ই এস্থেনিয়া দ্বারা মৃত্যু হয়।	

টাইফয়েড।	টাইফস
৯। ইহাকে সাধারণতঃ গ্যাষ্ট্রীক ফিবার বলা যায়	৮। বোগী দ্বারা মৃত্যু হয়।
	৯ ইহাকে ব্রেণ-ফিবার বলা যায়

চিকিৎসা।—লক্ষণ ও উপদ্রব বিবেচনায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

স্কারলেট ফিবার বা লোহিত জ্বর,—এই রোগ সংক্রামক রূপে প্রাদুর্ভূত হয়। ইহার গুপ্তাবস্থা প্রায় ৫ দিন। ইহাতে কম্প, ত্বকের উষ্ণতা, নাড়ীর ক্রতগতি, তৃষ্ণা, গলাক্ষত, শিরোবেদনা, পৃষ্ঠবেদনা, বমন। দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসে গায়ে দাগ দেখা যায়, ঐ সকল দাগ গলা, বক্ষ, তাহার পর বড় বড় সন্ধিস্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত শরীরের উষ্ণতা হইতে পারে। ইহাতে নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—প্রবল জ্বরের জন্য একোনাইট, ২।৩ মাত্রা প্রয়োগের পর বেলেডোনার সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার্য্য, স্নায়বিক অস্থিরতা এবং রেমিটেণ্টের লক্ষণ সত্ত্বে রোগের সামান্যাবস্থায় ইরাপশন পরিষ্কার না হইলে

জেলসেমিনাম দিবে, নাড়ীর অত্যন্ত ক্ষীণগতি, বমন ও মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্য ভেরেট্রাম ভিরাইড, বেলেডোনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে। শীত, প্রদাহ ও স্নায়বিক বেদনার পীড়া নিবারণার্থ মার্কুরিয়াস; প্রস্রাব দুর্গন্ধ ও মূত্রাশয়ের বিকৃতিজন্য টেরেবিন্থিনা; পীড়ার শেষাবস্থায় সল্ফার দিবে।

ঈষদুষ্ণ জলে দিবসে ২/১ বার নরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া গাত্র মার্জ্জন করিবে। পথ্য দুগ্ধ বরফ প্রভৃতি খাইতে দিবে। গলায় দাগ হইলে আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড প্রয়োগ করিবে। ঐ বন্ধনী ঘাড় ও মাথা বেষ্টন করিয়া বাঁধিবে। গরম জলের বাষ্পাভিষেক উপকারজনক।

রিল্যাপ্সিং ফিবার বা পুনরাবর্ত্তক জ্বর।—এই জ্বর হঠাৎ উপস্থিত হয়। বমনানুভূতি, শিরোবেদনা, হাতের পায়ের সন্ধিস্থল ও পেশীর বেদনা, তাহার পর প্রবল জ্বর এবং পিত্তজনিত লক্ষণ সকল দেখা যায়। ইহার পর প্রায় সপ্তাহ কাল পরে প্রভূত ঘর্ম্ম হয় এবং কিয়দ্দিনের জন্য রোগ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়, তাহার পর জ্বরের পুনরাগমন হইয়া কিয়দ্দিন থাকে।

চিকিৎসা।—এই রোগে ব্রাইওনিয়া অত্যন্ত

উপকারজনক, একোনাইট, জেল্‌সেমিয়ম, চায়না, পডোফিলাম বিশেষ কার্য্যকর বলিয়া বিবেচিত হয়। কফবিক এসিডও অবস্থাবিশেষে প্রয়োজনীয় রোগীর ইচ্ছানুসারে পুষ্টিকর খাদ্য দিবে।

এগু বা কম্পজ্বর—এই রোগের বিশেষ লক্ষণ সকল সাধারণতঃ অপর সাধারণ জ্বরের ন্যায়; তবে এই রোগ প্রায়ই কোন একটা সময়ের ক্রম অবলম্বন করিয়া আইসে চব্বিশ ঘণ্টার পরে, এক দিন অন্তর বা দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে।

বমন ও বমনেচ্ছা, কষ্টজনক শ্বাসপ্রশ্বাস, জলভেদ স্থলে ইপিক্যাক, কামলা ও যকৃতের অন্যবিধ ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যে মার্কুরিয়স, বাহ্যোত্তাপ, অভ্যন্তর কম্পন, পিপাসা, পাকস্থলীর বেদনা, শোথবৎ স্ফীতি, দৌর্ব্বল্য এবং অধিক কুইনাইন বার্ক সেবনে আর্শেনিক প্রয়োগ করা যায়; পিত্তজন্য উদরাময়, প্লীহা যকৃতের ক্রিয়া-বিপর্য্যয় ইত্যাদি স্থলে জ্বরের বিরামকালে চায়না উপকারজনক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলারা বা বিসূচিকা বা উদরাময়াদি।

বিসূচিকা।—জলবৎ ব ঈষৎ গাঢ় মলস্রাব, মুখের শ্রীহীনতা, শবের ন্যায় দেহের শুষ্কতা, ওষ্ঠের ঈষৎ লোহিত বর্ণত্ব ও আটা যুক্ততা, অতিশয় তৃষ্ণা, প্রচুর বমন, বমনের পর দৌর্ব্বল্য উদরে দংশনবৎ বেদনা, খিল্ধরা, শূল, অতিশয় অস্থিরতা, জিহ্বা ও কণ্ঠশোষ, উদরে জ্বালাযুক্ত বেদন অংবং ও ঈষৎ সবুজ ও কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন, প্রস্রাবহীনতা, নাড়ীর বিলুপ্ততা, অতিরিক্ত স্পন্দন, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, কখন কখন শয্যা হইতে বেগের সহিত উঠা, মস্তকে রক্তাধিক্য ও শিরঃপীড়া, নিদ্রাবোধ ও বিকারের লক্ষণের উদয় হইয়া থাকে।

অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ বা মদ্যপান জন্য রোগ জন্মিলে পিত্তযুক্ত মলের সঙ্গে গড়্ গড়্

বেদন ও ক্ষণে ক্ষণে মলত্যাগের ইচ্ছ

চিকিৎসা।—মলস্রাব আরম্ভ সময়ে ক্যাম্ফর
স্থা, মুখের শ্রীহীনতা, দেহের পূর্ব্বোক্ত রূপ শুষ্কতা,
জিহ্বা লালবর্ণত্ব ও আঠাযুক্ততা, তৃষ্ণা, প্রচুর বমন,
বমনের পর দৌর্ব্বল্য, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, খিল্‌ধরা
থাকিলে ৩x ডাইঃ ভেরেট্রাম এল্‌বাম ১ বিং, ১ কাঁচ্চা
জলের সহিত ১৫ মিনিট অন্তর খাইতে দিবে।

উহাতে উপকার না দর্শিলে, অধিকন্তু অতিশয়
ল, শূল, উদরাময়-সহকারে চক্ষু ঘূর্ণন, অতিশয় অস্থি-
ও শৈত্যানুভূতি থাকিলে কুপ্রাম ব্যবস্থা
রিবে

অতিশয় উদ্বেগ, অত্যন্ত অস্থিরতা, জিহ্বা ও কণ্ঠ-
যি উদরে জ্বালাযুক্ত বেদনা, জলবৎ ঈষৎ সবুজ ও
লবর্ণ পদার্থ বমন, কোন দ্রব্য পান বা ভোজনের
 তাহার আধিক্য, এ পাশ ও পাশ করা, প্রস্রাবের
ভাব, নাড়ীর বিলুপ্ততা, হৃৎপিণ্ডের অতিশয় স্পন্দন
ত্যাদি লক্ষণ থাকিলে এক বিন্দু ক্যাম্ফর, ১ কাঁচ্চা
লের সহিত ২।১ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে

হিমাঙ্গ হইলে যদি পুনরায় ক্যাম্ফর দেওয়া যায় তাহা হইলে উপকার দর্শে।

শরীর গরম হইয়াও যদি প্রস্রাব না হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রস্রাবের বেগ হইতে থাকে, তবে ক্যান্থারিস ৩য় ডাইঃ ১ বিং, ১ কাঁচ্চা জলের সহিত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে

চাউল ধৌত জলের ন্যায় ভেদ না হইয়া যদি রক্তবর্ণ ভেদ হয় ও তাহার গন্ধে আঁশ থাকে, তবে মার্কুরিয়স করোসিভ ৩০ ডাইঃ ১ বিং ১ কাঁচ্চা জলের সহিত মিশাইয়া ১৫ মিনিট অন্তর দিবে

যদি উক্ত রূপ মলস্রাবের সহিত আম মিশ্রিত না থাকে, তবে উক্ত প্রকারে ইপিক্যাক ব্যবহার করিবে।

অজীর্ণকর ভক্ষ্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ ও মদ্যপান জন্য পীড়া, পিত্তযুক্ত মলস্রাব তৎপূর্বে গড় গড় শব্দ ও বেদনা এবং ক্ষণে ক্ষণে মলত্যাগের ইচ্ছা বা অত্যন্ত মলত্যাগ হইলে নক্সভমিকা প্রয়োগ করা বিধেয়।

ডায়ারিয়া বা উদরাময়।—উদর বেদনার সহিত কখন বা বেদনা ব্যতীত ক্ষণে ক্ষণে অপরিপক্ব মলস্রাব, দৌর্বল্য, অরুচি, তৃষ্ণা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—শৈত্যজনিত পীড়া হইলে প্রতি- ... মলস্রাবের পরে মার্কিরিয়স, কদর্য্য ভোজন জন্য হইলে আর্সেনিক, পিত্ত জন্য ও উদর বেদনার সহিত হইলে ক্যামোমিলা, মলের পরিমাণ অধিক এবং বেগ সম্বরণে অসমর্থতা হইলে মার্কুরিয়স, দৌর্বল্য ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকিলে আর্সেনিক; পাকস্থলীর কামড়ানি বা অঙ্গ নিগ্রহ থাকিলে ভেরেট্রাম এলবাম; অম্লরস অথবা ফেণযুক্ত মলস্রাব হইলে রিউম এবং পিত্তযুক্ত হইলে মার্কুরিয়স ও পরে আইরিস দিবে। রাত্রিতে ও প্রাতে মলস্রাবের পর সলফার দিতে হইবে।

ডিসেণ্ট্রি বা আমাতিসার।—সর্ব্বদাই অল্প পরিমাণে ও অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত মলস্রাব হয়। কখন কখন তাহার সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। মল কখন পাতলা হরিদ্রা বর্ণ কখন বা আমযুক্ত হইয়া থাকে। পেট অত্যন্ত বেদনা করে। পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে রোগী সাতিশয় দৌর্বল্য অনুভব করে। ইহার

সহিত প্রলাপ, সংজ্ঞাহীনতাদি উপসর্গ থাকিলে প্রায়ই অসাধ্য হয় ।

চিকিৎসা ।—আরম্ভাবস্থায় অল্প সময় অন্তর একোনাইট অত্যন্ত উদর বেদনা ও মলের সহিত রক্ত থাকিলে মার্কুরিয়াস করোসিভ । সবুজ বর্ণ মলস্রাব শূলবৎ বেদনা থাকিলে মার্কুরিয়সের পর কলসিন্থ, যদি পূর্ব্বে মার্কুরিয়স ব্যবহৃত না হইয়া থাকে, তবে উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে মলত্যাগের সহিত দাহনবৎ বেদনা, দৌর্ব্বল্য শীতল শ্বাস ইত্যাদিতে আর্সেনিক, শরৎকালীন পীড়ায় শূল, বমনেচ্ছা ইত্যাদিতে ইপিকাক ব্রাইওনিয়ার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে

অন্যান্য ব্যবস্থা ।—দুভাঁজ নেকড়া শীতল জলে ভিজাইয়া তৈলাক্ত রেশমে মুড়িয়া তলপেটে রাখিয়া তাহার উপর উদর বেষ্টন করিয়া এক খণ্ড ফ্লানেল বাঁধা কর্ত্তব্য উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে বন্দকী গরম জলে ভিজাইতে হইবে এবং একটী জুড়াইলে আর একটী প্রয়োগ করিতে হইবে পদতল ও তলপেট সর্ব্বদা গরম রাখা কর্ত্তব্য । মাংসের ক্বাথ নিষিদ্ধ, অত্যন্ত লঘু পথ্য ব্যবহার্য্য উগ্র

ঔষধ কোন মতে প্রয়োগ করা না হয় । রোগারোগ্য হইলে বলাধানের জন্য মাংসের ক্বাথ ব্যবস্থা করা যায় । আকস্মিক শীতোষ্ণাদি শরীরে লাগান উচিত নহে । হিম বায়ু সেবন পরিহার্য্য।

ক্রণিক ডায়ারিয়া ও ডিসেণ্ট্রী বা গ্রহণী ।—আমমিশ্রিত মলস্রাব, মলত্যাগ কালে অত্যন্ত যাতনা বোধ ইহার প্রধান লক্ষণ এই পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ।

চিকিৎসা —দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ফস্ফরস সেবনে বড় উপকার দর্শে, রষ্টকস্, পলসেটিলা, ভেরেট্রম দ্বারাও ফললাভের আশা করা যায় স্থান পরিবর্ত্তন ও পথ্যাপথ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করা যুক্তিযুক্ত।

ইন্‌ফ্লামেশন অফ বাউয়েল্‌স বা পাকস্থলীর প্রদাহ —ইহাতে জ্বরানুভূতি, পাকস্থলীয় বেদনা, অত্যন্ত অসুখ বোধ, উদ্গার, নাড়ীর দ্রুতগতি, রোগী শয্যাগত থাকে, স্পর্শমাত্রে যন্ত্রণানুভূতি, অত্যন্ত শৈত্য, যন্ত্রণা জন্য নিশ্বাস ফেলিতে অনিচ্ছা প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ কোন প্রকার আঘাত বা ক্রিমি

ফলে অন্ত্র এই ব্যাধি হইতে অত্যন্ত কঠিন ভাব ধারণ করে, এবং সত্বর প্রতীকার না হইলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয়

চিকিৎসা।—পাকস্থলীর উপর বেলেস্তারা দিবে। জ্বর বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা অন্তর একোনাইট ও মার্কুরিয়স দিবে, তাহার পর বেলেডোনা ও মার্কুরিয়স ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পাকস্থলীর আক্ষেপ নিবারণ জন্য গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেঁক দিবে, পিপারমেণ্ট শুঁঠ কিম্বা গরম জল দিবে না। কেবল পর্য্যায়ক্রমে নক্সভমিকা ও ককুলস থার্টি ও মার্ক অন্তর ব্যবস্থা করিবে। বমন নিবারণ জন্য কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ১৫ মিনিট অন্তর এবং রাত্রি ও প্রাতঃকালে আর্সেনিক খাওয়াইবে। কাফি চা খাইতে দিবে না। অম্লত্ব নিবারণার্থ কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ৫।১০ মিনিট অন্তর এবং তাহার পরে তিন বার নক্সভমিকা খাওয়াইবে। কার্ব্বনেট অব সোডা নিতান্ত অপকারী।

অজীর্ণ জন্য পেট ফাঁপিলে—নক্সভমিকা খাইতে দিবে।

কলিক্‌পেন বা শূল।—অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন অতিশয় শৈত্য সেবন ও পাকাশয়ে দূষিত বাষ্প সঞ্চয়ে এই পীড়া জন্মে বালকদিগের ক্রিমি এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোরোধ জন্যও ইহা হইয়া থাকে

ইহাতে পাকাশয়ে দারুণ বেদনা, ক্রমে উহার বৃদ্ধি তাহাতে রোগীর অস্থিরতা, ধৈর্য্যধারণে অসামর্থ্য, কিয়ৎকালের জন্য উপশম, পরে দ্বিগুণিত বৃদ্ধি, তাহাতে মৃত্যুবৎ যাতনা ইত্যাদি লক্ষণ।

চিকিৎসা।—গরম জলের ফোমেণ্টেশন দিবে। ৫।১০ মিনিট অন্তর কলসিন্থ, উপশম না হইলে নক্স ভমিকা, কৃমি জন্য ব্যাধি হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সিনা, ক্যামোমিলা দিবে

লেড্‌কলিক।—সীসক ধাতু উদরস্থকরণ জন্য এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসা।—প্রতি ■ ঘণ্টা অন্তর সল্‌ফিউরিক এসিড। নথাগ্রে দিয়া যদি সীসক প্রবৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও এই পীড়া হইতে পারে। সে পক্ষে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্লীহা, যকৃত ও রক্তপিত্ত।

হা।—এই যন্ত্র পাকস্থলীর পার্শ্বে অবস্থিত।
দ্রবৎ পদার্থে নির্ম্মিত পাকক্রিয়ায় সাহা-
ইহাতে রক্ত সঞ্চিত থাকে। কম্পজ্বর, মলে-
র্ঘকাল ভোগ করিলে এই যন্ত্র বড় হয় বা
টউমার জন্মে
তে প্রায়ই জ্বর হয়, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, অরুচি,
য, মুখে জল উঠা ও বিকৃত স্বাদ ইত্যাদি
দেখিতে পাওয়া যায়।

কিৎসা।—আর্শেনিক, ক্যাপ্সিকম, ক্যামো-
য়েনা, নক্সভমিকা ইহার প্রধান ঔষধ।
দাহ-নিবারণ জন্য সলফার, ক্যাল্‌কেরিয়া ও
প্রভৃতি উপকারক।

যকৃৎ।—দেহমধ্যে এই যন্ত্র যে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্য-
তাহা নহে, ইহা হইতে পিত্তরস নিঃসৃত হইয়া পরি-

পাক ও মুক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করে এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ হইতে শারীরিক ক্রিয়াকে নিযুক্ত রাখে। এই যন্ত্রের ক্রিয়া সহজেই বিকৃত হইয়া নানা রোগ উৎপন্ন করে।

ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য, সাধারণ অসুস্থতা, অল্প বা অধিক শিরঃপীড়া, স্কন্ধে বেদনা, অসুখ বোধ, প্রদাহ ও কোষ্ঠবদ্ধতা, যকৃৎ যন্ত্রের ক্রিয়াবিকৃতি এবং তাহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণে পিত্তরস নির্গত হয় না।

চিকিৎসা।—দিনের মধ্যে তিন বার নক্স-ভমিকা দিবে। তাহাতে ফল না দর্শিলে, প্রাতঃকালে মার্কুরিয়স এবং তাহার পরে পডোফিলম উক্ত রূপে প্রাতে এবং রাত্রিতে খাইতে দিবে।

পথ্য।—লঘু ও পুষ্টিকর দ্রব্য খাইতে দিবে। চা, কফি ও সুরাদি পান একবারে নিষিদ্ধ।

হিমারেজ বা রক্তপিত্ত।—অতিরিক্ত শ্রম, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, রৌদ্রভোগ, বেগে উচ্চস্থানে আরোহণ, গুরুভার উত্তোলন ও মানসিক উদ্বেগ বশতঃ এই রোগ জন্মে। ইহাতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, মলমূত্রদ্বার এবং লোমকূপ দিয়া রক্তস্রাব হয়। ইহার

সহিত জ্বর, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি নানা উপসর্গ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইলে যদি তাহার সহিত কম্প, মুখের আরক্ততা, হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতিত্ব থাকে, তবে চা-চামচের ১ চামচ জলে ২ বিং একোনাইট ১০।১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিবে। কঠোর ব্যায়াম, পতন বা আঘাত জন্য এই ব্যাধি হইলে পর্য্যায়ক্রমে আর্নিকা ও একোনাইট ব্যবহার্য্য। মুখের মলিনতা, ক্রমিক বমনেচ্ছ, অল্প কাশ ইত্যাদিতে একোনাইটের পর এবং চায়না ও আর্সেনিক ব্যবহারের পূর্ব্বে ইপিক্যাক ব্যবস্থা করিবে। রক্তস্রাবের পর দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য চায়না দিবে। কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, বুক ধড়্ ধড়্ করা, তৃষ্ণাদি লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক ব্যবস্থা করা যায়

নাসা হইতে রক্তস্রাব হইলে শীতল জলে স্নান, আঘাত জন্য হইলে একটী শীতল জলপূর্ণ পাত্রে বা শীতল জলে বরফ দিয়া ৩০ বিং হেমামিলিশ মিশাইয়া পিচ্কারী দিবে। ফট্‌কিরি চুর্ণের নস্য ব্যবহার করিবে। হেমামিলিশে উপকার না হইলে আর্নিকা ব্যবস্থা

করিবে। সকল প্রকার রক্তস্রাবেই হেমামিলিশ মহৌষধ; এইজন্য অর্শ, স্ফোটক, পৃষ্ঠব্রণ রোগে রক্তস্রাব নিবারণার্থ ইহা ব্যবহার করা যায়।

মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাবে—বিন্দু বিন্দু কেবল মাত্র রক্তস্রাবে অথবা মূত্র মিশ্রিত রক্ত স্রাবে, যাতনাদি থাকিলে ক্যান্থারিস; বাহ্য আঘাত জন্য এই রোগ জন্মিলে যদি প্রদাহের লক্ষণ থাকে, তবে একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমে আর্নিকা দিবে; পরে প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর কেবলমাত্র আর্নিকা ব্যবহার্য্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বক্ষঃস্থলের পীড়া।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা কাশ।—ইহাতে সর্ব্বদাই কষ্টকর কাশি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কণ্ঠ প্রদাহ-যুক্ত হয়, এজন্য কণ্ঠ পরীক্ষা আবশ্যক।

চিকিৎসা।—নাসা বদ্ধ ও শুষ্ক, অনবরত জল-স্রাব জন্য ওষ্ঠ ক্ষতযুক্ত, আরক্ত ও স্ফীত হাঁচি এবং নাসা চাপযুক্ত [illegible] ভারবোধ হইলে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ৩টি ক্ষুদ্র বটী, অথবা একটী বড় বটী কিম্বা ১ বিং স্যাম্বুকাস প্রতি [illegible] ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে

মস্তকের সম্মুখ ভাগ ভার বোধ ও বেদনাযুক্ত, নাসারন্ধ্র বদ্ধ, শ্লেষ্মাস্রাব, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা থাকিলে [illegible] ঘণ্টা অন্তর বেলেডোনা প্রয়োগ করিবে

সর্দ্দি ও শৈত্যজন্য কাশ, শ্লেষ্মাযুক্ত হাঁপানি, কাশিবার সময় দীর্ঘ শ্বাস টানিতে বক্ষঃস্থলে চাপবোধ হইলে, উহার উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ডালকামারা ১ বিং, ২ ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে।

গুরুতর কম্পযুক্ত কাশে কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্লেষ্মা জমিয়া শ্বাসাবরোধের সম্ভব থাকিলে, অথবা গাঢ় শ্লেষ্মা উত্তোলনে কষ্ট ও বমন হইতে থাকিলে, ইপিক্যাক উপরোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবে।

রাত্রিকালে শিশুদের কাশবৃদ্ধি, অত্যন্ত ক্রন্দন, শ্বাস ও প্রশ্বাসে ঘোঁস্ ঘোঁস্ শব্দ থাকিলে ক্যামোমিলা ব্যবস্থা করিবে

শুষ্ক কাশিতে শ্বাসরোধ, বমনের পর মূর্চ্ছা, হাঁপানির ন্যায় শ্বাসত্যাগে কষ্ট ও শরীর দুর্ব্বল হইলে ভেরেট্রাম দিবে।

দীর্ঘকালস্থায়ী কাশি, বিশেষতঃ ফুস্‌ফুসের কোন রোগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে এবং বুক টানবোধ ও বেদনাযুক্ত হইলে ফস্‌ফরস দিতে হইবে।

নিমোনিয়া বা ক্ষয় কাশ।—শীতল বায়ু সেবন বা অন্য কোন প্রকারে শৈত্যানুভব করিলে এই পীড়া জন্মে। ইহাতে কম্পজ্বর, বক্ষঃস্থলে টানবোধ, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, শ্লেষ্মার বিবর্ণতা, বাক্যকথনে ক্লেশ এবং মুখের অত্যন্ত রক্ততা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—কম্পের অব্যবহিত পরেই ১০ মিনিট অন্তর একোনাইট; শ্বাসকষ্ট অধিক হইলে উক্ত ঔষধ দুইবার সেবনের পর ফস্‌ফরাস্; জ্বর কমিলে যদি কাশের বৃদ্ধি হয় এবং শ্লেষ্মা অধিক হরিদ্রাভ হয় তবে পর্য্যায়ক্রমে ব্রাইওনিয়া; মুখমণ্ডল মলিন, শ্বাসপ্রশ্বাস যার পর নাই কষ্টকর, অতিশয় দৌর্ব্বল্য হইলে আর্সেনিক, উহা প্রথমতঃ ১৫ মিনিট অন্তর পরে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিবে। রোগীকে

নির্মল বায়ুসঞ্চালিত গৃহে রাখিবে, গরম বা বিস্কুট খাইতে দিবে। মিষ্টান্ন বা পুলটিশ, নৈশ ও শীতল বায়ু এবং স্নিগ্ধ দ্রব্য নিষিদ্ধ।

প্লুরিসি।—উপরোক্ত সমুদায় লক্ষণ এবং বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা, শুষ্ক এবং কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, কম্প, শিরোবেদনা ও জ্বর ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—প্রথমে একোনাইট, তাহার পর ব্রাইওনিয়া; জ্বর বিচ্ছেদের পর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হইলে পার্শ্বের বেদনার জন্য রাত্রিতে মার্কুরিয়স দিবে। রাত্রিতে গলা বেষ্টন করিয়া ঔষধযুক্ত বস্ত্র বাঁধিয়া রাখিবে। গরম জলে এক চামচ সর্ষপচূর্ণ মিশাইয়া সেই জলে পা ডুবাইতে দিবে এবং গাত্রবস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিবে।

থাইসিস বা যক্ষ্মা।—নিমোনিয়া, ব্যাপ্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস্ ইত্যাদি রোগ এবং কু-অভ্যাস, দারিদ্র্য অথবা অত্যন্ত বাসনাসক্তি-প্রযুক্ত এই ব্যাধি জন্মে। বংশপরম্পরায় কাহারও কাহারও এই ব্যাধি কুলজ রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে শুষ্কমোনা,

পরিপাক শক্তির অভাব, সাদা অথবা লেপযুক্ত জিহ্বা, তৃষ্ণা, বমন, বমনোদ্বেগ, কাশির অল্পতা বা আধিক্য, বক্ষে অনিশ্চিত বেদনা, দৌর্ব্বল্য, বালিতে ক্লান্তি, নাড়ীর দ্রুতগতি দেহের তাপাধিক্য, বায়ুসেবনে অত্যন্ত শৈত্যানুভূতি সর্দ্দির সহিত রক্ত, উত্তরোত্তর ক্ষয়প্রাপ্তি, হেক্টিক ডায়ারিয়া ও আপ্‌থি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। ইহাতে দন্তমাড়ির উপর একটী লোহিত রেখাপাত হয় এবং নখাগ্র নিম্নভাগে বক্র থাকে

চিকিৎসা।—এই রোগ প্রতীকারার্থ চিকিৎসকের সাহায্য প্রয়োজনীয়। রোগীর ধাতু, অবস্থা, এবং প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

অজীর্ণতা জন্য নক্স ভমিকা, ক্যাল্কেরিয়া ; কাশির জন্য ফস্‌ফরাস্, বেলেডোনা ; শুষ্ক কাশির জন্য হায়োসায়েমস ; পার্শ্বে বেদনা জন্য ব্রাইওনিয়া। রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম জন্য ষ্ট্রেনাম ; হিমাপ্টিসিস জন্য ইপিকাক ; স্যাবিনা, হেমামিলিশ *ভির্জিনিয়ার জন্য আর্সেনিক, এন্টিমটার্ট, ব্রাইওনিয়া ; হেক্টিক ফিবার, নৈশ ঘর্ম্ম ও উদরাময় প্রভৃতির জন্য চায়না, ফসফরিক এসিড, হিপার সল্‌ফার ইত্যাদি দিবে

বমন নিবারণ জন্য ক্রিওশোটম, অন্যান্য উপসর্গে বিবেচনা মত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

এজ্‌মা বা শ্বাসকাশ।—কষ্টকর নিশ্বাস-প্রশ্বাসই ইহার প্রধান লক্ষণ শ্বাস ফেলিবার সময় বক্ষে আকুঞ্চন বোধ, ক্লান্তি, পেট ফাঁপা, পাকস্থলীর অসুস্থতা, শিরঃপীড়াদি ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

চিকিৎসা।—বক্ষস্থলের শাঁ শাঁ শব্দ, কষ্টকর হাঁ-পানি, মূর্চ্ছা জন্য ইপিক্যাক, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর; উহাতে উপকার না দর্শিলে দৌর্ব্বল্য ও ঘর্ম্ম নিবারণার্থ আর্সে-নিক, বক্ষঃস্থলে বাষ্পরোধ থাকিলে ফস্‌ফরস, যদি বা হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য পীড়ার সহজাত রোগ হইলে ডাইগু-লিয়া ব্যবস্থা করিবে।

একোনিয়া বা স্বরভঙ্গ।—সাধারণতঃ ইহাতে শব্দোচ্চারণে অসামর্থ্য, বা ফুস্ ফুস করিয়া রোগী কথা উচ্চারণ করে।

চিকিৎসা।—কঠিন এবং হাঁসোর ন্যায় শব্দ হইলে রাত্রিতে এবং প্রাতে হিপার সল্‌ফার; অতিরিক্ত বাক্য-ব্যয় ও গীতাদি গাইবার কষ্ট জন্য হইলে দিবসে তিন

বায় হেমামিলিশ দিবে। দৌর্ব্বল্যে ও বক্ষের বেদনা স্থলে ফস্ ফরস ব্যবস্থা করিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নানা রোগ চিকিৎসা।

জিহ্বা ও মুখরোগ।—এই সকল রোগের লক্ষণমত ঔষধ ব্যবস্থা করা হইতেছে; যথা—ক্যাঙ্কার নিবারণ জন্য রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় একোনাইট, তাহার পর রাত্রিকালে মার্কুরিয়স খাইতে দিবে; সল্ ফেট অফ সোডার জলে মুখ ধৌত করাইবে। দন্তমাড়ীর স্ফোটক নিবারণ জন্য বেলেডোনা, হিপার সল্ ফার দিবে

দন্তরোগ চিকিৎসা।—অত্যন্ত বেদনা নাশ-জন্য বেলেডোনা ও মার্কুরিয়স দুই ঘণ্টা অন্তর; বালকের পীড়ায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ক্যামোমিলা খাওয়াইবে। দন্তমাড়ীতে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত হইলে

ফস্ফোরাস খাওয়াইবে এবং নিউব্যাপাইন ও আর্সে-নিকের বাহ্য প্রয়োগ করিবে

চক্ষুরোগ চিকিৎসা।—ঈষদুষ্ণ জলে চক্ষু ধৌত করিয়া, তাহার পর উত্তম চায়ের জল ব্যবহার করিবে এবং বেলেডোনা খাওয়াইবে। রক্তপাত হইলে বেরিক্‌ টিঙ্কার ১ পাইন্ট জলে এক চামচ দিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে তাহার পর দুই ঘণ্টা অন্তর একোনাইট খাইতে দিবে

কর্ণরোগ চিকিৎসা।—শৈত্য প্রযুক্ত এই রোগ হইলে একোনাইট ; ময়লা জন্য বধিরতা হইলে এলমণ্ড অয়েল তুলীতে ভিজাইয়া প্রয়োগ করিবে। কর্ণস্ফোটক বা শৈত্যজন্য কর্ণে পূয হইলে হিপার সল্‌ফার এবং তাহার পরে মার্কুরিয়স দিবে

শিরঃপীড়া চিকিৎসা।—অজীর্ণ জন্য শিরঃপীড়ায় মস্তিষ্কে চাপশূন্য বোধ হইলে বিশেষ এক পার্শ্বে বেদনা বোধ হইলে পল্‌সেটিলা ; সম্মুখ কপালেও চক্ষুর উপরে ভারবোধ, আলোক দর্শন, শব্দ শ্রবণ, অঙ্গসঞ্চালনে কষ্ট ও মুখমণ্ডল আরক্ত হইলে বেলেডোনা ; নিরন্তর বেদনা পার্শ্বে ও সম্মুখে নত হইলে বেদনায়

বৃদ্ধি জন্য কফিয়া অজীর্ণ [redacted] চিন্তাজন্য শিরঃপীড়ায় নক্সভমিকা ব্যবস্থা করিবে।

বসন্ত চিকিৎসা।—জ্বরের প্রতীকার [redacted] একোনাইট। বমন ও বমনোদ্রেক থাকিলে ভেরেট্রম ভিরাইড; তাহার পর এণ্টিম টর্ট; আক্ষেপ জন্য বেলেডোনা, মুখে ও গলার ভিতর ক্ষত জন্মিলে মার্কুরিয়স; গুটীর দাগ নিবারণ জন্য থুজা এবং হাইড্রাষ্টিশের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ উপকৃতিজনক। ইহাতে বাসগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক।

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।—প্রস্রাব কালীন জ্বালা ও অতিশয় উত্তাপযুক্ত প্রদাহের লক্ষণ থাকিলে একোনাইট; জ্বালাযুক্ত স্রাব, দুর্গন্ধময় পদার্থ নির্গম হইলে আর্শেনিক; তলপেটে অত্যন্ত বেদনা; টানধোধ ও শ্লেষ্মাস্রাব হইতে থাকিলে আর্শেনিক দিবে। ঋতুস্রাব বন্ধে শৈত্য ও আর্দ্রতা জন্যে ডালকামরা,ভয়জন্য হইলে একোনাইট, অপিয়ম ও ভেরেট্রম; মানসিক উত্তেজনা প্রযুক্ত হইলে ক্যামামিলা; শোক জন্য হইলে ইগ্নেশিয়া, আনন্দজন্য হইলে কফিয়া ও অপিয়ম দিবে

বাতব্যাধি চিকিৎসা।—মুখের আরক্ততায়

বেলেডোনা, মুখমালিন্যে ওপিয়ম, আক্রান্ত স্থলে আক্ষেপ থাকিলে নক্সভমিকা, রাত্রে পীড়া অধিক হইলে সিমিসিফিউগা, খঞ্জ নিবারণে নক্সভমিকা খাওয়াইবে

বাত চিকিৎসা।—বেদনাযুক্ত স্থলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিবে অজীর্ণ দোষ থাকিলে নক্সভমিকা, রাত্রে ও প্রাতে রস্ খাওয়াইবে। বেদনাযুক্ত স্থানে রস্ আপাটেল তাক বা লিনিমেণ্ট মর্দ্দন করিবে। অনিদ্রা নিবারণ জন্য একোনাইট প্রয়োগ করিবে।

মূত্ররোগ চিকিৎসা।—পূয মূত্রধার দিয়া বাহির হইলে কেনাবিস জেলসিয়ম প্রয়োগ করিবে। পূয লোহিত বর্ণ হইলে প্রিউসেলিনম; মূত্রত্যাগে ক্লেশ ও কষ্টকর লিঙ্গোত্থানে ক্যান্থারাইডিস; প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাবে ক্যান্থারাইডিস, পলসেটিলা; মূত্র প্রণালীর নিম্নস্থ গ্রন্থী স্ফীত হইলে পলসেটিলা, নাইট্রিক এসিড; লিঙ্গধার ও মূত্রধারে প্রদাহ ও বেদনাযুক্ত ও ভিতরে বেদনা বোধ হইলে পুল্সা, নেট্রমমিউর, সিপিয়া ইত্যাদি প্রয়োগ করিবে।

কবিরাজী-চিকিৎসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবজ্বর।

অত্যন্ত পরিশ্রম, ব্যায়াম, চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, ওষধির ঘ্রাণ, ধাতুক্ষয় প্রভৃতি কারণে রক্ত ও পিত্ত আমাশয়স্থ অগ্নিকে বহির্গত করিয়া, ত্বকে প্রকাশ করিয়া, জ্বর উৎপাদন করে।

সামান্য জ্বর।—এই জ্বরে রোমহর্ষ, জৃম্ভা অর্থাৎ হাই উঠা, দেহের তাপ ও শুষ্কতা, অন্নবিদ্বেষ এবং মুখশোষ হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—বচ, যমানী, ধন্যা, শুণ্ঠী, ইহাদের কষায় রাত্রিকালে সেবন।

হরিদ্রা, নিম্ব, গুলঞ্চ, যষ্ঠী ও শুণ্ঠী, ইহাদের কষায় পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ সেবন কর্ত্তব্য।

চই, চিতামূল, পিপুল মূল ও শুণ্ঠী, ইহাদের পাচন দুগ্ধের সহিত পান।

শুণ্ঠী, বচ, মুথা, ভূম্যামলকী, গুলঞ্চ, যষ্ঠী ও খদির কাষ্ঠ ইহাদের কষায় পান ব্যবস্থা।

বাতজ্বরের লক্ষণ।——জ্বরের বিষম বেগ, কম্প, কণ্ঠ তালু ও বদনের শুষ্কতা, মুখের বৈরস্য, দেহের রুক্ষতা, চক্ষুবেদনা, বলাদি ধাতুক্ষয়, অঙ্গ, মস্তক-বেদনা, অনিদ্রা, হস্তাঙ্গুলির কৃষ্ণবর্ণতা, প্রলাপ, গাত্র-বেদনা জৃম্ভদর্শন, জাগ্রত অবস্থায় ভীতবৎ স্বপ্নদর্শন।

চিকিৎসা।——নাগরমুথা, দেবদারু, ধান্যক, গুলঞ্চ হরিদ্রা, পটোলপত্র ও কণ্টকারী, ইহাদের উষ্ণ পাচন পান করা কর্ত্তব্য

বেলশুঁঠ, গণিয়ারী, চাকুন্দে, পারুল ও কুষ্মাণ্ডি-কার কষায় সেবন

রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ, ও এলবালুকা, ইহাদের কষায় সহিত গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান।

চিরাতা মুথা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, আকন্দ, গোখুর, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বালা, শালপাণি, চাকুন্দে, ইহাদের পাঁচন গুড়সহ সেবন।

পিত্তজ্বর —মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম, মত্ততা, তৃষ্ণা, জ্বরের তীক্ষ্ণবেগ, অতিসার, তন্দ্রা, আলস্য, প্রলাপ, বমি, তালু ওষ্ঠ ও মুখের পাক, স্বেদ, শ্বাস ও মুখের তিক্ততা, মূত্রের হরিদ্রতা, বিহ্বলতা এবং ক্ষুধা, এই জ্বরের লক্ষণ।

চিকিৎসা।—নাগরমুথা, উশীর, মুথা, চন্দন, কটুকী, ধান্যক, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, আমলকী, ইহাদের পাঁচন সেবন।

মুথা, চন্দন, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, কটুকী, পদ্মের ঝুরি, পল্তা, বালা, ইহাদের পাঁচন মধু ও চিনির সহিত সেবন। গন্ধ চন্দনাদি পাঁচন।

দাহ নিবারণ জন্য।—কচি নিম্বপত্র ও কচি কুলপত্র আমানীর সহিত মর্দ্দন করিয়া আলোড়ন করিতে করিতে যে ফেণা উঠিবে, তাহা গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

উদরোপরি কাংস্য বা তাম্রপাত্র রাখিয়া তদুপরি

শীতল জল দ্বারা নিক্ষেপ। কুচভারাবনত সুন্দরী কামিনীর আলিঙ্গন, শৈত্যসেবন, মুক্তাহার, বিমল জ্যোৎস্না এবং কৌমুদী সেবন দ্বারা উপকার দর্শে।

জিহ্বা, গলা ও তালু শুষ্ক হইলে মাতুলুঙ্গকেশর ও সৈন্ধবলবণ মধুর সহিত তালুতে প্রলেপ দিবে।

চন্দ্রশেখর রস।—পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ভাগ, সোহাগা, মরিচ, মৎস্যপিত্তের ভাবনা। মটর-প্রমাণ বটী, অনুপান—পটোলের বা পলতার রস।

কফজ্বর।—স্তৈমিত্য, মধুরাস্যতা, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, গাত্রের গুরুত্ব, অরুচি, সকল বিষয়ে বিরক্তি, রোমাঞ্চতা, শৈত্য, শ্রবণশক্তির হীনতা, দৃষ্টিহানি, দেহের পাণ্ডুতা, মলবদ্ধতা ও ছর্দ্দি, এই জ্বরের লক্ষণ।

চিকিৎসা।—কণ্টকারী, বৃহতী, লোধ, বচ এবং পলতা, ইহাদের পাচন।

বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, পটোলপত্র, শুণ্ঠী ও চিরাতা ইহাদের কষায় মধুসহ সেবন।

বাতপিত্ত জ্বর।—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমন, মুখের কটুতা, শরীরের রুক্ষতা, অন্তর্দ্দাহ, আর্দ্র ও নয়নের

পীতবর্ণতা, কণ্ঠশোষ, অনিদ্রা, শ্বাস, শিরোবেদনা, মুখ-ভেদ, অঙ্গবেদনা, রোমহর্ষ এবং তমক, শ্বাস ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—চিরাতা, আমলকী, শুঠী, দ্রাক্ষা, মুথা, গুলঞ্চ ও পিপুলের কাথ, গুড় সংযোগে সেবন।

গুলঞ্চ, মুথা, বাসক, ক্ষেতপাপড়া ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ পান

শুঁঠ, শালপাণি, গুলঞ্চ, মুথা, চিরাতা, কণ্টকারি, বৃহতী ও গোক্ষুরীর কাথ সেবন।

বাতশ্লেষ্ম জ্বর।—ভিজা কাপড় গায়ে দিলে যেরূপ বোধ হয় তদ্রূপ, সন্ধিস্থানে ও মস্তকে বেদনা, নাসাস্রাব, কাশ, ঘর্ম্ম, শরীরে তাপাধিক্য ও নাড়ীর মধ্যম বেগ।

চিকিৎসা।—পিপুল, পিপুল মূল, চৈ, চিতা-মূল, শুঁঠ সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ইহার কাথ সেবন। পঞ্চকোল পাঁচন।

আরগ্বধাদি পাঁচন —সোঁদাল আটা, পিপুল-মূল, মুথা, কটুকী, হরীতকী, সকলের ওজন সমান ভাগে ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ, শেষ অর্দ্ধ পোয়া থাকিবে।

দশমূল পাঁচন।—বিল্বছাল, শোণছাল, গাম্ভারী-ছাল, অগ্নিমন্থছাল, পারুলছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, প্রত্যেকের সমান ভাগে ওজন ২ তোলা, পূর্ব্ববৎ ক্বাথ।

পঞ্চকোল পাঁচন।—পিপুল, পিপুল মূল, চই চিতামূল, শুণ্ঠী, প্রত্যেকের ওজন ৩২ রতি, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে সেবন। পঞ্চকোল পাচন।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর।—জ্বরের মধ্যমবেগ, নিদ্রা, গাত্রের গুরুতা, সন্ধিস্থান, গাত্র মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা, নেত্রদাহ, শ্বাস, অরুচি, শ্রবণ ও কণ্ঠশুষ্কতা, তন্দ্রা ও ভ্রম ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—চিরাতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ, মুথা ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্যের পাচন।

দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, বাসক, রক্তমঞ্জিলা, চিরাতা, কুড়চী, ইন্দ্রযব, পটোল পত্র, মুথা ও বামুণহাটী, ইহাদের কষায় সেবন।

পলতা, চন্দন, চিরাতা, আকনাদী, হচমুথা, ক্ষুদ্রবেতস, বাসক, গুলঞ্চ, মুথা, দাড়িম ছাল,

খদির, নিম্বপত্র, হরিদ্রা [illegible] দারুহরিদ্রা, ইহাদের কাথ সেবন।

কণ্টকার্য্যাদি পাঁচন।—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুণহাটী, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুথা, পটোল পত্র, কটুকী, সমভাগে ২ তোলা। পূর্ব্ববৎ পাঁচন প্রস্তুত করিয়া সেবন।

—সোণালু, কটুকী, হরীতকী, পিপ্পলীমূল [illegible] মুথা, এই সকলের কল্ক সেবন। ইহার নাম আরগ্বধ পঞ্চক।

চাতুর্থক বিষম জ্বর —ইহা বাত ও শ্লৈষ্মিক। এই জ্বর ২ দিন অন্তর হয়। অন্যান্য লক্ষণ সাধারণ জ্বরের ন্যায়।

মুথা, গুলঞ্চ, পিপুল, ক্ষেতপাপড়া, বাসক, হরীতকী, কণ্টকারী ও দুরালভা, ইহাদের কষায় পান। মুস্তাদ্য পাঁচন।

ক্ষেতপাপড়া, নাগেশ্বর, ধন্যা, কাঁকড়া শৃঙ্গী, কুটজ, হরীতকী, এলাইচ, শুণ্ঠী [illegible] চিরাতা, ইহাদের কষায় হিঙ্গু ও মধু সহ সেবন ইহাতে হিক্কাও প্রশমিত হয়।

দশমূলীর ক্বাথ শুণ্ঠীচূর্ণের দ্বারা ভাবিত করিয়া সেবন।

ত্রিদোষজ জ্বর।—তন্দ্রা, আলস্য, মুখের মধুরতা, ষ্ঠীবন, কণ্ঠশোষ অনিদ্রা, শ্বাস, চিত্তবিভ্রম, মূর্চ্ছা, শোক, জিহ্বার জাড্য, দেহের কর্কশতা, পৃষ্ঠ ও মস্তকে বেদনা ও অন্তর্দাহ, এই জ্বরের লক্ষণ

চিকিৎসা।—ইহার আরম্ভে কফের সংশোধন ক্রিয়া করিবে, পিত্তের উপশম করিতে চেষ্টা করিবে; কারণ, তাহা হইলে কফ ও বায়ু প্রবল হইয়া রোগীর প্রাণনষ্ট করিতে পারে। দোষের বলাবলানুসারে ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র বা সপ্তরাত্র ইত্যাদি বিবেচনাপূর্ব্বক লঙ্ঘন, বমন, বা কফোত্তোলন কার্য্য সম্পাদন করিবে। তাহার পর কফ বিশোধিত হইয়াছে দেখিলে, বায়ু নিবারণ ও পিত্ত প্রশমিত হইলে, পিত্ত প্রকোপন কার্য্য করিবে কারণ, এই জ্বরে বাত ও শ্লেষ্মাই প্রশমন করিবে; অন্যথা পিত্তের বিনাশ করিলে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

সন্নিপাত জ্বর।—অরুচি, তৃষ্ণা, শূল, ধাতুশোষ, শ্বাস, নিশা ও দিবা জাগরণ, তন্দ্রা, মোহ, মুখশোষ, নাসিকা জিহ্বা ও অধরের পাকবৎ পীড়া, নিষ্ঠীবন, দেহের কোন স্থানে বা সর্ব্বত্র মণ্ডলাকার চিহ্ন, অর্থাৎ

পীড়িকার উৎপত্তি, নেত্র অধর ও মুখের শ্যামবর্ণতা, ধর্ম্মবোধ, উদরাধ্মান, বমনেচ্ছা, মস্তক বেদনা ও লোটন, প্রস্রাবাদি স্রোতের অবরোধ, গলদেশে ঘুর্ ঘুর্ শব্দ, ও শূলবৎ বেদনা, প্রলাপ, চক্ষুর আরক্ততা, কখন দাহ, কখন শৈত্যানুভূতি, সন্ধিস্থলের বেদনা, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও গোজিহ্বার ন্যায় খস্‌খসে, অরুচি, শ্রম, প্রলাপ মুখ হইতে কফমিশ্রিত রক্ত বা পিত্তের উদগীরণ, শরীর বড় কৃশ হয় না, কোঠরগত চক্ষু ও তাহা হইতে অশ্রুপাত, কর্ণে শব্দ শ্রবণ ও বেদনাবোধ ইত্যাদি, এই জ্বরের লক্ষণ।

চিকিৎসা।—এই জ্বরে তন্দ্রা বিনাশের চেষ্টা করিবে। শঠী, দশমূল, দুরালভা, অখরোট, পটোল-পত্র, পুষ্করমূল, পিপ্পলী এবং দুর্ব্বা, ইহাদের পাঁচন সেবনে অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হইবে। দশাঙ্গ ক্বাথ।

চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, পিপ্পলী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, ইন্দ্রযব, নাগর মুথা, গজ পিপ্পলী, ইহাদের কথায় সেবনে তন্দ্রা, প্রলাপ, পিপাসা, অরুচি, দাহ মোহ, অগ্নিমান্দ্য ও শ্বাসকষ্ট নষ্ট হয়।

শুণ্ঠী, যমানী, গজ পিপ্পলী, দেবদারু, ধন্যা, চিরাতা,

ইন্দ্রযব এবং দশমূল ইহাদের ক্বাথ সেবনে শ্বাস, জ্বর, অরোচক, বিবন্ধ ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়।

মূর্ব্বা, শোণামূল, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, আকনাদি, বলা, কটুকী, বিষলাঙ্গুলিয়ার, ধন্যা, নীলঝিণ্টিকা, গান্তারী, শঠী, শুঁঠ, পিপুল মূল, ভেউঁড়ী, দেবদারু, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামালতা, ধনিয়া, নাগেশ্বর ও বন্যাকাস্তা, ইহাদের ক্বাথ সেবন

কণ্টকারী, ব্যাকুড়, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিরাতা, কটুকী, পটোল-পত্র, পুষ্করমূল, দুরালভা, বামুণহাটী ও গুড়চী, ইহাদের ক্বাথ সেবনে জ্বর, কাশ, শূল তৃষ্ণা নিবারিত হয় মুস্তাদি পাঁচন

রাস্নাদি পাঁচন।—রাস্না, ধনিয়া, ক্ষেত-পাপ্ড়া, পটোলপত্র, মুথা, চিরাতা, গুড়চী, শঠী, নাগরমুথা, গজ পিপ্পলী, দেবদারু, কটুকী, বাসক, বলা ও দুরালভা।

বচ, যমানী, পিপুল ইহাদের চূর্ণ, কল্পিতম মর্দ্দন করিলে ঘর্ম্ম নিবারণ পায়।

অজ্ঞানতা নিবারণ জন্য নস্য।—যষ্টীমধু, পিপ্পলী, বচ, শুণ্ঠী, সৈন্ধব লবণ, গোমূত্রে বা উষ্ণ জলে

বাটিয়া সজিনামূল, রাস্না ও মরিচ, এই তিন দ্রব্যের চূর্ণ মিশাইয়া নস্য গ্রহণ বৃহতীর ফল, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী চূর্ণ একত্র করিয়া নস্য।

তন্দ্রা নিবারণার্থ।—শিরীষ বীজ, মরিচ, পিপুল ও সৈন্ধব লবণ, গোমূত্রসহ বাটিয়া অথবা ত্রিকটু, করঞ্জবীজ, ত্রিফলা, দেবদারু ও সৈন্ধব লবণ, তুলসী পত্র রসে মর্দ্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন প্রদান।

কারব্যাধি পাঁচন।—কৃষ্ণজীরা, কুড়, ভেরেণ্ডা মূল, বালা, ডুমুর শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠী, কাকঁড়া শৃঙ্গী, দুরালভা, বামুণহাটী, পুনর্ণবা, মিলিত ২ তোলা। জল ।।০ সের শেষ অর্দ্ধ পোয়া

শঠী, চিরাতা, কটুকী, ইন্দ্রবারুণী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, গুড়চী, কণ্টকারী, বেগুড়, পিপুল, পুষ্করমূল, দুরালভা, রাস্না, দেবদারু, গজপিপ্পলী, ইহাদের কাথ সেবনে জ্বর, তন্দ্রা, শ্বাস, শিরোবেদনা, জড়তা, শূল নিবারণ হয়। কাঠ্যাদি পাঁচন।

চিরাতা, দেবদারু, মুথা, মাষপর্ণী, পলতা, করঞ্জর, গজ পিপ্পলী ও দশমূল, ইহাদের কাথ সেবনে তন্দ্রা, শ্বাস শোষ ও বক্ষবেদনা নষ্ট হয়

বৃহৎ রাস্নাদি পাঁচন।—রাস্না, গুড়চী, কেণ্ড-পাপড়া, পলতা, মুথা, চিরাতা, কুটজ, শঠী, নাগর মুথা, গজপিপ্পলী, দেবদারু, কট্‌কী, বাসক, বচা, দুরালভা ইহাদের কাথ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেবন করিলে সন্ধি-পাতজ্বর, শ্বাস, কাশ ও উদর বেদনার প্রতীকার লাভ হয়।

তেউড়ী, ইন্দ্রবারুণী, দেবদারু, সোণালু কট্‌কী, এই সকল দ্রব্যের কাথ।

বচ, যমানী ও পিপুল, ইহাদের শুষ্ক চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করিলে পিপুল, নাগরমুথা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী মুথা, ইহাদের চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করিলে অঙ্গ জাড্য ধর্ম্ম নিবারিত হয়।

যষ্টিমধু, পিপুল, বচ, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, অথবা সজিনা মূল, রাস্না ও মরিচ, চূর্ণ করিয়া নস্য দান করিলে অজ্ঞানতা নষ্ট হয়।

শিরীষ বীজ, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, গোমূত্র সহ বাটিয়া অথবা ত্রিকটু, করঞ্জবীজ ত্রিফলা, দেবদারু সৈন্ধব লবণ, তুলসী পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া প্রদান করিলেই তন্দ্রা নষ্ট চক্ষু উন্মীলিত হয়।

মাতুলুঙ্গের কেশর, আদা, সৈন্ধব ত্রিকটু চূর্ণ করতঃ মুখে রাখিলে নিষ্ঠীবন হইয়া কণ্ঠশুদ্ধি, কফনির্গম কাশ ও অরুচি বিনষ্ট হয়

ত্রিকুট, চই, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, উক্ত রূপে মুখে ধারণ করিলে উপরোক্ত রূপ উপকার লাভ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জীর্ণ বা পুরাতন জ্বর।

নবজ্বর প্রশমিত হইবার তিন সপ্তাহ পরে যে জ্বরের পুনরাবর্ত্তন হয়, তাহার নাম জীর্ণ বা পুরাতন জ্বর। ইহাতে প্রায় প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে।

চিকিৎসা।—নিদিগ্ধিকাদি পাচন;—শালপাণি, চাকুল্যা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী, ঘোড়াছাল, সকল মিলিত সমান ভাগে ২ তোলা। জল ১ শের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ—যবক্ষার ২ মাষা,

পিপুল চূর্ণ ২ মাষা,প্লীহাযুক্ত জীর্ণজ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ।

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, আমরুলী, হিংচা, পটোল, পত্র, কদলীপত্রে জড়াইয়া অগ্নিদগ্ধ করতঃ তাহার রস ২ তোলা, মধু ৫। ৭ বিন্দুর সহিত সেবন।

রসুন দগ্ধ করিয়া তিলতৈলের সহিত প্রত্যহ সেবন। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন।

দাস্যাদি পাঁচন।—নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব মঞ্জিষ্ঠা,শ্যামালতা,আকনাদী শঠি, বেণার মূল, চিরাতা, গজপিপ্পলী, বলা ডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়ভাঙ্গা, ধন্যা, শুঁঠ, মুথা, সরল কাষ্ঠ, সজিনাছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমূল, কটুকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, কুড়, সমান ভাগে মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া।

দার্ব্বাদি পাচন।—দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামালতা, তাহার পাদুকা, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামপদকমূল, সরল কাষ্ঠ, বলা, ডুমুর, হাড়ভাঙ্গা, চিরাতা, তেলার

শুঠী, আকনাদী, কুশমূল, কটুকী, পিঁপুল, ধন্যা, পরিমাণ—ইত্যাদি উপরোক্ত প্রকার; প্রক্ষেপ ৮ ১০ বিন্দু।

গুড়ূচ্যাদি পাচন।—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধন্যা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ইহাতে দাহ, পিত্তসহ হস্ত-পদাদির জ্বালা নিবারিত হয়

কণ্টকারী, নাগরমুথা, গুলঞ্চ ও পিপ্পলী, ইহাদের ক্বাথ সেবনে জীর্ণজ্বর, অরুচি, শ্বাস, কাশ, অগ্নিমান্দ্যাদি নিবারিত হয়।

গুলঞ্চ, পিপ্পলী সহ লঘু পঞ্চমূলীর ক্বাথ সেবনে জীর্ণজ্বর তদনুগত উপসর্গ নষ্ট হয়

পটোল, পাঠা, কটুকী, ত্রিফলা, কুড়চি, নিম্ব, ঘণ্টা-পারুল, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, চন্দন ও নাগর মুথা, ইহাদের ক্বাথ সেবন।

বাসক, আমলকী, দেবদারু, হরীতকী, শুঁঠ ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন

মুক্তানুবন্ধিত্ব অর্থাৎ বিষম জ্বর।—যে মুক্ত হইয়াও পুনরাগমের সম্ভাবনা রাখে, তাহাই বিষম জ্বর। এই জ্বরের লক্ষণ সমুদায় কিয়ৎ কালের জন্য লুপ্তপ্রায় থাকিলেও সেই জ্বরের কারণ সকল বিদ্যমান

থাকে ; একবারে যায় না ; সুতরাং, তাহার পুনরাগমন হয়। এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর যে জ্বর হয়, তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চরকমতানুসারী মাধব কর বলেন যে, সন্ততক নামে যে এক প্রকার জ্বর, সাত দিন, দশ দিন, বা বার দিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া বিরাম প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার উদিত হয়, তাহাও বিষম জ্বর।

চিকিৎসা।—বৃহৎভার্গ্যাদি পাচন ;—বামুণহাটী, হরীতকী, কটুকী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, পিপ্পলী, গুলঞ্চ, দশমূল, শুঁঠ।

পটোল আকনাদী, কটুকী, ত্রিফলা, কুড়চি, নিম, কণ্টকারী, আকন্দ, গুলঞ্চ, চন্দন ও নাগর মুথা, ইহাদের ক্বাথ সেবন।

মধুকাদি পাঁচন।—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুথা, আমলা, ধন্যা, বেণার মূল, গুলঞ্চ, পটোলপত্র। প্রক্ষেপ—মধু ২ মাষা চিনি ২ মাষা।

মুস্তাদি পাঁচন।—মুথা, আমলা গুলঞ্চ, শুঁঠ কণ্টকারী। পূর্ব্ববৎ পাক। প্রক্ষেপ—পিপুল চূর্ণ ২ মাষা, চিনি ২ মাষা, মধু ২ মাষা।

গুড়সহ জীরা, হরীতকী ত্রিফলার ক্বাথ, অথবা আর্দ্রক ও তিল একত্র সেবন।

আমলকী, দেবদারু, হরীতকী, শুঁঠ ■ ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন।

বকপুষ্পের রসে নস্য গ্রহণ, পটোলপত্র, নিম্বপত্র, কুড়, বচ, গুগ্‌গুল, সর্ষপ, হরীতকী, ইক্ষুগুড় ও ঘৃত ইহাদের ধূপ গ্রহণ। অষ্টাঙ্গ ধূপ।

পালাজ্বর।—এই জ্বর কোন নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে উদিত হইয়া বিরামপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর, এই জ্বরের উদয় কাল।

চিকিৎসা।—(একদিন অন্তর জ্বরে) কাকজঙ্ঘা বেড়েলা, শ্যামালতা, বামুনহাটী, লজ্জাবতী, চাকুলে, অপাঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ইহার মধ্যে কোন বৃক্ষের মূল পুষ্যা নক্ষত্রে তুলিয়া লালসূতা দ্বারা হস্তে বন্ধন করিলে, ত্রৈকালিক জ্বর ভাল হয়।

কাঁকড়া গর্ত্তের মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গকে তিলক করিলে ত্রৈকালিক জ্বর নিবৃত্তি পায়।

দুই দিন অন্তর জ্বরের চিকিৎসা।—বাসক

আমলকী, দেবদারু, হরীতকী, শুণ্ঠী ও ত্রিফলা ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন।

অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দ কিম্বা করবীর মূল তুলিয়া রাখিয়া ৩ রতি মাত্রায় চাউল ভিজান জলের সহিত সেবন।

শিরীষ পুষ্পরসে হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা [illegible] মুস্ত মিশাইয়া নস্য গ্রহণ।

আমরুলের সহস্র পরিমিত পত্রে দ্বিগুণ তণ্ডুলের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃতের সহিত [illegible] দিন সেবন।

বক পুষ্পরসের নস্য গ্রহণ। ভূতমাত্রাদির রোগে বস্ত্র কৃষ্ণ বর্ণ করিয়া তাহাতে গুগ্গুল ও পেচকপুচ্ছ দৃঢ়রূপে বন্ধন করতঃ নির্ধূম অঙ্গারে স্থাপিত করিয়া পালার দিবস রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ধূপদান

রবিবার পালার দিবসে বিশুদ্ধ হরিতাল, শুক্লবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত ১ রতি মাত্রায় সেবনে দুঃসাধ্য চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয়।

বাসকছাল আমলা, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী, শুণ্ঠী যথারীতি পাচন পাক করতঃ সেবন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্লীহা ও যকৃৎ।

দীর্ঘকাল জ্বরভোগ দ্বারা প্লীহা ও যকৃতাদির বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাদের সহিত প্রায়ই জ্বরের সংস্রব থাকে; এজন্য এ স্থলে যে সকল প্রতীকার লিখিত হইতেছে, তদ্দ্বারা জ্বর প্লীহা যকৃতাদি বিনষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—যবক্ষার, ঘণ্টাপারুল, কিংশুক, অর্জ্জুন ছাল, ধব, অপামার্গ, রম্ভা, তিল, জীবন্তী, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, কুষ্মাণ্ড, বল্লী, বাসক ও পূরণ, এই সকল দ্রব্য ভস্ম করিয়া জলে মর্দ্দন করতঃ ধারা নিস্রুত করিয়া পান করিলে যকৃত নষ্ট হয়।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, শঠী, যমানী, হরীতকী ও শতমূলীর কাথ সেবনে যকৃৎ নিবারিত হয়।

মুথা, পিপ্পলী, আমলকী, আর্দ্রক প্রত্যেকে সমান ইহাদের ৩ ভাগ হরীতকী [illegible] ভাগ শুণ্ঠী একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে যকৃৎ রোগ নষ্ট হয়।

গোয়ালী, চিরাতা, পিপলী, চালতা, মুতী গুলঞ্চ, পটোল, দারু হরিদ্রা, অৰ্জ্জুন [illegible] মঞ্জিষ্ঠা, ইহাদের প্রত্যেক মূত্র সহ সেবন করিলে শ্লীপদ রোগ নষ্ট হয়।

[illegible] শ্লীপদ রোগে উপবাস ও [illegible] সংযুক্ত ঔষধ নিষেধ।

যমানিকাদি চূর্ণ —যমানি, চিতামূল, যবক্ষার, বচ, দন্তীমূল, পিপুল প্রত্যেক সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—৩ আনা, অনুপান—উষ্ণজল, দধির মাত বা আসব। শ্লীপদ রোগে ব্যবহার্য্য তালমাঁটা [illegible] পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে শ্লীপদ নষ্ট হয়

চিতার মূল জলে ঘর্ষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে এবং তাহার ৩ বটী পাকা কদলীর মধ্যে রাখিয়া ভক্ষণে শ্লীপদ রোগ বিনাশ পায়।

চিতামূল, হরিদ্রা [illegible] অথবা বহিমূল চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে শ্লীপদ নষ্ট হয়।

কাঁঠালী কলার মধ্যে একটি জোঁক পোকা পুরিয়া তাহা গিলিয়া খাওয়া। এই রূপ সাত দিন করিবে।

আকন্দ পাতা ১০৮, যমানী [illegible] ছটাক, সৈন্ধব লবণ

ছটাক, দধির সার ১।৵ সের, কোন পাত্র মধ্যে রাখিয়া ২ প্রহর কাল অগ্নিতে জাল দিবে। এই ঔষধ নামাইয়া ।০ আনা পরিমাণে প্রতিদিন জলের সহিত সেবন করিবে।

পেঁপের আটা পাঁচ আনা ও চিনি পাঁচ আনায় একটা বটী প্রস্তুত করিয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সেবন করিবে।

যকৃৎ।—শোধিত জয়পাল, চিতার মূল, পুরাণ মান, ওল, ঘেঁটকোল, পিপুল মূল, ত্রিফলা, তেউড়ী, আপাঙ্গ, ভাণকুণি শাক, বিছুটি মূল, হরিদ্রা, নাকদানা এবং ছয়হুরে মিলিত ২ তোলা, ইহার পাচন সেবন।

রোহিতক ছাল, চিরাতা, কটকী, মুথা, আতইচ শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা, জল অৰ্দ্ধসের, শেষ অৰ্দ্ধ-পোয়া। প্রক্ষেপ—যবক্ষার ও নিশাদল চূর্ণ, প্রত্যেকে ২ রতি।

আকন্দছাল, শিকমূল, তেঁতুল ছাল, তিলকাষ্ঠ সোঁদালু ছাল, চিতা, আপাঙ্গ মিলিত ২ তোলা, জল পূর্ব্ববৎ। প্রক্ষেপ—হিরাকশ চূর্ণ ও সোরা, সাচিক্ষার ও সোরা প্রত্যেকে ২ রতি।

বাসক, চিতামূল, আপাঙ্গ, তেঁতুল ছাল, কুমড়ার ডাঁটা, শিমমূল, তালজটা, পুনর্নবা, বেতশাক, এই সকলের ভস্ম উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ পাতিলেবুর রসের সহিত সেবন। চূর্ণ প্রত্যেকের মাত্রা ১ রতি।

পাণ্ডুরোগ।

পাণ্ডুরোগ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও লক্ষণ ভেদে পাঁচ প্রকার। অত্যন্ত পথচলা, অম্ল, রক্তস্রাব, ব্রণ, চিন্তা আয়াস, মলমূত্রাদি রোধ, ক্ষার অম্ল মধু ও মদ্য সেবন, অব্যায়াম, অতি মৈথুন, অধিক শ্রম, অনিদ্রা, অতিনিদ্রা, লবণ কটু ও কষায় দ্রব্য ভক্ষণ, অন্যান্য বিবিধ অসাত্ম্য দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা দেহস্থ রক্ত শুষ্ক হইয়া পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হয়। অঙ্গ বেদনা, গাত্রের পরুষতা, মস্তকে ভারবোধ, এবং ত্বক্ মূত্র নেত্র ও নখের কৃষ্ণবর্ণতা, বাতিক পাণ্ডু রোগের লক্ষণ। পৈত্তিকে অপরিপাক, ত্বক্ মূত্রাদির পীতবর্ণতা, শোথ, কটুবাস্যতা, মন্দজ্বর, মোহ এবং শরীর অত্যন্ত পীতবর্ণ হয়। শ্লৈষ্মিকে তন্দ্রা, শোথ, আলস্য, স্বেদ ও শরীরের গুরুতা জন্মে। সান্নিপাতিক

পাণ্ডুরোগে তন্দ্রা, আলস্য, শোথ, বমন, কাস বমনেচ্ছা, মলভেদ, নেত্র-পক্ষযতা, জ্বর, অত্যন্ত ক্ষুধা, মোহ, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে মৃত্তিকা ভক্ষণে অন্য প্রকার পাণ্ডুরোগ জন্মে এই রোগ জন্মিলে অত্যন্ত ধাতুক্ষয় হয়। মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে মল প্রকীর্ণ হইয়া স্রোতঃ সমুদায়কে রুদ্ধ করে, এ কারণ শোণিত সমস্ত দেহে চালিত ও দেহ রস দ্বারা পোষিত হইতে পারে না। মৃত্তিকা স্বাভাবিক ক্ষার কষায় ও মধুর গুণাত্মক, এ কারণ উহা ভক্ষণে শ্লেষ্মা অত্যন্ত প্রকুপিত হয় পাণ্ডুরোগে বাত পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ বিকৃত হইয়া বর্ণ, বল ও রুচি নষ্ট করে এবং ক্রমশঃ উদর স্ফীত হইতে থাকে এই রোগ বহুদিনস্থায়ী হইলে কামলা রোগে পরিণত হয়; তদ্ভিন্ন অধিক পিত্ত প্রকুপিত হইয়াও একবারে কামলা রোগ জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা।—পিপ্পলী হরিদ্রা ও লৌহকিট্ট অর্থাৎ মণ্ডুর, তুল্যাংশ মিশ্রিত করিয়া সাত রাত্রি গোমূত্রে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে তদনন্তর চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

ত্রিকটু ত্রিফলা, চিতার মূল, বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং ইহাদের চতুর্থাংশ লৌহচূর্ণ একত্রে করিয়া সাত দিবস ইক্ষুরসে ভাবনা দিয়া চূর্ণ করতঃ মধুসহ সেবন করিলে পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, হলীমক, কামলাদি রোগ বিনষ্ট হয়। ঐ সকল দ্রব্য সমান ভাগ এবং সর্ব্ব সমষ্টির সমান লৌহ ঘৃত চিনি ও মধুর সহিত লৌহপাত্রে মর্দ্দন করতঃ সাত দিবস রৌদ্র ও শিশিরে রাখিয়া কুলের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিলে তাহাকে 'ত্রিকট্বাদি' লৌহ বলে উহা আহার কালে আদ্যগ্রাসে মধ্যগ্রাস এবং শেষগ্রাসে এক একটী করিয়া তিনটী বটী সেবন করিতে হয়

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতার মূল, চই দেবদারু, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপ্পলী মূল, আলকুশীর বীজ ভৃঙ্গরাজ, প্রত্যেকে ১ পল ও দ্বিগুণ লৌহচূর্ণ গোমূত্রসহ পাক করিয়া তক্রসহ সেবন করিলে অর্শঃ, কামলা, কৃমি কুষ্ঠ, পাণ্ডু ও হলীমক এবং শোথ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহার নাম মণ্ডুর বটক

পুরাতন মন্দিরের খোয়া অর্থাৎ জমাট, বাঁশের ঘুণ, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, প্রত্যেকে সমান সেবনীয়।

ত্রিফলা, গুড়চী, দারুহরিদ্রা, অথবা নিমছালের রস প্রতিদিন প্রাতে মধুর সহিত সেবনীয়। কামলা রোগ প্রশমক

চিনির সহিত তেউড়ীমূল চূর্ণ, গোরক্ষ, চাকুল্যা এবং গুড়ের সহিত শুণ্ঠী সেবনে কামলা রোগ প্রশমিত হয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অতিসার ও গ্রহণী।

স্নিগ্ধ, অতিশীত, গুরু [redacted] শীতল দ্রব্য, পিচ্ছিলান্ন, দুষ্টান্ন, অতিভোজন, বিষম পান ও ভোজন, মদ্য [redacted] শাক সেবন, অজীর্ণ বিষ, ভয়, দূষিত জলপান ধাতু-বিপর্য্যয় ও দুর্ব্বলতাদি কারণে জলীয় ধাতু জঠরাগ্নিকে নিস্তেজ করিয়া অপক্ক মল গুহ্যদ্বার দিয়া বারম্বার নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই অতিসার কহে। এই

অতিসার বহুবিধ; কিন্তু সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার বলা যাইতে পারে যথা, বাতাতিসার, পিত্তাতিসার, শ্লেষ্মাতিসার, রক্তাতিসার এবং সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষজ অতিসার। অতিসারের সহিত জ্বর থাকিলে তাহাকে জ্বরাতিসার বলে। আমাতিসারে জ্বর প্রকাশমান না হইলেও নাড়ী কোপবতী থাকে, কিন্তু গাত্রের তাপাধিক্যাদি লক্ষণ না থাকায় তাহাকে জ্বর বলা যাইতে পারে না। আমাতিসারকে পৃথক্ শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা আবশ্যক বোধ করা গেল না; কেননা, ইহা রোগের ভিন্নবং বলিয়া পরিগণিত নহে। অতিসার রোগ তিন সপ্তাহের অধিক কাল স্থায়ী হইলেই তাহাকে গ্রহণী বলা যায়।

চিকিৎসা।—জাম, বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, নাগেশ্বর, চাকুন্দে, শমী, শর, আম, মুগা, ও জীবন্তী ইহাদের পুষ্প, দুই প্রস্থ জল সহ পাক করতঃ সমুদায় জল নিঃশেষ করিবে এবং পুনর্ব্বার দর্ব্বী অর্থাৎ হাতা দ্বারা ঘুটিতে ঘুটিতে না লাগিয়া যায়, এরূপ পাক করিয়া মধুসহ সেবন।

আমের ছাল ও শুঁঠচূর্ণ চাউল জলে সিদ্ধ করিয়া

তাহার চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উপরোক্ত রূপে পাক করিয়া মধুসহ সেবন।

কলা ও ধন্যাব ক্বাথ পান করিলে বাতাতিসার নিবারিত হয়। বালা, যজ্ঞডুম্বুর, সোদাল, হরীতকী, ক্ষেতপাপ্ড়া ও কুড়চি এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন

শালপানি, চাকুল্যা, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, বালা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, পটোল, কুড়চী ও ধনীয়া ইহাদের ক্বাথ, আহার কালে পান করিতে দিবে

রক্তলোধ ছাল, গাম্ভীর পত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বার লেপিয়া অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া মধুসহ সেবনীয়।

এই বাতাতিসারে, অল্প পরিমাণ শব্দের সহিত সফেন, পিচ্ছিল ও রুক্ষ মল নির্গত হয়। ইহাতে প্রথম লঙ্ঘন দিবে; কিন্তু অল্প পরিমাণে হইলে লঙ্ঘন না দিয়া কষায় পান ভোজন করিবে

পিত্তাতিসার।—আতপ সেবন উষ্ণান্ন ভোজন, অগ্নিসেবা, উষ্ণোদক পান, শোক, মনস্তাপ, ক্রোধ এবং কটু ও ক্ষার দ্রব্য সেবনে, পিত্ত ও রক্ত সংযুক্ত অম্বল,

পীত [illegible] নীলবর্ণ এবং দুর্গন্ধ যুক্ত মল নির্গত হয়, ইহাকে পিত্তাতিসার বলে। পিত্তাতিসার রোগীর জ্বর, শোক, পাণ্ডু, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা ও অন্তর্দাহ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—শালপাণি, চাকুন্দে, বেলা ও বিষ এই সকল দ্রব্য দ্বারা সাধিত দাড়িমাম্ল পেয়া সেবনে উপকার দর্শে।

কুশ, কাশ, ইক্ষু, জীবা ও নল, ইহাদের পঞ্চ মূল-সহ ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন কর্ত্তব্য।

যষ্ঠী ও পঞ্চমূলের ক্বাথ সেবনে এবং শিমুলছালে বাটিয়া ইক্ষু গুড় সহ সেবনে উপকার দর্শে।

শ্লেষ্মাতিসার।—দুঃস্বপ্ন, পরিশ্রম, শরীরের জড়ত্ব, শৈত্য সেবন, স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অতি ভোজন, তিল, মাংস, গুড়, ইক্ষু খাঁড় ও শাক দ্রব্য ভক্ষণ, অত্যন্ত স্নান, অতি লোভ, ও দধিসংযুক্ত দুগ্ধ সেবনে জঠরাগ্নি নিস্তেজ হইয়া শ্লেষ্মাতিসার উৎপন্ন হয়। এই অতিসারে শ্লেষ্মাযুক্ত, শুভ্র, ঘন ও দুর্গন্ধি মল অল্পবেগের সহিত নির্গত হইয়া থাকে এবং অগ্নিমান্দ্য, বিচেষ্টতা, ও আলস্য জন্মে।

চিকিৎসা।—দেহের বলাবল বিবেচনা করতঃ

উপবাস ব্যবস্থা করিবে। তদনন্তর ত্র্যূষণাদ্য পাচন দিবে। শুণ্ঠী পিপুল মরিচ, হরীতকী, হিঙ্গু, অতিবিষা সচল লবণ ও বচ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ মধুসহ লেহন করিতে দিবে, এবং বিন্দুমাত্র জলপান করিতে দিবে না।

কুড়চি, আকনাদী, অতিবিষ, বচ, বালা, মুথা, মরিচ, ও শুণ্ঠী ইহাদের কল্ক, ইক্ষুগুড় [illegible] মধুসহ সেবনে শ্লেষ্মাতিসারে ও রক্তাতিসার ভাল হয়।

কুটজ, অতিবিষা, বেলশুঁঠ, মুথা ও বালা ইহাদের ক্বাথ সেবনে শূল ও রক্তযুক্ত অতিসার ভাল হয়

রক্তাতিসার।—যে অতিসারে রক্ত বিরেচন, এবং শোথ ও দাহ হয়, মহামতি বৈদ্যগণ তাহাকে রক্তাতিসার বলিয়া থাকেন।

চিকিৎসা।—ধন্যা, নাগর মুথা, বলা, কাঁচা বেল, বলা ও নাগবলা, ইহাদের ক্বাথ, দাড়িম্ব ছাল, কয়েত-বেল ছাল, হরীতকী, জাম ছাল ও আম্রপল্লব দধির মাতের সহিত বাটিয়া সেবনীয়।

কুড়চী, অতিবিষা, মুথা ও হরীতকী, মধু ও দধির মাতের সহিত বাটিয়া মধুসহ সেবনীয়।

কুড়চী ছাল, আকনাদী, শুঁঠ, বেলশুঁঠ ও ধাতকী পুষ্প, চূর্ণ করতঃ মধু সহ সেবন।

কুটজাদি।—দাড়িম ফলের ত্বক্‌, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন, আকনাদীর পাচন প্রস্তুত করতঃ সেবন

শিমুল ছাল, কাগছাল, জাম ছাল, পিয়াল পুষ্প, আমছাল, বা অর্জ্জুন ছাল বাটিয়া দুগ্ধ ও মধুর সহিত সেবন।

জামপাতা, আমপাতা ও আমলকীর কচিপত্র ছেঁচিয়া মধু ও ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন বিধি।

বেলশুঁঠা ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ২ পল, জল ৮ পল, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া উহার সহিত চিনি, মোচরস ও ইন্দ্রযব চূর্ণ প্রত্যেকে ■ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে।

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ।—রসোত আতইচ, ইন্দ্রযব, মুথা, কুড়চি মূলের ছাল, ধাইফুল, শুঁঠ এই সকল চূর্ণ করতঃ তণ্ডুল জল ও মধুর সহিত সেবন।

কুড়চি মূলের ছাল ২ পল, জল ■ সের, শেষ ১ সের, এই ক্বাথে ছাগীদুগ্ধ ২ পল মিশাইয়া পুনর্ব্বার পাক

করিবে। দুগ্ধাবশেষ থাকিলে মধু ৮ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে।

চিনি, মধু ও রক্তচন্দন, তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন ব্যবস্থা।

মধু ১ মাষা, চিনি ২ মাষা, কিম্বা নাগেশ্বর চূর্ণ ■ মাষার সহিত নবনীত ২ তোলা ভক্ষণ বিধি।

গুহ্যদেশে দাহ বা ক্ষত হইলে পটোল পত্র ■ যষ্টী মধুর জল অথবা ছাগদুগ্ধ দ্বারা ধৌত করিবে।

ধুতুরা মূল, ইন্দ্রযব, অহিফেণ প্রত্যেকে২ রতি, কিছু ঘৃত ■ মোমের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে দাহ ও পাকাদি নিবারিত হয়।

কঞ্চটাদি পাচন।—কাঁচড়া পত্র, দাড়িম্ব পত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুথা ও শুঠী মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, পাক যথাবিধি।

কুটজাদি পাচন।—ইন্দ্রযব, দাড়িম্ব ফলের ত্বক ধাতুকী পুষ্প, বেলশুঁঠা, বালা, লোধ, রক্তচন্দন, আকনাদি, মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত সেবন।

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, সোহাগার খই, সমভাগে চূর্ণ করতঃ মধু ও চিনির সহিত সেবন।

সান্নিপাতাতিসার।—যে অতিসারে শূকরের বসা সদৃশ, তৈলবর্ণ, মাংসধৌত জলের ন্যায় ও পক্ক জম্বু ফলের সদৃশ মল নির্গত হয়, তাহাকে সন্নিপাতাতিসার বলা যায়। এই রোগের উপসর্গ রূপে চক্ষুর আরক্ততা, মলের নানা বর্ণতা, প্রলাপ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, উহা সাতিশয় সাংঘাতিক।

চিকিৎসা।—কাঁচা গিরিমল্লিকার রস ২ তোলা ও শিমুল ছাল বাটা ৮ তোলা এবং পাঠা, কুটজ, অতিবিষা, মুথা, বেলশুঁঠ, ও ধাতকী পুষ্প, এই সকল একত্র করিয়া দর্ব্বী প্রলেপ পর্য্যন্ত পাক করতঃ মণ্ড প্রস্তুতপূর্ব্বক মধুসহ সেবন করিলে নানাবর্ণ অতিসারাদি বহুবিধ রোগ নিবৃত্তি পায়।

হরীতকী ও পঞ্চমূলের চতুর্ভাগাবশিষ্ট ক্বাথ এবং আর্দ্রক, লাক্ষা, পিপ্পলী, কটুকী, দাড়িম্ব ত্বক্‌, কুড়চি, পদ্মকেশর ও বালক এবং উহাদের অর্দ্ধেক ছাগদুগ্ধ ও অষ্টমাংশ গব্যঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া দর্ব্বী প্রলেপ পর্য্যন্ত পাক করতঃ তাহাতে ষোড়শাংশ ইক্ষুগুড়

মিশাইয়া পাক সমাপ্ত করিবে। মাত্রা ২ তোলা।

আখরোট, আকনাদী ও দেবদারু প্রত্যেকে ২তোলা, তণ্ডুলোদকে বাটিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে সিকি তোলা পরিমাণ মধুর সহিত সেবন বিধি

জ্বরাতিসার।—হ্রীবেরাদি পাচন, বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধন্যা ইহাদের পাচন যথাবিধি সেবন।

উশীরাদি পাচন।—বেণার মূল, বালা, মুথা, ধন্যা, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, বেলশুঁঠা মিলিত ২ তোলা, জল আধ সের।

গুড়ূচ্যাদি পাচন।—গুলঞ্চ, আতইচ, ধন্যা, শুঁঠ, বেলশুঁঠা, মুথা, বালা, আকনাদী, চিরাতা ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, মিলিত ২ তোলা জল, আধ সের।

পঞ্চমূল্যাদি পাঁচন—শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষরী, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, শুঁঠ, আকনাদী, চিরাতা, বালা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, মিলিত ২ তোলা, জল আধ সের।

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি পাঁচন।—বিল, সোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শুঁঠ, শালিপর্ণী পত্র, কাঁচড়া, মুথা, জামপত্র, দাড়িম পত্র, বেলেড়া মূল, বালা, শুলফ, আকনাদী, বেলশুঁঠা, ধবাজোয়ান, কুড়চি ছাল, ইন্দ্রযব, ধন্তা, ধাইফুল, ইহাদের কাথ. আতই-ইচ চূর্ণ ২ মাষা, জীরার গুঁড়া ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন।

বিল্বপঞ্চক।—শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠা, দাড়িম্ব ফলের ত্বক্‌, ইহাদের কাথ সেবন।

আমাতিসারে।—শুঠী, আতইচ, মুথা, ধাই-ফুলের রসোত, কুড়চি মূলের ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদী বেলশুঁঠা, কটুকী, মিলিত ২ তোলা অৰ্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন।

ইন্দ্রযব, দাড়িম্ব ফলের ছাল, মুথা, ধাতকী পুষ্প বেলশুঁঠা, বালা, লোধ, রক্তচন্দন, আকনাদী, মিলিত ২ তোলা পূর্ব্ববৎ কাথ

কুড়চি মূলের ছাল, আক্ষা, মউল ফুল, গাম্ভারী ছাল, ধাতকীপুষ্প, মিলিত ২ তোলা। কাথ—যথা-বিধি।

পাঠা, ইন্দ্রযব, কুড়চি, গুলঞ্চ ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের ক্বাথ পূর্ব্ববৎ সেবন

উৎপল, ধন্যা, চাকুলে, বালা কাঁচা বেল, উষ্ণজল-সহ পেষণ।

গ্রহণী চিকিৎসা।—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল তগর পাদুকা, অভাবে সিউলীছাল, তালিশ পত্র, রক্তচন্দন শুণ্ঠী, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী, আমলা, মরিচ, পিপুল, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, পূর্ব্ববৎ ক্বাথ, প্রক্ষেপ কর্পূর ও বংশলোচন।

কুঁচড়া, তালমূলী, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদী বেলশুঁঠ, পিপুল, সিদ্ধি পত্র, আতইচ, রসোত, মোচরস, মিলিত ২তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপ মধু, চিনি, সচল লবণ

দশমূল, শুঁঠ, পিপুল, ভেলার মুঠী, গজপিপ্পলী, চই, চিতামূল, মিলিত ২ তোলা, জল পূর্ব্ববৎ। প্রক্ষেপ পঞ্চলবণ।

চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বন-যমানী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মৌরী, পান, গুলঞ্চা, ধন্যা,

দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশর, মিলিত ২তোলা, পাক—যথাবিধি। প্রক্ষেপ আম্রফল চূর্ণ, বংশলোচন ও এল ইটের গুড়া

আমলকী, কুড়, কটফল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্ঠীমধু, জীরা,কৃষ্ণজীরা, ধন্যা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, হরীতকী ও বহেড়া, মিলিত ২ তোলা, যথাবিধি পাচন পাক।

শঠী, ডালিমা পত্র, মুথা,বালা, জীরা, ধাইফুল, আতইচ, শুণ্ঠী, শুল, হরীতকী বেলা, পিপ্পলীপত্র, মিলিত ২ তোলা।

গুদভ্রংশরোগ।—অতিসার রোগে অথবা অন্য কোন কারণে গুহ্যদেশের পেশী সমুদায় শিথিল হইলে মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে

চিকিৎসা।—শতমূলী ও বদার রস ঘৃত ■ দুগ্ধসহ পাক করিয়া নির্গত গুহ্যদেশে প্রলেপ ব্যবস্থা।

একটী মৃণ্ময় লোষ্ট্র অত্যন্ত তপ্ত করিয়া গণিয়ারী পত্রের কাথে ডুবাইবে এবং পুনরায় ঐ লোষ্ট্র গরম করিয়া কাঁজি মধ্যে ডুবাইবে। পরে ঐ গণিয়ারী কাথ ও কাঁজি গুহ্যদেশে অর্পণ করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জঠরাগ্নি বিকৃতি ও অজীর্ণ।

জঠরাগ্নির সমতা রক্ষাই স্বাস্থ্যরক্ষার এক প্রধান উপায়। জঠরাগ্নির বিকৃতিজন্য তিন প্রকার রোগ জন্মে যথা,—বিষমাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও মন্দাগ্নি। যে জঠরাগ্নি ভুক্ত দ্রব্যকে স্বভাবতঃ পরিপাক করে তাহাকে সর্ব্বধাতুপোষক নির্দ্দোষ সমাগ্নি বলে। যে অগ্নির দ্বারা ভুক্ত বস্তুর কিয়দংশ পরিপাক হয় অথবা কখন কখন আদৌ পরিপাক হয় না এবং বায়ু কর্ত্তৃক তাহার বিষমতা জন্মিয়া বিসূচিকাদি রোগ উৎপাদিত হয়, তাহাকে বিষমাগ্নি বলে। ইহা দ্বারা বায়ুপিত্ত ও কফের বিষমতা এবং অতিসার, প্লীহা, গুল্ম, বিসূচিকা, শূল, উদাবর্ত্ত ও আনাহ এবং মন্দচেষ্টতা জন্মে। বায়ুপিত্ত ও কফের বিষমতা হেতু বিষমাগ্নি জন্মে।

চিকিৎসা।—রাস্না, শটী, আকনাদি, তুলসী, শুঁঠ সৈন্ধবলবণ, হিঙ্গু, পিপুল, সৌবর্চ্চল লবণ, সমান ভাগে চূর্ণ করতঃ গুড়ের সহিত মর্দ্দন করতঃ গুটী প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তীক্ষ্ণাগ্নি।—যে অগ্নিতে শ্লেষ্মা ও বায়ু ক্ষীণ ও পিত্ত অত্যন্ত তীব্র হয় এবং পরিমিত বা অপরিমিত ভোজন করিলে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয়, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি কহে। ইহাদ্বারা প্রায়ই পিত্তজ রোগ জন্মে, কারণ উক্ত অগ্নির ক্রিয়া এতাধিক প্রবল যে, উহাদ্বারা ভুক্ত দ্রব্যজাত রস রক্তাদি শোষিত হয়, এজন্য দেহের পোষণ হইতে পায় না, নানাপ্রকার রোগ জন্মে।

চিকিৎসা।—দ্রাক্ষা, হরীতকী, কট্‌কী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চন্দন, বাসক, মুথা, পটোল, চিরতা, কৃষ্ণজীরা বেড়েলা, চই, অমৃত, লবঙ্গ, এলা, চিতা, পদ্ম, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও ধন্যা, সমভাগে চূর্ণ করতঃ ঘৃত ও খর্জ্জুর চিনির সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রতি দিন প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধসহ ২ তোলা পরিমাণে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাদ্বারা পাণ্ডু কামলাদি পীড়ায়ও উপশম হয়।

ছয়ভাগ হরীতকী, চারিভাগ পিপুল এবং চিতা, হিঙ্গু ও সৈন্ধবসংযোগে রসায়ন প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ, অগ্নির উপযুক্ত উদ্দীপন ও শরীরের পুষ্টিসাধন হয়।

মন্দাগ্নি।—যে জঠরাগ্নিতে শ্লেষ্মাধিক্য প্রযুক্ত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হয় না, তাহাকে মন্দাগ্নি বলে। মন্দাগ্নি প্রযুক্ত অরোচকাদি বহুতর ব্যাধি জন্মে।

চিকিৎসা।—যমানীষড়্‌ক, যমানী, তিন্তিড়ী, শুণ্ঠী, দাড়িম্ব, অম্লবেতস ও কুল, প্রত্যেকে ২ তোলা, ধন্যা, কৃষ্ণজীরা, দারুচিনি, সচল লবণ প্রত্যেকে ৪ তোলা, চিনির সহিত অবলেহ প্রস্তুত করতঃ প্রতিদিন উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

বচ, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, হরীতকী, চিতামূল, কুড়, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, যথাবিধি পাচন। প্রক্ষেপ হিঙ্গু।

ত্রিকটু, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাথ মিলিত ২ তোলা। যথাবিধি ক্বাথ, প্রক্ষেপ সৈন্ধব ও হিঙ্গু।

পিপুল, পিপুলমূল, ধন্যা, কৃষ্ণজীরা, তেজপত্র, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, শুণ্ঠী, গুড়ত্বক্, অম্ল দাড়িম্ববীজ,

অম্লবেতস, মিলিত ২ তোলা, যথাবিধি পাচন পাক প্রক্ষেপ পঞ্চ লবণ

শঙ্খবটী।—যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব, বিটলবণ, ত্রিকটু অমৃত, প্রত্যেকে ১ তোলা, তেঁতুল ছাল ভস্ম ৪ তোলা, লেবুর রসের ভাবনা তাহার পর লৌহ, ঘৃত ভর্জিত হিঙ্গু ও বঙ্গ প্রত্যেকের ১ তোলা মিশ্রিত ও লেবুর রসে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী অনুপান যথা উপযুক্ত।

অরোচক রোগ।—মন্দাগ্নি প্রযুক্তই অরোচক রোগ জন্মিয়া থাকে

চিকিৎসা।—গুড়, সচল লবণ জীরা, চিনি, মরিচ, বিট্লবণ, আমল, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিপুল, রক্তচন্দন, উৎপল, লোধ কাষ্ঠ, চই, হরীতকী, ত্রিকটু, যবক্ষার, কচি দাড়িম্বের রস জীরা চিনি। এই চারি প্রকার যোগ মধু ও তৈলের সহিত গুলিয়া মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার, অরোচক নিবৃত্তি পায়

যমানিষড়ক।—যমানী, তেঁতুল, শুঁঠ, অম্ল-বেতস দাড়িম্ব, অম্ল কুল, প্রত্যেকের ২ তোলা, ধন্যা।

রসালা।—অম্ল দধি ৮ সের চিনি ২ সের, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচ চূর্ণ ■ তোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এবং ইলাচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ১ তোলা কোন সুন্দরী রমণী কোমল হস্তে এই সমুদায় একত্র মর্দ্দিত ও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত ও ভাণ্ড মধ্যে সংস্থাপিত করিবেন ইহা পুষ্টিকর, বৃষ্য, বলপ্রদ, স্নিগ্ধ এবং রুচিকর

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুল্ম।

শোষনাশক উপচার ও অন্যান্য বিবিধ দোষদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া উদরস্থ অগ্নিবল হ্রাস হইলে গুল্ম রোগ উৎপন্ন হয়। গুল্ম বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ এবং সান্নিপাতিক

বাতজ গুল্ম।—উদরে গর্জনবৎ শব্দ, বিষমাগ্নি, শরীরে বেদনা ও শূল বেধনবৎ যাতনা ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—শুণ্ঠী, মুথা পঞ্চমূল, লঘুরাস্না ও দেবদারু জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টম ভাগ থাকিতে নামাইয়া উহার সহিত সমান ভাগে ঘৃত ও দুগ্ধ দিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘৃত ভাসমান না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাক করিয়া নামাইবে। ইহা তিন দিবস পান করিবে।

পলাশ, অর্জ্জুন ও শূরণের ক্ষার, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল লবণ, সৈন্ধব লবণ ঔদ্ভিদ লবণ ও সামুদ্র লবণ, এই সকল জলে মিশাইবে এবং তাহাতে হরীতকী, শুণ্ঠী হরিদ্রা, দেবদারু কুড়, বিশাল্য, যমানী, জীরক, কৃষ্ণ জীরক, বন যমানী, বচ ও হিঙ্গু চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে সকল প্রকার গুল্ম, বিসূচিকা, মন্দাগ্নি, শূল, ভগন্দর, প্লীহা, উদর ও বিবন্ধাদি রোগের উপশম হয়।

হরীতকী, বরাক্রান্তা, বাসক, চাকুন্দে, অতিবিষা ও দেবদারু, ইহাদের পাচন সেবন

বচ, যমানী শুঁঠ পিপুল, মরিচ ও দশমূলী, ইহাদের যুক্ত এবং ধন্যা, শুণ্ঠী ইহাদের উষ্ণ ক্বাথ সেবন করা বিধি

পিত্তজ গুল্ম।—শোষ, অরুচি, শরীরের পীতবর্ণতা, মন্দজ্বর ভ্রম, ভ্রম ও পিপাসা ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—বিরেচনার্থ শর্করা দুগ্ধসংযুক্ত এরণ্ড তৈল প্রদান করিবে।

সোঁদালুর কচি পাতা এবং আরগ্বধ গণোক্ত দ্রব্য সমূহ একত্র করিয়া এরণ্ড তৈলদ্বারা ভাবনা দিবে। অনন্তর উহা এরণ্ড পত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কর্দ্দম দ্বারা লেপিয়া অঙ্গারাগ্নি সংযোগে ভর্জ্জন করিয়া সেবন করাইবে।

ক্ষীরবিদারী, হরীতকী শুণ্ঠী, ও ইক্ষুজাত চিনি, এই সকল দ্রব্য মধুদ্বারা লেহ প্রস্তুত করতঃ সেবন ব্যবস্থা।

কফজ গুল্ম।—শোথ, দেহের জড়তা, বমনেচ্ছা, তন্দ্রা, আলস্য, শৈত্য, অগ্নিমান্দ্য মলরোধ ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ত্রিকটু ত্রিফলা, বচ, কটফল ও চিতা, ইহাদের ক্বাথ বা চূর্ণ মদ্যের সহিত সেবন করিলে কফজ গুল্ম উপশমিত হয়।

লোধ, কটফল, শুঁঠ, কুড়, চিতা, পিপুল, হিঙ্গু, এই সকল চূর্ণ একত্র করতঃ গোমূত্রসহ সেবন কর্ত্তব্য।

বচ, মরিচ ও ধন্যার চূর্ণ করিয়া মদের সহিত সেবন বিধি

রক্তজ গুল্ম।—পিত্তজ গুল্মের যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে ইহাতেও সেই সকল লক্ষণ প্রতীয়মান হয়; অধিকন্তু বেদনা এবং উদরে পিণ্ডাকার পদার্থ অনুভূত হয় ইহা স্ত্রীলোকদের ঋতুদোষ হেতু জন্মিয়া থাকে ইহাতে গর্ভের সমস্ত লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল হস্ত দ্বারা টিপিলে, গর্ভস্থ গর্ভে শিশুর হস্ত পদাদি অনুমিত হয়, কিন্তু গুল্ম রোগে উহা পিণ্ডাকার অনুভূত হইয়া থাকে দশমাস অতীত না হইলে ইহার চিকিৎসা করা বিধেয় নহে।

চিকিৎসা।—লোধ, অর্জুন ছাল খদির, পিপ্পলী মঞ্জিষ্ঠা ও অম্লবেতস ইহাদের চূর্ণ সেবন ব্যবস্থা।

ভল্লাতক, ডহরকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামুনহাটী পিপুল সকলে মিলিত সমান ভাগে অর্দ্ধতোলা ক্কাথ-তিল ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া, ঐ জলে বাটিয়া সেবন

পুরাতন গুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বামুনহাটী উক্তরূপে তিলের ক্কাথে বাটিয়া ভক্ষণ।

পলাশ ছালে ভস্ম ১ তোলা জল এক পোয়া ঐ জলে একছটাক ঘৃত পাক করিয়া সেবন।

সন্নিপাতিক গুল্ম।—নিদ্রা, আলস্য, দাহ, শোথ, জ্বর, বিবর্ণতা, অরতি, দেহের জড়তা, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, বিকালস্তুতা, অতিসার, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, হৃদ্দাহ, কম্প, শ্বাস, অরুচি ও অজীর্ণতা ইহার লক্ষণ একদোষজ গুল্ম সাধ্য, দ্বিদোষজ কষ্টসাধ্য, ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক গুল্ম অসাধ্য জানিয়া পরিত্যাগ করিবে।

গুল্মরোগের সাধারণ চিকিৎসা।—অগ্রে বায়ুশান্তির উপায় করিবে এজন্য বিরেচন এবং স্নিগ্ধ তৈলাদি রোগীকে মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে।

টাবা লেবুর রস, হিঙ্গু, দাড়িম, বিট্ ও সৈন্ধব লবণ সমান ভাগে সুরামণ্ডে মিশাইয়া সেবন করিলে বায়ুজন্য গুল্মের বেদনা প্রশমিত হয়

পিত্তগুল্মে কমলাগুড়ী মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সেবনবিধি

মন্দাগ্নি, বেদনার অল্পতা, কোষ্ঠভার ■ আর্দ্রবস্ত্র

বেষ্টিতবৎ শরীর বোধ, বমনোদ্বেগ, অরুচি হইলে বমন করাইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অম্লপিত্ত।

অবিপাক, ক্লান্তি বমনোদ্বেগ, তিক্ত ও অম্লোদ্গার দেহের গুরুতা, হৃদয় ও কণ্ঠদাহ, অরুচি এই সকলই অম্লপিত্তের সাধারণ লক্ষণ। দোষভেদে ইহা দুই প্রকার যথা,—বাতজ ও কফজ

বাতজ অম্লপিত্ত।—কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা গাত্রের অবসন্নতা, বেদনা, অন্ধকার দর্শন, ভ্রম, মোহ লোমহর্ষণ ইত্যাদি ইহার লক্ষণ

ত্রিকুট, যষ্টীমধু, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, কুড়, লবঙ্গ, মিলিত ২ তোলা জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ—এলাইচ চূর্ণ ও মধু

আমলকী, ধন্যা, মুথা, জীরা, পিপুল, দারচিনি, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী, মরিচ, নাগেশ্বর,

মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া।
প্রক্ষেপ—বংশলোচন

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র ও তেউড়ীমূল, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া

শ্লৈষ্মজ অম্লপিত্ত।—কফ নিষ্ঠীবন, গাত্রের গুরুতা, জড়তা, অরুচি, শৈত্যানুভূতি, বমন, গাত্রদাহ, দৌর্ব্বল্য, কণ্ডু, নিদ্রাধিক্য, এই সকল ইহার লক্ষণ

চিকিৎসা।—অম্লপিত্তান্তক লৌহ, রসসিন্দূর, তাম্র লৌহ, প্রত্যেকে ১ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ৩ ভাগ, জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান মধু।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শূল।

ব্যায়াম, মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, শোক, অত্যন্ত ভারবহন, পথশ্রম, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ পান শয়ন ও ভোজনের বিষমতা এবং শীতদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া শূলরোগ উৎপাদন করে।

শূল আট প্রকার—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, সান্নিপাতিক, আমজ এবং পরিণাম শূল।

বায়ুজন্য শূল।—অতিশয় গাত্র বেদনা, আর্ত্তি, মলিনতা, দৈন্য ও দেহকম্প ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, সমুদায় দ্রব্য টাবা লেবুর রসে মর্দ্দন করতঃ গুড়িক প্রস্তুত করিবে।

টাবা লেবুর মূল ২ তোলা, ঘৃতের সহিত সেবন করিলে উপকার হয়।

হিঙ্গু, অম্লবেতস, ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ, টাবা লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ও মাত্রা যথাসম্ভব।

বিল্বমূল, তিল ও এরণ্ড মূল, এই সমুদায় অম্লকাঁজিতে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জল।

হিঙ্গু, কুড়, শঠী ও অভয়া, ইহাদের কাথ পান কর্ত্তব্য। হরীতকী, রাস্না, পুনর্ণবা, বালা, তেউড়ী,

কণ্টকারী, ব্যাকুড়, অড়হুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সচল লবণ, ইহাদের ক্বাথ বা চূর্ণ সেবন ব্যবস্থা

ভেরেণ্ডা, মুথা, অতসী, ধলা আকৃড়া, হরীতকী, বচ, ইন্দ্রযব মুথা অথবা হিঙ্গু সকলের চূর্ণ জলের সহিত সেবন

পিত্তজ শূল।—অত্যন্ত বেদনা, অঙ্গদাহ, অবতি ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা, নাড়ীর মধ্যে প্রদাহ, শোথ এবং মুখে পীতবর্ণতা জন্মে

চিকিৎসা।—আমলকী, লৌহ, হরীতকী, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ, সমভাগে চূর্ণ করিয়া দাড়িম অথবা টাবা লেবুর রসে ভাবনা দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় চিনির সহিত সেবন।

নিত্য বিরেচন কার্য্য শীতল সরোবর জলে স্নান, চন্দনাদ্যনুলেপন, রাত্রিকালে বিশদ পুটিত মধ্যে শয়ন স্বর্ণ রৌপ্য কাংশ্য পদ্ম কিম্বা হিম কালীন তুষার সেবন বিশেষ হিতজনক পথ্য—জাঙ্গল মৎস্য, ঘৃত, মিষ্ট ও দুগ্ধ।

আমলকী বা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, বলা ডুম্বুর ও দ্রাক্ষার ক্বাথের সহিত চিনি সংযুক্ত করিয়া পান কর্ত্তব্য। মধুর সহিত শতমূলীর রস সেবন ব্যবস্থা।

শতমূলী, যষ্ঠীমধু, বেড়েলা, কুশমূল, গোক্ষুর, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ—গুড়, মধু ও চিনি, একবারে সেবন।

কফজ শূল।—বমনেচ্ছা, কাস, ছর্দ্দি, শরীরের জড়তা, শিরোগুরুত্ব, স্তৈমিত্য, শৈত্যানুভূতি, অরুচি, ভোজনের অনাবহিত পরে নাসাদিস্রাব, মধুরাস্যতা এবং মুখের স্নিগ্ধতা ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—বিল্ব, চিতা, নাগর মুথা, গণিয়ারী, শিক, এরণ্ড, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ, সমভাগে ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ সেবন।

ধন্যা, এরণ্ড, পিপুল মূল, মরিচ, শুঠী, হরীতকী, পিপুল, সাচীরা, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ, সমভাগে চূর্ণ করিয়া সেবন

এরণ্ড, বিল্ব, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, মাতুলঙ্গ, পাথরকুচী, ত্রিকটু মূল, ইহাদের কষায় সেবন।

সৈন্ধব, সচল, বিট, পিপুল, পিপুল মূল, চুই চিতামূল, শুঁঠ ও হিঙ্গু এই সকলের চূর্ণ গরম জলের সহিত সেবন বিধি।

বিল্বমূল, এরণ্ড মূল, চিতামূল ও শুঁঠ এই

সকলের কাথে হিঙ্গু [illegible] সৈন্ধব সংযুক্ত করতঃ সেবন করাইবে ।

হিঙ্গু [illegible] ভাগ, সচল লবণ ২ ভাগ, শুঁঠ [illegible] ভাগ, হরীতকী ৮ ভাগ, এই সমুদায়ের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে

বাতপিত্তজ শূল। এই শূল বস্তি এবং নাভি-দেশে উৎপন্ন হয়, বাতজ ও পিত্তজ শূলের লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—পটোলপত্র, নিম্বপত্র, হরীতকী, [illegible] বহেড়া, ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন।

দুরালভা, ক্ষেতপাপ্ড়া, পটোল, নিম্ব, মুথা, তিন্তিড়ী ও পিপুল ইহাদের কল্ক শর্করার সহিত সেবন।

বাতশ্লেষ্মজ শূল।—এই শূল হৃদয় ও নাভির মধ্যে উৎপন্ন হয়। বাতজ ও শ্লেষ্মজ শূলের লক্ষণ সমুদায় ইহাতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—সৈন্ধব লবণ,শুন্ঠী,শঠী ও নাগর মুথা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ জলের সহিত বাটিয়া সেবন বিধি।

দেবদারু, মুথা, বাসক, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ, সমান ভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ বিধি।

আমজ শূল।—গ্লানি, বমন, দেহের গুরুতা, স্তৈমিত্য, কফজাব ও কফজ শূলের অধিকাংশ লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—সংসর্গজ শূলের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে।

ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক শূল।—বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ ত্রিবিধ শূলের লক্ষণই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শূল রোগ অসাধ্য জানিতে হইবে।

চিকিৎসা।—পলাশ, কদলী, বাসক, অপামার্গ, লে কাঁটা, হিঙ্গু নাগর মুথা, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গোমূত্রে পাক করিয়া সেই ক্বাথ সেবন কর্ত্তব্য।

শঙ্খ ক্ষার, সৈন্ধব, হিঙ্গু, শুণ্ঠ পিপুল ও মরিচ গরম জলের সহিত পান

চিতা, তেউড়ী, দন্তী, বিড়ঙ্গ ও ত্রিকটু সমভাগে চূর্ণ করতঃ গুড়সহ মোদক প্রস্তুত করিয়া গরম জলের সহিত সেবন।

যমানী, হিঙ্গু সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী, সমান ভাগে চূর্ণ করতঃ মণ্ড প্রস্তুত করিয়া সুরাসহ সেবনে উপকার দর্শে।

হিঙ্গু, ত্রিকটু বচ, কৃষ্ণজীর, হরীতকী, যমানী ঠী, হবুষ, আমলকী, পিপ্পলী মূল, দাড়িম্ব, আকনাদী, তিন্তিড়ী, চই, ভল্লাতক, অম্লবেতস, অতসী, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ— পঞ্চলবণ, মিলিত রতি

পরিণাম শূল।—যে শূলবেদনা ভোজনমাত্রেই উৎপাদিত হয়, তাহাকেও কফাত্মক এবং ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলেও যে শূল জন্মে, তাহাকে পরিণামজ শূল বলে।

চিকিৎসা।—শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা, গুড় ২ তোলা, দুগ্ধের সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন কর্ত্তব্য

তিল, শুঁঠ, হরীতকী, শম্বুক ভস্ম, প্রত্যেকে সমান ভাগ ১ তোলা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ শীতল জলের সহিত সেবন।

এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ বলেন, রক্তজ শূলনামে এক-প্রকার শূলরোগ আছে, তাহাতে রক্তবমন হইয়া থাকে।

বায়ু ভিন্ন শূল, পিত্ত ভিন্ন ভ্রম, কফ ব্যতিরেকে ছর্দ্দি এবং রক্ত বিনা তমঃ উৎপন্ন হয় না।

শূলরোগী দ্বিদল, ঘন, শীতল পিচ্ছিল বস্তু, দধি

ও দিবানিদ্রা বর্জ্জন করিবে। শালি তণ্ডুল, ষষ্টিক তণ্ডুল, সৈন্ধব লবণ, হিঙ্গু, কাঁজি, সুরা, গুড়, শুণ্ঠী, গুলিকা, কন্দুক শাক এবং হরিণ, তিত্তির, লাব, ক্রৌঞ্চ, শশক ও সারস ইহাদের মাংস শূলরোগীর উপকারী

নবম পরিচ্ছেদ।

ক্রিমি।

বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ক্রিমি দুই প্রকার। বাহ্য-ক্রিমি যূক, এবং আভ্যন্তর ক্রিমি কিঞ্চুলুক নামে প্রসিদ্ধ। বাহ্যক্রিমি সাত প্রকার এবং আভ্যন্তর ক্রিমি ছয় প্রকার

রুক্ষ, অতিবল, স্বেদ, চিন্তা ■ শোক জন্য যূক নামক ক্রিমির উৎপত্তি হয়, ইহারা মস্তকে নেত্রা-দিতে অবস্থান করে আর উদ্ভ্রান্ত্য অজীর্ণাবস্থায় মধুর দ্রব্য, কচ্ছাম, গোধূমান্ন, যবান্ন, পিষ্টক, গুড়,

ক্ষীর, অনভ্যস্ত ও অসম্মিলিত যথা—দুগ্ধে মৎস্যাদি ভক্ষণের ন্যায় দ্রব্য ভক্ষণ, দিবানিদ্রা, পিচ্ছিল দ্রব্য ভক্ষণ, ঘর্ম্ম ও পাপোদক পান, এই সকল কারণে মলাশয়ে কোষ্ঠবিকারী ক্রিমি সমুদয় উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় ক্রিমি ছয় প্রকার কফাশয়, মলাশয় এবং কোষ্ঠে ইহারা সর্পবৎ বিচরণ করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কিঞ্চিলুক সদৃশ, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় এবং কতকগুলি সূচীমুখের ন্যায় সূক্ষ্ম। ইহারা অঙ্গ সমূহের অবসাদ জন্মায়

কিঞ্চিলুক নামক ক্রিমি জ্বর, হৃদ্রোগ, শূল, বমন হৃৎক্লেদ, ভ্রম, অরুচি, বিবর্ণতা, সফেণ মলভেদ, উদরে গর্জ্জন, অগ্নিমান্দ্য, পিপাসা এবং নেত্রের পীত-বর্ণতা জন্মায়।

সূচীমুখ ক্রিমিদ্বারা সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, রক্তভেদ রক্তবমন, ক্লেদ, অরুচি জড়তা, অগ্নিমান্দ্য তৃষ্ণা ও জ্বর হইয়া থাকে।

সর্ব্ববিধ ক্রিমির চিকিৎসা প্রায়ই এক প্রকার, এজন্য ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

চিকিৎসা।—বচ, মরিচ, বিড়ঙ্গ, পলাশ বীজ, শঠী, অক্ষোট, ও ত্রিবৃৎ সমান ভাগে জলে বাটিয়া ভক্ষণ

ত্রিবৃৎ, শঠী, যমানী, নিম্বপত্র, বিড়ঙ্গ, পিপুল, অতিবিষা, রসোন, গোমূত্রসহ একত্রে পেষণ করিয়া সেবন কর্ত্তব্য।

মরিচ পিপুল মূল, বিড়ঙ্গ, সজিনা, যমানী ও ত্রিবৃৎ, গোমূত্রে পেষণ করিয়া ভক্ষণ বিধেয়

মাতুলঙ্গের মূল, রসোন, ত্রিবৃৎ, বিড়ঙ্গ, মরিচ ও নিম্বপত্র গোমূত্রে পেষণ করতঃ সেবন ইহাতে জ্বরযুক্ত ক্রিমিরোগও নিবারিত হয়

মধু ইন্দুরকাণী পাতা, ত্রিফলা, সজিনা ছাল ও দেবদারু ইহাদের কাথে পিপুল ১ মাষা বিড়ঙ্গ ১ মাষা, বাটিয়া ভক্ষণ।

খেজুর পাতার রস ৪ তোলা ও লেবুর রস ৪ তোলা একত্র মিশাইয়া পান

তিত লাউর বীজ চূর্ণ ২ তোলা, তক্র ১ পল একত্র পেষণ করিয়া সেবন।

দশম পরিচ্ছেদ।

অর্শ।

অনশন, লঘু আহার, পূর্ব্বদেশীয় বায়ুসেবন, রুক্ষ কটু লবণ ও অম্লজনক দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভক্ষণ, এবং মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া অর্শ রোগ উৎপাদন করে।

অর্শ সাধারণতঃ ছয় প্রকার,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতিক রক্তজ এবং সহজ।

বাতজ অর্শ।—শীতবোধ, বেদনা,গাত্র পরুষতা, অনিদ্রা, গুল্ম, উদর, অষ্ঠীলা, বিসূচিকা ও শোথ, নখ নেত্র ও মুখের কৃষ্ণবর্ণতা, এই সকল ইহার লক্ষণ

চিকিৎসা।—ঘৃতভর্জিত জারী হরিতকী চূর্ণ, কিঞ্চিৎ পিপ্পলী চূর্ণ, গুড়ের সহিত কিম্বা তেউড়ীমূল চূর্ণ ও দন্তীমূল চূর্ণের সহিত সেবন কর্ত্তব্য।

বনওল মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিয়া পুটপাকে সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত ভক্ষণ

লবণোত্তমাদি চূর্ণ।—সৈন্ধব লবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের চাউল, ডহরকরঞ্জবীজ, ঘোড়া নিমের ছাল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ২ মাষা পরিমাণ তক্রের সহিত ভক্ষণ

শূরণ মোদক।—মরিচ ১ ভাগ শুণ্ঠী ২ ভাগে, চিতামূল ■ ভাগ, বন ওল ৮ ভাগ, সকলের সমান গুড়। সকলে মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া ১ তোলা, পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবনীয়।

পিত্তজ অর্শ।—দাহ, ভ্রম, জ্বর পিপাসা মূর্চ্ছা অরুচি, নয়ন দন্ত ও মুখের পীতবর্ণতা ও মলভেদ, ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—কুড়চি পিপুল, চই, বিড়ঙ্গ, দন্তী, শঠী, ও হরীতকী, ত্রিবৃৎ, ইহাদের কল্ক গুড়সহ সেবন।

তেজপত্র, নাগেশ্বর, শুণ্ঠী, এলাইচ ধন্যা, বিড়ঙ্গ ও তিল ইহাদের ক্কাথ হরীতকী গুড় ও ঘৃতসহ সেবন।

খোসাতোলা কৃষ্ণতিল ৪ তোলা, নবনীতের সহিত নাগেশ্বর চূর্ণ ৪ মাষা নবনীতের সহিত এবং দধিক সর যে দের সহিত ভক্ষণ

কাঙ্কায়ন গুড়িকা।—শঠী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অভ্র, শুঁঠ, বচ, তেউড়ীমূল, প্রত্যেকে ১ পল, হিঙ্গু ৩ পল, যবক্ষার ২ পল, অম্লবেতস ২ পল, যমানী, জীরা, মরিচ, ধন্য, প্রত্যেকে ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী প্রত্যেকে অর্দ্ধপল, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া টাবা লেবুর রসে মাড়িয়া ৪ মষা পরিমাণ গুড়িকা অনুপান দুগ্ধ।

কফজ অর্শ।—নিদ্রা, দেহের জড়তা, অঙ্গ বেদনা, শোথ, শূল, গুল্ম, গুহ্যভঙ্গ, মলরোধ, গুহ্যদেশে বেদনা, অরুচি ও রক্তের মন্দগতি ইহার লক্ষণ

পল, গুগ্গুলু, ও শিলাজতু শোধন করিয়া লইয়া পরে চূর্ণ সকল মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের পরামর্শ যে এই ঔষধে ৪ তোলা পারদ ও ৪ তোলা গন্ধক অথবা ১ পল রসসিন্দুর দেওয় কর্ত্তব্য মাত্রা প্রথমে ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ মাষা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ঔষধ সেবনান্তে তেউড়ী, দন্তীমূল, গুড়ত্বক্ তেজপত্র, এলাইচ, ইহাদের চূর্ণ কিছু কিছু ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য

সান্নিপাতিক অর্শ।—ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ

উপরোক্ত তিন প্রকার অর্শের লক্ষণ সমষ্টির অনুরূপ।

চিকিৎসা।—ভীমসেন বটীকা, মুথা, শুণ্ঠী, নিশুন্দ শঠী, শঠী, হরীতকী, দন্তী, ইন্দ্রযব, চেউড়ী, ও গজ-পিপ্পলী প্রত্যেকে ১ পল, পুষ্কর মূল ৮ পল, বৃদ্ধ দারক ৬ পল, ও শূরণ ১৬ পল, ইহাদের কল্ক ৩ গুণ গুড় সহ পাক করিয়া নামাইবে। অনন্তর তাহাতে চিতা, চেউড়ী, গজ পিপ্পলী, শূরণ, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও লবঙ্গ ইহাদের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ১৬ ভাগ করতঃ ১৬ টী স্নিগ্ধ ঘটে রাখিবে ইহা প্রতি দিন প্রভাত কালে ২ তোলা পরিমাণে গরম দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

রক্তজ বা গুদজ অর্শ।—বাত জন্য গুদজার্শে গুহ্য হইতে রক্তস্রাব, গুহ্যদেশে কণ্ডু এবং গুদস্থ বলি পরুষ, বিষম ও দীর্ঘ হয়

পিত্তজার্শে বলি সকল দাহযুক্ত, পীত ও নীলাভ, নানা প্রকার আকৃতি, এবং গুহ্য হইতে উষ্ণ রক্তস্রাব হয়।

রক্তজে গুহ্যদেশে বেদনা, দাহ ও শোথযুক্ত, শ্যামবর্ণ কণ্ডু জন্মে এবং সেই সকল কণ্ডু হইতে সর্ব্বদাই রক্তস্রাব হয়।

কফজে বলি কঠিন, কণ্ডূসম স্থূল, দাহ, শীত ও বিংাকযুক্ত এবং মলবোধ হয়

গুহ্যের মাংসাঙ্কুর সকলের মধ্যে কতকগুলি বক্র, তীক্ষ্ণ, স্ফুটিতমুখ, দীর্ঘ ও বিম্বফল সদৃশ, কতকগুলি শ্বেত সর্ষপ, মাকোল ফল, বা খর্জুর সদৃশ, কতকগুলি কঙ্কুমের ন্যায় এবং কতকগুলি পদ্মবীজের ন্যায়। গুহ্য, নাসারন্ধ্র, কর্ণছিদ্র, নেত্র ও শরীরের সকল স্থানেই অর্শের অঙ্কুর জন্মে এই অর্শ রোগ অতীব দুঃসাধ্য। অতি সাবধানে চিকিৎসা করিলে কদাচিৎ আরোগ্য লাভ হইতে পারে গুহ্যদেশের বাহিরে এবং ভিতরেও বলি উৎপন্ন হয়।

বাহ্যবলি কৃচ্ছ্রসাধ্য আভ্যন্তর বলি অসাধ্য। বাহ্য-বলি স্বেদ বর্ত্তি ও প্রলেপ দ্বারা এবং আভ্যন্তর বলি অস্ত্রচিকিৎসা ঔষধসেবনে ভাল হয়

উপদ্রব।—হস্ত পদ মুখ নাভি মেঢ্র ও গুহ্য-দেশে শোথ, শোষ, জ্বর, শ্বাস তমকশ্বাস, ছর্দ্দি, মোহ, হৃদিশূল, পার্শ্বশূল, কৃশতা, অরুচি, অতিসার, এই সকল অর্শরোগের উপদ্রব বলিয়া জানিবে

অরিষ্ট লক্ষণ।—শূল, অরুচি তৃষ্ণা শোথ,

অতিসার ও অন্যান্য শোণিতস্রাব থাকিলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিবে।

চিকিৎসা।—ইসবগুল ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, উহাতে শুণ্ঠী চূর্ণ ২ মাষা মিশাইয়া সেবন।

কচি পদ্মপত্র অথবা কৃষ্ণতিল বাটিয়া চিনি ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, পিষ্ট কুড়চিছাল তক্রের সহিত সেবন করিলে, অথবা ১ রতি পরিমিত আপাঙ্গ মূলের সহিত সেবন করিলে, ছাগদুগ্ধের সহিত শতমূলী বাটিয়া সেবন অথবা দাড়িম্বের রস চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

সিজ আটার সহিত হরিদ্রা চূর্ণ মিশাইয়া অর্শের বলির মুখে প্রলেপ দিলে সত্বরে বলি খসিয়া যায়।

আকন্দ আটা, সিজের আটা, তিক্ত লাউয়ের পত্র, ডহর করঞ্জার ছাল, সমানাংশে গোমূত্রের সহিত বাটিয়া বলিতে প্রলেপ দিবে

তেকার মুটী চূর্ণ ২ রতি, ১ তোলা ঘিয়ের সহিত সেবন বিধি

ঘোষলতার শাঁস প্রস্তুত করিয়া ৬ বার জলে গুলিয়া ২১ বার ছাঁকিয়া ঐ জলে অনেক গুলি বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া কিছু গুড়ের সহিত তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার করিয়া পরে কিছু তক্র-পান কর্ত্তব্য। এইরূপ সাত দিবস সেবন করিলে বহু দিনের অর্শেরও উপশম হয়

রস গুড়িকা।—রসসিন্দূর ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ, মরিচ, ও অভ্র প্রত্যেকে ■ ভাগ, বন-পালঙ্গের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে সেবন

কঁটালের ভোতার ক্ষার গোরোচনার জলের সহিত মর্দ্দনান্তে দিবসে ৩ ৪ বার অর্শে লাগাইলে রস নির্গত হইয়া বলি নষ্ট হয়।

অর্শরোগী মল ও মূত্রের বেগ ধারণ, স্ত্রীসংসর্গ, অশ্বাদি আরোহণ, কষ্টজনক উপবেশন এবং পূতি পর্য্যুষিত ও তীব্র আহার পরিত্যাগ করিবে

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরি।

অতিশ্রম তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধসেবন, রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণ, মদ্যপান, নিয়ত স্ত্রীসহবাস, দ্রুতগমন, অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ, ঝিলচর পক্ষীর মাংস ভক্ষণ ও মৎস্য রোহিত মাংস ভক্ষণ, অধ্যশন, অজীর্ণ কটু দ্রব্য ভক্ষণ এই অষ্ট প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মিয়া থাকে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শল্যজ, পুরীষজ, শুক্রজ, অশ্মরীজ ও সান্নিপাতিক।

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র।—তীব্র বেদনা, মুহুর্মুহু মূত্রত্যাগের ইচ্ছা মূত্র পরিমাণের অল্পতা ইহার লক্ষণ

চিকিৎসা।—যবক্ষার ও চিনি সমভাগ সেবন করিলে উপকার দর্শে।

কাঁচা হরিদ্রার রস ২ তোলা, মধু অর্দ্ধ তোলার সহিত সেবন ফাগুণ ১ তোলা, বাবলার কুঁড়ি,

২ তোলা, মিছরী ১ তোলা, মর্দ্দনান্তে বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেবন

যবক্ষার ১ তোলা, পুরাতন কুষ্মাণ্ডরস ১ তোলা একত্রে সেবন। লাউফলের রস ১ তোলা, সোরা ■ তোলা, শুশুনী শাকের রস ১ তোলা, দাড়িম্বের রস ১ তোলা, একত্র সেবন।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র।—পীত অথবা রক্তবর্ণ মূত্র-কষ্ট, ব্যথা, দাহ এবং মুহুর্মুহু মূত্র ইহার লক্ষণ

চিকিৎসা।—কুশ, কাস, শর, উলু ■ ইক্ষু ইহাদের মূল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, এই কাথ পান কেহ কেহ উলুর পরিবর্ত্তে বেণার মূল ব্যবহার করেন।

বৃহদ্ধাত্র্যাদি।—আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর বীজ, কুশমূল, ইক্ষু মূল, হরীতকী, প্রত্যেকে ২ মাষা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া, প্রক্ষেপ চিনি আধ পোয়া।

শতবর্য্যাদি শতমূলী, কাশ মূল, গোক্ষুর বীজ, ভূমি-কুষ্মাণ্ড শালিধান্য ইক্ষু মূল, কেশুর, এই সমুদায়ের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সুশীতল করিয়া পান ব্যবস্থা।

কাকুড় বীজ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, তণ্ডুল জলের সহিত বাটিয়া ভক্ষণ কর্ত্তব্য।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর বীজ, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ৭ মাষ, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা জল পরিমিত মসগিন্দুর

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র।—বস্তিদোষ, লিঙ্গভার, অতিসার, শোথ পিচ্ছিলতা ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—হরীতকী, গোক্ষুর বীজ, গোঁদাল-মজ্জা, পাষাণভেদী, ধন্যা, দুরালভা, ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন

গোলাপফুল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, হরিণের শৃঙ্গঘষা ১ তোলা, জল তোলা, একবারে সেবন

রক্তচন্দন ঘষা ২ তোলা, কাশীর চিনি ২ তোলা একত্র সেবন।

শ্যামাসব।—ইহা প্রকাশকের পেটেণ্ট ঔষধ। যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইতেছে, প্রস্রাবে রক্তমিশ্রণ বা রক্তবৎ মূত্র ত্যাগে ইহার তিন মাত্রা সেবনে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম প্রস্রাব সরল হইবে।

মূত্রাঘাত।—মদ্যপান, উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ, পরি-

শ্রম ও ব্যায়ামাদি জন্য পিত্ত প্রকুপিত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদন করে, এই হেতু প্রস্রাব কালে অতি কষ্টে উষ্ণ মূত্রস্রাব হয়, অথবা একবারে মূত্রাবরোধ হয়

চিকিৎসা।—কর্কটীবীজ, ত্রিফলা ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলসহ, তিল ও যবক্ষার চূর্ণ দধি ও মধুসহ, জাতীমূল ছাগীদুগ্ধসহ বাটিয়া, পদ্মমূল গোধূম [illegible] তৈলসহ পাক করিয়া যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, চন্দন [illegible] রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য রক্ত তণ্ডুলের জলসহ, অথবা হিন্তাল, সিউলি জটা ও পুক্কা এই তিন দ্রব্য কিস্‌মিস্‌ ও শর্করা সহ সেবন কর্ত্তব্য।

পাটলা, এরণ্ড, নিম্ব, গোক্ষুর, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথগুড়সহ সেবন

কাঁকুড়বীজ বাটা ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ২ মাষা, ৪ তোলা কাঁজিতে বাটিয়া সেবন।

কুষ্মাণ্ডরস ৪ তোলা যবক্ষার [illegible] মাষ, পুরাতন গুড় ২ মাষা একত্র করিয়া সেবন।

পত্র ফল ও মূল সহিত গোক্ষুর বৃক্ষের ক্বাথে মধু চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান কর্ত্তব্য।

তেলাকুচার মূল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দেওয়া বিধেয়

সোমরাজ বীজ ১ তোলা, যবক্ষার [illegible] তোলা, বেলে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ

যবক্ষার ১ তোলা গাঁদা ফুলের আটার সহিত বাঁটিয়া নাভিতে প্রলেপ।

শশাবীজ ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ অৰ্দ্ধ তোলা, কাঁজি ৪ তোলা, একত্র করিয়া একেবারে ভক্ষণ।

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, শতমূলী, ত্রিকটু, প্রত্যেকে দুই মাষা, জল দেড় পোয়া, দুগ্ধ অৰ্দ্ধ পোয়া, শেষ অৰ্দ্ধ পোয়া একেবারে সেবন

অশ্মরী —ইহার সাধারণ নাম পাথুরিয়া। মূত্রবেগ ধারণ, অসাত্ম্য ভোজন, ব্যায়াম, ও অতিসারাদি জন্য এবং বিপরীত বা উত্তান ভাবে শয়ন প্রযুক্ত স্ত্রী পুরুষের দ্বারা শুক্র অৰ্দ্ধক্ষরিত হইয়া পুনরায় সেই অবস্থান করিলে বায়ু ও শোণিত কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত যাতনা উৎপাদন করে। অশ্মরী রোগের শর্করা অণ্ডসন্ধিস্থানে অবস্থিতি করিলে অস্ত্রচিকিৎসার আবশ্যকতা হয়।

চিকিৎসা।—শুণ্ঠী, গোক্ষুর, বরুণ ছাল, ইহাদের ক্বাথ গুড় ও যবক্ষারসহ; কুশকাশ, নল, বেণু, গণিয়ারী, বহেড়া, শ্বেত যবনাল, গোক্ষুর, মোরটী, পাতরকুচী, ত্রিফলা ও পলাশ ইহাদের ক্বাথ গুড়সহ সেবন

এরণ্ড তৈল, শিলাজতু ও শর্করা সহ, এবং গোক্ষুরবীজ ও স্বর্ণ মাক্ষিক চূর্ণ করতঃ সেবন কর্ত্তব্য।

সজিনা ছাল ২ তোলা, জল আধসের, শেষ অৰ্দ্ধ পোয়া একবারে পান

গোক্ষুর বীজ, এরণ্ড পত্র, শুণ্ঠী ও বরুণ ছাল প্রত্যেকে অৰ্দ্ধতোলা, জল অৰ্দ্ধসের, শেষ অৰ্দ্ধ পোয়া, একেবারে পান করাইবে।

নারিকেলের মুচি ৪ মাষা, যবক্ষার ৪ মাষা, জলে বাঁটিয়া প্রাতঃকালে ভক্ষণ করাইবে

আনন্দ যোগ।—তিলনাল, আপাঙ্গ ভস্ম, কদলীকাণ্ড ভস্ম, মিলিত ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, উত্তম রূপে গুলিয়া ছাঁকিবে। সেই জল পাক করিয়া জল শেষ হইলে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ ২ রতি, মেষ বা ছাগমূত্রের সহিত সেবনীয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রমেহ

অতিশ্রম, অত্যন্ত স্ত্রীসহবাস, বিরুদ্ধ তীক্ষ্ণ কটু ও উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ এবং অতিরিক্ত দুগ্ধ ও মদ্যপান জনিত প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা বিংশতি প্রকার যথা —উদক, ইক্ষু, সান্দ্র, সুরা, শুক্র, সিকতা, শীত, শনৈ, লালা, ক্ষার, নীল, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত, বসা, মজ্জা, ক্ষৌদ্র হস্তি, কফজ, পিত্তজ, বাতজ ও মধুমেহ।

উদক মেহ।—নির্ম্মল, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, সুশীতল, নির্গন্ধ, প্রস্রাবের ন্যায় বর্ণ, কিঞ্চিৎ আবিল এবং পিচ্ছিল মেহ উদক মেহ নামে প্রসিদ্ধ।

চিকিৎসা।—মুথা, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দেবদারু, মূর্ব্বা, লোধ ও ইন্দ্র বারুণী ইহাদের ক্বাথ পান।

ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু, বা হরিতকী চূর্ণ, মধুর সহিত অবলেহ করিয়া, অথবা গুলঞ্চের রস মধুর সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য।

গুলঞ্চের সার মধুর সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়।

ইক্ষুমেহ।—এই মেহ ইক্ষুরসের ন্যায় বর্ণ এবং স্বাদ বিশিষ্ট।

চিকিৎসা।—পলাশ পুষ্প তোলা জলে বাটিয়া, অল্প গোলা চিনির সহিত সেবনীয়।

সান্দ্রমেহ।—অতি ঘন মেহ যেন পূর্ব্ব দিনে জাত বলিয়া অনুমিত হয়।

চিকিৎসা।—কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি চূর্ণ নারিকেলের ভিতর রাখিয়া ঐ ফল এক রাত্রি পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন রাখিবে, প্রাতঃকালে তাহা তুলিয়া জলসহ উক্ত চূর্ণ সেবন কর্ত্তব্য।

সুরামেহ।—সুরাতুল্য ঘন, ক্ষরিত হইবার সময় গোলাকার ধারণ করে, তাহার মধ্যভাগে জল থাকে।

চিকিৎসা।—আমলকীর রস কিম্বা হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত, অথবা খদির, দেবদারু, হরিদ্রা, ও মুথা চূর্ণ করিয়া সহ সেবন।

শুক্রমেহ।—শুক্রমিশ্রিত এবং শুক্রভা দ্বারা এই মেহ চিনিতে পারা যায়।

চিকিৎসা।—প্রত্যহ টাট্কা দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া ও জল অর্দ্ধপোয়া মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করাইবে।

বিড়ঙ্গ, শাল, অর্জ্জুন, বটপাল, কদম্ব, লোধ্র ও পীত শাল ইহাদের কাথ পান।

কদম্ব, অর্জ্জুন, তিল, দাড়িম্ব, খদির, ও আমলকীর পত্র গরম জলের সহিত বাটিয়া পেটে প্রলেপ দিলে, এবং ত্রিফলা চূর্ণ, কাঞ্জিক, তক্র, ভূস্বাদু অথবা শীতল জল দ্বারা ধৌত করিলে শুক্রমেহ জন্য পূয নিবারিত হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সোমরোগ বা বহুমূত্র।

বহু স্ত্রী সঙ্গম, শোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আভিচারিক দোষ, অথবা বিষদোষ প্রযুক্ত সমস্ত দেহস্থ জলীয়াংশ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। ঐ সমস্ত জল মূত্র রূপে পরিণত হইয়া মূত্রপথ দিয়া অধিক পরিমাণে বহির্গত হইয়া থাকে। ঐ মূত্র বহুল, নির্ম্মল, শুভ্র ও গন্ধ রহিত। উহার নির্গম

কালে যাতনার নাম মাত্র থাকে না, কিন্তু ধাতুক্ষয় হেতু দৌর্ব্বল্য, গতিশক্তি রাহিত্য মস্তকের শৈথিল্য, মুখ ও তালু শোষ হয়।

চিকিৎসা।—পাকা কাঁচকলা একটা আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি [illegible] মাষা, দুগ্ধ ১ পোয়া একত্র ভক্ষণ।

পক্ব কদলীফল, ভূমি কুষ্মাণ্ড [illegible] শতমূলী সমান ভাগে দুগ্ধের সহিত পান।

প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকীর রস, অথবা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করা বিধেয়

কচি তাল বা খেজুরের মূল এবং (কদলী ফল) দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ।

মাসকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমি কুষ্মাণ্ড, চিনি ও মধু দুগ্ধের সহিত সেবন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ধ্বজভঙ্গ।

রতিশক্তির হীনতাকে ক্লৈব্য বলে। সেই ক্লীবতা সপ্তবিধ যথা,—১। ভয় ও শোক প্রভৃতি জন্য এবং অহৃদ্য নানাপ্রকার কারণে রমণোৎসুক ব্যক্তির মন ব্যাহত হইলে লিঙ্গপাত হয় উহার উত্থান শক্তি থাকে না, তদ্রূপ বিদ্বেষ ভাজন স্ত্রীর সহিত সঙ্গম প্রযুক্তও ক্লীবত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে ইহার নাম মানসিক অর্থাৎ মনোবিঘাতজ ক্লীবত্ব। ২। কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লাবণিক দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পিত্ত বৃদ্ধি বশতঃ শুক্র ক্ষয় ও তজ্জন্য ক্লীবত্ব জন্মে ইহাকে পিত্তজ ক্লীবত্ব বলে ৩ যে ব্যক্তি অধিক স্ত্রী সঙ্গম করে, অথচ শুক্র বর্দ্ধক ঔষধ সেবন করেনা, তাহার শুক্রক্ষয় জন্য ধ্বজ ভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হয়। ৪। মহৎ লিঙ্গ রোগ প্রযুক্ত ক্লীবত্ব উৎপন্ন হয় ৫। বীর্য্য বাহিনী-শিরাচ্ছিন্ন হইলে ধ্বজ ভঙ্গ-রোগ-জন্মে। ৬। কথাবিভাব প্রযুক্ত চধাল

চিত্ত-ব্যক্তির মৈথুন বোধ হইলে শুক্রস্তম্ভ প্রযুক্ত ক্লীবত্ব উৎপন্ন হয়। ৭ জন্মাবধি যে ক্লীবত্ব থাকে তাহাকে সহজ ক্লীবত্ব বলে পঞ্চম ও সপ্তম প্রকার ক্লীবত্ব অসাধ্য।

বিদারী, গোক্ষুর, তালমূলী, আমলকী ফল, সৈন্ধব লবণ ও পিপ্পলী সমভাগে গ্রহণ করতঃ শর্করা ও দুগ্ধসহ সেবন। যব, গোধূম ও রাজমাস এই তিন দ্রব্যকে তুষ বিরহিত করিয়া চূর্ণ করতঃ দুগ্ধ—ও ইক্ষু রসের ভাবনা দিয়া ঘৃত সহ—পাক করিবে মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবনান্তে, পিপুল চূর্ণ—ও শর্করা সহ কিছু দুগ্ধ পান করিবে।

বিষ,ব্যাকুড় কণ্টকারী পিপুল, গোক্ষুর, শূক শিম্বী, ও সতাবরী সমভাগ—গোদুগ্ধ, চিনি ও ঘৃত সহ পাক করিয়া সেবন এবং গুলঞ্চ, শতমূলী, আলকুশী, বেড়েলা, শিমুল, তালমূলী মূল চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ সহ ভক্ষণ করিবে।

বিদারীকন্দ, শালেপানি,—ব্যাকুড়,—কণ্টকারী, কাকোলী, দুরালভা, শ্বেত পুনর্ণবা, পিপুল, বয়ড়া, ও কাঁকেড়া শৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ—সমভাগ—শর্করা দুগ্ধ

ঘৃত সহ—দুইমাস সেবন—করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, এবং বহুরমণীর সহিত-সম্ভোগ-সামর্থ জন্মে।

পথ্য।—কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী, রুক্ষ দ্রব্য, সেবনীয়, পলাণ্ডু যব, কদম্ব, তিল, মাস, শালি ধান্যের অন্ন, দুগ্ধ, ইক্ষুরস-বাস্তুক চিল্লিক শাক শুক্রক্ষয়ে অতীব উপকারী।

কন্দর্পাবলেহ—গ্রন্থকারের নিজের প্রস্তুত যার পর নাই ফলপ্রদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভগন্দর ও উপদংশ।

নির্গমের দ্বার দেশের দুই অঙ্গুল পরিমিত স্থান মধ্যে ব্রণোৎপত্তি হইয়া তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, রসযুক্ত পূযাদি স্রাব হয়, ইহাকেই ভগন্দর বলে।

চিকিৎসা।—ব্রণাবস্থায় বটপত্র, ইষ্টকচূর্ণ, শুঁঠ গুলঞ্চ, পুনর্ণবা এই সমুদায় উত্তম রূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

সিন্ধ আট আকন্দ-আট, ■ দারু হরিদ্রা চুর্ণ-এই সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে এবং ভগন্দরে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিবে।

তিল, হরীতকী, লোধ, নিম্বপত্র, অথবা হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, মুচ ও গৃহের ঝুল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে অন্যান্য ক্ষতও ভাল হয়।

ত্রিফলার রসে বিড়ালের অস্থি পেষণ করিয়া প্রলেপ অথবা ত্রিফলার কাথে ক্ষত ধৌত করিয়া জলে বিড়ালাস্থি-ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপবৎ ব্যবহার্য্য

গর্দ্দভের রক্তে কেঁচো পাক করিয়া অথবা দন্তী-মূল, চিতামূল, আডাইচ বাটিয়া অথবা কুক্কুরের হাড় ত্রিফলার রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

নিশাদ্য তৈল —তৈল ৪ সের কল্ক-হরিদ্রা, আকন্দের আটা, সৈন্ধব, চিতামূল, গুগ্‌গুল, করবীর মূল, কুড়চিছাল মিলিত ■ সের জল ১৬ সের

উপদংশ।

নখ দন্তাঘাতে, লিঙ্গের ধাবন-দোষে, এবং স্ত্রীতে বারম্বার একই সময়ে অভিগমনে লিঙ্গাগ্রভাগে ক্ষতোৎপত্তি হয়। তাহাই উপদংশ রোগ নামে অভিহিত। ইহা প্রথমে ক্ষুদ্র-বিন্দুবৎ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্লেদ নিঃসরণ হয়, এবং মসূরের ন্যায় জন্মিয়া ক্ষত হইতে থাকে। ইহা দ্বারা লিঙ্গ ক্ষয় হইয়া জীবন নষ্ট পর্য্যন্ত করিতে পারে।

চিকিৎসা।—শিরীষ ছাল কিম্বা হরীতকী পেষণ করতঃ রসাঞ্জন সংযুক্ত করিয়া বা মধু ও রসাঞ্জন একত্র মর্দ্দন করতঃ প্রলেপ দিবে।

শুষ্ক করলাপাতা, শুষ্ক দাড়িম্ব ফলের ছাল মনুষ্যের অস্থির সহিত চূর্ণ করতঃ এবং সুপারি ও করবীর মূল একত্র পেষণ করিয়া লাগাইলে উপকার দর্শে।

জয়ন্তী জাতী, করবী, আকন্দ বা গোঁদাল ইহাদের পত্রের কাথে ক্ষত ধৌত করা কর্ত্তব্য।

কুলের মূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, আপাঙ্গ ছাল, বামুনহাটী ও হিঙ্গুল সমান ভাগে মর্দ্দন করিয়া তদ্বারা ধূপ গ্রহণ

পারা, হরিতাল, মনছাল, মুদ্রাশঙ্খ, সিন্দূর, তুঁতিয়া, ফট্‌কিরী, যবক্ষার, বিটলবণ, সোহাগা, মরিচ, শ্বেতআকন্দের মূলের ছাল, প্রত্যেকে ৷ মাষা, হিঙ্গুল, ১৷০ তোলা, এই সমুদায়ের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত ও ঘৃতপ্লুত করিয়া ধূপদান করিবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

উদররোগ।

পেটফাঁপা, মন্দাগ্নি, দৌর্ব্বল্য, অঙ্গ শোথ, দাহ, তন্দ্রা প্রভৃতি উদর রোগের চিহ্ন। ইহা আট প্রকার যথা, বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর, সন্নিপাতোদর, যকৃৎ প্লীহোদর যকৃদুদর, বদ্ধ গুদোদর এবং জলোদর।

বাতোদর —হস্ত পদ নাভি ও কক্ষ স্ফীত, পার্শ্ব, কটী, কুক্ষ, উদর, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বস্থানে বেদনা, শুষ্ক কাস, অঙ্গগ্রহ, অধোদেশ ভারবোধ, দেহের শ্যামবর্ণত্ব

উদরে ব্যথা, কৃষ্ণবর্ণ শিরা প্রকাশ, উদরে ভুড় ভুড় শব্দ, ইহার লক্ষণ

চিকিৎসা।—প্রথমে স্নেহপান প্রদান পরে মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে বস্ত্রদ্বারা উদর বন্ধন ও নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিকটু, যবক্ষার, সৈন্ধব, সমভাগ মাত্রা ১ তোলা উষ্ণ জলের সহিত সেবন। গাজ্ঞাসী, সচল, সৈন্ধব, বনযমানী, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, পিপ্পলী, চিতামূল, শুণ্ঠী সমভাগ, মাত্রা ১ তোলা, ২ তোলা গরম ঘৃত অনুপান।

পুনর্ণবা, নিমছাল পটোলপত্র, শুণ্ঠী, কটুকী, গুলঞ্চ দারু হরিদ্রা, হরীতকী, প্রত্যেকে ২ তোলা, জল আধ সের শেষ অর্দ্ধপোয়া। ত্রিকটু, বনযমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু সমভাগ, মাত্রা অর্দ্ধতোলা, ২ তোলা উক্ত ঘৃতের সহিত সেবন। মানচূর্ণ ২ তোলা, তণ্ডুলকণা ৪ তোলা দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৮ তোলা, পায়স করতঃ সেবন। শোধিত জয়পাল বীজ ১ তোলা, জম্বুবীজ ৩ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া

মটরের মত বটী করিবে। ঐ এক এক বটী প্রাতে গরম জলের সহিত ভক্ষণ।

পথ্য।—দুগ্ধ, দই, লবণ, জল নিষিদ্ধ।

কফোদর।—উদরে ও অঙ্গে গুরুতর শোথ, নিদ্রোৎক্লেশ, অরুচি, শ্বাস, কাস, উদরের শুক্লবর্ণতা, গাত্রে আর্দ্রবস্ত্র থাকার ন্যায় শৈত্যানুভূতি, ইত্যাদি ইহার লক্ষণ

চিকিৎসা।—যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ত্রিকটু একত্র করিয়া ভক্ষণ।

সন্নিপাতোদর।—বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়, অন্য কালে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, পাণ্ডুত্ব, কৃশতা, তৃষ্ণাদি ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণের সহিত তক্রপান বিধেয়।

যকৃৎ প্লীহোদর।—উদরে বেষ্টন বোধ, যেন কিছু দিয়া বদ্ধ আছে এরূপ বোধ, দাহ, অগ্নিমান্দ্য, মন্দজ্বর, কফ পিত্তচিহ্ন, দৌর্ব্বল্য, পাণ্ডু বামপার্শ্ব লইয়া আক্রমণ স্থান, ইহাই প্লীহোদরের লক্ষণ যকৃদুদরে দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের আধিক্য, উদাবর্ত্ত

আনাহ, শোথ, জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—প্লীহা যকৃৎ চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে

বদ্ধগুদোদর।—মল সঞ্চিত হওয়া এই রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, হৃদয় এবং নাভির মধ্যে উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহার চিকিৎসা অন্যান্য উদর রোগের ন্যায়।

জলোদর।—উদরে জল সঞ্চয় ও শব্দযুক্ত, অত্যন্ত স্ফীতি এবং শোথ, হস্ত পদে শোথ, এই সকল প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—ইহাতে বমন, বিরেচন, পাচন, ক্ষার ও বটিকাদি প্রয়োগ করিবে। নাভির বামভাগ পরিত্যাগ করিয়া জল নাড়ী স্থির করিয়া কুশপত্র দ্বারা তাহা বেষ্টন করতঃ অস্ত্রদ্বারা বিদারণপূর্ব্বক একাস্থ জলমার্গ দ্বারা ভিতরের জল বাহির করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা অস্ত্র-চিকিৎসা না জানেন তাঁহাদের এরূপ চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। অধিক স্রাব না হওয়া জন্য বিদারিত স্থান সত্বর বন্ধ করিতে

হইবে, না করিলে রোগীর অত্যন্ত দাহ হইবার সম্ভাবনা, রোগীকে পিপ্পলী চূর্ণ চতুর্গুণ ঘৃত অথবা শুণ্ঠী ও বিষ সমভাগে পাক করিয়া তাহার ক্বাথ পান ও লেপনার্থ ব্যবহার করিবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ক্লোমরোগ।

ক্লোমরোগ।—প্লীহা ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যস্থলে ক্লোম নামে যন্ত্র আছে, ইহা দ্বারা ভক্ষিত দ্রব্যপাকের সাহায্য হয়। অপরিমিত ভোজন, স্নিগ্ধ ও অন্যবিধ গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং অভিঘাতাদি প্রযুক্ত এই যন্ত্রে নানা প্রকার পীড়া জন্মে, কখন ইহার বৃদ্ধি ও কোমলতা, ইহাতে কখন রক্ত সঞ্চয়, ও বিদ্রধি এবং অন্যান্য বহুবিধ পীড়া উৎপন্ন হয়। এই যন্ত্র বিকৃত হইলে অগ্নিমান্দ্য, বমনের বেগ, বমন, দেহের কৃশতা ও পাণ্ডুতা, অবসন্নতা, ভ্রম, উদরের

ঊর্দ্ধ ভাগে দাহযুক্ত বেদনা, কাঠিন্য ও উদগার শূল, আধ্মান ও মুখ দিয়া জলস্রাব এবং সকল লক্ষণ দোষভেদে পাওয়া যায়। কোন সময়ে কখন কখন অশ্মরী বা শিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা অতি কষ্টদায়ক এবং দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা।—অভয়াদি ক্বাথ, হরীতকী, আমলা, গোক্ষুর, যষ্ঠী, শুণ্ঠী, দারু, অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথ পান কর্ত্তব্য

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রক্তপিত্ত।

একই কারণে রক্ত [illegible] পিত্ত স্ব স্ব আশয়ে কুপিত হইয়া প্রথমতঃ প্রসারিত হইতে থাকে, তৎপরে বায়ু কর্ত্তৃক প্রসারিত হইয়া প্রাণবায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধদেশে অপান বায়ু দ্বারা অধোদেশে এবং সমান বায়ু দ্বারা শরীরের মধ্যদেশে নীত ও প্রকুপিত হইয়া দৃষ্টিপথে

পতিত হয় এইরূপ রক্তস্রাব ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে হয়। প্রকার দূষিত রক্ত কফ সংসৃষ্ট হইয়া নাসিকা, মুখ ও কর্ণরন্ধ্র প্রভৃতি ঊর্দ্ধদ্বার দ্বারা নির্গত হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত বলা যায় ইহা সাধ্য, আর গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইলে তাহাকে অধোগ রক্তপিত্ত বলে ইহা কষ্টসাধ্য বায়ু ও শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই উভয়মার্গ দ্বারা একই সময়ে রক্তস্রাব হইলে তাহা অসাধ্য, কদাচ অতি কষ্টে সাধ্য হইয়া থাকে উপদ্রব যুক্ত রক্তপিত্ত সহজে ভাল হয় না। ইহাতে সাধারণতঃ ধাতুক্ষয়, জ্বর, বিকলতা, দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা, মন্দাগ্নি, বমথু, পাণ্ডুতা, দাহ, শোথ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, শ্বাস, অধৃতি, অন্নবিদ্বেষ, মোহ, হৃৎপীড়া ও ভ্রম এই অষ্টাদশ প্রকার উপসর্গ জন্মিয়া থাকে। যাহার রক্ত নিষ্ঠীবন, ভ্রম, নেত্র ও মূত্র রক্তবর্ণ এবং রক্ত বমন হয় তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী রক্তপিত্ত রোগীর নির্গত রক্ত অরুণবর্ণ ও ফেণাযুক্ত হইলে বাতজ, পীতবর্ণ কুসুম্ভ সদৃশ হইলে পিত্তজ এবং পাণ্ডুবর্ণ ও ঘন হইলে উহা কফজ বলিয়া জানিবে।

চিকিৎসা।—ডুমুরের রস মধুর সহিত, তালীশ

…ন, কুটজ ও নাগকেশর চূর্ণ ২ মাসা, দ্রাক্ষা, হরীতকী ও বাসক ইহাদের কাথ সমুদয় ৩, শতমূলী ও গব্যদুগ্ধ চতুর্গুণ জলসহ পাক করতঃ শর্করাসহ বেড়েলা, গোক্ষুর, আমলকী ফল, দ্রাক্ষা, মধুক ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য সহপাক করা ঘৃত সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে

পদ্মমূল, নাগেশ্বর, এলাইচ, দ্রাক্ষা পিপ্পলী, মধুক ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে একপল ইহাদের সমান চন্দন ও শর্করা মিশাইয়া অবলেহ করতঃ প্রত্যহ খর্জ্জুর প্রমাণ সেবন করিলে রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, কাস, দাহ, জ্বর, মোহ, তৃষ্ণা ও রক্তবমন নিবারিত হয়।

খইরি শাক, প্রিয়ঙ্গু, রক্তকাঞ্চন, বা শিমুলের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহবৎ সেবন করিলে উপকার দর্শে মোচরস ভক্ষণেও রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

লাক্ষাচূর্ণ ৪ মাষা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করা বিধেয়, নাসিকা দিয়া রক্তস্রাবে—দাড়িম্বপুষ্প দূর্ব্বা, ক্ষীরকেশী অথবা পলাণ্ডু ইহাদের রসে নস্যগ্রহণ। দাড়িম্বফুলের রস দূর্ব্বার রস একত্র মিলিত করিয়া

আলতা অথবা হরিতকী ভিজান জলের সহিত নস্য গ্রহণ।

লিঙ্গদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে—বস্তিক্রিয়া কর্ত্তব্য অথবা পঞ্চতৃণ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ২ পল, ও জল ১সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করিতে দিবে।

লোধ, উৎপল, দ্রাক্ষা, মধুক, কুড় ও প্রিয়ঙ্গু, এই সকল পুষ্পের রস দ্বারা পাক করতঃ সেবন করা কর্ত্তব্য।

যুবতীর যোনিমার্গ দিয়া রক্তস্রাব হইলে তাহা অসাধ্য। যষ্টিমধু, মধুক, বেণামূল, দূর্ব্বা ও পদ্মকেশর ইহাদের রস পান করিলে, দাড়িম্ব পুষ্প, চন্দন, কুড়, পদ্মমূল, বালা, মধুক, যষ্টীমধু, স্পৃহী, কোদ্রক ও আর্দ্রক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করতঃ ইহাদের চতুর্থাংশ গোদুগ্ধ বা তণ্ডুলোদক একত্র করিয়া মৃদুবহ্নি সংযোগে পাক করিয়া মুখ হইতে রক্তস্রাব হইলে পান, নাসা দিয়া রক্ত নিঃসরণ হইলে নস্য এবং কর্ণ দিয়া স্রাব হইলে কর্ণে পূর্ণ করিয়া রাখিলে এবং গুহ্যমার্গ দিয়া নির্গত হইলে পিচকারী ক্রিয়া করিবে।

শতাবরী ঘৃত।—শতমূলী, কাকোলী, মধুক, দাড়িম, মেদ, মহামেদা, ত্রিফলা ও জীবক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে, অর্দ্ধ ক্রান্ত গোদুগ্ধ সহ পাক করিয়া ঘৃত সেবন করিলে বস্তি, যোনি, মেঢ্র ও গুহ্য প্রভৃতি ব্যাধির বিনাশ হয় এবং শুক্র কাম বৃদ্ধি পায়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

হৃদ্রোগ ও স্বরভেদ।

অতি উষ্ণ, অম্ল, কষায় তিক্ত দ্রব্য সেবনে, শ্রম, অভিঘাত, অধ্যশন অজীর্ণ, ত্রাসজন্য, চিন্তা জন্য হৃদ্রোগ উপস্থিত হয়। ইহা পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ এবং ক্রিমিজ।

বাতজ হৃদ্রোগ।—বক্ষে বেদনা, কঠিন স্ফোটকের ন্যায় আবৃতি তৃষ্ণা, দাহ শোষ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

পিত্তজ হৃদ্রোগ —হৃদয় ও ক্লেশযন্ত্রে রোগ সঞ্চার, চতুর্দ্দিক ধূমাকার দর্শন, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম মুখশোষ, ইত্যাদি ইহার লক্ষণ

কফজ হৃদ্রোগ।—কফস্রাব, বক্ষেভার বোধ, অবসাদ, মুখের মিষ্টতানুভব, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি ইহার চিহ্ন।

ত্রিদোষজ বা সন্নিপাতজ হৃদ্রোগ।—ইহাতে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ত্রিবিধ লক্ষণই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগ —বক্ষে বেদনা কণ্ডু, অরুচি, শোথ, শূল, মুখে জল উঠা, অবসাদ, মুখশোষ, ভ্রম, নেত্রের শ্যাব বর্ণতা ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—বাতজ হৃদ্রোগে তৈল ও লবণাদির সহিত দশমূলের ক্বাথে মদন ফলাদির চূর্ণ মিশাইয়া তদ্বারা বমন করাইবে অচির জাত হৃদ্রোগে উপবাস বিধেয়। পিত্তজে গাম্ভারী ফল ও যষ্টীমধু অর্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া মধু, চিনি ও গুড় প্রক্ষেপ দিয় তাহার সহিত মদন ফলের চূর্ণ মিশাইয়া প্রয়োগ করতঃ বমন করাইবে। কফজে বচ ও নিমছালের কাথ পান করা-

ইয়া বমন করাইবে। সান্নিপাতিক প্রকোপে প্রথমে উপবাস দিয়া রোগীকে লঘু অন্নের পথ্য প্রদান কর্ত্তব্য

গোক্ষুর চূর্ণ ১ ভাগ অর্জ্জুনছাল ১ ভাগ, গুড় ২ ভাগ একত্র করতঃ অল্প মাত্রায় তিল তৈল ও ঘৃত সংযুক্ত এবং উহার সহিত কিছু জল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উপকার পাওয়া যায়।

গোরক্ষ চাকুলের মূল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনে, অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ ১ মাস সেবনে হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

হিঙ্গু, বচ, বিট লবণ, শুঁঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার সচল লবণ, কুড় প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া যবের কাথের সহিত পান কর কর্ত্তব্য।

দশমূলের কাথে সৈন্ধব লবণ ২ মাষা ও যবক্ষার ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান বিধি।

আকনাদী, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শঠী, কুড়, তেঁতুল ছাল, দাড়িম ছাল, টাবা লেবুর মূল, সমভাগে চূর্ণ

করিয়া সুখোষ্ণ জল বা মদ্যের সহিত মিশাইয়া পান করিলে হৃদ্রোগ নষ্ট হয়

ক্রিমি হৃদ্রোগে।—প্রথমতঃ তিন দিবস দধি তিল পিষ্টক সংযুক্ত স্নিগ্ধ মাংসাদি ভোজন করাইয়া চাতুর্জাতাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত সৈন্ধব জীবক, চিনি, ও, বিড়ঙ্গ বিশিষ্ট বিরেচক পান করাইবে অম্লপান খাওয়ায়

বিড়ঙ্গ ও কুড় চূর্ণের সহিত গোমূত্র পান করাইবে। তদ্বারা ক্রিমি নির্গত হয়, তৎপরে বিড়ঙ্গ সংযুক্ত যবান্ন আহার দিবে।

বল্লভঘৃত।—হরীতকী ১০ টা, সবল লবণ ২ পল এতদুভয়ে ঘৃত পান করিলে হৃদ্রোগ, শূল, উদর রোগ ও বায়ুনাশ হইবে।

স্বরভেদ।

উচ্চবাক্য, বিষাদ, অভিঘাত, ইত্যাদি কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া স্বরভেদ রোগ জন্মে, ইহা ষড়বিধ। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, ক্ষয়জ, এবং মেদজ

বাতজে।—চক্ষু মুখ মূত্র ও বিষ্ঠার কৃষ্ণ বর্ণত্ব, এবং মুখাভ্যন্তর উত্তাপিত হয়। পিত্তজে মুখ চক্ষু, মল ও মূত্রের পীতবর্ণতা এবং দাহ বোধ হয়। কফজে—[illegible], গৌরবাদে শ্লেষ্মা নির্গম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সন্নিপাতজে উপরোক্ত ত্রিদোষজ সমস্ত লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষয়জ স্বরভেদে [illegible], পিত্তের ন্যায়, বাক্স্ফূর্তির অভাবাদি লক্ষণ জানিতে হইবে। মেদস্থ দোষে বিষাক্ত বাণ বেধনের ন্যায় দাহ বোধ, তৃষ্ণা জ্বর অস্থিরতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—বাতজ স্বরভেদে সৈন্ধব ও লবণ, তৈলিক, ঘৃত ও মধু এবং বাকলের ক্বাথ কটু অম্ল ও মধু একত্র করিয়া কবল গ্রহণ করিবে। কিয়ৎকাল পরে ফেলিয়া দিবে, ইহাতে গলা, তালু, জিহ্বা ও দন্তমূল প্রভৃতি শোথ দূর হইয়া মুখ পরিষ্কার করে। মেদোজাত স্বরভেদে কফজ স্বর ভেদের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ ও সন্নিপাতজ স্বরভেদ অসাধ্য।

চব্যাদিচূর্ণ—চই, অম্লবেতস, ত্রিকটু, তিন্তিড়ী, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, গুড়ত্বক,

তেজপত্র, এলাইচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করতঃ সেবন করিলে স্বরভেদ, পীনষ ও শ্লৈষ্মিক অরুচি প্রশমিত হয়

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার, চিতামূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহবৎ সেবন।

কুলপাতা সৈন্ধব লবণের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে কাস ও স্বরভেদ নিবারিত হয়।

পিপুল, পিপুল মূল, মরিচ, শুণ্ঠী, এই সমুদায়ের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কফজ স্বরভঙ্গের উপকার হয়।

ব্যাঘ্রী ঘৃত।—গব্য ঘৃত [redacted] সের, কণ্টকারীর রস, ১৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, ত্রিকটু মিলিত ১ সের, পাক করিয়া ২ তোলা মাত্রায় স্বরভেদ [redacted] কাস প্রশমিত হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কাস।

উচ্চহাস্ত, রক্ত দোষ, মল মূত্রাদি রোধ, ব্যায়াম, ধূম সেবন, হাঁচির প্রতি রোধ, নিশীথ রাত্রিতে শীতল দ্রব্য সেবন, মধুর ও পিচ্ছিল দ্রব্য ভক্ষণ, নিশাজাগরণ দিবানিদ্রা, দধি মধু ও গুড় অধিক মাত্রায় সেবন, আমিষ, তৈল ও মদ্য পান জন্য কফ উৎপন্ন হইলে উদান বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া এই কফের সহিত প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করতঃ হৃদয়কে প্রাপ্ত হইয়া কাস রোগ জন্মিয়া থাকে। কাস আট প্রকার যথা,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, রক্তজ, ক্ষয়জ এবং ক্ষতজ। যেমন বায়ু বিনা শ্বাস, রক্ত বিনা পিত্ত রোগ, ও পিত্তব্যতীত ক্ষয় কাস উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ শ্লেষ্মা ব্যতিরেকে কাস রোগ জন্মে না।

১ বাতজ কাসে।—ইন্দ্রিয় সমূহের ক্ষীণতা, পার্শ্ব-বেদনা, কাসের বেগাধিক্য, গল দেশে শূকবৎ বেদনা

কণ্ঠ বদ্ধতা বোধ, অত্যন্ত তন্দ্রা, স্বর বিকৃতি লক্ষণ পিত্তজে—কণ্ঠদাহ, জ্বর, শোথ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা, মুখের কটুতা, শিরোবেদনা, পিত্তনিষ্ঠীবন এবং নথ-নেত্রাদির পীতবর্ণতা, লক্ষণ, শ্লৈষ্মিকে—শরীরের জড়তা ও পাণ্ডুবর্ণতা, বমন, ঘন কফযুক্ত কাস নিষ্ঠীবন, অন্নবিদ্বেষ, দেহে কফপূর্ণতা, স্বরগাম্ভীর্য্য চিহ্ন। সান্নিপাতিকে—কণ্ডূ, দাহ, শ্বাস, ছর্দ্দি, অরুচি শিরো-বেদনা, শোথ ও বমনেচ্ছা জন্মে বাত পৈত্তিকে শুষ্ক কাস, কণ্ডূ, পিপাসা, কুক্ষি শূল, অনিদ্রা, ও কাস নিষ্ঠীবন হয় পিত্তশ্লৈষ্মিকে—নিশ্বাস ধূম গন্ধ, দেহের পীতবর্ণতা, চক্ষুর পাক ও আরক্ততা, পিপাসা ও রক্তসহ কাস উত্থিত হয়। ক্ষতজ কাস-অতি মৈথুন, মল মুত্রাদির বেগ ধারণ অভিঘাত, ভার বাহন, হস্তী ও অশ্বাদিতে আরোহণ প্রযুক্ত ইহার উদ্ভব হয়, ইহাতে বক্ষোবেদনা, শরীরের রুক্ষতা, রক্তসহ কাসো-দগীরণ, শ্বাস, ক্ষীণ গাত্রতা, মনোদৈন্য, মন্দজ্বর, কম্পন, সন্ধিস্থলে বেদনা, মোহ, ভ্রম এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রক্তজকাস—অতিশ্রম, ক্ষত, ক্ষীনতা, উচ্চ হইতে অধঃপতন, অল্পভোজন, ও আঘাত দ্বারা এই

রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে মুখে দুর্গন্ধ, হাঁপ শূল, মনোটৈক্ষ্য, বিমলেন্দ্রিয়তা, রক্তনিষ্ঠীবন, শ্বাস, মোহ ও তৃষ্ণাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অন্যান্যে—শরীর ও রস রক্তাদির ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, গুল্ম, ক্ষত, ক্ষয়, শোষ, অর্শ, ও প্রতিশ্যায়াদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃদ্ধদিগের শুক্রক্ষয় ও বালকদিগের ধাতুবৈকল্য প্রযুক্ত কাস হয়। বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা।—বাতজে, শতমূলীর উপর ক্বাথ পিপ্পলী চূর্ণ সহ, বামুনহাটী, শঠী দ্রাক্ষা, আদ্রক, বচ ও পিপ্পলী চূর্ণ, গুড় ও তৈল সহ অবলেহ এবং শুণ্ঠী, কণ্টকারী বচ শঠী পুষ্করমূল, দেবদারু বামুনহাটী, পিপ্পলী মুথা ও রাস্না ইহাদের চূর্ণ প্রতিদিন শর্করা সহ সেবনে উপকার দর্শে।

পিত্তজে।—যদি কফাংশ ক্ষীণ থাকে তাহা হইলে বিরেচনার্থে মধুর রসের সহিত তেউড়ীর ক্বাথ সেবন করাইবে, এবং কফ প্রবল থাকিলে উহা তিক্ত দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করিবে।

শ্যামাক, যব, ও কোদ ধান্যের অন্ন, জাঙ্গল পশুর মাংস, মুগ প্রভৃতির যূষ তিক্ত শাকের সহিত সেবন।

দ্রাক্ষা, যষ্টীমধু, পিণ্ড খর্জ্জুর, পিপুল ও মরিচচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সেবন করিবে।

শর্করা, খর্জুর, দ্রাক্ষা, লাজ, পিপুল, মধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য দ্বারা লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন।

কফজে।——বাসকপত্র, নিম্বপত্র, তুলসী রস, শঠী মরিচ, শুণ্ঠী, ও বচচূর্ণ গুড় সহ সেবন।

বামনহাটী, ও গজপিপ্পলীর ক্বাথ অথবা আর্দ্রকের রস মধু সহ সেবন বিধি, কটফল, গন্ধতৃণ, বামনহাটী শুণ্ঠী, ক্ষেত্তপাপড়া, বচ, ও দেবদারু ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে কফজ ও বাতজ কাস, শ্বাস হিক্কা শোথ ও জ্বর নষ্ট হয়

দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিকাদি কাস রোগের চিকিৎসার্থ নিম্নোক্ত ঔষধ সকল বিবেচনা-মত প্রয়োগ করিবে।

সমশর্করা চূর্ণ।——লবঙ্গ, জায়ফল, পিপুল প্রত্যেকে ২তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুণ্ঠী ৪পল সকলের সমান চিনি একত্র মর্দ্দনান্তে সেবন

পথ্য——বাতজ কাসে, বাস্তুক শাক, কাকমাচী, কচিমূলা, সুষনিশাক, ঘৃত তৈল দি স্নেহ দ্রব্য, দুগ্ধ ইক্ষুরস গিচ্ছরী প্রভৃতি, দধি, কাঁজি, অম্লফল. সুরামণ্ড,

এবং স্বাদু অম্ল, ও লবণ রস দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য। ছাগ বরাহ কচ্ছপাদি জন্তুর মাংসের যূষের সহিত যব, গোধূম, ষষ্টিক ও শালি তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করা উচিত। কফজ কাসে শোণ, শিখী প্রভৃতির মাংস সুপথ্য

ক্ষয়রোগ।

পরিশ্রম ভারবহন, বিষমাশন, দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ, ভোজনের দোষ, অতিমৈথুন, এই সকল কারণে জ্বর উৎপন্ন হয় এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ও শুক্র হইতে বিলোম ক্রমে রস পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতুর ক্ষয় হইয়া দশ প্রকার ক্ষয় রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে

বাতজ ক্ষয়।—অতি ঘর্ম্ম, অধিক তাপ, চিন্তা শোক ও ভয়াদি দ্বারা বায়ুর ক্ষয় হয়। বায়ুক্ষয়ে তন্দ্রা অঙ্গদাহ, পিপাসা, অরুচি কম্প, ভ্রম, ক্লান্তি ও জ্বর জন্মে। বায়ু বর্দ্ধন জন্য বিবিধ রস, মাংস, ও রসোনাদির কাথ সেবন করা কর্ত্তব্য।

পিত্তজ ক্ষয়।—পিত্তের ক্ষয় হইলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, জড়তা, কাস, বিবমিষা, (বমনেচ্ছা) শোথ ও গাত্র শৈথিল্য জন্মে। এজন্য পিত্ত বর্দ্ধক দ্রব্য, অম্ল,

অগ্নিদীপক পথ্য সেবন, জাঙ্গল মাংস, বিবিধ রস যুক্ত দ্রব্য সেবন কর্ত্তব্য

কফজ ক্ষয়।—ব্যায়াম, স্ত্রী সহবাস, রুক্ষদ্রব্য সেবন, সন্তাপ ও ক্রোধ কর্ত্তৃক কফের ক্ষয় হইয়া থাকে, এরূপ হইলে দাহ, পাণ্ডু, শোষ শ্বাস, ভ্রম, অনিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও স্ত্রী সঙ্গমে বলবতী ইচ্ছা জন্মে। তৎ প্রতিকার জন্য শীতগুণ যুক্ত পথ্য, কন্দ শাকাদির রস আনুপ মাংস, এবং দধি দুগ্ধ সেবন করা উচিত।

ত্রিদোষজ ক্ষয়ে নিশ্চয়ই প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। তৎপ্রতিকারার্থ নানাবিধ উপযোগ প্রয়োগ করা বিধেয়।

রস রক্তাদি ধাতু ক্ষয়ে নিম্নলিখিত অবস্থা ঘটিয়া থাকে —

রসধাতু ক্ষয়ে।—অত্যন্ত শোষ, অগ্নিমান্দ্য, কম্প, শিরোবেদনা, কার্য্যে অক্ষমতা, ক্লান্তি ও ভ্রম জন্মে।

রক্তক্ষয়ে।—পাণ্ডু শ্বাস, নিষ্ঠীবন, মন্দ চেষ্টা, শোষ, মন্দাগ্নি জন্মে

মাংসক্ষয়ে।—অতিকৃশতা, অঙ্গবেদনা, চেষ্টা

ও নিদ্রানাশ, বা ধাতুনিচয়ের অজ্ঞানতা ও লঘু কার্য্য করিতে উৎপন্ন হয়।

মেদক্ষয়ে।—অবসাদ বিহ্বলতা, অঙ্গভঙ্গ বা অঙ্গ বিবর্ণতা, শ্রম, দাহ, অনিদ্রা, শোষ, ও দেহের শুষ্কতা জন্মে।

অস্থিক্ষয়ে।—কার্য্যাক্ষমতা, বীর্য্যহীনতা, বিসংজ্ঞতা, কৃশতা, কম্প, অঙ্গ বেদনা বমন, পরুষতা, দেহের শুষ্কতা, অবসাদ, শোথ ও মস্তকবেদনা হইয়া থাকে।

শুক্রক্ষয়ে। অল্প কার্য্যে ক্লান্তিতা, লজ্জা, শ্রম, কম্প, শোষ, রোগ, বিরূপতা, ও স্ত্রী সহবাসে দ্বেষ জন্মে

সকল রোগ বিচার করিবার সময় উপরোক্ত কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকের বিচক্ষণতা প্রকাশ পায়। তদনুসারে ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিলেই রোগের প্রতিকার হয়

স্নেহ, রুক্ষ, বিরাগ এবং আমল মৎস্য ও মাংস এবং বিবিধ রস সংযুক্ত ভোজ্য ভক্ষণ করিলে বাতাদি ধাতুত্রয় এবং রসাদি ধাতু সমূহের ক্ষীণতা নষ্ট হয়।

গুলঞ্চ, আর্দ্রক, ও যমানীর ক্বাথযুক্ত জল পান, মরিচ দ্বারা কথিত, দুগ্ধ রাত্রিকালে, পান করিলে এবং গোধূম যব ও শালিধান্যের দ্বারা প্রস্তুত ক্বাথ সেবন করিলে রস ধাতুর বৃদ্ধি হয়

মরিচ ও পিপ্পলীর ক্বাথ ঘৃত দুগ্ধ শর্করা ও মধু সহ সেবন করিলে রক্ত ধাতুর বৃদ্ধি হয়

আনূপ মাংস, ও মৎস্য লঘুপাকি ধান্য, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, মধুর দ্রব্য, বিবিধ রস সংযুক্ত দ্রব্য, জাঙ্গল মাংস এবং শীতোপলাদি চূর্ণ ছাগ দুগ্ধ ও পঞ্চকোলের ক্বাথ পান করিলে মেদ ধাতু বৃদ্ধি পায়।

শুষ্ক ঘৃত ও দুগ্ধ, চন্দন, দ্রাক্ষাদি চূর্ণ, সকল প্রকার জাঙ্গল মৎস্য, মধুর রসাত্মক দ্রব্য এবং বিবিধ অন্ন সেবন করাইলে অস্থি বৃদ্ধি হয়।

নানা রসাত্মক দ্রব্য, নবনীত, দুগ্ধ, মধুর দ্রব্য এবং ভূমি কুষ্মাণ্ড, এবং শাল্মলী ও কর্কটী মূলের রস শর্করা সহ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজযক্ষ্মা।

ব্যায়াম, যানারোহণ, অতিশয় অধ্যয়ন, অতি মৈথুন, রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণ, বহুপ্রকার ব্রণ, দেহের ক্ষীণতা ক্রোধ, অত্যন্ত শোক, বিষমাশন, উপবাস, জাগরণ, ঊর্দ্ধে উত্থান, দূর হইতে আহ্বান, চিন্তা, অত্যন্ত ব্যবায় কর্ত্তৃক যক্ষ্মারোগোৎপত্তি হয়।

এই রোগ উৎপত্তির পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গমর্দ, কফস্রাব, তালুশুষ্কতা, বমন, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, অতিনিদ্রা পীনস, কাশ, স্বরের চাপ, স্বপ্নে কাক, শুক, শল্লকী, শকুনী কপোত নীলকণ্ঠ কৃকলাস, শুষ্কনদী ইত্যাদি দর্শন করে।

লক্ষণ।— অংস, পার্শ্ব, হস্তপদে সর্ব্বদাই তাপ, এবং সর্ব্বাঙ্গব্যাপী জ্বর, কাশ এবং রক্তপিত্ত রাজযক্ষ্মার প্রধান লক্ষণ।

বাতজে।—অংশ, পার্শ্বে সঙ্কোচতা, এবং স্বর-ভেদ, পিত্তজে—জ্বর, দাহ, অতিসার রক্তোদ্গম, কফজে—মস্তকের ভার, কণ্ঠভগ্নবৎ কাস প্রধান লক্ষণ

অসাধ্যলক্ষণ—ষষ্ঠ বা একাদশ দিবসে শোথ বৃদ্ধি ■ চন্দন, আগলকী, দারুচিনি, এলাইচ, চিতা, শুণ্ঠী, দ্রাক্ষা, কুড়, মিলিত ২ তোলা যথাবিধি পাচন পাক।

শিলাভেদ শ্বেতজীরক, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, বালা নাগবলা, এলাইচ, তেজপত্র, তালীশ পত্র, তমাল হরিচন্দন, মুথা, দ্রাক্ষা রাস্না থুলকুড়ি, তুলসী, শৈলজ, কৃষ্ণতিল, শ্বেততিল যথাবিধি কাথ প্রস্তুত করত সেবন

বাসক মূলের ছাল ত্রিকটু গুড়ত্বক, তেজপত্র এলাইচ, কট্‌ফল, মুথা, কুড়, কললাগুড়ি, তেউড়ী, পিপুল, চুঁই, তালীশ পত্র, ধন্যা, কাথ প্রস্তুত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবনীয়

বেলছাল, গনিয়ারী ছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল, বেড়েলাছাল, শালপাণি, চাকুলে

মুগাণি, মাষাণি, পিপুল, শুণ্ঠ, অগুরু, বৃহতী, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, ভূঁইআমলা, ভার্গী, জীবন্তী, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন বিধি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হিক্কা ও শ্বাস।

দাহজনক, গুরুপাক, ক্লেদজনক ও দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ, শীতলজলাদি পান, শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতল স্থানে বাস, নাসামধ্যে ধূলি ও ধূমাদির প্রবেশ অতিশয় বায়ু ও রৌদ্র সেবন, পরিশ্রম, ভার বহন অত্যন্ত পথশ্রম, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও উপবাসাদি জন্য হিক্কা ও শ্বাসকাশ জন্মে। এই রোগ আশু প্রাণ নাশক, এজন্য সাবধানে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা।—কুলবীজের শস্য, রসাঞ্জন ও খই চূর্ণ একত্র সেবন।

কটকী ও গৈরিক মৃত্তিকা উত্তম রূপে চূর্ণ করতঃ সমভাগে প্রত্যেক বারে ৵০ আনা পরিমিত জলের সহিত সেবনীয়

পিপুল, আমলকী, চিনি ও শুঠীচূর্ণ একত্র মিশাইয়া সেবন।

হিরাকশ ও কয়েতবেলের শস্য একত্র সমান ভাগে চারি আনা পরিমাণ সেবন।

পাকলের ফল এবং পুষ্প একত্রে মর্দ্দনান্তে সেবন। পিপুল ও খেজুরের মাথি একত্র করিয়া ভক্ষণ ইহাতে উপকার না দর্শিলে ঐ সকল দ্রব্য মধুর সহিত পৃথক পৃথক্ অবলেহ করিয়া সেবন করাইবে

মধুর সহিত যষ্টিমধু চুর্ণ, চিনির সহিত পিপ্পলী চুর্ণ, এবং গুড়ের সহিত শুঠিচূর্ণ মিশাইয়া নস্য লইলে হিক্কা নিবারণ হয়

মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তন্যদুগ্ধে বা আলতার জলে গুলিয়া বা স্তন্যদুগ্ধে রক্তচন্দন ঘসিয়া নস্য লইলে হিক্কার প্রশমন হয়।

মধু বা কেশের মূল সেবনে হিক্কা নষ্ট হয়। মাস কলাইয়ের ধূম নস্য রূপে গ্রহণ করিলে, বা এলাইচ

চূর্ণ ২ মাসা চিনির সহিত সেবন করিলে আশু হিক্কা দূর হয়। কদলীমূলের রস দুগ্ধের সহিত পান করিলে হিক্কা রোগ নিবারিত হয়।

ময়ূরপুচ্ছ একটি পাত্রে রাখিয়া ভস্ম করিবে, পরে তাহার সহিত পিপুলীচূর্ণ ও মধু মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা রোগ বিনষ্ট হয়।

শ্বাস।—শ্বাস চারি প্রকার যথা,—মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস ও তমক শ্বাস।

মহাশ্বাস।—মত্তষণ্ডের ন্যায় শব্দ করা, নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ, বহুদূর পর্য্যন্ত শ্বাস-ত্যাগের শব্দ হওয়া, বাক্যালাপে অসমর্থতা, জ্ঞান হীনতা, চক্ষুর চঞ্চলতা, চক্ষু ও মুখের আকার ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—হরিদ্রা, মরিচ, কিশ্‌মিস্, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপ্পলী, শুঁঠ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশাইয়া ■ মাসা মাত্রায় সর্ষপ তৈলের ■হিত লেহন করিয়া ভক্ষণ।

বিম্বপত্রের রস, শ্বেত ভান্‌-কুমি পত্রের রস, কটু তৈলে মিশাইয়া পান করাইবে।

কুষ্মাণ্ড শস্য চূর্ণ ■ মাষা গরম জলের সহিত সেবন করাইবে শোধিত গন্ধক ৫ রতি ও মরিচ চূর্ণ ৫ রতি একত্র ঘৃতের সহিত সেবন করাইবে।

কাঁকড়াশৃঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী কুড, জটামাংসী, পঞ্চলবণ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ উত্তম রূপে মর্দ্দন করতঃ গরম জলের সহিত ২ মাষা পরিমাণে সেবন।

ঊর্দ্ধশ্বাস —ঊর্দ্ধশ্বাস দীর্ঘকাল ত্যাগ করিয়া রোগী অধঃশ্বাস গ্রহণে অসমর্থ হয়, সদা ঊর্দ্ধদৃষ্টি, দৃষ্টির চাঞ্চল্য, মুখের শুষ্কতা, মোহ, বেদনা ও দৌর্ব্বল্য ইহাতে শীঘ্র প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

চিকিৎসা।—ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলবীজের শস্য, বংশলোচন, তালিশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড়, নাগেশ্বর প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন।

বাসক ছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, প্রত্যেকে ৫৩।০ রতি জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া সেবন।

পানার গেঁড়ো চারি আনা, ফটকিরি ৩ রতি কর্পূর ■ রতি শ্বেতচন্দন ঘষা ৫ রতি একত্র সেবন করাইবে।

ছিন্নশ্বাস।—সক্লেশে ও সবিচ্ছেদে শ্বাসত্যাগ মর্ম্মভেদী বেদনা, শ্বাসত্যাগে অসমর্থতা, দাহ, মূত্রের অবরোধ, ঘর্ম্ম, মোহ, বস্তিস্থানে জ্বালা নেত্রের অশ্রুপূর্ণতা, দৌর্ব্বল্য, বক্ষের আরক্ততা, চিত্তচাঞ্চল্য প্রলাপ ও মুখশোষ এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—বামুনহাটির মূল, বাসক মূলের ছাল, কণ্টকারির শিকড়, ত্রিফলা, তালিশ পত্র, নাগেশ্বর গোক্ষুরী, কুলথকলাই কট্‌ফল, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, মুথা মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া।

আকন্দ আটা ৪ তোলা, আতপ তণ্ডুল ১ তোলা, একত্র রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিবে ঐ গুঁড়া ।০ আনা মাত্রায় জলের সহিত সেবন করাইবে

ঘর্ষিত হরিণশৃঙ্গ, ঘর্ষিত রক্তচন্দন সমভাগ ।০ আনা মাত্রায় সেবন

দুগ্ধ ৮ তোলা ফটকিরি ১ তোলা, একত্র মিশাইয়া কিছুক্ষণ পরে বক্ষে মর্দ্দন।

তমকশ্বাস।—হৃদয়ে পীড়া ঘুড়ঘুড় শব্দযুক্ত শ্বাস কাশিবার সময় মোহপ্রাপ্তি, শ্লেষ্মা তুলিতে অক্ষমতা

অন্ধকার দর্শন, কার্য্যক্ষমতা কণ্ঠদেশে কণ্ডু, বহুকষ্টেও বাক্য কথনে অসমর্থতা, শয়ন করিয়া নিদ্রা লাভে অপারগতা ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ

চিকিৎসা।—বামুনহাটির মূল ১০০ পল, দশমূল প্রত্যেক ১০ পল শিথিল রূপে বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া ১১৬ সের জলে সিদ্ধ করিবে ২৯ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, ঐ ক্বাথে জ্বাল দিয়া ঘনীভূত হইলে গুড় ১০০ পল, ও ত্রিকটু, গুড়ত্বক তেজপত্র এলাইচ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, এবং যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৬ পল দিবে। মাত্রা ১ তোলা

তুঁতের খই ১ রতি, সোরা ■ রতি, কাগজীলেবুর রস ১ তোলা একত্র সেবন।

তেঁতুলের খোসা ভস্ম, বোতল চূর্ণ, পিপ্পলী চূর্ণ ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম সমভাগ মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সেবন।

ক্ষুদ্রশ্বাস।—রুক্ষ দ্রব্য সেবন ■ পরিশ্রম জন্য কোষ্ঠ স্থিত বায়ু দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ দিকে গমন করতঃ অঙ্গে প্রকাশিত লক্ষণ যুক্ত যে শ্বাস রোগ উৎপাদন

করে তাহার নাম শুক্রশাম। ইহা অন্যান্য শাকের ন্যায় কোন ধারক বা পাচক নহে।

চিকিৎসা।—শোথ সহিত রোগের [illegible] মজ্জা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাণ্ডের মধ্যে রাখিয়া ঢাকা দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে ঐ ভস্ম মধুর সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে।

শাখা পত্র মূল ও ফল সহিত ধুতুরা ৪ পল বা মূলের ছাল [illegible] পল, যষ্টিমধু পিপুলী, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামুনহাটি, তালিশপত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, ধাইফুল ১৬ সের, দ্রাক্ষা ২০ পল, জল ১২৮ সের মধু ৬০ সের, উত্তম রূপে মিশাইয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিবে। অর্দ্ধাংশ ছাঁকিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাতব্যাধি।

রুক্ষ, শীতল, অল্প পরিমাণ ও লঘুপাক দ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় স্ত্রী সংসর্গ ও জাগরণে অবিধি রক্তস্রাব, বমন ও বিরেচনে, অতিশয় লম্ফপ্রদানে, উচ্চ হইতে পতনে, অতি সন্তরণে, অতিশয় পথ ভ্রমণ ও ব্যায়ামে, অবিধি অঙ্গ সঞ্চালনে, রসাদি ধাতুক্ষয়ে চিন্তা শোক ও রোগ প্রযুক্ত শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, মলমূত্রের বেগ ধারণে, অপক্ক রসে, অথবা উপবাসে শরীরের কোন স্থান আহত হইলে বা মর্ম্মস্থান আহত হওন জন্য, হস্তী বা অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতন জন্য বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীরাভ্যন্তরস্থ শূন্য গর্ভস্রোত অর্থাৎ শীরা ও ধমনী সমূহে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গব্যাপী রোগ উৎপাদন করে। তাহাকেই বাতব্যাধি বলা যায় স্থান বিশেষের বায়ু কুপিত হইয়া যে সকল রোগ সৃষ্টি করে তাহার নাম ও লক্ষণ বহুতর তাহাদের মধ্যে পক্ষাঘাত, ধনু-

উক্কার হস্তপদ শিথিলতা গদ্গদ ইত্যাদিই প্রধান। ইহা দ্বারা অঙ্গ বিশেষ একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে।

চিকিৎসা।—এই রোগে স্নেহ দ্রব্য যথা, ঘৃত তৈলাদির বাহ্যপ্রয়োগ বিশেষ উপকারপ্রদ।

রসোন ছেঁচিয়া নবনীতের সহিত সেবন। গাভী দুগ্ধ [illegible] সের, জল [illegible] সের, রসোন এক পোয়া কিঞ্চিৎ পেষণ করিয়া একত্র অগ্নিতে পাক করিবে, পাক শেষে রসোন ফেলিয়া দিবা, পরে দধি ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তাহা মর্দ্দন।

নবনীতের সহিত মাসকলাইয়ের পিষ্টক ভক্ষণ এরণ্ডমূলের ক্বাথ পান গোমূত্রের সহিত এরণ্ড তৈল ১ মাস সেবন।

মৃদু অগ্নির জালে শেফালিকা পত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করাইবে।

শূয়ারগোঁজা ১ পোয়া, কৃষ্ণ তিল ১ পোয়া, শ্বেত সর্ষপ ১ পোয়া, সজিনা ১ পোয়া, ভেরেণ্ডাবীজ ১ পোয়া কিঞ্চিৎ পেষণ করিয়া ২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ।

বেড়েলা ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া প্রক্ষেপ সৈন্ধব ৷৷০ তোলা।

শ্বেত বেড়েলা ২ তোলা, দুগ্ধ এক পোয়া, জল অর্দ্ধ সের পাকশেষে অর্দ্ধ পোয়া একবারে সেবন।

মাসকলাই, বেড়েলা, আলকুশী, গন্ধতৃণ রাস্ন, অশ্বগন্ধা ও এরণ্ড মূল প্রত্যেকে ২৩ রতি জল অর্দ্ধসের পাক শেষে অর্দ্ধপোয়া প্রক্ষেপ হিঙ্গু ও সৈন্ধব।

দশমূলের ক্বাথ ১ পল, এরণ্ড তৈল ২ তোলা, শুণ্ঠীর ক্বাথ ৮ তোলা একত্র ভক্ষণ।

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুণ্ঠী, জিরা, বনযমানী যষ্টিমধু সৈন্ধব লবণ সমভাগে চূর্ণ করতঃ ঘৃত মিশাইয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে মাত্রা এক মাষা।

জীবক ঋষভক মেদ, মহামেদ, কাকোলী ক্ষীর কাকোলী মুগানী মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু মিলিত ২ তোলা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে।

এক শুষ্ক পেষিত রসোন ১২ তোলা হিঙ্গু জিরা সৈন্ধব সবল লবণ ত্রিকটু প্রত্যেকের চূর্ণ ০ তোলা এরণ্ড মূলের ক্বাথের সহিত সেব্য।

জীবক ঋষভক, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী ঋদ্ধি,

বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ গুড়ত্বক্ তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, অনন্তমূল ইহাদের কাথ পান করাইবে

বড় থুলকুড়ি, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, ব্যাকড়, রাস্না, মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের কষায় এবং আমূত্র গো-দুগ্ধ, দধি ও নবনীত সহ মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক করিয়া ২ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন সেবন।

রাস্না বিড়ঙ্গ হরিদ্রা, নাগর মুথা, সৈন্ধব লবণ এবং তুলসী কাত্তির সহিত প্রতিদিন ২ তোলা পরিমাণে পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে

রাস্না গোক্ষুর এরণ্ড পুনর্ণবা ও দুর্ব্বা এবং রাস্না, শুণ্ঠী, দেবদারু নাগর মুথা ও এরণ্ড ইহাদের কাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গাদি বাতব্যাধি প্রশমিত হয়।

রাস্না, অশ্বগন্ধা, বচ, শুকশিম্বী ও গুবাক ইহাদের কাথ এরণ্ড তৈল সহ এবং রাস্না ধন্যা, শুণ্ঠী যমানি ও দশমূল ইহাদের কাথ পান করিলে সকল প্রকার বায়ু জন্য রোগ নষ্ট হয়।

রসোন ৪ তোলা, হিঙ্গু, জিরা, সৈন্ধব লবণ, সবর্জ লবণ, ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য ঘৃত সহ মিশাইয়া এক

মাংস সেবন করিলে বাতব্যাধি ও অন্য বহুবিধ রোগ নষ্ট হয়।

শুণ্ঠী হরিদ্রা, পিপুল মরিচ, জীরক, বচ, সৈন্ধব লবণ রাস্না যষ্টিমধু ও অশ্বগন্ধাচূর্ণ ঘৃত সহ একুশ দিন সেবন করাইবে।

শতাবরী, বচ শুণ্ঠী, রাস্না, বদরী, শ্যোনাক দশমূলী ফল মদনবাথর, ধন্যা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ ঘৃত সহ সেবন কর্ত্তব্য।

শোনা ও সুপারি ত্বক ইহাদের কাথ সহ যোগে তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহা মর্দ্দন।

বেড়েলা অশ্বগন্ধা, ধাইফুল, ক্ষীর কাকোলী, এরণ্ড মূল, রাস্না, এলাইচ, গন্ধভাদুলে, লবঙ্গ, বেনার মূল গোক্ষুর ইহাদের কাথ সেবন

পুরাতন ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ একত্রে মিশাইয়া বেদনা বা আক্রান্ত স্থানে উত্তমরূপে মর্দ্দন।

পুরাতন ঘৃত ও তোলা, অর্দ্ধপোয়া গরম দুগ্ধের সহিত সেবন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপস্মার ও মূর্চ্ছা।

পিত্ত শ্লেষ্ম উদান ও প্রাণ বায়ু মস্তককে আশ্রয় করিয়া কুপিত হয়, এবং নাড়ী ও ইন্দ্রিয় সমূহকে রোধ করে, এইরূপ হইলে মনুষ্য কাষ্ঠবৎ পতিত হয় এবং তাহার মুখ হইতে লালাস্রাব, ফেনউদ্গীরণ, কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ এবং হস্ত পদাদি কম্পিত হইতে থাকে। ইহাকে অপস্মার রোগ বলিয়া জানিবে। যে অপস্মার রোগীর চক্ষু নিমীলিত, দেহের ক্ষীণতা, অন্ধকারে প্রবেশ বোধ, দাহ, মস্তক বেদনা এবং ইন্দ্রিয় সমূহের প্রভা নষ্ট হয় সে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা।—নস্য পান, অঞ্জন, লেপ, মর্দ্দন, ঘৃত, তৈল দ্বারা এই রোগের প্রতীকার হয়।

বক পুষ্পের পত্র ও মরিচ গোমূত্র সহ বাটিয়া

এবং কর্কটের মূল ঘৃত ও শর্করা সহ বাটিয়া নস্য প্রদান করিবে।

পঞ্চ রসযুক্ত কুষ্মাণ্ড খণ্ড, শুঁঠী, মরিচ, ধন্যা পিপুল এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, মেথী, ও পিপুলমূল সম-ভাগ ইহাদের সমান চিনি একত্র করিয়া প্রাতে ভক্ষ্য।

কুষ্মাণ্ড ব্রাহ্মী, শ্বেতবচ, চোর কাঁটা, পুনর্ণবা ও তুলসী সমান ভাগে চূর্ণ করতঃ মধু ও শর্করা সহ সেবনে, অপস্মার, উন্মাদ, রক্তপিত্ত এবং বন্ধ্যাত্ব বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ড রস, রাস্না, পিপুলমূল, দশমূল, শতমূলী, শণ, তেউড়ী ও ভেরেণ্ডা প্রত্যেকে ১৬ তোলা, যষ্টি মধু, বাসক, দ্রাক্ষ, চোরকাঁটা শতাবরী রাস্না ও মঞ্জিষ্ঠ ইহাদের কাথ এবং এলাইচ, তেজপত্র, দারু চিনি, বচ ও কণ্টকারী ইহাদের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে অপস্মার, উন্মাদ, রক্তপিত্ত ও অর্শ নিবৃত্তি পায়

ব্রাহ্মী শাকের রস, বচ, কুড় ও চোরকাঁটা ইহা-দের সহিত পুরাণ ঘৃত পাক করিয়া সেবন কর্ত্তব্য।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, বচ, কটকী, শ্বেত সর্ষপ ও করঞ্জ ছাগমূত্রে পেষণ করতঃ গুটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন। উহাদের অঞ্জন চক্ষে দিলে অপস্মার, উন্মাদ, অভিন্যাস, লেগি ভূতরোগ এবং দ্ব্যাহিক, চাতুর্থক জ্বর, রাজযক্ষ্মা, শিরোরোগ ও সান্নিপাতিক বিস্মৃতি বিনষ্ট হয়।

চন্দন, তালণ পাহ্কা, যষ্টিমধু, কুড় এলাইচ, দারু-চিনি, তেজপত্র, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, শতাবরী মোথা, পাটা অনন্ত মূল, প্রিয়ঙ্গু বিষা, বালা, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, আলকুশী, মূর্ব্বা, গবাদনী, (মাষাণাঙ্কুর গাছ) জীবক, মেদ মহামেদ, পুষ্কর মূল, এলবালুক, ক্ষীর বিদারী, বৃদ্ধ দারক, দন্তী, বিড়ঙ্গ, মাধবীলতা, পদ্মফুল, দেবদারু, সোন্দাল, চিতা, ধন্যা, পদ্মজীরা, তালীশপত্র, খদির কাষ্ঠ, তগর পুষ্প মুস্তক, কালীয়ক, কেতক, নাগকেশর, পরুষ ও খর্জ্জুর সমভাগে চূর্ণ করতঃ মধু ও ঘৃতে ভাবিত করিয়া লেহ প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে অপস্মার, উন্মাদ, কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, রাজ-যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, পিত্ত ও রক্তাতিসার, শোথ, শিরো-রোগ, সদ্যজ্বর, তমক শ্বাস, ভ্রম, ছর্দ্দি দাহ, মদাত্যয়,

প্রমেহ, শ্বাস কাশ, ও পীনস নষ্ট হয়। বন্ধ্যানারীর সন্তানোৎপাদন এবং বৃদ্ধ ও বালকদিগের ক্ষীণ ধাতুর পোষণ হয় এই লেহ উত্তম বয়স্ক কামিনী ও বালক দিগকে সমভাগ দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে

মূর্চ্ছা।—চৈতন্য হীনতাই ইহার প্রধান লক্ষণ বাত, পিত্ত, কফ, শোণিত, অভিঘাত মদ্য এবং বিষ দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ু ও রক্ত কর্তৃক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হওয়ায় মানবের জ্ঞান নাশ হয় তাহাকেই মূর্চ্ছা বলে। অন্যান্য লক্ষণ প্রায়ই অপস্মারের ন্যায় সংন্যাস নামে এক প্রকার রোগ আছে তাহাও এই জাতীয়।

মূর্চ্ছা ও সংন্যাসের ভেদ।—ইহাদের প্রভেদ এই যে মূর্চ্ছার পূর্ব্বে হৃদয়ে বেদনা, হাইউঠা, শরীরের জড়তা, অঙ্গগ্লানি, অসম্যক জ্ঞান ইত্যাদি বায়ু, পিত্ত কফ ত্রিদোষের প্রবলতার হ্রাস হইলে মূর্চ্ছারোগ আপনা হইতেই নিবৃত্তি পায়, পরন্ত ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত সংন্যাস রোগের শান্তি হয় না

চিকিৎসা।—কুলআঁটির শস্য, পিপ্পলী বেনার মূল, নাগেশ্বর, শীতল জলে মর্দ্দন করিয়া বা পিপুল ও মধু একত্র অবলেহ করিয়া সেবন করাইবে

ঘৃতের সহিত দ্রাক্ষার কাথ অথবা রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করাইবে। ছাগ দুগ্ধ ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক প্রয়োগ প্রশস্ত।

সেক, অবগাহ, ও মর্দ্দন দ্বারা বাতজ মূর্চ্ছা, শীতল জল পান ও ব্যজন দ্বারা পিত্তজ এবং কষায় পান দ্বারা শ্লেষ্মজন্য মূর্চ্ছা বিনষ্ট হয়। রক্তজমূর্চ্ছায় শীতল ক্রিয়া, ক্ষীণতা দোষজন্য মূর্চ্ছায় শরীরের পুষ্টিসাধিনী ক্রিয়া এবং সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছায় চৈতন্য জনক ক্রিয়া করিবে। যে মূর্চ্ছা রোগীর মূর্চ্ছিত অবস্থায় কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না তাহার হস্ত পদের অঙ্গুষ্ঠের নাসিকা অথবা সমস্ত গাত্র দন্ত বা সাঁড়াশি দ্বারা পীড়ন করিবে এবং ললাট ও পৃষ্ঠদেশ অগ্নি দ্বারা অল্প অল্প দগ্ধ করিবে। (এই জন্য ছেলেদের তড়কা হইলে ভাতকাটী পোড়াইয়া কপালে ছেঁকা দিবার ব্যবস্থা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে—সং) ইহাতে ও চৈতন্য না হইলে আন্দোলন ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে জল দ্বারা উত্তমরূপে অভিষিক্ত করিয়া ময়ূর পুচ্ছ দ্বারা বাতাস করিবে।

ত্রিফলার কাথ অথবা দ্রাক্ষার কাথ শর্করা সহ

এবং শুঁঠী কোলমজ্জা, নাগকেশর, বেনা মূল ও চন্দন শীতল জল সহ বাটিয়া খাঁড়ের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার মূর্চ্ছা নিবারিত হয়।

তেলাকুচ,পাতার রস ১ তোলা, মরিচ চূর্ণ [illegible] আনা একত্র মিশাইয়া নস্য। কুমীরে পোকার ঘর ও মরিচ চূর্ণ উত্তম রূপে মিশাইয়া নস্য।

শুঁঠী, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, কুড়, পেঁটেলা প্রত্যেক ১ তোলা একত্র করিয়া ০ তোলা পরিমাণে পিপ্পলীর কাথের সহিত সেবন।

একশত বর্ষের তেঁতুল অর্দ্ধতোলা জল এক পোয়া রাত্রেতে ভিজাইয়া পর দিন প্রাতে ঐ জল মাত্র চিনি ২ তোলার সহিত পান।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

উন্মাদ।

চিত্তবিকৃতি জন্য এই রোগ জন্মিয়া থাকে, ইহাতে মনুষ্যের আত্মজ্ঞান নষ্ট হয়, বিনা কারণে অথবা কল্পিত

কোন কারণ বশতঃ হাস্য, রোদনাদি বা ক্রোধ দেখা-দিয়া এককালে তন্দ্রা প্রলাপবৎ বাক্যবিন্যাস, অথবা স্তম্ভিত ভাবে বাক্যাতিশয্যতা ইহার প্রধান চিহ্ন, ইহাতে দৃষ্টির উদ্দেশ্যশূন্যতা অর্থাৎ শূন্য ভেদে দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বালাইচ, জাতিফল, মধুক, যষ্টি-মধু, রাস্না, খদির, আমলকী, কর্পূর, জটামাংসী, ঘোড়া, অগুরু, শতাবরী দাড়িম্বফল ইহাদের কাথ সেবন

বিড়াল বিষ্ঠা হিংচা শাক, নিম, ময়ূরপুচ্ছ, শ্বেত সর্ষপ, পিপীতক, নির্ম্মাল্যফল, শাল, ও মোচরস সম-ভাগে ঘৃতাক্ত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা সেবন করাইবে

গুগ্গুল্ মধু, ও ঘৃত দ্বারা ধূপদান করিবে। ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধব, বচ, কট্কী, শিরীষবীজ, শ্বেত সর্ষপ সমভাগ, গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ তাহার ধূপ দিবে।

ব্রাহ্মীরস ৪ তোলা, কুড় ২ মাষা, একত্রে করিয়া সেবন। বচ ২ তোলা, জল ১৬ তোলা, শেষ ৪ তোলা কুড় ২ মাষার সহিত ভক্ষণ। বেলেড়া ২ তোলা, জল

১৬ তোলা শেষ ৪ তোলা কুড় চূর্ণ সহিত সেবন। পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, মধু গোরচন, সমান ভাগে মিশাইয়া অঞ্জন দান করিবে

নিম্বপত্র, বচ, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ সমভাগে মিশাইয়া ধূপ দিবে।

তিলতৈল এক পোয়া, গোঁড়ালেবুর রস এক পোয়া সূর্য্যপক্ব করিয়া গাত্রে ও মস্তকে মর্দ্দন।

ব্রহ্মীশাক, কুমড়া, বচ বা ডানকুনী শাক ইহাদের রসে মধু ও কুড় চূর্ণ মিশাইয়া সেবন

রোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া নির্ব্বাত স্থানে শয়ন করাইয়া রাখিবে।

চটকপক্ষীর শাবকের মাংস শুকাইয়া তাহার চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন ইহাতে শোক জন্য উন্মাদ প্রশমিত হয়। প্রত্যহ প্রাতে মধু সেবন করাইবে অথবা কুমড়া বীজের শস্য মাষা, মধুর সহিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে

শতমূলী, ব্রহ্মীশাক, রাস্না, গন্ধভাদুলে, বিছাটী, শালপাণি মিলিত ২ তোলা, যথা বিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন। বয়জ উন্মাদে ইহা উপযুক্ত।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠ।

কটু, ক্ষার, অম্ল ও লবণরস দ্বারা রক্ত এবং মল, মূত্রাদির রোধ, ও দিবানিদ্রাদি দ্বারা বায়ু যুগপৎ কুপিত হইয়া বাতরক্ত রোগ জন্মে। ইহাতে আলস্য, কণ্ডু (চুলকানি) মণ্ডল (চাক চাকা দাগ) বৈবর্ণ্য, অঙ্গাদিতে ব্রণ, শোথ, শোষ, দাহ, দদ্রু রক্তের শ্যামবর্ণতা, শরীরের রুক্ষতা প্রভৃতি প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—বিরেচন রক্তমোক্ষণ, পান, লেপন ও সেচন দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করিবে।

যষ্টি ও গুড়ূচী দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া এবং পটোল ও নিম্ব পত্রের ক্বাথ মধু সহ সেবন করাইবে।

তিলপত্র কাঞ্জি সহ বাটিয়া এবং মুস্তা, মূর্বা, শঠী, শুণ্ঠী, ধন্যা, ও যষ্টিমধু শীতল জলে বাটিয়া প্রলেপ

ধাত্রী, বহেড়া, জীরা ও কৃষ্ণজীরা গুড়ের সহিত পাক করিয়া সেব্য।

এই সকলে উপকার না দর্শিলে রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়।

গন্ধচূর্ণ ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ২ তোলা এবং এরণ্ড-বীজ ২ তোলা, দুগ্ধ ২ তোলা একত্র প্রলেপ। শত ধৌত ঘৃত মর্দ্দন।

তেলাকুঁচা ১ সের, জল ৪ সের, শেষ এক সের চিনি অর্দ্ধ পোয়া। ঘৃত এক পোয়া লেহবৎ পাক করিয়া ৪১ দিবস সেবন।

কুষ্ঠ।—উপরোক্ত বাতরক্ত রোগ কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপ উহাতে যে কণ্ডু ও মণ্ডল সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় উহাই ক্ষতরূপে পরিণত হয়, তাহাকেই কুষ্ঠ বলে। কুষ্ঠে অশেষ যাতনা হয়, ক্ষতস্থান দিয়া রস রক্তাদি স্রাব হয়। ক্রমশঃ ক্ষত বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্গুলি, নাসা, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খসিয়া যায়।

চিকিৎসা।—বাসক, পটোলপত্র, সৈন্ধব লবণ, বচ ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের ক্বাথ সেবন করাইবে।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, খদির, পাটলা, গলতা মঞ্জিষ্ঠা, ইঙ্গু, বিষা, বিল্ব, যবানি, বাসক ও ত্রিফলা ইহাদের ক্বাথ সেবন।

বাসক, বিড়ঙ্গ, নিম্ব, পলতা, পাটা শুণ্ঠী, বেণু, ধান্য পঞ্চকোল, দাক্ষা, পিপুলমূল ও হরীতকী ইহাদের কাথ পান করাইবে।

সোঁদাল, মালতী, করবীর, বচ, অর্জ্জুনশাল, কিংশুক, কদম্ব, নিম্ব, কুটজ, বাসক, খদির ও মুস্তা ইহাদের মূল সমভাগে অষ্টমাংশ অবশিষ্ট কাথের সমান ঘৃতের সহিত পান।

ভেলা ত্রিকটু বহেড়া, ওষা, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা সমভাগ তৈল সহ পাক করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে।

অশ্বত্থমূল, সোহাগা, মঞ্জিষ্ঠা, হরিতাল, দারু, হরিদ্রা, সর্ষপ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কণ্টকারী, কুষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, আকন্দআঠা সমভাগে তিলতৈল সহ পাক করিয়া মর্দ্দন।

নিম্ব, পটোল, চিরাতা, জাতী, বিশালা, পুনর্নবা, মুস্তা, লাক্ষারস, বিষ, কুড়, বলাডুমুর ও যষ্টিমধু, সমভাগে দধি দুগ্ধসহ ঘৃতে পাক করিয়া সেবন।

ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, দূর্ব্বা, মরিচ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, তিল, চিতা ও হরিচন্দন সমভাগে গোমূত্র সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ।

মনঃশিল, হরিতাল, মরিচ, কটুতৈল ও আকন্দ আঠা সমভাগে প্রলেপ।

অমৃতবল্কল ছালে হরিদ্রা ও চিতামূল, ঝুল, ভেলা, মরিচ, দূর্ব্বা, আকন্দ আঠা, সিজ আঠা, সমভাগে প্রলেপ

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ওষ্ঠ মুখ ও দন্ত রোগ।

ওষ্ঠ-দ্বয় কখন কখন বিস্ফারিত হইয়া তাহার স্ফীতত্ব জন্যে রক্তপাত, ক্ষত ও ব্রণ হয়। সামান্য মাত্র কাটিয়া খাইলে উক্তযুক্ত উপকার দর্শে। অন্যত্র মধুসহ নবনীত ভক্ষণ শর্করা সহ দধি মর্দ্দন এবং বচ অর্জ্জুনি কদম্ব জলে বাটিয়া প্রলেপ দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুখরোগ।—জিহ্বা, তালু ও মুখের অন্যান্য স্থানে পীড়কা জন্মিয়া বেদনা অসহ্য যন্ত্রণা হইয়া থাকে। এবং ক্ষত স্থান হইতে লাল পুঁজ রক্তাদি স্রাব হয়।

এই পীড়া প্রবল হইলে ইহার সহিত জ্বর উপস্থিত হইতে পারে, এবং সময়ে সময়ে যারপর নাই সাংঘাতিক হইয়া জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বচ, হরীতকী, নিম্ব, শুণ্ঠী, [illegible] ও পিপুল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রলেপ। কাঁজি ও জল গরম করিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ। যষ্টিমধু, চন্দন, মুথা ও পিপুলী সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। শীতল দুগ্ধ, ঘোল, অর্জ্জুনছাল ও কাথের ক্বাথে গণ্ডূষ ধারণ। মরিচ, বচ, কুড় ও হরীতকীচূর্ণ ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ। মূর্ব্বা, মুথা, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মধুর সহিত বাটিয়া প্রলেপ।

পটোলপত্র, শুঁঠ, ত্রিফলা, রাখালশসা, বালা, ডুমুর, কটকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্যের, ক্বাথ পান বা মুখে ধারণ করিলে উপকার দর্শে। ত্রিফলা, আকনাদী, দ্রাক্ষা, জাতীপত্র ইহাদের ক্বাথ পান ও ত্রিফলা ভক্ষণ কর্ত্তব্য। পিপ্পলী, জীরা, কুড়, ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য তিন দিবস চর্ব্বণ করিবে।

ক্ষারাদির দ্বারা মুখাভ্যন্তর দগ্ধ হইলে তিলের ক্বাথ নীলোৎপলের ক্বাথ, ঘৃত চিনি বা মধুযুক্ত করিয়া গণ্ডুষ ধারণ করিবে। চূর্ণ ভক্ষণে ঐরূপ হইলে তৈল কাঁজির পৃথক্ গণ্ডুষ ধারণ কর্ত্তব্য।

দন্তরোগ।—দন্ত সমূহ কৃষ্ণবর্ণ ও শিথিল মূল, দন্তমূল শোথ ও বেদনা যুক্ত, এবং তাহা হইতে বহুল পরিমাণে লালা শোণিতস্রাব ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—বচ, যমানী, শতাবরী, চিতা সৈন্ধব লবণ শুণ্ঠী সিন্ধুবার ইহাদের উষ্ণ ক্বাথ দন্তমূলে দিবে।

ধুনাচূর্ণ ২ তোলা, তিল তৈল ২ তোলা, একত্র করিয়া জলে ধৌত করতঃ প্রলেপ। ত্রিফলাচূর্ণ মধু সহিত প্রলেপ কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুথা, বরাংক্রান্তা, আকনাদী, চই, লতা, ফট্‌কিরি, হরিদ্রা সমভাগে চূর্ণ করতঃ দন্ত মার্জ্জনা কর্পূর দন্তে ঘর্ষণ। বকুল ফল চর্ব্বন। কুচিলা ফলের কয়লা, জাঙ্গী হরীতকীর কয়লা, ভুঁতের খই চূর্ণ করিয়া দন্তে ঘর্ষণ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চক্ষু, কর্ণ, ও নাসা রোগ।

ক্ষার, উষ্ণ ও কটু দ্রব্য সেবন, অভিঘাত ও সূক্ষ্মবস্তু দর্শন দ্বারা বাতপিত্তাদি দোষত্রয় বিকৃত হইয়া চক্ষুরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ বায়ুজন্য হইলে চক্ষুতে রুক্ষতা, কণ্ডু, বেদনা ও জলস্রাব, পিত্তজন্য হইলে চক্ষুর আরক্ততা, দাহ, উষ্ণজলস্রাব, শ্লেষ্মাজন্য হইলে শোথ, কণ্ডু, শৈত্য ও গুরুতা এবং ত্রিদোষে মিলিত লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—শুণ্ঠী, দেবদারু ও তুলসী কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া গরম করিবে এবং তদ্দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে

ত্রিফলা, দেবদারু, হরিদ্রা, গৃহধূম, বচ, পুনর্ণবা ও সৈন্ধবলবণ জলে বাটিয়া প্রলেপ।

শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ ঘোলের সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণপূর্ব্বক অপামার্গের মূল অথবা ধুতুরার মূল সহ

বাটিয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিবে। উপরোক্ত ঔষধ-প্রয়োগে বায়ুজন্য চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়

শিউলিফুলের পত্র মধু সহ বাটিয়া চক্ষে লাগাইলে ত্রিদোষজন্য চক্ষু রোগের শান্তি হয়

যষ্টিমধু, লিঙ্গ, তিল, নবনীত ও ত্রিফলা গুড়ের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে প্রলেপ দিলে কফজ চক্ষরোগ ভাল হয়।

ত্রিফলার কল্ক গোমূত্র সহ বাটিয়া ধৌত করিলে শ্লৈষ্মিক নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

শুণ্ঠী, সৈন্ধবলবণ, পিপুল একটী তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করতঃ দধি ও ঘৃত সহ নয়নে অঞ্জন প্রদান করিলে সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়

গেরি, রক্তচন্দন, শুণ্ঠী, চৌচথড়িকা বচ সমভাগ জলে পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ

বাসকমূল, নিমছাল পলতা, কট্‌কী, অলক, রক্ত-চন্দন, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুণ্ঠী, চিরাতা, ত্রিফলা, যব জল ।০ অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রাতে সন্ধ্যায় সেবন

কর্ণরোগ।—জল প্রবেশ, মলোচ্ছাস রোধ,

বাতাদি ও সংসর্গদোষ, কৃমি [illegible] ব্রণ [illegible] কর্ণরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে শিরোবেদনা, কর্ণের মধ্যে নানা প্রকার শব্দ, তীব্র বেদনা [illegible] পূয রক্তাদিস্রাব হয়

চিকিৎসা —এই রোগ অধিকাংশ স্থলে তৈল সেক ও বাষ্পবিন্দু প্রশস্ত। আর্দ্রক রস সৌবী- রক রস, শুণ্ঠী, সৈন্ধব লবণ, রসাঞ্জন এবং মাষ ও কুলথ কলাই তৈলের সহিত পাক করিয়া উষ্ণ অবস্থায় তুম্বী রসের সহিত কর্ণে দিবে।

যষ্টিমধু, কুড়, বাসকপত্র, হরিদ্রা এবং রাখাল শশার পুষ্প ও পল্লব সহ, অথবা আমলকীরস, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, সৌবীরাঞ্জন ও হরিতকী সহ ঘৃত পাক পূর্ব্বক কর্ণে দিবে। ইহাতে পূয রক্তাদিস্রাব নিবারণ হয়।

আকন্দ পাতা পোড়াইয়া তাহার রস ২।১ বিন্দু, বাদুড়ের রক্ত তিন বিন্দু, অথবা নারিকেল মুচি পোড়াইয়া তাহার রস ৩ বিন্দু কর্ণমধ্যে দিবে।

টাবালেবুর রস, আদার রস, আকন্দ পাতার রস, সিজ- পত্র রস একত্র গরম করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে। অথবা গুগ্‌গুলের ধূম কর্ণের মধ্যে লাগাইবে।

নাসারোগ।—ত্রিদোষ বৈগুণ্য প্রযুক্ত ক্রিমি ও রক্তদ্বারা নাসারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তক বেদনা, রক্তস্রোত ও শৈত্যাধিক্য হয়।

চিকিৎসা। গুড়সহ শুণ্ঠী চূর্ণের নস্য, শর্করার সহিত যষ্টিমধুচূর্ণের নস্য, তুলসী ও বাসকের রসের নস্য বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু ও পিপুল চূর্ণের নস্য

শ্বেতবেড়েলামূলের চূর্ণ, বাসি প্রদীপের তৈলের সহিত নস্য। মোম ও গুগ্‌গুল একত্র করিয়া তাহার নস্য হিঙ্গুল, হরিতাল, জায়ফল প্রত্যেকে ॥• তোলা, মোম ১ তোলা, ঘৃত ১ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া বস্ত্রে মাখাইয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত আকন্দ ডালে জড়াইয়া অগ্নি দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করতঃ তাহার ধূম গ্রহণ।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শিরোরোগ ও ইন্দ্রলুপ্ত।

অত্যন্ত ভারবহনতীয় ও উচ্চ শব্দে রোদন, হিম, রৌদ্র, শোক, ক্রোধ, ব্যায়াম ও অভিঘাত, অত্যন্ত লেখন পাঠ, দুষ্পাচ্য ভোজন, নিয়ত দূরস্থ বস্তু দর্শন [illegible] শিরঃপীড়া জন্মে।

এই রোগে মস্তকে অতীব বেদনা, নাসাস্রাব, তৃষ্ণা, সমল মলনির্গম, জড়তা, মোহ, ভ্রম, দেশ, চক্ষুস্রাব, কটুকাস্যতা, দেহের তাপ কখন কখন জ্বর, ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ

চিকিৎসা।—পিত্তজ ও কফজ শিরোরোগে যেমন নির্দেশ, তদ্ভিন্ন লেপ, বাষ্প, নস্য, পান, অভ্যঙ্গ ও মর্দনাদি দ্বারা এই রোগ প্রতীকার করিবে।

কোকিলা, গন্ধিমা পত্র, কটুকী, জয়ন্তী ও নিম্বপত্র, ইহাদের ক্বাথের বাষ্প দ্বারা স্বেদ ও তদ্দ্বারা প্রলেপ

ব্যবস্থা। যষ্টিমধু, চন্দন, নাগপুষ্পের কেশর, কদম্ব, অর্জ্জুনও সিদ্ধবার, শীতকষায় দ্বারা প্রলেপ গুড় সহ শুণ্ঠি হরীতকী এবং সজিনার রস মিশাইয়া নস্য। মরিচ, হরিতকী, কটফল,গোমূত্র অথবা গরম জলে বাটিয়া নস্য বচ, যষ্টিমধু, ও গিরিকর্ণিকার মূল ইহাদের নস্য কট্‌কীর মূল গরম জলে বাটিয়া নস্য।

ভৃঙ্গরাজ ১ ভাগ, কাঁজি ২ ভাগ, সজিনা ৩ ভাগ, সৌবীরক রস ৫ ভাগ, তুম্বিকা রস ৬ ভাগ, এবং শুণ্ঠি, সৈন্ধব, অম্লিকা, পটোল, বাসক, হরিতকী, আমলকী ও তুলসী সহ ■ ভাগ তৈল পাক করিয়া নস্য মস্তকে মর্দ্দন ও কর্ণ পূরণ দ্বারা শিরোরোগ প্রশমিত হয়

কুড়, যষ্টিমধু, পটোল, জাতী, তুলসী ও নবনীত, এই সকল এবং সহ ঘৃত পাক করিয়া শর্করা ■ দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

লাক্ষারস, চন্দন, যষ্টিমধু, পটোল আমলকী. ও শর্করা দধি দুগ্ধ ■ নবনীত সহ ঘৃত পাক করতঃ নস্য প্রদান

কাগজিলেবু ১ টা গোবরের ঠুলির ভিতর পোড়াইয়া তাহার রস ১ তোলা, পুরাতন ঘৃত ১ তোলা, একত্র

সূর্য্যাবর্ত্ত নরতঃ মস্তকে মর্দ্দন নাড়ু, শিরঃশূল কাঁজিতে বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ ও কাসকাসি বাতকে খড়া করিয়া তাহার নস্য। মর্দ্দমান কপালাদের শিকড় পেষণ, পুরাতন গুড়ের সহিত নস্য। আদার রস ৪ তোলা, ঘৃত ৪ তোলা একত্র পাক করিয়া মস্তকে প্রলেপ ও তাহার নস্য। পিপুল, শুঁঠ, মুথা, যষ্টিমধু নাগেশ্বর, তগরমূল, পিপুল ছাল প্রত্যেকে সমান ভাগে মর্দ্দন করতঃ মস্তকে প্রলেপ। শর্করার সহিত দুগ্ধ, নারিকেল জল প্রভৃতি শীতল পানীয় ব্যবস্থা। ভৃঙ্গরাজের রস ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ২ তোলা মিশাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ নস্য গ্রহণ।

ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক।—ইহার কয়েকটী ঔষধ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রণ, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ ও গলগণ্ড।

দূষিত বস্তু ভক্ষণ, দূষিত জল পান, ক্রোধ, ভারবহন বমন ইত্যাদি কারণে বায়ু পিত্ত, কফ দোষত্রয় বিকৃত হইয়া দেহের যে কোন স্থানে মাংস উন্নত হইয়া রক্তকে বিকীর্ণ করতঃ ব্রণ উৎপাদন করে। ইহাতে স্ফীতি, বেদনা, শরবেধনবৎ যাতনা আরক্ততা এবং পরিণামে পূঁজ রক্তাদিস্রাব ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।—স্বেদ, পাচন ও ছেদন ইহার প্রধান প্রতীকার। রাস্না, শুণ্ঠী, বচ ও মাতুলুঙ্গ রস কাঁজির সহিত বাটিয়া ধৌত করণ। যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা পটোল ও নিম্বপত্র ইহাদের কষায় দুগ্ধসহ ধৌত করিবে।

মাতুলুঙ্গ, গণিয়ারী, পিপুল মূল, শুণ্ঠী ও দেবদারু কাঞ্জিকসহ বাটিয়া প্রলেপ। অঙ্কোঠ লোধ, কদম্ব, অর্জ্জুন, বেতস ও পারিশত্বচ জলে বাটিয়া প্রলেপ করঞ্জ, বচ, নিম্ব, কদম্ব, অর্জ্জুন ও বেতস্ ইহাদের কাথ

দ্বারা শেধৌত, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষারস, মনঃশিলা হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা জলে বাটিয়া ছাঁকিয়া লইবে পরে মধুর মিশাইয়া এবং শোধন করিবে। অপামার্গ, জবা, দারু হরিদ্র ও শুক্ক মধুযষ্টি বাটিয়া তিলের সহ দ্বারা এবং তিল পীত, নিম্বপত্র ও অমৃতাদি শাকের কষায় দ্বারা ব্রণ শোধন করিবে। জাতী, কমল, পিচুমর্দ, পটোল, যষ্টীমধু, হরিদ্রা, কটুকী, মঞ্জিষ্ঠা, উৎপল, বেনামূল, অনন্তমূল, তেউড়ী ও পিপুল সমভাগে ঘৃতের সহিত পাক করিয়া ব্রণে লাগাইবে।

শ্লীপদ।—অর্দ্ধেক অপচার সমূহ দ্বারা শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ রোগ উৎপন্ন হয়। যে শ্লীপদ মেদ আশ্রয় করতঃ বল্মীকবৎ অর্থাৎ উইয়ের ঢিপির ন্যায় অপাকৃত দেখা যায় তাহাকে বাল্মীক শ্লীপদ বলে।

চিকিৎসা।—বট, অর্জ্জুন, বকুল, গিরিকর্ণিকার মূল ও পদ্মগন্ধা এই সকলে বাটিয়া অথবা তৈল, মধু ও ঘৃত সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাল্মীক শ্লীপদ ভাল হয়।

ধুতুরামূল, এরণ্ডমূল সজিনাছাল, সরিষা জলে বাটিয়া প্রলেপ। শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ। হরিদ্রাচূর্ণ পুরাতন গুড় প্রত্যেকে ■ তোলা

একত্র করিয়া ১ তোলা ঔষধ ২ তোলা গোমূত্রের সহিত ভক্ষণ। পিপুল ২ তোলা, চিতামূল ৪ তোলা দন্তী মূল ৮ তোলা, গোটাহরিতকী চূর্ণ ২০ টা, পুরাতন গুড় এক পোয়া উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া মধুর সহিত ভক্ষণ।

অর্ব্বুদ।—মলমুত্রাদির অভিঘাত ও ব্রণ দ্বারা রক্ত বহানাড়ী সকল নিশ্চল হইয়া রক্তের পথ বন্ধ করিলে মহাস্থূল অর্ব্বুদ অর্থাৎ আব রোগ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—মর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া উহা ছেদন করিবে, তদনন্তর তাহাতে সৈন্ধব চূর্ণ ঘৃত সহ অথবা শূরন অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঘৃত ও গুড় সহ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। তাহারপর ব্রণরোগে যেরূপ বলা হইয়াছে তদ্রূপ ক্রিয়া এবং বাতনাশক ও মধুরদ্রব্য পথ্য দিবে।

গলগণ্ড চিকিৎসা।—সরিষ, সজিনাবীজ মষিনা, যব, মূলাবীজ, সমভাগে তক্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পানাভস্ম ও কটুতৈল একত্র প্রলেপ। পুরাতন কুষ্মাণ্ড রস ১ তোলা বিট ও সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ তোলা উভয়ে মিশাইয়া নস্ত।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমবাত গ্রহিণী গণ্ডমালা, বিদ্রধিক কোষবৃদ্ধি ও অতিভোজী মন্দাগ্নিশালী, ব্যায়ামী ও কদাচিৎ স্নি ব্যক্তিদিগের আম অর্থাৎ আহার মাত্র অপক্ক রস বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া শ্লেষ্মা স্থানে গমন পূর্ব্বক তথা পাকে প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ বেদনা জনক আমবাত রো উৎপাদন করে।

চিকিৎসা।—এই রোগে কদাচিৎ লেপন কা করিবেন। যে আমবাতে শোথের আশঙ্কা থাকে অর্থাৎ জঠরে গুড়্ গুড়্ গর্জ্জন ও বেদনা ও কটিদেশে বেদনা হয় তাহাতে পাচন দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু অরুচি, আমাশয় ও বস্তিশূল থাকিলে পাচন সেইরূপ উভয়বিধ ক্রিয়াই করা যাইতে পারে।

রাস্না, গোক্ষুর, এরণ্ড ও শল্লুক, পুনর্নবা এব

শোমা, গাম্ভারী, পুষ্করমূল ও সুপারি ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে। পিপ্পলী সংযুক্ত দশমূলীর জল, গুড়চী শুণ্ঠী হরিতকীচূর্ণ গুড় সহ, এবং ধন্যা, শুণ্ঠী, দেবদারু, বচ, হরীতকী ও অম্লবেতস, ইহাদের পাচন পান করিতে দিব। একভাগ শুণ্ঠী, ২ ভাগ অগুরু-কাষ্ঠ ও তিন ভাগ ভেউড়ী সমান ভাগে গুড়ের সহিত ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন। বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠি, রাস্না, হরিতকী ও ত্রিকটু প্রদত্ত জলের অষ্টমভাগ থাকিতে ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথ এবং তাহার অর্দ্ধেক দুগ্ধ এরণ্ড তৈল মিশাইয়া ২ তোলা পরিমাণে অথবা গুলঞ্চ ত্রিফলা হরীতকী চূর্ণ গুড় সহ সেবন করাইবে।

কুড়চি, জীরক ও ঋষভক দধি সহ বাটিয়া সেবন করাইলে আমবাত ও বস্তিশূল ভাল হয়। গুগ্‌গুল, রসোন, হিঙ্গু, শুণ্ঠি, ইহাদের ক্বাথ সেবন। মরিচ অশ্বগন্ধা, কুড়, ত্রিকটু শঠী, ত্রিফলা, বামুনহাটী, পুষ্কর মূল, আট প্রকার লবণ, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, ধন্যা, দেবদারু, বিল্ব, শিলাভেদ, কুড়চি, বাসক থাইফুল, শিমুলছাল ও দাড়িম্ব সমভাগে চূর্ণ করতঃ ঘৃত সহ সেবন।

পথ্য।—আমবাত রোগী দিবস ও পিচ্ছিলদ্রব্য, মধু, তৈল সেবন ও শীতল জলে স্নান, এবং আমদোষ পক্ক হইলে উষ্ণ অপথ্য পরিত্যাগ করিবে।

গৃধ্রসী। কটি জানু ও উরুদেশে অতি কষ্টকর বেদনা জন্মিলে তাহাকে গৃধ্রসী রোগ বলা যায়। ইহার উপসর্গ ভেদে নানা প্রকার আখ্যা প্রদত্ত হয়। জানুদেশে তীব্র বেদনা জন্মিলে তাহাকে ক্রোষ্টুশীর্ষক বলে। বাহু পৃষ্ঠ ও হস্তের অঙ্গুলির ভিতর বহুবিধ কণ্ডু জন্মিলে এবং হস্তপদ অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে বিপশ্চিকা রোগ বলা যায়।

চিকিৎসা।—বিপশ্চিকা রোগে কণ্ডুগুলি বিদীর্ণ করিয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব করাইবে। অনন্তর রোগীকে স্নেহ, বাতনাশক তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ এবং মাষাদি পঞ্চকের পাচন প্রদান করিবে। শতাবরী, বলা, নাগবলা, পুষ্করমূল ও পিপ্পলী ইহাদের চূর্ণ এরণ্ড তৈল সহ আমবাতে লিখিত অজমোদাদি চূর্ণ সেবন করাইবে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে প্রতপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা পদদ্বয়ের চারি অঙ্গুলি উপরি ভাগের শিরা দগ্ধ করিবে।

বিস্ফোটক চিকিৎসা।—শিরীষছাল বাটিয়া প্রলেপ, এবং বেণার মূল, নাগেশ্বর, গুড় কার্পাসমূল, বাটিয়া প্রলেপ দিবে

মুষণ বা অণ্ডকোষ বৃদ্ধি।—বাল্যকালে পিতৃ মাতৃ দোষে এবং দুষ্ট যোনি সম্ভোগে বায়ু বহির্গত হইয়া অণ্ডস্থানকে আশ্রয় করতঃ মুষ্ক বৃদ্ধি রোগ উৎপাদন করে।

চিকিৎসা।—আম্র ও শোনা অথবা পানিয়ারি ও কটুতুম্বীর কাথ প্রয়োগ করিবে। কফজন্য রোগে বট ও লবণ জল সহ বাটিয়া এবং কদম্ব, অর্জ্জুন ও সর্ষপ ইহাদের কাথ প্রয়োগ করিবে। কোল, বরুণছাল শালপাণী ও শতাবরী ইহাদের কাথ, বরুণ, দশমূলী শতাবরী, পরলাছা ইহাদের কাথ পান করাইবে। মুষণের শিরা বিদারণ কর্ত্তব্য; বাম অণ্ডকোষের বৃদ্ধি হইলে দক্ষিণ অণ্ডকোষের শিরা বিদারণ কর্ত্তব্য। অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে দুই শিরাই ভেদ করতঃ রক্ত-মোক্ষণ করাইবে। অত্যন্ত স্ত্রী সংসর্গেও উপকার দর্শে।

গণ্ডমালা।—দূষিত জল পান ও কদন্ন ভোজন

কর্ণদেশে গ্রন্থি উদ্ভূত হইবে। বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিদোষ দ্বারাই গণ্ডমালা রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার লক্ষণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা আছে।

চিকিৎসা। ব্রণ অপক্ব থাকিলে শস্ত্রস্বেদ ও স্বর্ণস্বেদ ত্যাগ করতঃ অশ্ব সকলকে গরম তৈল দ্বারা মর্দন করিবে। অক্ষোঠ, মদার, পারিভদ্রপত্র, গুগ্গুল, কৃষ্ণজীরা গোমূত্র সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ। শিগ্রুত্বক, নিম্বত্বক, ইঙ্গুদমূল, চোলাদি লেবুজলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ। স্নুহী ক্ষীর অথবা অর্ক ক্ষীর প্রয়োগ। ত্রিবিকর্ণিকা ও চন্দন সমভাগে গ্রহণ করতঃ প্রয়োগ করিবে। করবীরক্ষীর অর্কপত্রক্ষীর, কটুতুম্বী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুকশিম্বী তৈল সহ পাক করিয়া অভ্যঙ্গে প্রদান করিবে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীরোগ।

বন্ধ্যাত্ব।—বাল্য, গর্ভকোষ ভঙ্গ, ধাতুক্ষয় প্রভৃতি ছয় প্রকার বন্ধ্যাত্ব জন্মে। কাকবন্ধ্যা, অনপত্যা, মৃতবৎসা, গর্ভস্রাবী, ও ধাতুক্ষয়জা এই পাঁচ প্রকার বন্ধ্যা হয়। অপ্রাপ্তযৌবনা অর্থাৎ কুমারীস্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে তাই সঙ্কুচিত হইয়া তাইক প্রাপ্ত হয় এবং এই হেতু গর্ভ না হওয়ায় বন্ধ্যাত্ব জন্মে এই ছয় প্রকার বন্ধ্যাত্ব স্ত্রীলোকদিগের রজঃ বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ইহা পরীক্ষা করা বিধেয়। বেদনাজনক, কৃষ্ণবর্ণ ও পক্ক জম্বুফল সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হইলে তাহাকে বাতিক রজঃ বলিয়া জানিবে।

চিকিৎসা।—শুণ্ঠী, পিপুল, মুথা, ধন্যা, জয়ালতা, বৃহতী, কণ্টকারী ও পারুল ইহাদের কাথ গুড় ও দধি সহ সপ্তাহ সেবন করিলে বাতজনিত দূষিত রক্ত

শোধিত হয়। এই প্রকারে নষ্ট ভাব হইলে শ্বেত গিরিকর্ণিকা, শোধন, ও শ্বেতপুনর্নবা দুগ্ধ সহ পান করিলে এক মাসের মধ্যে গর্ভোৎপত্তি হয়।

যে স্ত্রীলোকের শোণিত অগ্নি ফুলের বর্ণ সদৃশ অথবা কুসুমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং দাহ শোথ ও মূত্রাম্ল হয়, তাহা পিত্তজ শোণিত জানিবে।

চিকিৎসা।—চন্দন, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, পটোল, কুড়চি, বাসা, মধুক, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, শ্বেত পুনর্নবা, পদ্মকাষ্ঠ, অনন্তমূল, জীরা ও শুঠী এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ শর্করা সহিত সেবন করাইলে পিত্তদূষিত রজঃ শুদ্ধ হয়। শোণিত নির্দোষ হইয়াছে জানিতে পারিলে শুঠী, শ্বেতআকন্দমূল, গিরিকর্ণিকা ও শ্বেত গিরিকর্ণিকার মূল গোদুগ্ধ সহ পান করিলেই গর্ভ সঞ্চার হয়।

গাঢ় পিচ্ছিল শোণিত, এবং গাত্রজড়তা, মূত্ররোধ আলস্য, তন্দ্রা ও অতিনিদ্রা থাকিলে তাহাকে কফদুষ্ট রজঃ বলিয়া জানিবে।

চিকিৎসা।—ত্রিফলা, গিরিকর্ণিকা, গোঁমাক ও কুড়চি, এই সকল দ্রব্যের কাথ দুগ্ধ সহ, এবং

ফলাদ্য, চন্দনাদ্য, দ্রাক্ষাদ্য, খণ্ডকাদ্য পুনর্ণবাদ্য চূর্ণ সেবন করিলে বন্ধ্যার গর্ভ হয়

বন্ধ্যাককর্কটী মূল, তিক্তকতুম্বী, নারিকেল, হস্তিঘোষা, পালিংশাক, অর্কপুষ্প, শতমূলী, নির্ম্মাল্য, বন্ধ্যাদের উপকারী

প্রদর।——বায়ুপিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ বিকৃতি জন্য স্ত্রীলোকের ঋতুকালে উদরের নিম্নে তীব্র বেদনা অতিরিক্ত শোণিত অথবা শ্বেতবর্ণ চট্‌চটে নিষ্ঠীবনবৎ বা পচা কলার ন্যায় এক প্রকার পদার্থস্রাব হয়। এজন্য বহুবিধ উপসর্গ ও নানা রোগ উৎপন্ন হয় প্রদর দ্বিবিধ, শ্বেত ও লোহিত নির্গত পদার্থ লাল রক্তবর্ণ হইলে সামান্যত তাহাকে রক্ত প্রদর এবং শ্বেতবর্ণ হইলে শ্বেতপ্রদর বলে

চিকিৎসা।——দারুহরিদ্রা রসাঞ্জন, বাসকছাল মুথা, চিরাতা বেলশুঁঠা, ভেলা, শুঁদীমূল, প্রত্যেকে ২ মাষা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া, মধু ৪ মাষ, রাঙ্গানটের শিকড়, আউচফুলের শিকড়ের ছাল, লোহিত মুথার শিকড়, রঙ্গন ফুলের শিকড়, অশোক শিকড়ের ছাল, প্রত্যেকে ৩২ রতি জল অর্দ্ধ সের, শেষ

অসৃগ্দরে।। গদাফুল ৩ টা, চাপানটের মূল ১ তোলা ৩ গুলোমরিচে মর্দন করিয়া ৩ বটী, তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন। সেগুড়াচূর্ণ, কালচূর্ণ, আতপতণ্ডুল ঘৃতের খই প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, জলে বাটিয়া বটী করিবে। প্রত্যহ নূতন বটী করিয়া সেবন। জলবালুকা, রক্তচন্দন, চিনি, মধু প্রত্যেকে ॥ আনা একত্র ভক্ষণ। পিত্তপ্রদরে কুশের মূল ।০ তোলা, চিনি ২ তোলা জলের সহিত সেবন। পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, বালকমূল, রক্তকমলের মূল, অশোক ছাল প্রত্যেকে ৩২ রতি, জল অর্দ্ধসের দুগ্ধ এক ছটাক একত্র পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ভক্ষণ। শ্বেতপ্রদরে—রক্ত কমলের মূল ২ তোলা, শ্বেত যবাফুল ৮ তোলা, মরিচ ২০ টি একত্রে বাটিয়া ২ বারে সেবন। বেলেড়া, গোরক্ষ চাকুলে, শিমুল, জালমেথী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপানি, কিরা, শালুক পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল গন্ধ, রক্তশালী, ধান্য, মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারী, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, শালাখৈর, কদলীফল প্রত্যেকে ৪ তোলা, ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধপোয়া দিনমানে সেবন।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের এই অষ্টবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয় যথা—শোষ, বিবমিষা, ছর্দ্দি, শোথ, জ্বর অরুচি অতিসার ও বিবর্ণতা।

চিকিৎসা-শোথ।—বটের ঝুরি, পিপ্পলী, বেণামূল, শুঁঠ চূর্ণ করতঃ সেবন বিবমিষ।—

চিরাতার কল্ক সমভাগে শর্করা ও মধু সহ সেবন অরুচি।—আদা কটকী, ও ছোলঙ্গ লেবুর কেশর চূর্ণ করতঃ সেবন অতিসার কুড়চি দাড়িম্ব পাট বেল শুঁঠ বালা আম্র পল্লব, জম্বুপল্লব দধি ও চিনির সহিত ভক্ষণ। মূত্ররোধ। পিপ্পলী, সশবীজ জল অথবা শিলাভেদ ও চিনি তণ্ডুলোদক সহ সেবন। শোথ।—উষ্ণ জলের স্বেদ

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তৃষ্ণা, দাহ ও ছর্দ্দি।

তৃষ্ণা।—এই রোগ অন্যের উপসর্গ রূপে এবং কখন কখন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য জ্বরকালীন তৃষ্ণা এবং স্বতন্ত্র রোগ রূপে প্রকাশমান তৃষ্ণার চিকিৎসা পৃথক লিখিত হইল।

তৃষ্ণারোগ চিকিৎসা।—গাম্ভারী, পদ্মমূল, বেণামূল, আমলা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, ও বালা ইহাদের কাথ শর্করা সহ পান করিলে সর্ব্ববিধ তৃষ্ণাই প্রশমিত হয়।

মোচ, লোধ, চন্দন, দাড়িম্ব, ও শর্করা তণ্ডুলোদক শীতল জলে বাটিয়া সেবন। কুড়, উৎপল, লাক্ষা, বটের শুঙ্গি চূর্ণ করতঃ সমান ভাগে শর্করা সহ ভক্ষণ। অত্যন্ত উষ্ণজল শীতল করিয়া পান।

দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, ত্রায়মাণ, লোধ, ত্রিকটু ও কুড় ইহাদের কাথ মধু ও শর্করা সহ সেবন

দাড়িম্ব, বহবার, চকুই পলিং তেঁতুল ও অম্লবেতগু ইহাদের রসের সহিত হরীতকী বাটিয়া তাহাকে প্রলেপ দিলে জ্বরযুক্ত তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

কচি আমপাতা, কচি জামপাতা, নিমপাতা, মাতুলুঙ্গ, সৌবীর ও নাগর মুথা জলে বাটিয়া সেবন করাইবে।

সুখাদ্য ও সুমিষ্ট দ্রব্য বারম্বার দেখাইবে, কদাচ খাইতে দিবে না।

পথ্য।—রক্ত শালি ধান্যের অন্ন দধি চিনি সহ সেবনে উপকার দর্শে। ক্ষার ও কটু দ্রব্য অতীব অপকারী।

জ্বরযুক্ত পিপাসা।—নিমছাল ৪ তোলা, জল ১ সের, শেষ অর্দ্ধসের ফটকিরি চূর্ণ ।০ তোলার সহিত সেবন।

বটশুঙ্গ, লোধ, দাড়িম্ব খোসা, যষ্ঠীমধু, চিনি, মধু, সমভাগ একত্র করিয়া। আনা মাত্রায় ৪ তোলা তণ্ডুলোদক সহ সেবন। ভুতের খই ২ রতি জল অর্দ্ধ পোয়ার সহিত পান মেউদি পাতার রস ১ তোলা মধুর সহিত সেবন

দাহ।—পইরোগ ও উপরোক্ত রূপে দুই প্রকার।

চিকিৎসা।—ইক্ষুমূল, মুথা, শ্বেত ও মরিচ বেণা মূল ইহাদের কাথ সেবন। শ্বেত পাথড়া, মুথা, বেণামূল ইহাদের কাথ চিনির সহিত পান। ক্ষীরসমুদ্রে, চন্দন ও বেণার মূল জলে বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন। মধুর সহিত আমলকীর রস সেবন। জম্বুপত্রের আম্রপত্রের ও নিমের ছাল মাতুলুঙ্গ রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ।

সুশীতল চন্দ্রোদয়, জ্যোৎস্না, দ্রব দ্রব্য পান, বায়ু সেবন, শীতল চন্দন, পদ্মপত্র, মৈথুনঘটিত কথা, প্রেমালিঙ্গন, চুম্বন, রমণীর আলিঙ্গন, স্তনযুগল মর্দ্দন, উপস্থ উন্মোচন এবং দুগ্ধ শর্করাদি উপকারী।

জ্বরযুক্ত দাহ।—গিমাপাক অগ্নির উত্তাপে তপ্ত করিয়া তাহার রস ভর্জ্জিত, যমানী চূর্ণ সহ মর্দ্দন অথবা হরিদ্রাচূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন। কড়িভস্ম গাত্রে মর্দ্দন পাটবীজ চূর্ণ মর্দ্দন। ক্ষোয়াতা পাতার রস ও কটু তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন।

ছর্দ্দি।—আমের শিকড়ের ছাল, বেণার মূল শ্বেত চন্দন, আতপ তণ্ডুল, পাথরে ঘষিয়া সেবন। এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, সমভাগে মধুর সহিত অবলেহ

করিয়া ভক্ষণ কর্পূর ৵০ আনা, ফটকিরি চূর্ণ ৵০ আনা, জল অর্দ্ধপোয়া ক্রমশঃ সেবন। এলাইচ কর্পূর মহুরী, তেজ পত্র, প্রত্যেকে ০ তোলা, জল অর্দ্ধপোয়াতে বাটিয়া তাহা ছাকিয়া খাওয়াইবে। অশ্বত্থ পত্রের আটা অাগুনে পোড়াইয়া জলে ফেলিয়া সেই জল পান, মুড়িভিজান জল পান। কেয়াসেথীর রস ১তোলা, মিছরী ০ আনা একত্র সেবন। শ্বেত চন্দন নেকড়ায় মাখাইয়া তাহার ভিতর ময়ূরপুচ্ছ দিয়া বর্ত্তি করতঃ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তদ্দারা ধূম গ্রহণ। এলাইচ, লবঙ্গ নাগেশ্বর, কুলআটিরশস্য, খইচূর্ণ, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, শ্বেত চন্দন, পিপুল, প্রত্যেকে সমান মধুর সহিত অবলেহ। শ্বেতচন্দন, পদ্মের মৃণাল, বালা শুণ্ঠী, শালকছাল ঐগুলোনকে পিষিয়া ১০ রতি মাত্রায় ১০ রতি মধুর সহিত সেবন।

প্যাটেণ্ট ঔষধ,

ও নানা দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী।

বস্তি কর্ম্ম।—পিচকারী প্রয়োগ। অত্যন্ত উষ্ণ ও শীতল কালে, ভোজনান্ত সময়ে, প্রাতঃকালে এবং মূত্র ও বিষ্ঠা পীড়িত সময়ে নিষেধ। অতি সাবধানে ও ধীরে ধীরে এই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য

স্বেদবিধি।—পোটলী স্বেদ, নাড়ী স্বেদ, অগ্নি আলিয়া স্বেদ, ঘটস্বেদ, জলস্বেদ, কলস্বেদ ও বালুকা স্বেদ। তৈল ভিন্ন কদাপি স্বেদ দিবে না। জীর্ণজ্বর, দাহ, শোষ, অতিসার, মূর্চ্ছা ভ্রম ও বিষ রোগীকে কদাচ স্বেদ দান করিবে না। শূল, শোথ এবং শ্লেষ্ম ব্যতীত রোগীর পক্ষে অতীব উপকারী

ক্বাথ।—ক্বাথ প্রস্তুত করিবার সময়ে যে স্থলে বিশেষ বিধি নাই সে স্থলে ৮ গুণ জল দেওয়া কর্ত্তব্য তদ্বারা তিন ভাগ জল শুষ্ক হইলে ক্বাথ প্রস্তুত হয়।

পাচন বা ক্বাথ প্রস্তুত জন্য যে সকল দ্রব্য উল্লি-খিত সেই সকল দ্রব্যের মাত্রা প্রায় ২ তোলা এই

শব্দ সহকারে ব্যবহৃত হয়, এরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া কথিত মাত্রা পূরণ করিতে হইবে। চারিটি দ্রব্য মিশ্রিত ২ তোলা বলিলে এই বুঝায় যে চারিটি জিনিষ সমান ভাগে ২ তোলা হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেকে ॥ তোলা করিয়া লইতে হইবে।

নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী।

সালসা।—এক্ সারসা ০১ ড্রাম, আইওডাইড্ পটাশ ৬০ গ্রেঃ, জল ১৫ আং,১৫মাত্রায় দিবসে দুইবার ম্যালেরিয়া জনিত পক্ষাঘাতে। টীং কুইনিঃ কম্প অর্দ্ধ আং,লোইকার আর্সেনিক ১৭ ½ বিং, কেরিয়েট য়্যামন, সাইট্রাস ৩০ গ্রেঃ একোয়া অরেন্সাই ৭ ½ আং ছয় মাত্রা, তিনবার আহারের পর তিন বার।

১ কেরিকস্কসাটিস্ ৪০ গ্রেঃ, ডাইলিউটেড্ ফস্ফরিক এসিড ১ ½ ড্রাং, সিরাপ অরেন্সিয়াই ক্লোরিন ½ আং। মিউশি ল্যাজিনিস্ ট্রাগাকান্থ ৭ ½ আং। ছয় মাত্রা, দিবসে উপরোক্ত প্রকারে তিন বার

২। আর্জেন্টিনাইট্রেটিস ১ গ্রেঃ, এক্সাঃ নক্স ভমিকা ৩ গ্রেঃ, মিশাইয়া একটি বটি প্রস্তুত করিবে এবং ১২ ঘণ্টা অন্তর খালি পেটে এক একটি খাইতে দিবে।

৩। এসিড্ ফস্ ডিলিউট ১ ই ড্রাম, টিং একোনিটাই ই ড্রাম, টিং সিঙ্কোনা কম্প ই আং, ইনফিউজন অরেঞ্জাই ৭ ই আং, এক মাত্রা, দিবসে তিন বার সেবনীয়

৪। সোডি হাইপো ফস্ফাস ৩০—৮০ গ্রেঃ, ইনফিউজন চিরাতা ৭ ই আং, 'আর্সেনিয়েট' সাই টাটিস্, ৬ গ্রেঃ এক্সাঃ হায়োসায়মস ১৮ গ্রেঃ [illegible]টি বটি প্রস্তুত করতঃ দিবসে ৩ বার খাইতে দিবে।

[illegible]। পটাসি আইওডাইড ১২ গ্রেঃ ফেরিয়েট কুইনি সাইট্রেটিস ৩০ গ্রেঃ, টিং একোনিটাই ২৫ মিঃ, ইনফিউজন চিরাতা ৫ ই আং। এক মাত্রা দিবসে, তিন বার।

উপরোক্ত কয়েকটী ঔষধ অপস্মারক গৃধ্রসীতে ও [illegible] বাতাদি রোগে ব্যবহার্য্য।

১। সালসা তোপ চিনি, রেউচিনি, হরিতকী, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, অনন্তমূল, গোঁদাল আটা

গুলকাঁদ, ঃ ষ্টিমধু, কাবাব চিনি, ধন্না, লবঙ্গ, কুড় এবং বচ প্রত্যেকে দুই আনা; জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া প্রাতঃকালে একবার মাত্র সেবনীয়।

দাদের ঔষধ।—সোহাগার খই, পুরাতন ঘৃত একত্র মিলাইয়া মর্দ্দন এসেটিক এসিড ১ ড্রাম, জল ১ ড্রাম একত্রে মিশাইয়া তুলি করিয়া লাগাইতে হয়। বাঁশ পাতা হরিতাল, রোমিমুস্তকী সমান ভাগে চূর্ণ, করিয়া দাদের উপর মর্দ্দন। খদির, শ্বেতখদির, মূর্ব্বা বালা, কর্ণিকার, কুটজ, পারিভদ্র, ■ সোঁদাল, পেষণ করতঃ প্রত্যেকের কাথ সমান ঘৃত সহ সেবন ভল্লা- তক, ত্রিকটু, বহেড়া, গুঞ্জা, পঞ্চ লবণ, ত্রিফলা সমান ভাগে তৈলের সহিত পাক করিয়া মর্দ্দন। অশ্বথ মূল, সোহাগার খই, মঞ্জিষ্ঠা, হবিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সর্ষপ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কটুতুম্বী, কুড়, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী ■ আক- ন্দের আটা সমান ভাগে তিল তৈলের সহ পাক করিয়া দাদের উপর মর্দ্দন সলফার অয়েণ্টমেণ্ট ১ ভাগ দুই ভাগ বাঁশপাতা হরিতাল ২ ভাগ মিলাইয়া মর্দ্দন।

ম্যালেরিয়া মিক্শ্চার।—কুইনাইন ১ গ্রেঃ রেউচিনি চূর্ণ ১ গ্রেঃ, হিরাকশ চূর্ণ ১ গ্রেঃ শুঁঠের

হিং ১ গ্রেঃ, কলমা শুঁড়া ১ গ্রেঃ, জারিত লৌহ ১ গ্রেঃ এক এক পুরিয়া, প্রাতে মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে সেবন

কুইনাইন ৫ গ্রেঃ নাইট্রোমিউরিয়েটিক এসিড ডিল ৭ ফোটা, ম্যাগ্নেসিয়া লবণ ১ ড্রাম, টিং নক্সভমিকা [illegible] ফোটা, এক্স্ট্র্যাক্ট ট্যারাক্সকম্ [illegible] গ্রেঃ জল ১ আং এক মাত্রা দিবসে ২ বার

কুইনাইন ৬০ গ্রেঃ, রসসিন্দুর ২০ গ্রেঃ সোহাগা ২ গ্রেঃ জলে মর্দন করিয়া ৩ বটী প্রস্তুত করিবে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটী সেবন করাইবে।

কুইনাইন ৩ গ্রেঃ সলফিউরিক এসিড ডিল ৫ ফোঁটা ফেরিসলফ ৩ গ্রেঃ, ম্যাগ্নেসিয়া ১ ড্রাং, জল ১ আং একমাত্রা। এইরূপ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা সেবন।

কুইনাইন ৩ গ্রেঃ; কলম্বা গুঁড়া, ও এক্স্ট্র্যাক্ট ট্যারাক্সিকম প্রত্যেকে ৩ গ্রেণ, একত্র মিশাইয়া একটী পিল প্রস্তুত করিবে এরূপ পিল প্রাতে, মধ্যাহ্নে [illegible] সায়াহ্নে সেবনীয়।

কুইনাইন ৪ গ্রেঃ, নাইট্রোমিউরিয়েটিক এসিড ডিল [illegible] বিন্দু, ম্যাগ্নেসিয়া ১ ড্রাঃ এক্স্ট্র্যাক্ট ট্যারাক্সিকাম

৪ গ্রেঃ, টীং নক্সভমিকা ■ বিন্দু জল ১ আং এক এক মাত্রা দিবসে ২ বার।

কুইনাইন ■ গ্রেঃ, নাইট্রোমিউরিয়েটীক এশিড ডিল ৫ বিন্দু, টীং কলম্বা ১০ বিন্দু, ম্যাগ্নেশিয়া ১ ড্রাং, টীং নক্সভমিকা ৫ বিন্দু, জল ১ আং এক মাত্রা দিবসে ২ বার।

কুইনাইন ৪ গ্রেঃ, সলফিউরিক এশিড ডিল ৫ বিন্দু, ভাইনম ফেরাম ২ ড্রাং ম্যাগ্নেসিয়া ১ ড্রাং টীং সিনকোনা ■ বিন্দু টিং কলম্বা ১০ বিন্দু, টীং জিঞ্জার ১০ বিন্দু একস ট্যারাক্সিকম ৪ গ্রেঃ জল অবশিষ্ট মাত্রা দ্বারা এক আউন্স পূর্ণ করতঃ একমাত্রা, এইরূপ মাত্রা দিবসে ২ বার

নাটার ডাল, নাটার মূল, অশ্বথ কপ ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, কটকী, যষ্ঠিমধু, ধন্যা, গুলঞ্চ, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া এক মাত্রা দিবসে ২ বার।

ক্ষেত পাপড়া, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, নাটার মূলের ছাল, অশ্বথ পত্র, সিঙ্কোনা বার্ক, সমান ভাগে লইয়া মোট ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

কুইনাইন ২ গ্রেঃ, টীং নক্সভমিকা ৫ বিন্দু, ভাইনম গলেগ ½ ড্রাং জল ১ আং এক মাত্রা, দিবসে ২ বার।

শোথ ঘা নাশক মলম।—মলম্বার অয়েন্টমেণ্ট ১ আং, হোয়াইট প্রেসিপিটেটেড অফ মার্করী ১ ড্রাং মিশাইয়া ক্ষত স্থানে প্রয়োগ।

সোপ লিনিমেণ্ট ১ আং, হোয়াইট প্রেসিপিটেটেড অফ মার্করি ১ ড্রাম, রস কর্পূর ½ ড্রাং একত্র মিশাইয়া প্রয়োগ

মলদ্বারে বা অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতে। ক্লোরোফরম ১ ড্রাং, মুরাশিঙ্গা ॥০ ড্রাং, জল পাইনের তৈল ১ ড্রাং মিসরজের প্রয়ার মলম ৪ ড্রাং। বাহ্য প্রয়োগ।

বিছাটীর শিকড়, আতপতণ্ডুল ও বনমীল বাটিয়া প্রলেপ। কাটখড়ি ১ তোলা, চা খড়ি ১ তোলা, তুঁতে ভস্ম ১ গ্রেঃ একত্র মিশাইয়া চূর্ণ করিবে। ক্ষত ধৌত করিয়া লাগাইতে হইবে। দিনে ২।৩ বার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। যে বার ক্ষত ধৌত করিতে দিবা ঐ চূর্ণ ক্ষত হইতে উঠিবে না, চাপিয়া বসিয়া যাইবে, সেই সময় ঔষধের উপর চাপ দিলে পাশ দিয়া পুঁয বাহির হইবে পুঁয বাহির হইবার স্থানে আবার গুড়া

লাগাইবে তখনই টিপিবার পর ঐরূপ পুঁয বাহির হইবে তখনই ঔষধ দিবে। এইরূপ করিলে ৪।৫ দিনে ক্ষত শুকাইয়া ঔষধ চটা হইয়া আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে এবং ক্ষত ভাল হইবে

যদি যাতনা থাকে তাহা হইলে আফুল ও পচা দধি মিশাইয়া দিবে। উপরোক্ত ঔষধ উপদংশের মহৌষধ

উপদংশীয় ক্ষত।

অকসাইড অফ সিলভার ১ ড্রাং জলপাইয়ের তৈল ১ আং একত্র মিশাইয়া তুলি দ্বারা লাগাইবে

শূল রোগের ঔষধ।—শুণ্ঠী চূর্ণ [illegible] তোলা, বিট লবণ ২।০ তোলা সোহাগার খই ১।০ তোলা, মুলতানী হিং ৵০ আনা সজিনা ছালের রস। প্রথমে হিঙ্গু, পরে বিট লবণ, পরে সোহাগার খই, সর্ব্ব শেষে শুঁঠের গুড়া উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া ৫৪টী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটী বটী সেবনীয়।

পুরাতন মন্দিরের খোয়া ২ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ। ৵০ আনা পরিমাণে জলের সহিত সেবন

শিরীষ ছালের চূর্ণ ।০ তোলা, কাশীর চিনি ।০ তোলা, এক মাত্রা। দিবসে দুইবার সেবন

বাতের তৈল।—সজিনা ছালের রস অর্দ্ধপোয়া তার্পিন তৈল এক ছটাক সৈন্ধব লবণ ২ তোলা রেড়ীর তৈল অর্দ্ধ পোয়া। একত্র উত্তম রূপে মর্দ্দনাদে মিশাইয়া সূর্য্য পক্ক করিবে এবং বেদনা স্থলে মর্দ্দন করিবে

সর্ষপ তৈল ১ সের তিলের আটা, আকন্দ আটা দোক্তা পাতার রস, শ্বেত করবীর শিকড়ের ছালের রস, ত্রিশিরা মনসার আটা প্রত্যেক অর্দ্ধ পোয়া, সৈন্ধব লবণ ২ তোলা মিশাইয়া মর্দ্দন।

তিল তৈল ৪ সের, দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা, শটী রাস্না, গজ পিপুল, বামুনহাটি, অমৃতক, মেদ, মহামেদ, মুগানি, মাষানি, চিতামূল, পিপুল মূল, পুনর্নবা, সৈন্ধব সকল মিলিত ১ সের। তিল তৈল ৪ সের মূল পত্র শাখা সহিত না পাইলে, অশ্বগন্ধা, শ্বেত করবীর্য্য মূল, দশমূল, বেড়েলা প্রত্যেকে এক সের চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদ শেষ থাকিতে নামাইয়া তৈলের সহিত পাক করিবে। পাক শেষ হইলে সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া লইবে।

টাকের ঔষধ।—অর্জুন ছাল, খদির ছাল, শিরীষছাল, ও রোহিতক ইহাদের ক্বাথ সহ তৈল পাক করিয়া কেশমুণ্ডন করতঃ মস্তকে মর্দ্দন করিবে।

ধুতুরা পাতার রস পিপ্পলী, হরিদ্রা, বিশালা, কুড় গৃহধূম ঘৃত সহ পাক করিয়া মস্তকে মর্দ্দন

তিল, আকন্দ, ও ভল্লাতকের ক্ষার নবনীতের সহিত মস্তকে মর্দ্দন

কুরুবক ও জবা পুষ্পের রস ১ সের, ধুতুরা পাতার রস ২ সের একত্র অর্দ্ধ সের তৈলে পাক করিয়া মস্তকে মর্দ্দন করিবে।

এরণ্ড তৈলের কদর্য্য আস্বাদ ঢাকিবার ব্যবস্থা।

এরণ্ড তৈল ২০ ভাগ, শর্করা ১ ভাগ, ভাজা কফির সূক্ষ্ম চূর্ণ ১০ ভাগ, একত্র মিশাইয়া লইবে

মৃগীরোগে।

পটাঃ ব্রোমাইড ১৫ গ্রেঃ, সোডঃ ব্রোমাইড ১৫ গ্রেঃ কার্ডিনাস্ সলিউসন ২ মি, সফ্রন কোনিয়াই ০ ড্রাং শর্করা ■ তিক্ত ক্বাথ সহযোগে সেবনীয়।

হিষ্টিরিয়া রোগে।

হিঙ্গুর অরিষ্ট ২ ড্রাম টিং অফ ক্যাষ্টর ২ ড্রাং, এমো-নিয়েটেড টিং অব ভেলেরিয়েন ২ ড্রাং, কর্পূরের জল ১ আং। মাত্রা ।০ আং। অর্দ্ধ ঘণ্টান্তে প্রযোজ্য।

পিত্তজন্য কোষ্ঠ কাঠিন্য।

এলোইন, এক্সঃ নক্সভমিকা, ফেরি সল্ফ, মই সোপ প্রত্যেকে ॥০ গ্রেঃ। একবটি। আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সেবনীয়

পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে।

ল্যাক্টেট অফ আয়রণ ০১—১।০ গ্রেঃ, সকট্রা মুসব্বর ।০—॥০ গ্রেঃ, এক বটি দিবসে ৩ বার। আহারান্তে বিধেয়। ২ ৩ দিন পরে বিশেষ উপকার দর্শে।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে।

টিং ভেলেরিয়েনী ১ আং, ক্রেৎশঃ ক্যাফ ১ ড্রাং, কর্পূরের জল মিশাইয়া ৬ আং। মাত্রা ২ অংশ।

টাইফয়েডজ্বরে।

টিং বেলেডোনা ২ ড্রাং, লিকর এম্মানিঃ ৫০ আং, সে স্পিঃ লিপঃমর্দ্ধ সমেত ৮ আং। ষষ্ঠাংশ মাত্রায় ৬ ঘণ্টা অন্তর দুই পর্য্যায় কাল দেয়া হয়।

নীরক্তাবস্থায়

হিরাকস্, মুসব্বর ও ছেন বেনের সার প্রত্যেকের মাত্রা ২০ গ্রেঃ ১২ বটি, প্রত্যহ তিনবটি

হিরাকশ ২।০ গ্রেঃ, কার্ব্বনেট অফ পটাশ ১০ গ্রেঃ টাপিন কাষ্ঠ ১ গ্রেঃ শর্করা ১গ্রেঃ ২ বটি আহারের পর, দিবসে ঐরূপে তিনবার।

নীরক্ততাপ্রযুক্ত হৃৎকম্পে হিরাকশ ও মুসব্বর প্রত্যেকেই ২গ্রেঃ,দারুচিনি চূর্ণ ৫ গ্রেঃ দুইটিবটি করিয়া আহারের পূর্ব্বে প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ডিসেণ্ট্রী।

গাঁজার অরিষ্ট ১৫ মি, বিসমথ সর ৫ গ্রেঃ, আরবী গঁদের মণ্ড ৩০ মি,একত্র মিশ্রিত করিবার পরে শুণ্ঠির অরিষ্ট, এলাদি অরিষ্ট, স্পিঃ ক্লোরোফরম, প্রত্যেকে ২০ মি, দারুচিনির জল সমেত ১ আং একমাত্রা ব্যবস্থা।

রক্তামাশয়ে

ভর্জিত আজি হরিতকী ১০ ড্রাং পান মৌরী ১ ড্রাং, শুণ্ঠি ১ ড্রাং একত্র মিশাইবে। মাত্রা ০—১ ড্রাং।

অজীর্ণ জন্য উদরাময়, সামান্য উদরাময়ে,

টীং ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ১০—৩০ মি., বিস্মথ সব-নাইট্রেট ১০ গ্রেঃ, স্পিঃ ক্লোরোফরম ২০ মি, মিউসিলেজ একেশিয়া, ২ ড্রাম, একোয়া সিনেমনাই ১ আং একমাত্রা।

শ্লৈষ্মোদরাময়।

টীং ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ১০ মিং, স্পিঃ ক্লোরোফরম ১০ মি, টীং কাইনো ১ ড্রাম, একোঃ মেন্থঃ পিপ্ ১ আং একমাত্রা।

আমাতিসার রোগে।

টীং ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ১০ মি, লাইকর মর্ফিয়া ৫—১০ মি, স্পিঃ এমন্. এর্‌ম্ ২০ মি, স্পিঃ ক্লোরোফরম ২০ মি, জল ১ আং একমাত্রা ১ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর

উদর শূল ও আধ্মান।

পিপুল, গোলমরিচ, শুঁঠ সমভাগে একত্রে ২—৪ মাত্রায় প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

রক্তোৎকাশ ও যক্ষ্মা।

নির্জ্জল্ গন্ধক দ্রাবক ৪ ড্রাম, টার্পিন তৈল ২ ড্রাম

গন্ধক দ্রাবক এবং তার্পিণ অগ্রে মিশাইবে, পরে সুরা সংযোগ কর্ত্তব্য। মাত্রা, ১০—২০ মিনিম। অন্যান্য সকল প্রকার রক্তস্রাবেও ইহা বিশেষ উপকারক।

রক্তোৎকাশ; রক্তবমন ও রক্তস্রাবাদিতে।

গ্যালিক এসিড ৩০ গ্রেঃ, [redacted] মিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক ১ ড্রাং, অহিফেণের অরিষ্ট ০ ড্রাং গোলাপবারি ফাণ্ট ৬ আং, মাত্রা ১ আং, ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর।

তরুণ শ্বাসনলী প্রদাহের কাশ নিবারনার্থ।

টার্টার এমেটিক ১০ গ্রেঃ, পটাস টার্ট ০ গ্রেঃ, মর্ফি এসিটাস্ ০ গ্রেঃ, জল ২ আং। ১ ড্রাং মাত্রায় ১।২ ঘণ্টা অন্তর।

শ্বাসকাস।

হিঙ্গুর অরিষ্ট ০ ড্রাং, অহিফেণ বা হেমবেনের অরিষ্ট ২০ বিন্দু, ইথার ০ ড্রাং, কর্পূরের জল ২০ আং বক্ষঃশূল [redacted] উদরশূলরোগেও মহোপকারক।

কাসে।

মর্ফিয়া ১/৮ গ্রেঃ, স্পিঃ অফ ক্লোরোফরম ৩ মি, ১ ড্রাং গ্লিসিরীণ বা মধু সহযোগে ব্যবহার্য্য।

হৃৎপিণ্ডরোগ বশতঃ শ্বাসে।

এমনঃ কার্ব ৭ গ্রেঃ, স্পিঃ ইথর এণ্টিম পট টার্টঃ গ্রেঃ এক্সট্র এনিসি ১॥০ ড্রাং, একত্র ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

তরুণ শ্বাসনলী প্রদাহে কাস নিবারণ জন্য।

টার্টার এমেটিক [illegible] গ্রেঃ পটাশ টার্ট ॥০ গ্রেঃ, মর্ফি এসিটেস ।০ গ্রেঃ জল ২ আং। ১ ড্রাং মাত্রায় ১২ ঘণ্টা অন্তর

হুপিং কফ্।

টার্টার এমেটিক [illegible] গ্রেঃ, অহিফেণের আরিষ্ট ২০ মি, জল ২ আং ১ ড্রাং মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মা।

ক্রিয়েজোট [illegible] মি, গ্লিসরীণ ১ আং, [illegible] সিরাপ [illegible] আং, একত্র মিশাইয়া উহার ১৬ ভাগ, ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

হিমৃর্ডস্ পাউডার। (শ্বাসকাসে)

নাইট্রেট অফ পটাশ, চূর্ণিত শোরামাত্র ভাল

প্রত্যেকে ২ আং গ্রহণ করিয়া লইবে। পরে লোবি- লিয়ার ষ্ট্রামোনিয়ম ও, কৃষ্ণ চা, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ আং। মিশাইয়া ইহার ধূমের শ্বাস দিবে।

উদরশূলে (Colic) বিশেষ বালকদের।

এট্রপাঃ সলফ ১ গ্রেঃ, জিক সল্ফ ০ ড্রাং, পরি- স্রুত জল ১ ড্রাং মাত্রা ৩—৫ বিন্দু দিবসে ৩ বার।

পিত্তজন্য শূলে।

ক্লোরোফরম ১ ড্রাং, এল্‌কোহল ও শর্করার পাক প্রত্যেকে ৭০ ড্রাং, মিলাইয়া ৩১ বা উপযুক্ত মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর।

কোরিয়া বা মৃগীরোগে।

মুসব্বর এবং গন্ধবোলের ২টী ও গ্রা, কুচিলার সার ১০ গ্রেঃ, [illegible] বটী হইবে। রাত্রে ১২ বটী প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

মধুমেহরোগে দুর্ব্বল হইলে।

পারক্লোরাইড অফ আয়রণের অরিষ্ট ২ ড্রাং অহিফেণের অরিষ্ট ১।০ ড্রাং, কুইনাইন ৮ গ্রেঃ জল ৬ আং। ১ আং পরিমাণে দিবসে ৩ বার।

পিত্তাশ্মরী (গলষ্টোন)।

অলিভ তৈল ৩ ড্রাম, সল্‌ফিউরিক ইথার ২ ড্রাম, একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধ চামচ মাত্রায় প্রাতে ও রাত্রিতে সেবনীয়

পাঁচড়া।

সল্‌ফিউরেটেড্ পটাশ ১ ড্রাম, বাদাম তৈল ১ আং, কর্পূর ২০ গ্রেঃ। মর্দ্দন করিয়া পাঁচড়ায় লাগাইবে।

তরুণ ল্যারিঞ্জাইটিস রোগে।

ভাইনাম ইপিকাক ১০ মি, পটঃ এসিটাস ২০ গ্রেঃ, স্পিঃ ইথর নাইট্রো ১ ড্রাম

কুষ্ঠ, গোদ কুরণ্ড রোগে

আর্সেনিয়েট অফ আয়রণ ৩ গ্রেঃ, যষ্টিমধু চূর্ণ ॥০ ড্রাম কমলার পাক যথা প্রয়োজন, উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ ৪৮ বটী প্রস্তুত করিবে প্রত্যহ এক বটী আহারান্তে।

কষ্টরজঃস্রাব জন্য

টিং বেলেডোনা ২ আং, সোহাগা ১ ড্রাম, জল

১ আং। জরায়ুর মুখ দুপার্শ্বে যায়, প্রত্যহ ১৷২ পিচ্‌কারী দিবে।

জরায়ুঘটিত বিবিধ রোগে।

আলম ৩০ গ্রেঃ, সোহাগা ১০ গ্রেঃ, দারুচিনির জল ১॥০ আং

সুপ্ররজো রোগে।

সোহাগা ৩০ গ্রেঃ, সকোট্রা মুসব্বর চূর্ণ ২০ গ্রেঃ, অঙ্গারবিচ চূর্ণ ২০ গ্রেঃ, ল্যাভেণ্ডার তৈল যথাপ্রয়োজন, মিশাইয়া ১৬ বটী প্রস্তুত করিবে। দিবসে ৩ বটী

পরিপাকযন্ত্রের বিবিধ বিকার।

বৃষপিত্ত ২ ড্রাম, বিলাতী জিরার তৈল ১০ মি, কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেশিয়া যথা প্রয়োজন, একত্র মিশাইয়া ২ বটী হইবে দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

প্রমেহের প্রদাহ দমনার্থ।

কোপেবা ২ ড্রাম, নাইট্রিক ইথার ২ ড্রাম, গুঁড়া গঁদ ১ ড্রাম, পেপারমেন্টের আরক ॥০ মিনিম জল

আং, গদের মণ্ড ২ আং। মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বার।

পাকাশয়ের স্নায়ুর উগ্রাবস্থাজনিত বমন ও বমনেচ্ছা নিবারণার্থ।

এসিডাম্ কার্বলিকাম্ ৪ গ্রেঃ, বিসমথাই সব্নাইট্রাস্ ২ ড্রাং, মিউসিলেজ্ একেসিয়া ॥০ আং, একুয়া মেন্থঃ পিপ ৩ আং, টেবল-চামচ মাত্রায় ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নাসাভ্যন্তরীয় সর্দ্দি (ক্যাটার) নস্য।

বিসমথ সব্নাইট্রেট ২ ড্রাং, পল্ভ একেসিয়া ২ ড্রাং, মর্ফঃ হাইড্রোক্লোর ২ গ্রেঃ একত্র মিশাইয়া নস্য রূপে ব্যবহার্য্য।

ক্লোরোসিস রোগে।

আইওডাইড অফ আয়রণ ১৬ গ্রেঃ, টিং কলম্বা ১ আং, জল ৭ আং, দিবসে তিনবার।

বিবিধ আক্ষেপজনক রোগে।

অক্সাইড অফ আয়রণ্ ২০—৩০ গ্রেঃ, ভেলেরিয়েন চূর্ণ ১০ গ্রেঃ, দিবসে তিনবার।

অস্ত্রের আক্ষেপ রোগে।

বালকদিগের সুপথ্য জন্য ঔষধপূর্ণ।

ম্যাগ কার্ব্ব ১।০ ড্রাং এমন কার্ব্ব ০ ড্রাং টিং, ল্যাবেণ্ডঃ কম্পঃ ২ ড্রাং একোয়া মেন্থ পিপ্ মোটে ■ আং, ৪ ড্রাং মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য্য।

নানাবিধ চর্ম্মরোগে।

কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া ১ ড্রাং, শীষ শর্করা ১ ড্রাং, গোলাব জল ৮ আং।

বিসূচিকা।

গোলমরিচ চূর্ণ ১ গ্রেঃ, হিঙ্গু ১ গ্রেঃ, কর্পূর ২ গ্রো একবটী। রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিবে।

কার্ব্বনেট অফ সোডা ■ গ্রেঃ, লবণ ২ ড্রাং, ক্লোরেট অফ পটাস ৮ গ্রেঃ, যথাপ্রয়োজন জলের সহিত মিশাইয়া প্রতি ঘণ্টায় দিবে। এই চিকিৎসায় শতকরা ১৪ জন মাত্র রোগীর মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রিসিপিটেটেড, সল্ফার ৪ আঃ, বাই কার্ব্বনেট অফ সোডা ■ আং, কম্পঃ স্পিরিট অফ ল্যাবেণ্ডার ২৪ মি, জল

৭২ আঃ প্রথমে সোরা ও গন্ধক আলক উত্তমরূপে জলে মর্দ্দন করিয়া ক্রমশঃ [illegible] অগ্ [illegible] মিশাইয়া [illegible] সংযোগ করিবে [illegible] অশ্বারিগণে ২ ড্রাং মাত্রায় ২।৩ বার [illegible] সেবন করিবে।

সুগন্ধি তৈল।—কটু তৈল এক পোয়া, তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক চূর্ণিত দারচিনি ১ সপ্তাহ ভিজাইয়া পরে তাহাতে শ্বেতচন্দন, অগুরু এবং কেশর চূর্ণ চূর্ণিত করিয়া ১ পক্ষ কাল রাখিলে উত্তম তৈল প্রস্তুত হয়।

নারিকেল তৈল ১ সের, অগ্রে ৵০ আনা লেমন অয়েলের সহিত মিশাইবে অল্‌কোহল ৫টি (এং করি-বার জন্য) হেনা ।০ আনা, চন্দন তৈল ।০, অটোডি রোজ ৫ ফোঁটা।

নারিকেল তৈল ১ সের, ভার্বেনা অয়েল ৵০ আনা, অল্‌কোহল ৫টি মধ্যে ভিজাইয়া তাহার পর ফিল্টার করিয়া ইলাঙ্গুল কাষ্ঠী ।০ আনা, খস্‌খসের তৈল ।০ আনা, হেনা ।০ আনা, চন্দন তৈল ।০ আনা মিশাইয়া লইলে উত্তম তৈল প্রস্তুত হয়।

তিল তৈল [illegible] সের, মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা পাক করিবে, পরে শঠী, জটামাংসী, শৈলজ, ত্বক্, মুরামাংসী, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ

রক্তাকশরী, চূর্ণিত করিয়া তৈলের সমান অংশের সহিত পাক করিয়া ছাঁকিয়া ফিল্‌টার করিবে। তাহার পর ইথার ১ কাঁচ্চা অর্দ্ধ তোলা ও অটোডি রোজ ১৬ ফোঁটা মিশাইয়া লইবে।

নারিকেল তৈলকে অল্‌কোহল কট দিয়া রঞ্জিত করিয়া ফিল্‌টার করিতে হইবে। তাহার পর অটোডি রোজ, ইওয়াপুল কাহ্নি; হেনা, চন্দনতৈল, খস্‌খসের তৈল দ্বারা সুবাসিত করিবে। প্রতি ১ সের তৈলে ৵৹ আনা করিয়া সুগন্ধি দ্রব্য দিতে হইবে।

HONEY WATER.

মধুগন্ধাজল।

Rectified Spirit (স্পীট) ...	8 oz.
Oil of Cloves (লবঙ্গ আরক) ...	½ drachm
Oil of Bergamot	¼
Oil of Lavender (লেভেণ্ডার তৈল)	⅛
Musk (মৃগনাভি)	3 grains
Yellow sanders shavings (হরিৎ চন্দনের গুঁড়ি)	4 drachms.

Let the whole quantity being mixed together, stand for eight days, then add rose-water and orange-flower-water each two oz. only.

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া আট দিন রাখিবে, পরে তাহাতে গোলাপ [redacted] দুই আউন্স ও নেবুফুলের জল দুই আউন্স মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

LAVENDER WATER.

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার।

Essence of Ambergris	...	4 drachms.
Essence of Musk ...	...	4 "
Oil of Cinnamon ...	...	10 drops.
English Lavender ...	...	6 drachms.
Oil of Geranium ...	...	[illegible]
Spirit of wine ...	...	20 oz.

To be all mixed together.

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

বৃক্ষের ফলে, ফুলে, মুকুলে বা পত্রে পোকা ধরিলে, তাহার নিবারণোপায়।

গন্ধক চূর্ণ ও হিঙ্গলী তামাকের গুঁড়া সমান ভাগে এক, একভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুষে বৃক্ষের পত্রে, মুকুলে, ফুলে বা ফলে, বৃক্ষের গাত্রে বা ডাল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে দিবে। তিন চারি দিবস প্রত্যুষে এইরূপ গুঁড়া ছড়াইলে বৃক্ষস্থিত সমস্ত পোকা পলাইয়া যাইবে এবং সম্বৎসরের মধ্যে আর পোকা ধরিবে না। আম্র, লিচু প্রভৃতি ফলের বৃক্ষে মুকুল ধরিলে উক্তরূপ গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে আম্র প্রভৃতিতে পোকা ধরিবে না।

কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্য পালিস করিবার সহজ উপায়।

তিন সের জল গরম করিবে এবং সেই গরম জলে দেড় পাউণ্ড পটাস্ নিক্ষেপ করিবে, যখন পটাস্ সম্পূর্ণরূপে গলিয়া জলের সহিত মিশিবে, তখন সেই মিশ্রিত জলে এক পাউণ্ড খাঁটি মোম দিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নামাইয়া সেই

মিশ্রিত জল শীতল হইলে, খাঁটি মোম জলের উপর দুধের সরের ন্যায় ভাসিতে থাকিবে। জলের উপর ভাসমান মোমগুলি ছাঁকিয়া লইয়া হামামদিস্তায় নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ বা ঘেঁতো করিবে এবং একটু একটু জল দিয়া ঘেঁতো করিতে করিতে যখন মোম আঠাবৎ হইবে, তখন সেই মোম লইয়া যে দ্রব্য পালিস করিতে হইবে, তাহার উপর লাগাইবে। মোম-পালিস লাগাইয়া যখন শুষ্ক হইবে, তখন রেশমী বা পশমী এক টুকরা কাপড় দিয়া ঘষিয়া লইলেই অতি উৎকৃষ্ট পালিস্ হইবে। এই পালিস্ ছবির ফ্রেমেও দেওয়া যাইতে পারে।

কেরোসিন প্রভৃতি আলোকের ধূম নিবারণোপায়।

অন্যান্য আলোকের ধূম অপেক্ষা কেরোসিন আলোকের ধূমে গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি মলিন হয়। কেরোসিনের ধূম নিবারণ করিতে হইলে, আলোর পলিতা (wick) উৎকৃষ্ট ভিনিগারে (vinegar) ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে,

পরে সেই পলিতা দিয়া আলোক জ্বালাইলে ধূম নিবারিত হইবে।

পানীয় জল শোধন বিধি।

নদী বা পুষ্করিণীর জল নানাবিধ দ্রব্য সংযোগে ভারী হয়; বিশেষতঃ, গ্রীষ্মকালে গর্ত্তাদির জল দূষিত হইয়া থাকে, সেই জল পান কালে শোধন করিয়া পান করা উচিত মৃণ্ময় পাত্রে উক্ত জল অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ ঘণ্টাকাল সেই সিদ্ধ জল ছাদের উপর বা [redacted] অনাবৃত স্থানে রাখিয়া বাতাস লাগাইবে, পরে পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া আবশ্যকমত লইয়া পান করিবে।

আবশ্যক মত কাচ কাটিবার উপায়।

যে কাচ খণ্ড কাটিবার আবশ্যক, তাহার এক ধারে সূচাগ্র কোন লৌহযন্ত্র দ্বারা একটি দাগ দিবে উখার দ্বারা ঘর্ষণাদির দেওয়া যায় পরে সেই উকার অগ্রভাগ বা [redacted] কোন সূচাগ্র লৌহ, আগুনে পোড়াইয়া যখন খুব লাল হইবে, তখন সেই লাল লৌহ কাচের দাগে লাগাইয়া যে ভাবে কাচ কাটিতে হইবে, সেই ভাবে টানিলেই কাচ কাটা যাইবে

শিশি বা বোতলের কাচনির্ম্মিত ছিপি টাইট হইলে, তাহা খুলিবার উপায়।

যে শিশি বা বোতলের ছিপি (Stopper) টাইট হওয়ায় হস্তদ্বারা খোলা যায় না। সেই শিশি বা বোতলের মুখে ছিপির গোড়ায়, পালকে করিয়া দুই ফোঁটা স্যালাড অইল (Salad oil) অভাবে সরিষার তৈল দিবে এবং শিশি বা বোতলটী আগুনের আঁচের নিকটে বসাইয়া রাখিবে। প্রজ্বলিত অগ্নির এক হাত অন্তরে রাখিবে। পরে বাঁম হাতে এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা ছিপির উভয় দিকে ঘা দিয়া ছিপি টানিলেই খুলিবে। যদি প্রথম চেষ্টা বিফল হয়, দ্বিতীয় বার আর এক ফোঁটা উক্ত তৈল দিয়া চেষ্টা করিলেই কৃতকার্য্য হইবে।

লৌহ, ইস্পাত ও পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্যে যাহাতে মরিচা ধরিতে না পারে তাহার উপায়।

স্পিরিট অফ টারপেনটাইন (Spirit of Turpentine এবং কোপাল ভার্ণিস (Copal Varnish) উভয় দ্রব্য সমানাংশ লইবে। প্রথমে কোপাল ভার্ণিসে

কিঞ্চিৎ অলিভ অইল (Olive oil) মিশ্রিত করিয়া আটাবৎ চট্ চটে হইলে স্পিরিট অফ টারপেনটাইনের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া উক্ত লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যে মাখাইয়া রাখিলে কস্মিন্ কালে মরিচা ধরিবে না।

ঢালাই লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যের উপর ব্ল্যাক লেড্ (Black lead) ঘষিয়া রাখিলে মরিচা ধরিবে না।

যে সকল লৌহ বা পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্যে মরিচা ধরিয়াছে, সে সকল দ্রব্যের মরিচা উঠাইতে হইলে, ত্রিপলি মিক্শ্চার (Tripoli M... ... ভাগ এবং তাহার অর্দ্ধভাগ গন্ধক (Sulphur) একত্র মিশ্রিত করিয়া উক্ত দ্রব্যের গাত্রে মাখাইয়া নরম চামড়া দ্বারা ঘষিলেই মরিচা উঠিয়া যাইবে।

পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্যে রং করণ।

উল্লিখিত উপায়ে পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্য পরিষ্কৃত করিয়া তাহার উপর পাকা সোনার রং করিতে হইলে সাল অ্যামোনিয়াক (Sal Ammoniac) চূর্ণ করিয়া যখন খুব মিহি গুঁড়া হইবে, তখন সেই গুঁড়া কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর

ঘষিবে ; কিন্তু ঘষিবার পূর্ব্বে দ্রব্যগুলি কাঠের কয়লার আগুনে গরম করিয়া লইবে অর্থাৎ দ্রব্যগুলি আগুনের আঁচে উত্তপ্ত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে সাল আমোনিয়াক চূর্ণ ঘষিবে। সাল আমোনিয়াক চূর্ণ দ্বারা ঘষা হইলে, পরে ভুসি (Bran) এবং খড়িমাটী (whiting) দ্বারা ঘষিলেই উত্তম পালিশ এবং পাকা সোণার ন্যায় রং হইবে।

রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যে দাগ ধরিলে সেই দাগ উঠাইবার উপায়।

একটু নেকড়া সলফিউরিক এসিডে (Sulphuric acid) ভিজাইয়া উক্ত দ্রব্যের উপর ঘষিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

রেসমী, পশমী বা সূতীকাপড়ে, তৈল ঘৃত বা চর্ব্বির দাগ ধরিলে, তাহা উঠাইবার উপায়।

কাপড়ের যে স্থানে দাগ ধরিয়াছে সেই স্থানে একটু তার্পিন তৈল দিয়া ফ্লানেল দ্বারা ঘষিবে। দাগী স্থান যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হয়, ততক্ষণ ঘষিবে। যদি একবার তার্পিন তৈল দিয়া সমস্ত দাগ না উঠে,

দ্বিতীয় বার আরসিন দিয়া পূর্ব্ববৎ ফ্লানেল দ্বারা ঘষিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। পরে বস্ত্রখানি রৌদ্রে ক্ষণকাল রাখিলেই তারপিনের গন্ধ থাকিবে না।

বিবিধ ব্যবস্থা ও গুপ্ত টোট্‌কা।

১। কচি আনারস থেঁতো করিয়া রস বাহির করিবে। মুখে ব্রণ হইলে সেই রস মুখে মাখিলেই ব্রণ ভাল হয়। কচি আনারসের রসের একটি চমৎকার গুপ্ত গুণ আছে;—বিগতযৌবন, বয়ো প্রাপ্ত কি স্ত্রী কি পুরুষ এই রস মুখে মাখিয়া বেশভূষা করিলে যৌবনযুক্তের ন্যায় দেখাইবে। এই রস মুখে মাখিয়া (Weak Barley Water) দিয়া মুখ ধৌত করিবে।

২। চা ও কাফি টিনের পাত্রে রাখিবে না।

৩। এসিড (Acid) লাগিয়া যে সমস্ত দ্রব্যাদির রং নষ্ট হইয়াছে (Sal-volatile or Hartshoan) দ্বারা সেই সমস্ত দ্রব্যের পূর্ব্ব রং সঞ্চার হইতে পারে। রেশমী, পশমী প্রভৃতি কাপড়ের উপর উক্ত স্তোলেটাইল বা হার্টসহোরণ লাগাইতে পারা যায়

৪। পিত্তলের পাত্রে কোন খাদ্য এবং রাখিবার পূর্ব্বে লবণ ও তিনিগার দিয়া পাত্র মাজিয়া লইবে।

৫। মোটা কাপড়ের মশারির মধ্যে শয়ন করা উচিত নয়। কারণ দেহ হইতে গরম বা বিষ-বায়ু যাহা নিয়তই নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া থাকে, সেই বিষবায়ু মশারির মধ্যস্থিত সবল ও বিশুদ্ধ বায়ু দূষিত করিয়া ফেলে। বিশুদ্ধ বায়ুর অল্পাভাব হইলেও মহাপ্রাণ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন এবং তজ্জনিত দেহে নানা রোগ আশ্রয় করে। দীর্ঘকাল বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হইলে মহাপ্রাণ দেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন।

৬। পা গরম রাখিলে মাথা ধরে না।

৭। রোগীর গৃহে অধিক লোক প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়।

৮। দৃষ্টিদোষ-জনিত ছুঁচের ছিদ্র দেখিতে পাওয়া না গেলে, কোন শ্বেত বস্তুর উপরে ছুঁচ ধরিলে ছিদ্র স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৯। রাত্রিকালে পুস্তকাদি পাঠের সময় আলোক সম্মুখে না রাখিয়া পশ্চাতে রাখিলে চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট হয় না এবং পাঠেরও অসুবিধা হইবে না।

১০। পাকা কাগজীলেবুর রস এবং কারবোনেট অব পটাস্ (Carbonate of potash) নিম্নলিখিত পরিমাণ মত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ওলাউঠা (Cholera) রোগের হিক্কা ও বমি নিবারণ হয়।

লেবুর রস ... ... [illegible] কাঁচ্চা।
কারবোনেট অফ পটাস্ তিন রতি।

মূত্র রোগ-জনিত হৃৎকম্প হইলে উক্ত পরিমাণে মত রস পান করিলে আশু প্রতীকার হয়।

১১। গরমির ঘা হইবামাত্র অশ্বত্থ বৃক্ষের রক্তবর্ণ কচি পাতার রস এক দিবসে ৪।৫ বার ঘা মুখে লাগাইলে একদিনেই রোগী নিশ্চয় আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগীকে বিন্ধ্যাচলবাসী শাক্ত সন্ন্যাসীর একটি আদেশ পালন করিতে হইবে। আদেশ—রোগী স্বয়ং অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে উলঙ্গাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিবেন এবং অপর একব্যক্তি (জাতিতে চণ্ডাল হইবে) বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রক্তবর্ণ কচিপাতা সংগ্রহ করিবেন এবং সেই ব্যক্তিই করপেষণ দ্বারা রস নিঙ্গাড়াইয়া রোগীর ঘা মুখে দিবেক।

১২। পেটে কৃমি হইলে নিম্নলিখিত ইংরাজী

প্রেসক্রিপসন মত দুইটি ঔষধ পরে পরে দুই ঘন্টা অন্তর সেবন করিবে এবং প্রত্যহ, যে সময়ে সুবিধা হয় একবার মাত্র তিন ছটাক দুগ্ধে তিন ছটাক চূণের জল মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, অস্বাস্থ্যকর কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

কলেরা বা ওলাউঠা রোগের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার উপায়।

কলেরা অতি ভয়ানক ও সাংঘাতিক রোগ। এই রোগের ধন্বন্তরি ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এলোপ্যাথিক অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক মতে এই রোগের চিকিৎসা প্রশস্ত যাহাতে এই রোগ আক্রমণ করিতে না পারে, নিম্নে তাহার কতিপয় বিশ্বাসযোগ্য পন্থা প্রদর্শিত হইল।

১। পেটের একটু গোলমাল এবং তৎসঙ্গে দাস্ত পাতলা হইবামাত্র চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

২। যে বাটীতে বাস করিবে, সেই বাটীর মধ্যে কোনরূপ দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য রাখিবে না

৩। কসাইখানা বা গোরস্থানের নিকটে বাস করিবে না।

৪। তোমার বাটীর মধ্যে, সম্মুখে, পশ্চাতে বা পার্শ্বে তেঁতুল গাছ রাখিবে না, যদি অপরের তেঁতুল গাছ তোমার বাটীর নিকটে থাকে, তাহা হইলে সেই বৃক্ষের সন্নিকটে নিমগাছ বসাইবে

৫ বাটীর মধ্যের নল নর্দ্দামা, শৌচ প্রস্রাবের স্থান ও অন্যান্য জল নিকাশের পথ সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে।

৬। বাটীর মধ্যের বা বাহিরের নিকট ভূমি সর্ব্বদা শুষ্ক রাখিবে।

৭। দিবা এক প্রহরান্তে ২॥০ প্রহর পর্য্যন্ত গৃহের দ্বার ■ জানালাদি খোলা রাখিবে।

৮। ভিজা বা শীতল স্থানে অনাবৃত অঙ্গে থাকিও না।

৯। রাত্রিকালে পথশ্রমে ক্লান্ত হইও না; অর্থাৎ রাত্রে অধিক পথ চলিও না।

১০ যখন ধাতু উষ্ণ থাকিবে, তখন শীতল জল পান করিও না।

ক্ষিপ্ত জন্তুর দংশনের চিকিৎসা।

(শৃগাল কুকুর প্রভৃতি)

ক্ষিপ্ত জন্তুর দংশনে (Hydrophobia) জলাশঙ্কা হয়। দংশন মাত্রেই দংশিত স্থানের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে দড়ী বা ফিতা দ্বারা খুব কষিয়া বাঁধিবে এবং এক খণ্ড লৌহ পোড়াইয়া খুব লাল হইলে, সেই লৌহ দ্বারা মুখে দিয়া দংশিত স্থান পোড়াইয়া দিবে। রোগী যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারে, ঘা পোড়াইবার পূর্ব্বে রোগীর নাকের ও মুখের নিকট কয়েক ফোঁটা (Chloroform) ক্লোরোফরম রুমালে দিয়া ধরিলে রোগী অজ্ঞান হইবে। ক্লোরোফরম দিবার সর্ব্বদা রোগীর নাকের নিকট হাত দিয়া রোগীর কষ্টে শ্বাস বহিতেছে কি না পরীক্ষা করিবে। যদি কষ্টে শ্বাস বহে, তৎক্ষণাৎ ক্লোরোফরম বন্ধ করিবে।

(Hydrophobia) জলাশঙ্কা হইলে অধিক পরিমাণে গঙ্গাজল পান করিতে দিবে এবং যাহাতে ভেদ হয়, চিকিৎসকের যুক্তি মতে এরূপ ঔষধ খাওয়াইবে

LEMONADE

লিমনেড।

Powdered sugar (মিহি চিনি) ... /২ দুই সের।
Essence of lemon (লেবুর আরক) ... ২ ড্রাম।
Tartaric Acid or Citric Acid ... ... ১ আউন্স।

উক্ত দ্রব্যগুলি একত্রে মিশ্রিত করিতে হইবে। লিমনেড পান করিবার সময় উক্ত মিশ্রিত দ্রব্য এক ছটাক লইয়া এক পোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিবে; অথবা জল না দিয়া উক্ত এক ছটাক মিশ্র দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও তৃপ্ত হইবে।

সদ্যো দোহন করা দুগ্ধ দীর্ঘকাল টাট্‌কা রাখিবার উপায়।

গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া পরিষ্কৃত বোতলে পূর্ণ করিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিবে এবং তার বা মোটা সূতা দিয়া ছিপির চারি দিকে খুব কষিয়া বাঁধিবে। একটি হাঁড়ির তলায় কতকগুলি খড় দিয়া

বোতলগুলি তাহার উপর সাজাইয়া রাখিবে এবং উক্ত খড় দিয়া বোতলগুলি ঢাকিয়া দিবে। তৎপরে শীতল জল দিয়া হাঁড়ি পূর্ণ করিয়া হাঁড়ি অগ্নির উত্তাপে রাখিবে; অর্থাৎ হাঁড়ির নীচে ক্রমশঃ জ্বাল দিয়া যখন হাঁড়ির জল খুব গরম হইবে, তখন অগ্নির তাপ নিবারণ করিয়া দিবে এবং হাঁড়ির জল খুব শীতল হইলে তন্মধ্যস্থিত দুগ্ধপূর্ণ বোতলগুলি উঠাইয়া লইবে এবং বাক্সের মধ্যে করাত গুঁড়া দিয়া রাখিলে দেড় বৎসর সেই বোতলস্থিত দুগ্ধ বেশ টাট্‌কা অবস্থায় থাকিবে।

DESTRUCTION OF BUGS.

ছারপোকা নাশনোপায়।

বিছানায়, মাদুরে ও বসিবার আসনে অথবা প্রাচীর ভিত্তে ছারপোকার বাসা হইলে (Spirits of Naptha) স্পিরিট অফ্ ন্যাপ্‌থা পালকে বা তুলায় ভিজাইয়া লইয়া বিছানার যে স্থলে ছারপোকার বাসা দেখিবে, সেই স্থলে লাগাইলেই ছারপোকা বিনষ্ট হইবে

অন্য সহজ উপায়।

যে শয্যায় শয়ন করিবে, সেই শয্যার মধ্যে কর্পূরের একটী পুঁটলি (Camphor bag) মাথার উপর ঝুল-ইয়া রাখিলেই ছারপোকার দৌরাত্ম্য যাইবে।

RECEIPT FOR MAKING BEST WRITING INK.

অত্যুৎকৃষ্ট কালী প্রস্তুতকরণ প্রণালী।

১০ অর্দ্ধমণ কালীর মসলা

Bruised Galls	...	$7\frac{1}{2}$ lbs.
Gum	...	$3\frac{1}{4}$ lbs.
Green Sulphate of Iron	...	$3\frac{1}{4}$ lbs.
Rain water	... ...	$7\frac{1}{2}$ Gallons

এক গ্যালন জলে (Gum) গম বা গঁদ ভিজা-ইয়া রাখিবে। সাড়ে সাত গ্যালন জলে (Galls) দিয়া অগ্নির উত্তাপে তিন ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিবে। জল যত কমিবে ততই জল দিবে। তিন ঘণ্টা পরে নামাইয়া সিদ্ধ জল শীতল করিয়া ছাঁকিয়া লইবে

এবং সেই ছাঁকা পরিষ্কার জলে উক্ত এক গ্যালন গঁদের জল মিশ্রিত করিবে। স্বতন্ত্র পাত্রে এক গ্যালন জলে সওয়া তিন পাউণ্ড (Green Sulphate of Iron) গুলিয়া রাখিবে গঁদের জল মিশ্রিত করিয়াই আইরণের জল মিশাইলেই উত্তম কালী প্রস্তুত হইবে।

উৎকৃষ্ট কালী প্রস্তুত করিবার চিহ্নিত উক্ত দ্রব্যগুলি ঔষধবিক্রেতা বা বণিকের দোকানে প্রাপ্তব্য।

শাল, রুমাল, জামেয়ার প্রভৃতি রেশমী, পশমী রঙ্গীন বা শাদা বস্ত্রাদি ধৌতকরণ প্রণালী।

তিন ছটাক নরম সাবান, তিন ছটাক মধু, একটি অংসুডিম্বস্থিত শ্বেতাংশ (the white of an egg) এবং এক গেলাস জিন মদিরা (A wine glass ful of Gin) একত্র মিশ্রিত করিয়া খুব কড়া বুরুশে করিয়া উক্ত বস্ত্রাদির উপর লাগাইবে। পরে শীতল

জলে বস্ত্রগুলি ধৌত করিয়া ভিজা থাকিতে থাকিতে ইস্তিরি করিয়া লইবে। পরে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে।

স্মেলিং সল্ট।

কার্বনেট অফ এমোনিয়া এক পাউণ্ড, এসেন্স অফ বার্গেমট এক আউন্স, ল্যাভেণ্ডার অয়েল দুই আউন্স, লবঙ্গের তৈল দুই ড্রাম, একত্র মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহার অতি তীব্র গন্ধ, শিরঃপীড়াক্রান্ত রোগী বা যাহার মাথা ধরিয়াছে, ইহার ঘ্রাণ লইলে, তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হন। ইহা নিদ্রিত ব্যক্তির নাকে ধরিলে তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়।

নিশাদল এক ভাগ ও এক ভাগ কলিচুর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিলে উক্তরূপ পদার্থ প্রস্তুত হয়।

সোডা-ওয়াটার।

অনেক ব্যক্তিই মনে ধারণা করিয়া থাকেন যে, কল ব্যতীত সোডা বা লিমনেড-ওয়াটার প্রস্তুত হয় না; কিন্তু নিম্নলিখিত উপায়ে সকল ব্যক্তিই গৃহে বসিয়া ইহা প্রস্তুত করিয়া পান করিতে পারেন।

একটি পরিষ্কৃত বোতলের (সোডা ওয়াটারের বোতল হইলেই ভাল হয়) আন্দাজ ৭।৮ পালি রাখিয়া শীতল ও পরিষ্কার জলে পরিপূর্ণ কর। পরে তাহাতে ৩০ বা ৩৫ গ্রেণ বাই কার্কনেট অব পটাস ফেলিয়া দিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাতে ২০ গ্রেণ টার্টারিক এসিড নিক্ষেপ করতঃ তৎক্ষণাৎ কাক বন্দ করিয়া খুব শক্ত দড়ি বা তার দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া, বোতলের মুখটি নীচু দিকে করিয়া রাখিয়া দাও; পরে ইচ্ছা হইলে পান কর

লিমনেড।

(২য়)

একটি বোতলের অর্দ্ধেকাংশ জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে বাই কার্বনেট অফ সোডা অর্দ্ধ ড্রাম, শর্করা দুই ড্রাম, এসেন্স অফ লিমন দুই ফোটা দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া দিবে, তৎপরে ৩৫ গ্রেণ নাইট্রিক বা সাইট্রিক এসিড দিয়া কাক বদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে এথম করিবে এবং কিছুক্ষণ নাড়িতে হইবে বাই কার্বনেট অফ সোডার পরিবর্ত্তে কার্বনেট অফ পটাস দ্বারাও প্রস্তুত হয়।

চুলের কলপ।

দেখা যায় অশীতি বর্ষের বাবু ব্যক্তিরা বা যাঁহাদিগের চুল পাকিয়া গিয়াছে, অথচ বয়স ৪০ ৪২ বৎসরের, তাঁহারা বনিতার মন রক্ষার নিমিত্তই হউক অথবা, অফিসে সাহেবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তই হউক, মস্তকের শুভ্রকেশ সকল কৃষ্ণ করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার ঔষধাদি মাখিয়া থাকেন। তাহাতে হয় ত চুল বেশ কাল হইল, না হয় একেবারে মস্তক শূন্য করিয়া উঠিয়া গেল। সুতরাং তাঁহাদের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ক্ষুণ্ণমনে কালযাপন করিতে হয়। নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া মস্তকে লেপন করিলে চুল উঠিবার ভয় থাকে না এবং উত্তম কৃষ্ণবর্ণ হয়। উপায় এই—দুই ভাগ লিথার্জ্জ, গোঁড়াচুণ একভাগ, এবং দুইভাগ খড়ি চূর্ণ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ব্যবহার করিবার সময় গরম জলে গুলিয়া বুরুষ দিয়া চুলে মাখাইয়া, দুই ঘণ্টা বাদে সাবান ও জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। যদি চুলে আঠা অথবা তৈল থাকে,

তাহা হইলে প্রথমে সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া পরে ঔষধ লাগাইবে

পমেটম।

মেষের চর্ব্বি	...	...	১ আউন্স
শূকরের চর্ব্বি	...	...	১ ,,
এসেন্স অফ বর্গেমট	...	...	১ ড্রাম
এসেন্স অফ লিমন	...	.	১ ,,
অয়েল অফ ক্যাশিয়া	...	.	½ ড্রাম।
অয়েল অফ রোজ মেরী	...	...	½ ড্রাম।
লবঙ্গের তৈল	...	...	২০ ফোঁটা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট সুগন্ধ যুক্ত পমেটম প্রস্তুত হয়। প্রথমে উভয় চর্ব্বি অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইবে

ম্যাকেশার অয়েল।

বাদাম তৈল	...	...	১ পাইণ্ট।
অয়েল রোজমেরী	..	..	১ ড্রাম।
ক্যান্থেরাইডিস	.		১ ড্রাম।

গোলাপী আতর .. .. ১৭ ফোঁটা।

এসেন্স অফ মাস্ক ... ৬ফোঁটা।

বাদাম তৈলকে প্রথমে য্যালকনেট রুট চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লও এবং ছাঁকিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত মিশাও।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি এসেন্স।

ল্যাভেণ্ডার তৈল ৩৬ ফোঁটা বার্গেমট তৈল ৬ ফোঁটা, লবঙ্গের তৈল ২৪ ফোঁটা, নাইট্রিক ইথর ৬ ফোঁটা, রক্তচন্দনের তৈল ২ ফোঁটা, নিরোলী তৈল ২ ফোঁটা, গোলাপী আতর ২ ফোঁটা, দারুচিনির তৈল ২ ফোঁটা, এম্বারগ্রিস ১৷৷০ কাচ্চা. রেক্টিফাইড স্পিরিট ১৷৷০ কাচ্চা, মৃগনাভির এসেন্স ১৷৷৵ কাচ্চা, এই কয়েকটি উত্তম রূপে মিশাও; পরে অল্প পরিমাণে খাটি মধু মিশ্রিত করিয়া [illegible] আউন্স পরিষ্কৃত জল উহাতে মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি এসেন্স হয়।

উৎকৃষ্ট সুগন্ধি গোলাপী নারিকেল তৈল

পরিষ্কৃত নারিকেল তৈল ... ... /১ সের।

রোজ মেরী তৈল ... ... ৪০ ফোঁটা।

হেনা তৈল	... ...	অর্দ্ধ পোয়া।
ইস্তাম্বুল কাহি	... ...	২ ড্রাম।
স্যাণ্ডেল অয়েল	... ...	৪ ড্রাম।
ভাল হেনা আতর	... ...	১০ ফোঁটা।

প্রথমে নারিকেল তৈলকে গলাইয়া য্যালকানেট রুট দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইবে এবং ছাঁকিয়া ক্রমান্বয়ে ঐ সমস্ত দ্রব্য মিশাইবে। নারিকেল তৈলে ৭টা পাতা দিয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয় ও দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়।

শুদ্ধ ইস্তাম্বুল কাহি ও রতনজোত মিশাইলেও তৈল সুগন্ধি হয়। দুই পয়সার রতনজোত কিম্বা য্যাল-কনেট রুট হইলেও তৈল রঞ্জিত হয়, পরে তাহাতে ইস্তা-ম্বুল মিশাইলেই প্রস্তুত হয়। ইস্তাম্বুল, আতরওয়ালা-দিগের নিকট পাওয়া যায়। এক সের তৈলে এক আনার ইস্তাম্বুল হইলে যথেষ্ট হয়।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

(হানি-সোপ)

শ্বেত সাবান খণ্ড খণ্ড করিয়া অল্প অগ্নির উত্তাপে গলাইবে। যখন গলিয়া যাইবে, তখন তাহাতে অল্প

পরিমাণে ভার্বেনা ও রোজ জিরেনিয়ম মিশ্রিত করিলেই প্রস্তুত হইবে।

উইণ্ডর-সোপ।

চর্ব্বি নয়ভাগ ও একভাগ জলপাইয়ের তৈল, অত্যল্প পরিমাণ কষ্টিক সোডার সহিত মিশ্রিত করিতে করিতে যখন উহা সাবানের আকারে পরিণত হইবে, তখন উহার সহিত ল্যাভেণ্ডার তৈল, লবঙ্গের তৈল এবং বার্গেমেট তৈল, অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। যদি অধিক সুগন্ধি করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অ্যাম্বার গ্রিজ ও মৃগনাভির তৈল এই উভয় দ্রব্য মিশাইয়া লইবে।

কার্ব্বলিক-সোপ।

বার ভাগ শ্বেত উইণ্ডসর সাবান অগ্ন্যুত্তাপে গলাইয়া তাহাতে একভাগ কার্ব্বলিক এসিড উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা ঘা, পাঁচড়া, চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্মরোগের বিশেষ উপকারী।

বার-সোপ।

য পরিমাণ নারিকেল তৈল, কলিচূর্ণ ও সাদা

ছাল সাজি মাটী একত্র করিয়া জল দিয়া গুলিয়া অগ্নিতে চড়াইয়া দাও, পরে ফুটিয়া উঠিলে হাতা দ্বারা লোহাদণ্ড নাড়িতে থাক। যখন উহা গাঢ় হইয়া আঠার ন্যায় হইবে, তখন উহাকে আগ হইতে নামাইয়া কাষ্ঠ বা মাটী নির্ম্মিত ছাঁচে ঢালিয়া দিলে কিয়ৎক্ষণ পরে উহা ঠাণ্ডা হইয়া সাবানের আকার ধারণ করিবে। আঠা হইবার পর যদি উহাতে ক্ষারের ন্যায় কিছু থাকে, তাহা হইলে অম্ল লবণ মিশাইয়া লইবে।

গোলাপী আতর।

যে পরিমাণ গোলাপের দল তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ জল একত্রে হাঁড়ী মধ্যে রাখিয়া নিম্নে উত্তাপ প্রদান করতঃ চোঁয়াইতে হয়। চোঁয়ান জলে পুনর্ব্বার নূতন পুষ্পদল দিয়া পুনর্ব্বার চোঁয়াইতে হয়। এই রূপ চারি পাঁচবার করিলে যে জল হয়, তাহাকে গোলাপ জল বলে। ঐ জলকে অনাবৃত প্রশস্ত পাত্রে রাখিয়া সমস্ত রাত্রি শীতল বাতাসে রাখিবে, যেন উহাতে অপর কিছু না পড়ে, তজ্জন্য একখানি ছিদ্রী রেশমী বস্ত্র ঢাকা দিয়া রাখিবে, প্রাতে

কালে উহার অর্থাৎ ঐ জলের উপর যে সর পড়িয়া থাকিবে, তাহা সাবধানতাপূর্ব্বক তুলা বা পালক দ্বারা উঠাইয়া লইতে হয়; ইহাকেই আতর কহে তিন চারি দিবস ঐরূপ করিতে হয়; ইহাতে অত্যুৎকৃষ্ট গোলাপী আতর প্রস্তুত হয়।

ফুলেল তৈল।

প্রথমে একটি কাষ্ঠের ফ্রেম প্রস্তুত করিয়া লইয়া, সেই ফ্রেমের উপর ইচ্ছানুরূপ ফুল সাজাইবে; পরে সেই সাজান ফুলের উপর তিলের তৈল সিঞ্চিত করিবে। তদুপরি আর এক স্তর সাজাইয়া তাহার উপর পুনরায় তৈলের সিঞ্চন করিবে। এইরূপে উপর্য্যুপরি পুষ্পের স্তর সাজাইয়া একদিন কাল রাখিয়া দিবে। পরে চাপ দিয়া তৈল নির্গত করিয়া লইবে, ইহার সহিত আবশ্যক মত তিল তৈল মিশ্রিত লইতে হয়। ফুল যত অধিক পরিমাণে সাজান হইবে তৈলও তত অধিক পরিমাণে সুগন্ধি হইবে

[illegible] ।

[illegible]

সমাপ্ত ।